সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৪৪

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৫০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল

সহকারী সভাপতিগণ

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ, ডি লিট্
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ,
রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর
ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি-লিট,
শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ,

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন বি এ
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ, বি এল,
শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস-সি

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস

পুথিশালাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু বি এস্-সি, জি ডি এ, আর এ
শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু

চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ৩। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় এম এ, ৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম এ, পি-এচ ডি, ৫। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল, ৬। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, ৮। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন এম এ, ৯। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ দোঁতেন, জি এস্, ১০। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি এল, ১১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি, ১২। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, ১৩। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী এম এ, ১৪। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, ১৫। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন এম এ, ১৬। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, ১৭। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল বি এ, ১৮। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, ১৯। শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত এম এস্‌সি, বি এল, ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ, ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এল, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল, ২৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী বি-এল, ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

চতুশ্চত্বারিংশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন,—

"ঐতিহাসিক ও সাধারণ পাঠকদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয় বহুশ্রমসাধিত সুবিন্যস্ত এই পুস্তকখানির ২য় সংস্করণ ১ম সংস্করণ অপেক্ষা তাঁহাদের অনেক বেশী উপযোগী হইয়াছে।......" প্রবাসী=আশ্বিন ১৩৪৪।

"সমাচার দর্পণেই" বাঙ্গালীর সংবাদ পত্রের হাতে খড়ি সুরু......শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সমাচার দর্পণের' গোড়ার দিকের ফাইল আবিষ্কার করিয়া প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে তাহা হইতে সেকালের ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলন ও ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেণীবিভাগ করিয়া 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম খণ্ড নিঃশেষিত হওয়াতে...... তিনি এই পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত সংস্করণটি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে যে আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ আকর্ষিত হইতেছে, এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ তাহাই সূচিত করিতেছে।......দ্বিতীয় সংস্করণটি যে দিক দিয়া অভিনব ও অতিশয় মূল্যবান্ হইয়া উঠিয়াছে, আমরা কেবল তাহারই উল্লেখ করিতেছি—সেটি হইতেছে ইহার 'সম্পাদকীয়' অংশ, ৪০১—৪৯১ পৃষ্ঠা এবং 'অধুনা অপ্রচলিত শব্দের সূচী' ৪৯২—৫০০ পৃষ্ঠা। এগুলি দেখিয়া এখন মনে হইতেছে—প্রথম সংস্করণটি অসম্পূর্ণ ছিল। সমগ্র পুস্তকে প্রসঙ্গতঃ বহু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও স্থানের উল্লেখ আছে, সেগুলি সম্বন্ধে আজ আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ব্রজেন্দ্রবাবু অসংখ্য পুস্তক ঘাটিয়া ও অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া সেই সেই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এই সম্পাদকীয় বিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই বিভাগটি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদেশ বিষয়ে 'সংবাদের খনি' বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পুস্তকসন্নিবিষ্ট চিত্রগুলিও বর্ত্তমানের সংস্করণের বিশেষত্ব।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ ভাদ্র ১৩৪৪।

ডক্‌টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন,—

............No word of commedations on the publication like this is praise enough for its editor who has spared himself no pains in unearthing documents of rare kind, invaluable for the future historian of nineteenth century Bengal. In fact Mr. Bandopadhyaya's present publication is the only source-book I know of for the history of the period and as such is indispensable''...... Modern Review, Oct. 1937.

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

"......I have......found it highly interesting"—**Mahamahopadhyaya Gopinath Kaviraj M A,** *Principal, Benares Sanskrit College.*

"Prof. Chintaharan Chakravarti who has already given us evidence of his competence for the task he has undertaken is to be congratulated on the success he has achieved by prepariog the present catalogue.........."—**Mahamahopadhyaya Prof. Vidhu Shekhar Bhattacharya.**—Calcutta Review, Sepi. 1937.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[চতুশ্চত্বারিংশ ভাগ]

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা।

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

চতুশ্চত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র

—:০:—

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য

প্রথম বাঙালী সাংবাদিক

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহাদের আলোচনার বিষয় তাঁহাদের নিকট গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নাম অপরিচিত নহে। বাঙালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বাঙ্গাল গেজেটি'ই বাঙালী-পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। দুঃখের বিষয়, গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই,—উপকরণের অভাবই বোধ হয় তাহার কারণ। কিন্তু সেকালের সংবাদপত্রাদি সযত্নে অনুসন্ধান করিলে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এখনও সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। নিম্নের সংগ্রহও প্রাচীন সংবাদপত্রাদি হইতে করা হইয়াছে।

শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার কম্পোজিটর

গঙ্গাকিশোরের বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামে। তিনি প্রথমে কম্পোজিটর-রূপে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখানে তিনি ছাপাখানার কাজ বিশেষভাবে শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে কিছুদিন চাকুরী করিবার পর তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবার মানসে কলিকাতায় আসেন।

কলিকাতায় পুস্তক-বিক্রয়ের ব্যবসা

কলিকাতায় আসিয়া গঙ্গাকিশোর পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায়ে হাত দিলেন। এদিকে তখনও কোন বাঙালীর নজর পড়ে নাই। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

> এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্প কালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন। (৩০ জানুয়ারি ১৮৩০)

গঙ্গাকিশোর প্রথমে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় বাংলা বই ছাপিতে সুরু করিলেন; তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' উল্লেখযোগ্য; ইহাই বোধ হয় ছাপার হরফে প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক। ইহা ছাড়া স্বরচিত দুই-তিনখানি পুস্তকও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত পুস্তকগুলির কাটতি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল; তিনি কলিকাতায় একটি আপিস ও বইয়ের

দোকান খুলিলেন। একটি বিশেষ উপায়ে পুস্তকের ব্যবসায়ে তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল। তিনি বাংলা দেশের প্রধান প্রধান শহর ও পল্লীগ্রামে প্রতিনিধি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; তাহারাই তাঁহার পুস্তকগুলির বিক্রয় বাড়াইয়া দিয়াছিল।

কলিকাতায় দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

দেশীয় লোকদের মধ্যে বাবুরাম নামে এক জন হিন্দুই সর্ব্বপ্রথম খিদিরপুরে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ ছাপিবার জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র আনুমানিক ১৮০৬-৭ সনে * স্থাপন করেন। তাঁহার ছাপাখানা সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল। বাবুরাম এক জন সারস্বত ব্রাহ্মণ, নিবাস মীর্জ্জাপুরের ত্রিলোচন ঘাটে।† এই ছাপাখানার মুদ্রাকর ছিল মদন পাল নামে এক জন সদ্গোপ।

বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রটি ১৮১৪-১৫ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্রজভাষার মুন্‌শী লল্লুলাল কবি নামে এক জন গুজরাটী ব্রাহ্মণ কিনিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে।‡ লল্লুলালের ছাপাখানাও সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল, এবং পূর্ব্বোক্ত মদন পালই তাহার

* ১৮০৭ সনেও খিদিরপুরে বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে ; ইহা কোলব্রুকের আজ্ঞায় মুদ্রিত, বিদ্যাকর মিশ্রের সূচিসমন্বিত 'অমরকোষ'। 'হেমচন্দ্রকোষ'ও এই সনে বাবুরাম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮০৮ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৭ম বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে ভিজিটর-রূপে লর্ড মিণ্টো যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্র সম্বন্ধে এই অংশটি আছে :—

A printing press has been established by learned Hindoos, furnished with complete founts of improved Nagree types of different sizes, for the printing of books in the Sunskrit language. This press has been encouraged by the College to undertake an edition of the best Sunskrit Dictionaries, and a compilation of the Sunskrit rules of Grammar. The first of these works is completed, and with the second, which is in considerable forwardness, will form a valuable collection of Sunskrit Philology. It may be hoped, that the introduction of the art of printing among the Hindoos, which has been thus begun by the institution of a Sunskrit press, will promote the diffusion of knowledge among this numerous and very ancient people ;......(Roebuck : *Annals* etc., p. 155.)

† ১৮১৪ সনে প্রকাশিত লল্লুলাল কবি-সঙ্কলিত 'সভাবিলাস' নামক হিন্দী পুস্তকের শেষে বাবুরামের এই পরিচয় পাওয়া যায়।

‡ এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। প্রথমতঃ উভয় মুদ্রাযন্ত্রের নামের সাদৃশ্য ; বাবুরামের যিনি মুদ্রাকর ছিলেন, সেই মদন পালই লল্লুলালেরও মুদ্রাকর ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ১৮১৪ সনের জানুয়ারি মাসে মুদ্রিত লল্লুলাল কবি-সঙ্কলিত 'সভাবিলাস' ছাড়া বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রে তৎপরবর্ত্তী কালে মুদ্রিত অপর কোন পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তৃতীয়তঃ লল্লুলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্রে ১৮১৫ সনে (সংবৎ ১৮৭২) তুলসীদাসের 'বিনয়পত্রিকা' নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয় ; এই ছাপাখানায় তৎপূর্ব্বে মুদ্রিত আর কোন পুস্তকের সন্ধান এখনও পাই নাই।

মুদ্রাকর ছিলেন।* সংস্কৃত বা হিন্দী পুস্তক ছাড়া বাংলা পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থাও লল্লুলাল করিয়াছিলেন। তাঁহারই মুদ্রাযন্ত্রে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রথম গ্রন্থ 'জ্যোতিষ-সংগ্রহসার' ১৮১৭ সনের জানুয়ারি মাসে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় আছে :—"শ্রীযুল্লল্লূ কবীশ্বরস্য সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীমদন পালেনাঙ্কিতম্"। লল্লুলালের সংস্কৃত যন্ত্র পটলডাঙ্গায় অবস্থিত ছিল।

তখন পর্য্যন্ত কোন বাঙালীই মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন নাই। বাংলা বই ছাপিতে হইলে তখন লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেস, ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস, ডি স্কুজার, অথবা শ্রীরামপুর মিশনরীদের ছাপাখানার শরণাপন্ন হইতে হইত। গঙ্গাকিশোর একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপনে অগ্রণী হইলেন। পুস্তকের ব্যবসায়ে তিনি পূর্ব্বেই কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন; তাহার উপর এই কার্য্যে স্বগ্রামবাসী হরচন্দ্র রায়কে অংশীদার-রূপে পাওয়ায় তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; এই হরচন্দ্র রায় রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গঙ্গাকিশোরের মুদ্রাযন্ত্রটি—সম্ভবতঃ বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া—'বাঙ্গালি প্রেষ', বা 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নামে পরিচিত ছিল, এবং ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৭ সন বলিয়া মনে হইতেছে।†

বাঙালী-পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পর গঙ্গাকিশোরের দৃষ্টি পড়িল সংবাদপত্র-প্রকাশের উপর। তিনি দেখিলেন, এ যাবৎ কেহই বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন নাই। বাঙালীর একখানি বাংলা সংবাদপত্র হইলে অনেক পাঠক জুটিতে পারে। গঙ্গাকিশোর ও তাঁহার অংশীদার হরচন্দ্র রায় 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়া ইংরেজী সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিলেন :—

* ১৮০২ সনে লল্লূলাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ব্রজভাষার মুন্‌শী নিযুক্ত হন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ১৮২৪ সনে চাকুরি হইতে বিদায় লইয়া আগ্রা ফিরিবার সময় তিনি মুদ্রাযন্ত্রটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গুজরাটী হইলেও তিনি ও তাঁহার স্বজনবর্গ আগ্রা গোকুলপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন। ১৮২৫ সনে লল্লূলালের মৃত্যু হয়।

† রামমোহন রায়-কৃত কঠোপনিষদের অনুবাদ ১৮১৭ সনের আগষ্ট মাসে "বাঙ্গালি প্রেষে" মুদ্রিত হয়। এতদ্ভিন্ন ১৮১৮ সনের জুলাই মাসে রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীততরঙ্গ' "বাঙ্গালি প্রেসে" মুদ্রিত হইয়াছিল; ইহার মুদ্রাকর যে গঙ্গাকিশোর ছিলেন তাহার প্রমাণ অন্যত্র পাওয়া যাইবে। অধিকন্তু গঙ্গাকিশোরের স্বরচিত 'ভগবদ্গীতা'র ভাষাঅর্থ "বাঙ্গালা যন্ত্রে" ১৮২৪ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল। "বাঙ্গালি প্রেষ" গঙ্গাকিশোরেরই মুদ্রাযন্ত্র ছিল—এই অনুমান সত্য হইলে, উহা যে ১৮১৭ সনে স্থাপিত, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে; কারণ ১৮১৬ সনে নিজের মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় গঙ্গাকিশোর তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় মুদ্রণ করাইয়াছিলেন। পরে গঙ্গাকিশোর ও হরচন্দ্র রায় 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করিলে তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রটি সাধারণতঃ "বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages, and Deaths.

Advertisement for insertion in this Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication will be pleased to send their Names to HURROCHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included.
Calcutta, 12th May, 1818.

এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হয় ১৪ই মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্ণ্মেণ্ট গেজেটে'। খুব সম্ভব পরবর্ত্তী জুন মাসের প্রথমার্দ্ধে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি-শুক্রবারে বাহির হইত। কাগজখানি প্রকাশিত হইয়া যাইবার পর ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখের 'গবর্ণ্মেণ্ট গেজেটে' হরচন্দ্র রায় আর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহাতে কার্য্যালয়ের ঠিকানা "১৪৫ নং চোরবাগান ষ্ট্রীট" দেওয়া আছে। ইতিমধ্যে ২৩ মে তারিখে শ্রীরামপুর হইতে মিশনরীরা 'সমাচার দর্পণ' নামে বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মিশনরীরা দাবি করেন 'বাঙ্গাল গেজেটি'-প্রকাশের এক পক্ষ আগে তাঁহারা 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই দাবি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙালী-কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত এবং কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্রের সম্মান 'বাঙ্গাল গেজেটি'রই প্রাপ্য। 'বাঙ্গাল গেজেটি' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, প্রায় এক বৎসর চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কারণ গঙ্গাকিশোরের সহিত তাঁহার অংশীদারের অবনিবনা। কাগজখানির প্রচার রহিত হইলে গঙ্গাকিশোর ছাপাখানাটি স্বগ্রাম বহরায় লইয়া যান। এই প্রসঙ্গে ১৮২০ সনে শ্রীরামপুরের ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রথম সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

The first Hindoo who established a press in Calcutta was Babooram, a native of Hindoosthan. . . He was followed by Gunga Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, but having disagreed with his coadjutor, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief

towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity; and within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Sumachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed in India, he published another, which we hear has since failed.—"On the effect of the Native Press in India," pp. 134-35.

উপরিউদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইতেছে, গঙ্গাকিশোর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অংশীদারের সহিত অবনিবনার ফলে তিনি ছাপাখানাটি স্বগ্রামে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে গঙ্গাকিশোরের মৃত্যু হয়। ১৮৩১ সনের ৬ জুন তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ :—

৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন...।

গঙ্গাকিশোরের মৃত্যুর পরেও অনেক দিন যাবৎ তাঁহার "বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে"র অস্তিত্ব ছিল। ১৭৬৬ শকে (=১৮৪৪ সনে) মুদ্রিত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ॥ প্রকৃতিখণ্ড॥ তদ্ভাষা রামলোচন দাস কর্ত্তৃক পদ্যছন্দে বিরচিত' পুস্তকের আখ্যাপত্রে আছে :—"গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যমহাশয়স্য বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্যানুমত্যানুসারে ছাপা হইল বহরা গ্রামে"।

হরচন্দ্র রায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গঙ্গাকিশোরের সহিত পৃথক্ হইবার কিছু দিন পরেই তিনি নিজে কলিকাতায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। সরকারী দপ্তরে প্রকাশ, ২১ এপ্রিল ১৮২৩ তারিখে বাংলায় একখানি 'অ্যানুয়েল অ্যালম্যানাক্' বা বার্ষিক পঞ্জিকা বাহির করিবার জন্য তিনি "মুদ্রাকর ও প্রকাশকরূপে ৯ নং আড়পুলি, কলিকাতা হইতে" লাইসেন্সের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন; আরও জানা যায়, এই বার্ষিক পঞ্জিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন হরচন্দ্র রায়, সিমুলিয়া-নিবাসী মদনমোহন মিস্ত্রী ও মদনগোপাল মজুমদার। নব-প্রবর্ত্তিত প্রেস আইনের জন্যই সরকারের অনুমতি লওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল।

হরচন্দ্র রায়ের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত একখানি পুস্তক সম্প্রতি আমি দেখিয়াছি। ইহা ১৮২৪ সনে প্রকাশিত রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন-রচিত 'ভগবতী গীতা'। পুস্তকখানির শেষ কয় ছত্র এইরূপ :—

মুদ্রিত হইল শেষে কলিকাতার একদেশে
শ্রীযুৎ হরচন্দ্র রায়ের আপিষে।
ছাপা হইল আড়কুলি তার নাম পশ্চিমে কালির ধাম
খ্যাত দত্তপুরী পূর্ব্ব পাশে॥

১৮২৫ সনে "মোং আড়পুলি শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে" যে-সকল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল তাহারও তালিকা পাওয়া যায়।*

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৮২ দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

গঙ্গাকিশোর অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ, এবং নিজেও কোন কোন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের যেগুলির সন্ধান বা উল্লেখ এ-যাবৎ পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি তালিকা দিলাম :—

(১) ১৮১৬ সনে গঙ্গাকিশোর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (পৃ. সংখ্যা ৩১৮) প্রকাশ করেন। ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখের 'গবর্ম্মেণ্ট গেজেট' পত্রে এই পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> মে° ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
> ছাপা খানায় সিঘ্র প্রকায হইবেক
> অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যা সুন্দর পুস্তক
> অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত
> পদ্মলোচন চুড়ামণি ভট্টাচার্য্য* মহাস
> য়ের দ্বারা বর্ন্ন সুদ্ধকরিয়া উত্তম বাঙ্গলা
> অক্ষরে ছাপা হইতেছে পস্তকের প্রতি
> উপক্ষণে এক২ প্রতিমুত্তি থাকিবেক মুল্য
> ৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার
> ইচ্ছা হয় আপন নাম ঐ ছাপাখানায়
> কিম্বা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর
> ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—

* পদ্মলোচন চূড়ামণি নদীয়ার এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি কিছু দিনের জন্য ভারতে আগত প্রথম ব্যাপটিষ্ট মিশনরী জন্ টমাসের পণ্ডিত ছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯৫ তারিখে মদনাবতী হইতে লিখিত একখানি পত্রে জন্ টমাস লিখিয়াছিলেন :—

I have a pundit to assist me in the translation, whose name is Podo Loson, a native of that famous metropolis of Bengal Learning, Nuddea.—*Periodical Accounts*...i. 205.

টমাসের জীবনীপাঠে জানা যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি একটি ইংরেজী খ্রীষ্টসঙ্গীতের অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন (C. B. Lewis : *The Life of John Thomas*, 1873, p. 276.) অনূদিত সঙ্গীতটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

হে স্বর্গের সুবা প্রভু খ্রীষ্ট।
অবিরাম তোমার গুণের তেজ।
স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের রাজ
নাম তোমার লইতে কেন লাজ।

খ্রীষ্টনামে লজ্জা জন্মিলে।
হউক সন্ধ্যার তারা দর্শনে।
অমৃত কিরণ তেজে তার।
মোর মনস্তম তাড়িবার।

এই পুস্তকে ৬ খানি চিত্র আছে; প্রায় সবগুলিই লাইন-এনগ্রেভিং। চিত্রের ব্লকগুলি রামচাঁদ রায়ের (হরচন্দ্র রায়ের আত্মীয়?) তৈয়ারি। ইহার পূর্ব্বে আর কোন সচিত্র বাংলা বই এখনও আমার নজরে পড়ে নাই। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

Oonoodah Mongul, / exhibiting / the / Tales / of / Biddah and Soonder. / To which is added, / The / Memoirs / of / Rajah Prutapadityu. / Embellished / with Six Cuts. / Calcutta : / From the Press of Ferris and Co. / 1816. /

(২) ১৮১৬ সনে গঙ্গাকিশোর আরও একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহা বাংলা ভাষায় একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ; কেহ কেহ ইহাকে বাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

A / Grammar, / in / English and Bengalee : / containing / what is necessary to the knowledge / of the / English Tongue. / To which is added / a / Translation of Words / from / one to three Syllables, / laid down in a plain and familiar way. / By Gungakissore, Bhutachargee. / Calcutta : / From the Press of Ferris and Co. / 1816. / [পৃ. সংখ্যা ২১৬]

এই ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গঙ্গাকিশোর লিখিয়াছেন :—

এতদ্দেশীয় প্রায় অনেক বালকগণ ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরব্ধ করিয়া অতাল্প কাল পরে তাঁহারদিগের উহাতে অলস তাচ্ছলা এবং অশ্রেদ্ধা জন্মে তাহার কারণ এই অভিপ্রায় হয় যে বালকত্ব ধর্ম্ম হেতু তাঁহারদিগের বুদ্ধির তরলতা প্রযুক্ত ও মোনের চঞ্চলতা প্রযুক্ত ঐ ব্যাকরণের যে পাঠ তাঁহারদিগের গুরু ও বন্ধু জনেরা দেন তাহা মোনে রাখিতে পারেণ না অতএব শুৎরাং তাঁহারদিগের অলসাদি জন্মাইতে পারে যেহেতুক

খ্রীষ্টার্থে লজ্জা জন্মিলে।
হউক রাত্রির লাজ মধ্যাহ্নেতে।
য়িশু পোহাতি তেজোময়।
দর্শনে মনস্তম যায়।
কি লাজ সে প্রিয় বন্ধুতে।
মোর কষ্টে পূর্ণ মুক্তি হয়।
নয় লজ্জিত হইলে লজ্জা এই।
মোর অধিক প্রেম না হওনেতে।

খ্রীষ্টার্থে লজ্জা উচিত হয়
মোর দোষে আপন যদি নয়।
অভাব ভয় ক্রন্দন অপমান।
ও কামা মঙ্গল প্রাণের ত্রাণ।

তা নহিলে হতা তারক নাম।
মোর দর্প হবে অনুপাম।
মোর বড় আহ্লাদ তুষ্টি এই।
মোরার্থে য়িশু লজ্জিত নহে।

তাঁর বিধিতে প্রবৃত্ত হই।
তাঁর দুখ্‌খ লজ্জা সর্ব্ব লই।
তাঁর বাক্য বলি সর্ব্ব ঠাঁই।
তাঁর আজ্ঞা মাননে নির্ভয়।

—'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত'।—প্রথম ইংগ্রণ্ডীয় স্বর। ১৫শ গীত। (পৃ° ১৮-১৯)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ১৮০১ সনের মে মাসে পদ্মলোচন চূড়ামণি মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে ডক্টর উইলিয়ম কেরীর অধীনে এক জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মে তিনি অনেক দিন নিযুক্ত ছিলেন।

মনুষ্যেরদিগের মন যে বিষয় কঠীন্ এবং শ্রম সাধ্য হয় তাহাতে অক্লেশে প্রবিষ্ট হয় না বিশেষত বালকগণদিগের অতএব আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের আপনার ভাষাতে সংগ্রহ থাকিলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারদিগের অতি শুসাধ্য হইতে পারে একারণ যথাসাধ্য এক সংক্ষেপ ইঙ্গ্রাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করা গেল…।

শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যেন

পরোপকৃতয়ে কৃতঃ—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠিক এই বৎসরেই (১৮১৬) রামচন্দ্র-রচিত 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ' নামে বাংলা ভাষায় আর একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।* এই রামচন্দ্র ছিলেন—রামচন্দ্র রায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিত।

(৩) গঙ্গাকিশোর "ভাসা অর্থসহ" একখানি 'ভগবদ্গীতা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮২৪ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। তাহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

> শ্রীশ্রীহরিঃ॥ / শ্রীভগবদ্গীতা ॥ / ॥ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ / অষ্টাদশ অধ্যায় সংস্কৃত মূলগ্রন্থ ॥ / [এবং] গ্রন্থরচিত ভাষা অর্থ সংগ্রহ ॥ / শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যেন প্রকাশিত ॥ / বাঙ্গালা যন্ত্রে / দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥ / মোকাম বহরা ॥ / সন ১২৩১ সাল / [পৃ. সংখ্যা ২১৬]

(৪) "কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকৃত দ্রব্যগুণ ভাসা" ১৮২৪ সনে প্রকাশিত হয়।†

(৫) রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে 'চিকিৎসার্ণব' নামে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের একখানি পুস্তক পাইয়াছি। ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি। আখ্যাপত্রে পুস্তকের প্রকাশকালটি কীটদষ্ট, তবে ছাপা দেখিয়া মনে হয় ১৮২০ সনের কাছাকাছি ইহা মুদ্রিত।

> শ্রীশ্রীদুর্গা / শহায় / ॥ চিকিৎসার্ন্নব ॥ / । নাড়ীজ্ঞান নিরূপণ । / ॥ জ্বরলক্ষণ ॥ / পাঁচন ও ঔষধাদি / এবং / দ্রব্যাদি শোধন প্রকরণ / মুদ্রাঙ্কিত হইল / কলিকাতা / ……
> [পৃ. সংখ্যা ৬ নির্ঘণ্ট+২+৭২]

পুস্তকের গোড়ার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা হইতে গ্রন্থকারের নামধাম জানা যাইবে :—

> গুরুপদে রাখি মতি বন্দোদেব গণপতি তুষ্টা হন ভগবতি তবে অতি শীঘ্রগতি পুরে অভিলাস॥ জগৎ জননি যারে তুষ্টা হন এ সংসারে সেজন সকল পারে অনাআসে করিতে প্রকাশ॥ চিকীৎসার্ণব নাম গ্রন্থ অতি গুণধাম চিন্তা করি অবিরাম দেখি চিত্ত হবে চমকিৎ। ভাষায় কোমলমিষ্টি গ্রন্থ যে নুতনসৃষ্টি কিছুদিন করি দৃষ্টি মুর্খ বৈদ্য হইবে পণ্ডিৎ॥

---

* 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ' ও তাহার রচয়িতা সম্বন্ধে ১৩৩৯ সালের ৪র্থ সংখ্যা এবং ১৩৪৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' দ্রষ্টব্য।

† 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৭৬।

নাড়িপ্রকাশানুসারে যদি নাড়ী বোধ করে চিকীৎসা করিতে পারে এ কারণে নাড়ীজ্ঞানে করি নিরূপিত॥ না থাকিলে নাড়ীবোধ হবে কেন রোগবোধ মূর্খ বৈদ্য করে ক্রোধ বিষবড়ি দিয়া করে হিতে বীপরীৎ॥ ব্যাধিতে পীড়িত লোক নানামতে পায় শোক তার কিছু করি যোগ উপায় কারণ॥ বৈদ্যকের শাস্ত্রমত পাঁচনাদি আছে কত তার মধ্যে সার যত এই গ্রন্থে করি নিরূপণ॥ যে জ্বরে যে অধিকার বিস্তারিয়া কব তার সভাকার উপগার হবে অতিশয়॥ ঔষধী নানামত বিস্তারিয়া কব কত অল্পে করি গুণশত শাস্ত্রমত করিব নির্ণয়॥ সুরধনি তিরে ধাম ধন্য সে বহরাগ্রাম গঙ্গাকিশোর নাম দ্বিজদিন অতি॥ চন্দ্রতেজ করি চুর তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ভুবনে দ্বিতীয়শূর মহারাজা তাঁর অধিকারেতে বসতি॥ গ্রন্থে কোন থাকে ভুল গুনিগণ দিবে কূল দোষছাড়া নাহি মূল সাধুজনে আছয়ে প্রকাশ॥ অল্প দোষে সুধাকরে কি করিতে পারে তারে গঙ্গাধর ধরে শিরে অন্ধকার ঘোরতরে অনায়াসে করয়ে বিনাশ॥

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০) রিপোর্টের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে (পৃ. ৪০-৪৬) এদেশের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা আছে। ইহা হইতে গঙ্গাকিশোরের ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকগুলির নাম উদ্ধৃত করিতেছি :—

Gonga- bhoctee- toronginee
Lukhmee choritro
Betal-poncho-bingsoti

Title unknown	Translation of the Vedant—Rammohun Roy Do of Ishopunishud Do Do of Kenopunishud Do On the common actions and ceremonies of life.

Chanokya (slok)
Songit-toronginee

ইহা ছাড়া বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ভগবদ্গীতার পদ্যে অনুবাদ ১২২৬ সালে (১৮১৯) "বাঙ্গালগেজেটি আফিশে ছাপা" হইয়াছিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র

প্রায় দুই বৎসর হইল, ডক্টর সুকুমার সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৈষ্ণব-গীতিকবিতা সম্বন্ধে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম *A History of Brajabuli Literature.* ইহার ৩৩১-৩২ পৃষ্ঠায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের কবিগণের মধ্যে স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ পীতাম্বর মিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই বিবরণপাঠে জানা যায়, পরমবৈষ্ণব পীতাম্বর ব্রজবুলী ও বাংলায় কতকগুলি বৈষ্ণব-গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত চারিটি কবিতা তৎপৌত্র জনমেজয় মিত্রের 'সংগীত রসার্ণবে' স্থান পাইয়াছে।* কিন্তু 'সংগীত রসার্ণব' সংগ্রহ করিতে না পারায় সুকুমার বাবু স্বীয় গ্রন্থে পীতাম্বরের অথবা জনমেজয়ের রচনার নিদর্শন প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার, রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে 'সংগীত রসার্ণব' আছে। পুস্তকখানির পৃ. সংখ্যা ৭৬; ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

> সংগীত রসার্ণব। / অর্থাৎ / সদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ মননার্থে। / অভিসারাদি রসোদধির / সংক্ষেপ পদ রত্ন / — / কীর্ত্তন প্রণালী মতে চলিত ভাষায় / সঙ্কর্ষণ ভোগ অর্থাৎ পুষ্পিকায় / স্বীয় মনঃ সন্তোষার্থে / শ্রীজনমেজয় মিত্র কর্ত্তৃক রচিত / এবং প্রকাশিত হইল। / কলিকাতা শুঁড়া। / — / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং, দ্বারা বাহির মৃজাপুর, ১৩ সংখ্যাক ভবনে মুদ্রিত। / — / শকাব্দাঃ ১৭৮২। /

'সংগীত রসার্ণব' পুস্তকের ৭-৮ পৃষ্ঠায় পীতাম্বরের চারিটি কবিতা আছে; দুইটি ব্রজবুলীতে এবং দুইটি ভাষায় রচিত। কবিতা চারিটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"নিবেদন।

মত্ পিতামহ ৺বৃন্দাবনবাসি তদ্রজোভিলাষি ভক্তি-সিদ্ধান্তাভ্যাসি ৺মহারাজ পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর মহাশয় কৃত ব্রজ ভাষায় এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় কবিতা এবং পদ সকলের মধ্যে কএকটী এতদ্গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণার্থে এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ব্রজ ভাষায় পীতম এবং ভাষায় পীতাম্বর ভোগ অর্থাৎ পুস্তিকায় দৃষ্টি করিবেন।

---

* 'বিশ্বকোষে'র "রাজেন্দ্রলাল মিত্র" প্রবন্ধে পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ('গৌরপদতরঙ্গিণী', ভূমিকা পৃ. ২৫৫-৫৬) এবং ডক্টর সুকুমার সেনের গ্রন্থে এই বিবরণটিই উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্রজ ভাষার বৃন্দাবন স্মরণ।

বৃন্দাবন পুজোঁ কুজোঁ দিন্ রাত্ বৃন্দাবন তন মন জাপ ত্রিতাপহারণ বৃন্দাবন হিঁ।
তাকো রজ্ নাহোঁ মেরো ভইয়া মইয়া কাম গইয়া সুবুদ্ধি বৃন্দাবন হিঁ॥
আচারিজ্ বৃন্দাবন মান প্রাণ বৈষ্ণ বৃন্দাবন ভাগ ভরণ রতন বৃন্দাবন হিঁ।
পীতম সপুত বৃন্দাবন কাজ সাজ লাজরাখো বৃন্দাবন অবতো বিচার সার এহি বৃন্দাবন হিঁ॥১॥

ব্রজ ভাষায় বলদেবজীর রূপ এবং গুণ বর্ণন।

গোয়াল্ বাল্ মিল্ তাল তোরে ধেনুকাসুর গাধ মারে এয়সে রোহিণী কুমার হেঁ।
দৈঁঞত্ বীর প্রলম্ব গারে হস্তিনা ওঠায় ডারে দুর্য্যোধন কে মান্ তোডন্ বারে হেঁ॥
মোর পঙ্ক মুকুট বারে নীলপট বনমাল ধারে দুষ্টন্ কো নাশ করণ হারে হেঁ।
বারুণী মধ পান বারে শেষ নাগ ছত্র ধরে পীতম সো হমারে রাখবারে হেঁ॥ ১ ॥

ভাষায় শ্রীরাধিকার দধি বিক্রয়ার্থে মথুরায় গমন।

পরে প্যারী নীলাম্বর : প্রকাশিত জলধর : অলকা উজ্বল মুখ শশী।
ভ্রু মানি ইন্দ্রের ধনু : সিন্দুরে উদয় ভানু : সখিগণ নক্ষত্র প্রকাশী॥
নয়ন চকোর সার : সৌদামিনী হেম হার : শিখে মতি বক পাঁতি যায়।
গজ কুম্ভ পয়োধর : বেণী শুণ্ড পীঠ পর : বাক্য রূপ সুধা বৃষ্টি তায়॥
কুণ্ডল পরায় কানে : দেব দ্বয় এক স্থানে : চন্দ্রার্কেতে সাজিল মণ্ডল।
নাসায় নোলক ঝোলে : জেন সুধা বিন্দু দোলে : চন্দ্র হৈতে পড়ে অনর্গল॥
সাজাইল নানা মতে : কানু মন হরে যাতে : দধির পসরা করে মাথে।
পীতাম্বর অল্প মতি : গোপীগণ যার গতি : পশ্চাতে ধাইয়া যায় সাথে॥

প্রশ্নোত্তর পদ।

ক্ষীর নীর বিভিন্নতা করে কোন জন। পর্ব্বত পৃথিবী পশু কে করে সৃজন॥
কোন বস্তু হয় ভাই স্বর্গ ভোগ কাম। বিষ্ণু মন্ত্রে উপাসক তার কিবা নাম॥
বৃষভানু নন্দ গৃহে কার জন্ম হয়। পঞ্চ প্রশ্নোত্তর কর যদি মনে লয়॥
আদি ক্রমে চারি কহি শুনহ বান্ধব। মরাল বিধাতা আর সুকৃতি বৈষ্ণব॥
পাঁচ প্রশ্নোত্তর হবে চারি মধ্যাক্ষর। ইহ লোকে পর লোকে সবার ঈশ্বর॥
ভনে কবি কৃষ্ণ পরিধান আখ্য দাস। পঞ্চ প্রশ্ন দয়া করি পূর্ণ কর আশ॥"

পীতাম্বরের পৌত্র এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জনমেজয় মিত্র 'সঙ্কর্ষণ' ভণিতায় ব্রজবুলী ও ভাষায় যে-সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, 'সংগীত রসার্ণবে' তাহাই স্থান পাইয়াছে; ইহা হইতে ভাষায় রচিত চৈতন্যদেব-বিষয়ক ৯টি পদ জগদ্বন্ধু ভদ্র তৎসঙ্কলিত 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুকুমার বাবু তাঁহার গ্রন্থের ৩৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায় উনবিংশ শতাব্দীর কবিগণের মধ্যে জনমেজয় মিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু 'সংগীত রসার্ণব' সংগ্রহ করিতে না পারায় ব্রজবুলীতে রচিত তাঁহার কবিতাগুলির নিদর্শন প্রকাশ করিতে পারেন নাই। জনমেজয়-কর্তৃক ব্রজবুলীতে রচিত যে কয়টি কবিতা 'সংগীত রসার্ণবে' আছে, আমরা এখানে সেগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

[পৃ. ৯] ব্রজ ভাষায় প্রাতঃ স্মরণ পদ।

বিভাষ।

রাধা কৃষ্ণ রূপ মনরে প্রেমসে নেহারো। তন মন ধন আপনা সব বাহিপনেছারো ॥
আপনা২ কহতে জাকো বাকো দূর ডারো। রাধা২ কৃষ্ণ২ রাত দেন পুকারো ॥
মোহনী স্বরূপ অরু কৌন মন বিচারো। সঙ্কর্ষণ রাধা শ্যাম পরতু মন কো বারো ॥ ১ ॥

বিভাষ।

ভোর ভয়ো মনুয়া মেরা জয় গোপাল বোলো। পঞ্ছিগণ রাম বোলে তুভি মুহকো খোলো ॥
কেঁও অচেত সোতে ভাই রাম কহকে ডোলো। ঘটতে জাতে দিন্তিকে দেন কৃষ্ণ বোলে মোলো ॥
সৎ অসৎ জান বুঝ দ্রর্ব্ব মোলো তোলো। সঙ্কর্ষণ ব্রজমে যায় খুব রজমে রোলো ॥ ২ ॥

শ্যাম রটো মন শ্যাম ভজো শ্যাম সে প্রিত্ত লগাও জী।
শ্যাম বিনা কো জগমে আপনা ভাই হময়া বতাও জী ॥
শ্যাম পিতা ভাই ও মাতা বেটা উসিকো বনাও জী।
সঙ্কর্ষণ সদা চিতকো লগায়ে শ্যাম নাম তুম গাও জী ॥ ৩ ॥

পিতম পিয়া মেরো পিয়ারা প্রাণ নেছারুঁ তায়।
জোঁ পাবক পেখে পতঙ্গ তাকো প্রেম কহায়।
পাপ পুণ্য পরকা প্রসঙ্গ ছোড়ো পিতম পায়।
সঙ্কর্ষণ আশা পুরে পিতম কো জো পায় ॥ ৪ ॥

রাম কেঙ মেঞ জগমে আয়া মনকা জনম কো অকারত পায়া
মায়া মোহমে চিতকো লগয়া বেটা ভাই অরু লোগাই ভায়া ॥
[পৃ. ১০] দেখা ভালা উসে খুব জঁচায়া আপন কিসিকো নেহি দেখায়া।
সঙ্কর্ষণ কেঙ লোগ হঁসায়া রাম ভজো ভাই ছোড়ো মায়া ॥ ৫ ॥

দাউসে মন চিত কো লাগায়ো মিত্র ওহি আপনা দাউ হেয়।
লোভ কর কেঙ দৌড়ে হেয় ভাই দাতা ওহি আপনা দাউ হেয়॥
ধন ইহ্ ন আপনা বেটা ন আপনা কোই না আপনা দাউ হেয়।
সঙ্কর্ষণ ইহ ধর্ত্তি ন আপনি খালি ওহ্ আপনা দাউ হেয়॥ ৬॥

দর্শন দাউজী করকে আস মিটে ন ভরকে।
করে উহ্ ডর কিসি নরকে যম ভাগে জিসে ডরকে॥
শরণ উস্কে যো ন সরকে মরে কভু ন উহ মরকে।
সঙ্কর্ষণ ছোড় চিন্তা পরকে দাউ রটাকর মুহ্ ভরকে॥ ৭॥

[পৃ. ১৩] ব্রজভাষায় শ্রীবলদেবজীর জন্ম যাত্রা। বাধাই।

আজু ব্রজ মে ভই হেয় বাধাই। দাউ জনম শুনি গোপী চলি ধাই॥
মাতু রোহিনী গোদ লিয়ে শিশু প্যার করত মুখ চাই॥
আনদ উৎসব নন্দ করত হেঁয় অরু যশোমতি মাই॥
গ্বার বার সব নাচত গাওত কুদত মঙ্গল গাই॥
মাখন হর্দ্দি দধি উর ডারত মটকে ভর ভর লাই।
করবে নেছাওর মনধন লেকর সঙ্কর্ষণ ঠাডহি যাই॥

[পৃ. ১৪] ব্রজভাষায় শ্রীবলদেবজীর রূপ।

শঙ্খতেঁ সোপেদ্ রূপ, বলাদাউকি সরূপ, তাহে নীলপট পহরে হেঁ।
মোতেন্ কে পহরে হার, শের মুকুটকে বাহার, হাথ হল মুষল ধরে হেঁ।
গলে বৈজয়ন্তি মাল, মধ পিয়ে আঁখেঁ লাল, শরণ্ শেষ নাগকো লিয়ে হেঁ।
চলে ধর্ত্তি লগে কাপ, দেখে বীর লগে হাঁপ, কান এক কুণ্ডল দিয়ে হেঁ॥
রৈবত্ কুমারী সাথ, রেবতী কি প্রাণনাথ, রূপ অরু ছবিকে নেহাল হেঁ।
শোভা ন কহত জাত্, জেতেহি কহিয়ে বাত্, সঙ্কর্ষণ কি আশ্রে দয়াল হেঁ॥

দাউ কি বাঁকি বড়িবাঁকি, দেখে কছু নরহে বাকি, মুরত এয়সি মোহনী হেঁ।
শুহি পাগ শর ধরে, নীলপট কটিপরে, কুন্দসি রূপ শোহাবনি হেঁ॥
হল মুষল শোভে করে, কান এক কুণ্ডল ধরে, বাঁকি ছবি অরু চাহনি হেঁ।
বারুণীপি আঁখে লাল, অলবেলি লটকেঁ বাল, আখিং সঙ্কর্ষণ কি বোলনি হেঁ॥

[পৃ. ১৫] ব্রজভাষায় নন্দোৎসব। বাধাই মল্লার জয় জয়ন্তি।

ব্রজমে বাজে বাধাই। নন্দজী ঘরভয়ে কুবর কানাই॥ ধ্রু॥
গোপী অভূষণ পহনি চলতি হেঁ ঘুন ঘুনঘুরু বজাই॥
গোপী যশোমতী গোদ বালক্ দেখ লেত বলাই।
গোয়াল মটকে দহি মক্ষণ লেকর নন্দজী ভেটন যাই॥
নাচত গাওত কোই দহি ডারত আনদ ধুম মচাই।
সঙ্কর্ষণ ঠাড়হি সবতেঁ মাঙ্গত লাল দেখা মুঝে মাই॥ ১॥

[পৃ. ১৬] ব্রজভাষায় শ্রীগোপালজীর বাল্যলীলা।

খেলেঁ গোপাল লাল, আনন্দ সরুপ বাল, বাল ভাব নন্দকে অঙ্গণ মেঁ।
ঘোটনোকে বলচলেঁ, আধি আধি বোলি বোলেঁ, ভাগে কভিগেরে দেখিয়ে ছনমেঁ॥
দেখে জোসোলেহি ভাগে, চন্দ্র কোহিলেনে মাগেঁ, তোড়ে ফোড়ে উসে যোপায়ে খেলন মেঁ।
মাখন অরু দহি মাই, দেতিহেঁয় সুখ পাই, খায়ে কছু ফেঁক দে ভবন মেঁ।
গোপীযোঁ কহে বজাই, নাচো কূবর কানাই, থাই থাই নাচেঁ তলন মেঁ।
সঙ্কর্ষণ অরু কানাই, খেলতে হেঁ দোনোভাই, ছাইরূপ সঙ্কর্ষণ দৃপণ মেঁ॥

[পৃ. ৫৫-৫৬] ব্রজভাষায় উত্তর গোষ্ঠ। গৌরী।

গোধন্ চরায়ে আয়ে কুবর কানাই। সখাঘেরি চৌদিগে আগে চলে ভাই॥
গোরজ শোভে অঙ্গ বালোপ ছাই। মাথে পগড়ি বিচ ফুলেঁ লগাই॥
কানন কুণ্ডল কদম ঝুলাই। হাত লকড়ি বন্সী ফুকত যাই॥
বন্সী শুনত গোপী দেখন আই। মোহন দেখ সুধ বুধ খোয়াই॥
যশোমতী আগেবঢ়ি লেত বলাই। দীপকি থালি লিয়ে আরতী গাই॥
ঘর ঘর আরতী গোপী বজাই। ভায়োকি জোড়ি সঙ্কর্ষণ মন ভাই॥ ১

[পৃ. ৬৮] ব্রজভাষা ঝুলন। মল্লার কয়ালী তাল।

শাবণ তিজ সোহায়নি আই। প্যারিজী সাথ ঝুলে হেঁ কানাই॥
সখিগণ ঘেরত দেত ঝকোরা কোই উপজে সুর কোই বজাই॥
অতর গোলাব কোই ডারত কোই লিয়ে ফুলোঁকি হার পহরাই।
বাদর গরজত দামিনী চমকত বরষত বুঁন্দ ঘটা দিশা ছাই॥
শুনত কড়ক হিয়া কাঁপই ডরকে চৌক ছপে প্যারী পিয়া গলে যাই।
কহত সঙ্কর্ষণ প্যারী দুলারী ডরকি ডরাবন রহে কোঁ ডরাই॥ ১॥

জনমেজয় মিত্র আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়; তন্মধ্যে দুইখানি আমার দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। এখানে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

নারদ পুরাণোক্ত / অষ্টাদশ মহা পুরাণীয় / অনুক্রমণিকা। / শ্রীযুক্ত জনমেজয় মিত্র কর্ত্তৃক / অনুবাদিত। / কলিকাতা। / পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত। / শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ, প্রকাশক। / শকাব্দাঃ ১৭৭৭। /

মিত্র মহাশয় পুস্তকের ভূমিকা-স্বরূপ লিখিয়াছেন :—

পুরাণানুক্রমণিকা।—অর্থাৎ অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় শ্লোক, পর্ব্ব, খণ্ড, ভাগ এবং উপাখ্যান নিরূপণ।

এতদ্দেশের প্রাচীন ধার্ম্মিক হিন্দু মহাশয়গণ স্বস্ব গৃহে অষ্টাদশ মহাপুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করণে যত্নবান হইয়া থাকেন, কিন্তু কাল এবং দুর্দ্দৈব বশতঃ শাস্ত্র সকল লোপ হওয়াতে বহু ক্লেশেও সে আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া সুকঠিন, আর যে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া থাকেন তাহাও খণ্ডিত হইয়া উঠে, কারণ এমত কোন পুরাণানুক্রমণিকা প্রচলিত নাই যাহাতে কোন্ পুরাণে কত খণ্ড, কি২ পর্ব্ব, কিম্বা ভাগ এবং কি২ উপাখ্যান আছে তাহা জানিতে পারা যায়, এবং তদ্দৃষ্টে সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। যদিচ ভাগবতাদি শাস্ত্রে পুরাণের নাম এবং শ্লোক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু তাহাতে কোন্ পুরাণে কি কি উপাখ্যানাদি আছে তাহা নিরূপিত হইতে পারে না, সুতরাং শ্লোক সংখ্যায় ঐক্য হয় না। একারণ দুষ্প্রাপ্য নারদ পুরাণ হইতে এতৎ অনুক্রমণিকা উদ্ধৃত এবং নানা পুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম। ইহা দৃষ্টে বিষয়ি মহোদয় গণের পুরাণ সংগ্রহ করণের উপকার দর্শিতে পারিবেক, এবং কোন্ পুরাণে কত শ্লোক, পর্ব্ব, ভাগ, খণ্ড এবং কি২ উপাখ্যান আছে তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এই পুস্তক আছে।

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতানুক্রমণিকা। / তদারম্ভে। / **নয়নাঞ্জন**। / অর্থাৎ / ভগবতভানু দর্শনাশক্ত দিবান্ধ জন গণের / জ্ঞানাঞ্জন স্বরূপ মহৌষধ। / তথাতদ্দ্বেষ রূপ মহান্ধ কূপ পতিত জনের / উদ্ধারোপযোগি জ্ঞানচক্ষুঃ প্রকাশক পুস্তক / নানা শাস্ত্র পুরাণ প্রমাণ এবং যুক্তি / যুক্ত প্রবন্ধ গৌড়ীয় ভাষায় / ভাগবত ভক্তগণের / প্রীতার্থে। / শ্রীজনমেজয় মিত্রের দ্বারা কলিকাতা / শুঁড়ায় সংগৃহীত হইল। / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির মৃজাপুর, / চাপাধোবা পাড়ার ১৩ সঙ্খ্যক ভবনে / দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। / শকাব্দা ১৭৮১। /

এই পুস্তকখানির ৩০-৩২ পৃষ্ঠা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

দেবী ভাগবতোৎপত্তি কারণং যথা।

যৎকালে ৺মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর পুরাণ সংগ্রহ করেন্ তৎকালীন এতদ্দেশীয় মহাভারতীয় শ্লোক সংখ্যা গণনায় লক্ষ পরিপূর্ণ না হইবায় মহারাজ ৺শিবনাথ তর্কালঙ্কার ৺রামপ্রসাদ বাচস্পতি এবং ৺রামদুলাল চূড়ামণি এই ভট্টাচার্যাত্রয়কে ৺কাশীধামে প্রেরণ করেন তাঁহারা তথায় যাইয়া দেবনাগরাক্ষর শিক্ষা করত লক্ষ শ্লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক নাগরাক্ষরে মহাভারত লেখাইয়া সোধন করত আনয়ন করেন, এবং তৎ কর্ম্ম সাধনার্থে বারাণসীর কমিটির দেয়ান ৺দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়কে পত্র লিখেন, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত্‌গণ বারাণসীতে থাকিয়া বেদান্তাদি

শাস্ত্র পাঠ করত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং মহারাজকে লিপি প্রেরণ করেন যে সম্প্রতি কাশীধামে এক নূতন পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে তদ্বিবরণ এই প্রাগুক্ত মিত্র মহাশয় এক দিবস তত্রস্থিত সমস্ত পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন যে ভগবত্যাইদং ভাগবতং ইতিত্তনাশঙ্কনীয়ং ইহাতে বোধ হয় ভগবতীর চরিত্র বর্ণন যুক্ত ভাগবত পুরাণান্তর অবশ্য আছে আপনারা অনুগ্রহ পুরঃসর অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করুন। ইহাতে কেহই স্বীকার করিলেন না কেবল ৺রামচন্দ্র ঘুলিয়া নামক এক ব্যক্তি মহা কবিকল্প ছিলেন, তিনিই অঙ্গীকার করিলেন কিয়ত কালানন্তর তিনি শ্রীমদ্ভাগবতীয় সকল স্কন্ধাধ্যায় শ্লোকের অনুকরণ করিয়া ভগবন্মাহাত্ম্য স্থানে ভগবতীর চরিত্র বর্ণন পূর্ব্বক দেবী ভাগবত নামক পুরাণ রচনা করিয়া আনিয়া দেন তাহাতে মিত্র মহাশয় মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিয়া ঐ দেবী ভাগবত কাশীতে পারায়ণ করাইয়াছেন তদবধি উক্ত কল্পিত পুরাণ ক্রমশ সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে ইত্যাদি। এক্ষণে এই বিবরণে যদি কোন মহাশয়ের সন্দেহ হয় তিনি পুর্ব্বোক্ত মহারাজের বংশধর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহাশয়ের সমীপে তত্ত্ব করিলে উল্লিখিত লিপি দেখিতে পাইবেন ইতি।

এই রূপ এক অকিঞ্চনের পিতামহ বৈকুণ্ঠ বাসী ৺রাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর মহাশয় যে সকল গ্রন্থ সঞ্চয় করেন তন্মধ্যে মহাভাগবত নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠে লিখিত আছে যথা।

মহাভাগবত নামকো গ্রন্থঃ।

ইদং পুস্তকং ১৬৮৭ শকাব্দে গোকুল ঘোষাল নাম্না বিপ্রেণ বেরেলস্ নামক ম্লেচ্ছস্য অথবা ইংরাজস্য দেয়ানো ভূত্বা চট্টগ্রামে স্থিত্বা কেনচিদ্‌ব্রাহ্মণেন দ্বারা নবা সংগ্রহং কৃত্বা কলিকাতামধ্যে আনীতং এবং দুর্গাচরণ মিত্র মদন মোহন দত্তাভ্যাং সহ মন্ত্রণাং কৃত্বা গ্রন্থং প্রচলিতং কৃতবান। ইদং পুস্তকং নবা কাব্য মিতি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
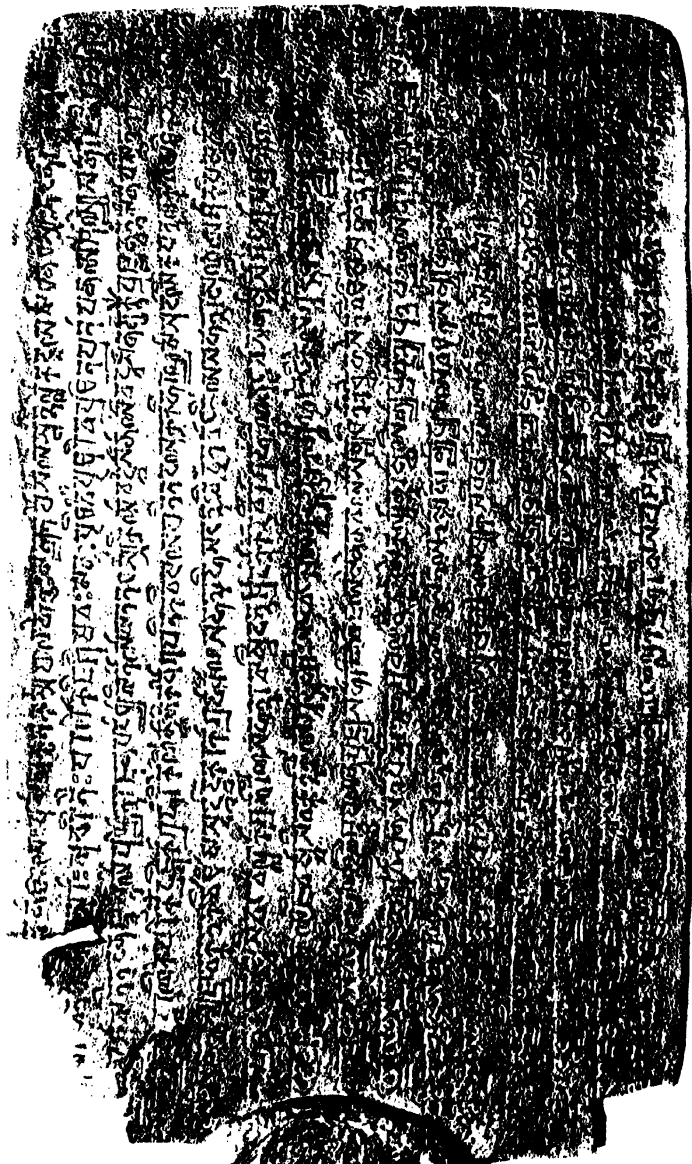
মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাস সম্মুখ ভ

ম: ল প্রাপ্ত নের পশ
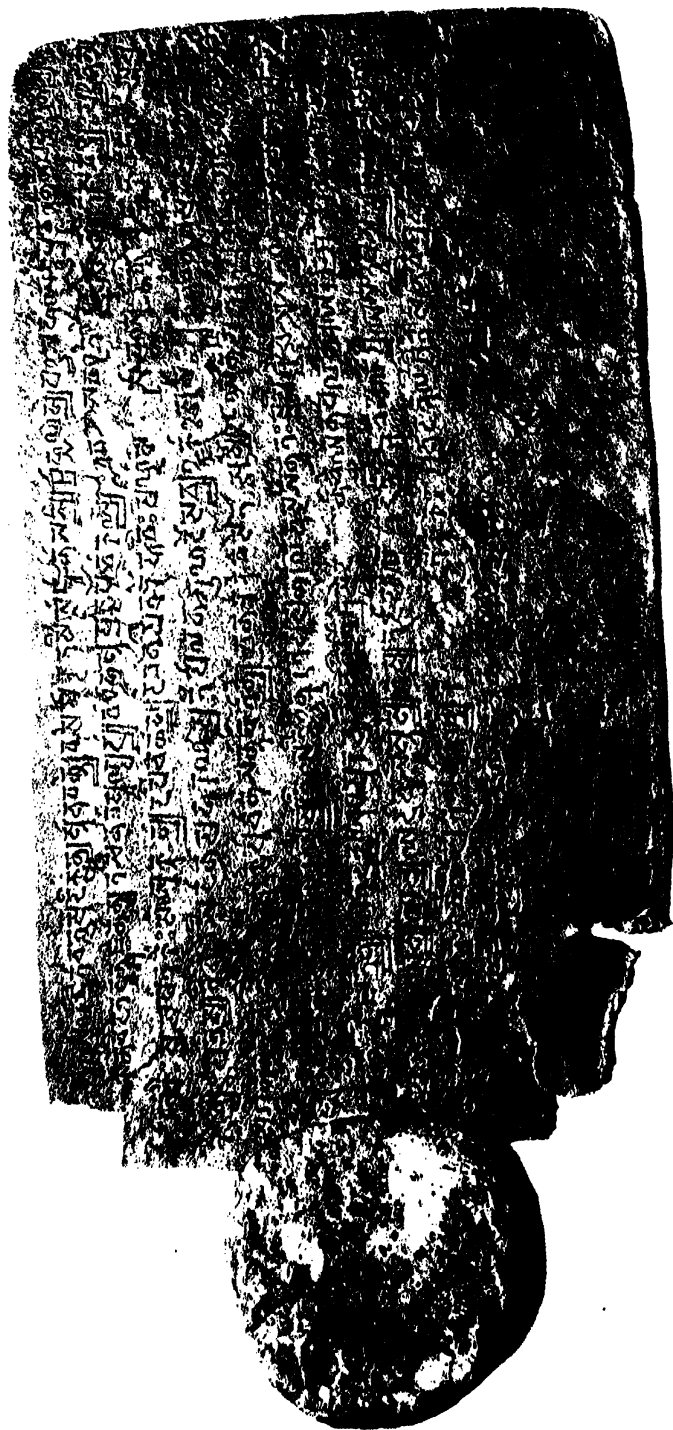
মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন

এই তাম্রশাসন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গল্‌সি থানার অধীন দামোদর-তীরবর্ত্তী মল্লসারুল গ্রামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর রায় উক্ত তাম্রশাসনখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কে দান করিয়াছিলেন এবং তদবধি উহা পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হইতেছে। স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ লিপির আংশিক পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীও ইহার কিছু পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু এ যাবৎ তাম্রশাসনখানির সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত বা প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি আমাকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ উক্ত লিপির পাঠোদ্ধার করিবার এবং এতৎসম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার অনুমতি দান করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার ইংরাজী প্রবন্ধ প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। তাম্রশাসনখানি মূল্যবান্ বিবেচনায় উহার সারমর্ম্ম সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

এক খণ্ড চতুষ্কোণ তাম্রফলকের দুই দিকে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। ফলকখানি প্রায় ১০½" দীর্ঘ এবং ৬½" প্রস্থ। লেখার বাম দিকে, ফলকের এক প্রান্তে, একটী গোলাকার মুদ্রা বা শীলমোহর সংযুক্ত আছে। শীলমোহরের উপর একটী দণ্ডায়মান দ্বিভুজ পুরুষমূর্ত্তি এবং তাহার পশ্চাতে একটী চক্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মূর্ত্তির নীচে 'মহারাজবিজয়সেনস্য' এই লিপি উন্নমিত অক্ষরে খোদিত হইয়াছে। ফলকের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৫ ছত্র ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১০ ছত্র লিপি আছে। বঙ্গদেশে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে অক্ষর প্রচলিত ছিল, এই লিপির অক্ষর তাহার অনুরূপ। এইরূপ অক্ষর ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ লোকনাথ, ধর্ম্ম এবং সাধুজনের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া এই লিপির আরম্ভ হইয়াছে। ২য় ও ৩য় ছত্রে এই শাসনখানি মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের রাজ্যকালে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এই গোপচন্দ্র ও ফরিদপুর-তাম্রশাসনের মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। ৩য় হইতে ৫ম ছত্রে বৰ্দ্ধমানভুক্তির রাজকর্ম্মচারি-বর্গকে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। কর্ম্মচারিবর্গের আখ্যাগুলি যথাক্রমে এই :—কার্ত্তাকৃতিক, কুমারামাত্য, চৌরোদ্ধরণিক, উপরিক, ঔদ্রঙ্গিক, আগ্রহারিক, ঔর্ণস্থানিক, ভোগপতিক, বিষয়পতি, তদাযুক্তক, হিরণ্যসামুদায়িক, পত্তলক, আবসথিক। ৫ম হইতে ৮ম পঙ্‌ক্তিতে এতদঞ্চলের মহত্তরগণ এবং অন্যান্য সম্মানার্হ ব্যক্তি-গণের নামোল্লেখ আছে ; যথা,—বক্কত্তকবীথীসম্বদ্ধ-অর্দ্ধকরক-অগ্রহারের মহত্তর হিমদত্ত, নিবৃ‍্তবাটকের মহত্তর সুবর্ণযশাঃ, কপিস্থবাটকাগ্রহারের মহত্তর ধনস্বামী, বটবল্লক

অগ্রহারের মহত্তর ষষ্ঠিদত্ত ও শ্রীদত্ত, কোড্ডবীর-অগ্রহারের ভট্টবামনস্বামী, গোধগ্রাম-অগ্রহারের মহিদত্ত ও রাজ্যদত্ত, শাল্মলিবাটকের জীবস্বামী, বক্কত্তকের খাড্গি-হরি, মধুবাটকের খাড্গি-গোইক, খণ্ডজোটিকার খাড্গি-ভদ্রনন্দী, বিন্ধ্যপুরীর বাহনায়ক, হরি প্রভৃতি। ইঁহারা এবং 'বীথ্যধিকরণ' একযোগে এইরূপ ঘোষণা করিতেছেন :—"মহারাজ বিজয়সেন এই (বক্কত্তক)বীথীসম্বদ্ধ বেত্রগর্ত্তা গ্রামের অষ্টকুল্যবাপ-পরিমিত ভূমি আমাদিগের নিকট হইতে যথাযুক্তভাবে ক্রয় করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত ঋগ্বেদান্তর্গত-বাহ্ব,চশাখাধ্যায়ী কৌণ্ডিন্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে প্রদান করিতে চাহেন। এই ধর্ম্মকার্য্যে পরমভট্টারকপাদের (অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের) পুণ্য অর্জ্জন হইবে এবং এই দানের প্রতিপালকরূপে আমাদিগেরও কীর্ত্তি ও শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ করা হউক, ইহা অবধারিত হইল। তদনুসারে আমাদিগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক মহারাজ বিজয়সেনের নিকট হইতে মূল্যস্বরূপ প্রাপ্ত দীনার বীথীমধ্যে সম্যক্‌রূপে ভাগ করিয়া এবং আমাদিগের বেত্রগর্ত্তা গ্রামে উক্ত অষ্টকুল্যবাপ হইতে যথোচিত দেয় উক্ত বীথীর তহশিলে অর্পণ করিয়া ভূমি গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়া উক্ত ভূমি মহারাজ বিজয়সেনকে প্রদত্ত হইল। তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে তাম্রপট্টের দ্বারা উক্ত ভূমি দান করিলেন।" এই ভূমি ক্রয় ও দানের ব্যাপার ৮ম পঙ্‌ক্তি হইতে ১৪শ পঙ্‌ক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে। ১৪শ ও ১৫শ পঙ্‌ক্তিতে প্রদত্ত ভূমির সীমা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে,—পূর্ব্বে গোধগ্রাম, দক্ষিণে গোধগ্রাম, উত্তরে বটবল্লক অগ্রহার এবং পশ্চিমার্দ্ধে আম্রগর্ত্তিকা গ্রাম। এই ভূমি চতুর্দ্দিকে পদ্মবীজমালাঙ্কিত কীলকসমূহের দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল, এই কথা ১৫শ ও ১৬শ ছত্রে লিখিত আছে। তৎপরবর্ত্তী অংশে (১৭শ হইতে ২৪শ পঙ্‌ক্তিতে) এই দানের পক্ষে বাধা বা অপহরণ-জনিত পাপ ও প্রতিপালনজনিত পুণ্যের কথা সাতটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ২৪শ পঙ্‌ক্তিতে এই তাম্রশাসনের দূতক শুভদত্ত ও লেখক সান্ধিবিগ্রহিক ভোগচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পুস্তপাল-জয়দাস কর্ত্তৃক এই তাম্রশাসন 'তাপিত' হইয়াছিল, ২৫শ পঙ্‌ক্তিতে তাহার উল্লেখ আছে। এই ছত্রের শেষে তাম্রশাসনের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে,—সংবৎ ৩, শ্রাবণ ২৭। এই তৃতীয় সংবৎসর সম্ভবতঃ মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের রাজ্যাব্দ।

ভূমিদাতা মহারাজ বিজয়সেন মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ কর্ম্মচারী বা সামন্ত ছিলেন দেখা যাইতেছে। এই বিজয়সেন ও কুমিল্লায় প্রাপ্ত মহারাজ বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনের দূতক মহারাজ-মহাসামন্ত বিজয়সেন অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনের তারিখ ১৮৮ গুপ্তাব্দ, অর্থাৎ ৫০৭ খৃষ্টাব্দ। বিজয়সেন বিভিন্ন সময়ে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে, বৈন্যগুপ্তের ও গোপচন্দ্রের অধীনে সামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ বৈন্যগুপ্তের পরে গোপচন্দ্র রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ফরিদপুর হইতে বর্দ্ধমান জেলা পর্য্যন্ত তাঁহার করতলগত হইয়াছিল।

তাম্রশাসনে উল্লিখিত গ্রামগুলির অবস্থিতি বর্ত্তমানে নিরূপণ করা কঠিন; এ সম্বন্ধে কয়েকটী অনুমানমাত্র করা যাইতে পারে। মল্লসারুল গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত গোহগ্রাম তাম্রশাসনোল্লিখিত গোধগ্রাম হইতে পারে এবং মল্লসারুলের দক্ষিণস্থিত আমবহুলা গ্রাম (অর্থাৎ সীমাসীমি) সম্ভবতঃ প্রাচীন আম্রগর্ত্তিকার স্থানে বিরাজ করিতেছে। মল্লসারুল ও গোহগ্রামের মধ্যবর্ত্তী খাঁড়াজুলি খণ্ডজোটিকা নামে পরিচিত ছিল, এইরূপ প্রতীতি হয়। শাল্মলিগ্রাম বর্ত্তমানে হয় ত মল্লসারুলে পরিণত হইয়াছে। গোহগ্রামের পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে বক্কত্তকবীথী নামে পরিচিত ছিল। তাম্রশাসনের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সম্মুখভাগ

১...(লো)কনাথঃ যঃ পুংসাং সুকৃতকর্ম্মফলহেতুঃ (।) সত্যতপোময়মূর্ত্তি-
ল্লোকদ্বয়সাধনো ধর্ম্মঃ (॥ ১) তদনু জিতদনুভ(স্ত)লোভা জয়-

২ (স্তি) পরহিতার্থাঃ[১] নির্ম্মৎসরাঃ সুচরিতৈঃ পরলোকজিগীষবঃ সন্তঃ (॥ ২)
পৃথিবীং পৃথুরিব প্রথিতপ্রতাপনয়শৌর্য্যো মহারাজাধিরাজশ্রীগোপ-

৩ [চন্দ্রে] প্রশাসতি তদনুজ্ঞপ্তায়াং পুণ্যোত্তরজনপদাধ্যাসিতয়াং সততধর্ম্ম-
ক্রিয়াবর্দ্ধমানায়াং বর্দ্ধমানভুক্তৌ পূজ্যাম্বর্ত্তমানোপস্থিতত[২]কার্ত্তাকৃতিক কু-

৪ মারামাত্যচৌরোদ্ধরণিকোপরিকোদ্রঙ্গিকাগ্রহারিকৌর্ণস্থানিকভোগপতিকবিষয়-
পতিতদাযুক্তকহিরণ্যসামুদায়িকপত্তলকাবসথিকদেবদ্রোণীসম্ব-

৫ দ্ধাদীম্বিধিবৎসম্পূজ্য বক্কত্তকবীথীসম্বদ্ধার্দ্ধকরকাগ্রহারীণমহত্তরহিমদত্তঃ নির্ব্বৃত-
বাটকীয়মহত্তরসু(ব)র্ণযশা(ঃ) কপিস্থবাটকাগ্রহারীণ-

৬ মহত্তরধনস্বামি(মী) বটবল্লকাগ্রহারীণমহত্তরষষ্ঠিদত্তশ্রীদত্তৌ কোড্ডবীরাগ্রহারীণ-
ভট্টবামনস্বামি(মী) গোধগ্রামাগ্রহারীণমহিদত্তরাজ্য-

৭ দত্তৌ শাল্মলিবাটকীয়জীবস্বামি(মী) বক্কত্তকীয়খাড়্গিহরিঃ মধুবাটকীয়খাড়্গি-
গোইক(ঃ) খণ্ডজোটিকেয়খাড়্গিভদ্রনন্দি(ন্দী) বিল্বাপুরেয়বাহনায়ক-

৮ হরিপ্রভু(ভূ)তয়ো বীথ্যধিকরণঞ্চ বিজ্ঞাপয়ন্তি (।) পূজ্যং[৩] মহারাজ-
বিজয়সেনেন বয়মভ্যর্থিতা ইচ্ছেহ(য়)মেতদ্বীথীসম্বদ্ধবেত্রগর্ত্তাগ্রামে যুষ্মভ্যো য-

৯ থান্যায়েনোপক্রীয়াষ্টৌ কুল্যবাপান্ মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে
কল্পান্তরস্থায়িন্যা প্রবৃত্ত্যা পুত্রপৌত্রান্বয়ভোগ্যত্বেন কৌণ্ডিন্যসগোত্রায়

---

১ এখানে বিলুপ্ত দুইটী অক্ষরের মধ্যে একটী অনুমান করা যাইতে পারে।

২ লেখকের ভ্রান্তিবশতঃ দুইটী 'ত' উৎকীর্ণ হইয়াছে। 'স্থিতত' না পড়িয়া 'স্থিত' পড়িতে হইবে। ৩ 'পূজ্যমহারাজ' পড়িতে হইবে।

১০ বাহ্বৃচবৎসস্বামিনো(নে) পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তনায় প্রতিপাব(দ)য়িতুমিতি (।) যতোরস্মাভিরস্যাভ্যর্থ(ন)য়াবধ্বতমস্যোযো(স্যৈষো)নুক্রমঃ[১] উভয়লোক-বিজিগীষুভি(ঃ)

১১ সাধুভিঃ ক্রিয়মাণপুণ্যস্কন্ধেষু শ্রীপরমভট্টারকপাদানাং ধর্ম্মষড়্ভাগেচযো-[২] স্মাকমপি প্রতিপালয়তাং কীর্ত্তিশ্রেয়োভ্যাং যোগঃ (।) উক্তঞ্চ (।) যঃ ক্রিয়াং ধর্ম্মসং-

১২ যুক্তাং মনসাপ্যভিনন্দতি (ব)র্দ্ধতে স যথেষ্টৈব শুক্লপক্ষ ইবোড়ুরাট্ (॥ ৩) তৎ সম্পাদ্যতামস্যাভিপ্রায় ইত্যস্মৎবা(দ্বা)রক্লতৈরনেন দত্তক-দীনারা(ন্) বীথ্যাং সম্বিভজ্যাস্মদ্বে(দ্বে)ভ্র-

১৩ গর্ত্তাগ্রামেষ্টাভ্যঃ কুল্যবাপেভ্যো যথোচিতং দানং তদ্বীথীসমুদয় এব প্রনার্য্য[৩] বোঢ়ব্যমিত্যবচূর্ণ্যাষ্টৌ কুল্যবাপা মহারাজবিজয়সেনস্য দত্তোঃ (দত্তাঃ)

১৪ ...পি[৪] রাজ্ঞাস্মৈ কৌণ্ডিন্যসগোত্রায় বাহ্বৃচবৎসস্বামিনে পঞ্চমহাযজ্ঞ-প্রবর্ত্তনায় তাম্রপ্র(প)ট্টেন প্রতিপাদিতা:(ঃ ।) অথ চ[৫] চৈষাং চতুর্ষু দিক্ষু সীমা ভবন্তি পূ-

১৫ (র্ব্বস্যাং দি)শি গোধগ্রামসীমা দক্ষিণ্যাং(দক্ষিণায়াং) গোধগ্রামা(ম) এব উত্তরস্যাং বটবল্লকাগ্রহারসীমা পশ্চিমস্যাং(পশ্চিমায়াং) দিশি অর্দ্ধেন আম্রগর্ত্তিকাসীমা কীলকাশ্চাত্র কমলা-

পশ্চাদ্ভাগ

১৬ ক্ষমালাঙ্কিতা চতুর্ষু দিক্ষু ন্যস্তা ভবন্ত্যেবমেষাং কৃতসীমাঙ্কানামস্য ব্রাহ্মণস্য পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তনেনোপভুঞ্জানস্য ন

১৭ কেনচিদেতদ্বনৃশ(দ্বংশ)জেনান্যতমেন বা স্বল্পপ্য(স্বল্পাপ্যা)বাধা হস্ত-প্রক্ষেপো বা কার্য্যঃ (।) এবমবধ্বত্তে যোথ করোতি স বধ্যঃ পঞ্চভির্ম্ম-

১৮ হাপাতকৈঃ সোপপাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাদপি চ নাস্য দেবা ন পিতরো হবিঃ-পিণ্ডং সমাপ্নু য়ুঃ [ছি]ন্নমস্তকবত্তালঃ অপ্র-

১ অন্যেযোনুক্রমঃ ? ২ 'ধর্ম্মষড়্ভাগোপচয়ো' পড়িলে অর্থসঙ্গতি হয়।

৩ শুদ্ধ পাঠ সম্ভবতঃ 'প্রণায্য'।

৪ এখানে অনুমান তিনটীমাত্র অক্ষর বিলুপ্ত। সম্ভবতঃ 'অনেনাপি' পড়িতে হইবে

৫ এই 'চ'টীর কোনও সার্থকতা নাই।

১৯ তিষ্ঠঃ পতিষ্যতি (॥ ৪) ভূমিদানাপহরণপ্রতিপালনগুণদোস(ষ)ব্যঞ্জকাঃ আর্য্যাঃ শ্লোকা ভবন্তি (।) ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি

২০ স্বর্গে নন্দতি ভূমিদঃ (।) আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ (॥ ৫) আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ প্রবল্গন্তি পিতামহাঃ (।) ভূমিদো-

২১ স্মৎকু(ৎকু)লে জাতঃ স নঃ সন্তারয়িষ্যতি (॥ ৬) যৎ কিঞ্চি(ৎ) কুরুতে পাপং নরো লোভসমা(ম)ন্বিতঃ (।) অপি গোচর্ম্মমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি (॥ ৭) পূ-

২২ র্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির ভূমিং ভূমি(ম)তো শ্রেষ্ঠদানাচ্ছ্রেয়োনুপালনং (॥ ৮) ইয়ং রাজশতৈর্দ্দত্তা দীয়তে চ পুনঃ

২৩ পুনঃ (।) যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং (॥ ৯) তড়িত্তরঙ্গবহুলাং শ্রিয়ং মত্বা চ মর্ত্ত্যানাং (।) ন ধর্ম্মস্থিতয়-

২৪ স্সদ্ভিঃ যুক্তা(দ্ভির্যুক্তা) লোকে বিলোপিতুম্ (॥ ১০) কুল্য ৮ দূতকঃ শুভদত্তো লিখিতং সান্ধিবিগ্রহিকভোগচন্দ্রেণ

২৫ তাপিতং পুস্তপালজয়দাসেন (॥) সংব্বদ (সংবৎ) ৩ শ্রাব দি ২০ ৭

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত "বিদ্যাসুন্দর"*

বাঙ্গালী পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শৈশবে বাঙ্গালা ভাষাকে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছিল। এক দিকে ব্রাহ্মণগণ, অন্য দিকে গোঁড়া মুসলমান মৌলবীগণ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ব্রাহ্মণেরা "সর্ব্বনেশে" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য ইঁহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যে আঙ্গুলে বাঙ্গালা লেখা হইত, মুসলমান মৌলবী সাহেব পাপভয়ে সেই আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিবার ফতোয়া দিয়াছিলেন। এহেন দুঃসময়ে বঙ্গভাষা ঘটনাচক্রে গৌড়েশ্বরগণের সুনজরে পড়িয়া যায়। বস্তুতঃ গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহদানের ফলেই বঙ্গভাষা শৈশবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণের সভাগৃহে স্থান লাভ করিতে না পারিলে বাঙ্গালা ভাষা শৈশবেই কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া মারা যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৌড়ের সুলতানগণের মধ্যে অনেক বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী নরপতি ছিলেন। তাঁহাদের সাগ্রহ প্রবর্ত্তনায় হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিতবর্গ হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুলতান শমসুদ্দীন ইউসুফ শাহের (রাজ্যকাল ১৪৭৪—১৪৮২ খৃঃ অব্দ) আদেশে জৈনুদ্দিন নামক মুসলমান কবি "রসুল-বিজয়" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুলতান হোসেন শাহ কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন। তিনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করিলে সুলতান তাঁহাকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের প্রশংসাদ্যোতক অনেক কবিতা বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন বলিয়া পরাগল খাঁর আদেশে রচিত মহাভারতে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি বিদ্যাপতিও নসিরা শাহ (সম্ভবতঃ উক্ত নসরত শাহ) এবং গৌড়েশ্বর "প্রভু গয়াস উদ্দীন সুলতানের" প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নসরত শাহ যে প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, বিদ্যাপতির পদে তাহার আভাস আছে। আমার আবিষ্কৃত একটি পদে এই সুলতান নসিরা শাহের সঙ্গীত-প্রিয়তার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

ধানশী বেলাবলী।

অ কি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি।
চলিতে পেখল গজরাজগমনী ধনি ধনি ॥ ধ্রু।
কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ান ভালে।
ভ্রমোরা ভোলল বিমল কমল দলে ॥

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশনে চন্দননগরে পঠিত।

গুমান না কর ধনি ক্ষীণ অতি মাজাখানি
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি ॥
সুন্দরী চান্দমুখি বচন বোলসি হাসি
অমিআ বরিখে জৈছে শারদ পূরণ শশী ॥
সেখ কবিরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে
ছুলতান নাছির সাহা ভুলিছে কমল বনে ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণও এক গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই "গৌড়েশ্বর" কে ছিলেন, কবি তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি উক্ত গৌড়েশ্বরের যে সভা-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমান-প্রভাব-বিশিষ্ট ছিল। তদীয় অমাত্যের "খাঁ" উপাধি হইতেও তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

অতঃপর আমরা বাঙ্গালী পাঠকগণকে একটি অশ্রুতপূর্ব্ব কথা বলিব। সুলতান নসরত শাহের পুত্র সুলতান ফিরোজ শাহও তদীয় পিতামহ ও পিতার মত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন।

ফিরোজ শাহের আদেশে দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ-রচিত একখানি "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহার দুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, দুইখানিই আদ্যন্ত খণ্ডিত। একখানির ২—৮ ও ২৭ সংখ্যক পত্রগুলি মাত্র বিদ্যমান। উহা ২১×৮ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজের দুই পিঠে পুথির আকারে লেখা। এই পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন ও কীটদষ্ট। অপরখানির একটি মাত্র পত্র বিদ্যমান।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক কবিই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের রচিত পুথির নাম "কালিকামঙ্গল" দৃষ্ট হয়। আমাদের দ্বিজ শ্রীধরের পুথিরও ঐ নাম ছিল কি না, খণ্ডিত পুথির সাহায্যে তাহা বলিবার উপায় নাই।

পুথির স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক আছে। "মাধব ভাট রূপগুণং বিস্তার্য্য কথঅতি", "কন্যা কথঅতি" ইত্যাদিরূপ সংস্কৃত বাক্য-প্রয়োগও পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং পুথিখানি যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুথিতে সুন্দরের পিতার নাম গুণসার ও মাতার নাম কলাবতী, রাজ্যের নাম বিজয়ানগরী রত্নাবতী; বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম শীলা (দেবী), রাজ্যের নাম কাঞ্চী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

কবির সময় বাঙ্গালা ভাষা "দেশী ভাষা" বা "প্রাকৃত ভাষা" নামে পরিচিত ছিল।

"সাবধান নরলোক পাএ জেন মতে।
দেসি ভাসে পদবন্ধে গাহি পরাকৃতে ॥"

নিম্নে কয়েকটি ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১) নৃপতি নসির সাহা তনএ সোন্দর।
নাম ছিরি পেরোজ সাহা রসিক সেখর ॥

দ্বিজ ছিরিধর কবি রচিলেক পুনি ॥

(২) নৃপতি নসির সাহা তনএ সোন্দর।
সর্ব্বকলা নলিনী ভুগিত মধুকর॥
রাজা শ্রী পেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবি রাজা পরমাণ॥

(৩) শীরি পেরোজ সাহা বিদিত জুবরাজ।
কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ॥

(৪) রাজারাজস্বর তনএ সোন্দর
কর্ণ সম দাতা বিচক্ষণ।
শ্রীপেরোজ সাহা পঞ্চ গুণে অবগাহা
ছিরিধর কবিরাজে ভাণ॥

(৫) নৃপতি নসির সাহার নন্দনে
ভোগপুরে মেদনি মদনে।
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা জান
ছিরিধর কবিরাজে ভাণ॥

প্রাগুদ্ধৃত তৃতীয় ভণিতায় পাঠকগণ দেখিতেছেন, ফিরোজ শাহ্ তখনও যুবরাজ মাত্র—রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। নসরত শাহের রাজত্বকাল ১৫১৯—১৫৩২ খৃষ্টাব্দ, আর ফিরোজ শাহের রাজত্বকাল ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ (কয়েক মাস মাত্র)। সুতরাং পুথিখানি ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নসরত শাহের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করিতে হইবে।

দীনেশ বাবুর মতে কঙ্কের রচিত বিদ্যাসুন্দরই বঙ্গভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর-কাব্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। রচনাকাল হিসাবে শ্রীধরের রচিত গ্রন্থটি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে।

লিপিকরের কল্যাণে এই নষ্টাবশিষ্ট পত্রগুলির উদ্ধারও একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যেখানেই হাত দেই, সেখানেই নানা প্রমাদ ও অপূর্ণতা দেখিতে পাই। পাঠকগণ তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই বুঝিতে পারিবেন। এ অবস্থায় অন্যান্য পুথিগুলির সহিত তুলনায় ইহার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতে আমরা আপাততঃ অক্ষম।

কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ গৌড়ের রাজসভায় থাকিতেন, আমরা এইমাত্র অনুমান করিতে পারি। তাঁহার বাড়ীঘর কোথায় ছিল, আমরা তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও অক্ষত-দেহে থাকিতে পারে নাই;—ক্ষতবিক্ষত জীর্ণশীর্ণ কয়েকটি পত্রমাত্র সম্বল করিয়া, গৃহস্থের গৃহকোণে অযত্নে পড়িয়া থাকিয়া, চিরনির্ব্বাণ লাভের দিন গণনা করিতেছিল। লূতাতন্তু ও ধূলিরাশি ঝাড়িয়া পত্র কয়টি সংগ্রহপূর্ব্বক তৎসাহায্যে আজ বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট এক মহানুভব নৃপতি ও এক বিস্মৃতনামা কবির কীর্ত্তিকাহিনী বলিতে পারিলাম বলিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিত

১। প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, হরিনাভি

হরিনাভি-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের নাম এখন হয়ত অনেকের নিকট তেমন পরিচিত নহে; কিন্তু এমন এক সময় গিয়াছে, যখন তাঁহার যশের সৌরভ চারি দিকে ব্যাপ্ত ছিল। তিনি 'নাটুকে নারাণ' বা সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রাণকৃষ্ণ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিকথা-পাঠে জানা যায়, তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে মুগ্ধবোধ পড়াইতেন এবং কৃষ্ণকমল স্বয়ং তাঁহার শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধের সন্ধি ও শব্দ শেষ করিয়াছিলেন। পত্রিকা-সম্পাদন ব্যাপারেও প্রাণকৃষ্ণ পটু ছিলেন; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' যোগ্যতার সহিত তিনি অনেক দিন সম্পাদন করেন।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের রচিত তিনখানি পুস্তক রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে পাইয়াছি; তিনখানিই সংস্কৃতে রচিত এবং বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :—

(১) শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং। ১৮৪৫। পৃ. সংখ্যা ১৫।

পুস্তকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং / সমাচার চন্দ্রিকা গ্রাহকাণাং / পারিতোষিকং / সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রেণ / মুদ্রিতং / শকাব্দাঃ ১৭৬৭ সনাব্দাঃ ১২৫২ / ১ বৈশাখঃ। /

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'অন্নপূর্ণাশতকং' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

বদন্তি ত্বামেকে প্রকৃতিমপরে চাদিপুরুষং
পরে ব্যত্যাসক্তং তদুভয়মথান্যে মনুময়ীং।
চিদাধারং কেচিৎ পরমচিতিরূপাং তদিতরে
বিতর্কাস্ত্বয্যেবং জননি গহনত্বাদ্বহুবিধাঃ॥ ৩॥

সমাধায় শ্রদ্ধাং শ্রুতিষু বিমলান্তঃকৃতিতয়া
ভজন্তে যে কেচিদ্ ভগবতি যথা ত্বাং যদভিধাং।
তথা তেষাং ভক্তিপ্রকৃতিমুপলভ্যৈবহি তয়া
প্রসন্না ত্বং মাতঃ শ্লথয়সি ভবগ্রন্থিরচনাং॥ ৪॥

স্মরারেরানন্দার্ণবভবনলীলামণিময়ী
মুনীন্দ্রাণাং সম্বিৎসকলফলসম্পৎসুরতরুঃ।
প্রফুল্লীকর্ত্তুং নঃ কলুষিতমনঃকৈরবকুলং
ত্বমাসন্না রাশীকৃতসুকৃতকাশী শশিকলা ॥ ৫ ॥

পুরী নাম্না কাশী পুরমথিতুরানন্দবসতিঃ
কৃতান্তাৎ সংত্রাসং জননি শময়ন্তী সুবিপুলং।
অবিঘ্নং নির্ব্বাণং দিশতি মৃতিমাত্রং তনুভৃতাং
ত্বদীয়াধিষ্ঠানাদিদমতিরহস্যং ভজতি সা ॥ ৬ ॥

চিদাকারং যত্তে চরণযুগলং চিন্তিতবতী
মনীষা কৈবল্যং ঘটয়িতুমলং সংযমবতাং।
অতো বারাণস্যাঃ স্ফুটমিব দধত্যাস্তদনঘে
বিমুক্তক্ষেত্রত্বং কিমিতি বত বিস্মাপকমিদং ॥ ৭ ॥ (পৃ. ১-২)

পুস্তকের শেষে গ্রন্থকার তাঁহার পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন :—

নিবসতি হরিনাভির্ভূসুরঃ শ্রীভবানীচরণশরণ এষ প্রাণকৃষ্ণোঽতিদীনঃ।
স্তুতিমতিরভিতঃ শ্রীঅন্নপূর্ণাপদাব্জং শতমরচয়দেতদ্যত্নতঃ শ্লোকরত্নং ॥
ইত্যন্নপূর্ণাশতকং শুভপ্রদং কৃতান্তসন্তাপনিতান্তবারকং।
পঠন্নরো নিত্যমনন্যচেতসা বিপদ্যতে নাত্র পরত্র চ ক্বচিৎ ॥ * ॥
ইতি শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজবিরচিতং শ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং সম্পূর্ণং ॥ * ॥
ওঁ তৎ সৎ ॥ ৩ ॥

(২) ধর্ম্মসভা বিলাস। ১৮৫০। পৃ. সংখ্যা ৪১।

ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীশ্রীদুর্গা। / জয়তি। / ধর্ম্মসভা বিলাস। / নামক চম্পূকাব্যস্য প্রথম খণ্ডং / চন্দ্রিকা গ্রাহকগণ পারিতোষিকার্থং / ধর্ম্ম সভানুজ্ঞানুসারতঃ / কলিকাতা নগরে / চন্দ্রিকাযন্ত্রেণ / মুদ্রিতং। / ১২৫৭ বঙ্গাব্দীয় ৩ বৈশাখঃ। /

'ধর্ম্মসভা বিলাস' সম্বন্ধে ১৮৫৯ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' লিখিয়াছিলেন :—

"সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ও সমাচারচন্দ্রিকা নাম সংবাদপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক পণ্ডিতপ্রধান মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্ম সভাবিলাস নামে একখানি সংস্কৃত চম্পূ প্রকাশ করেন। তাহাতে তাৎকালিক ধর্ম্মোদ্দেশী ব্রহ্ম ও ধর্ম্ম সভা সংক্রান্ত মহাশয়দিগের চরিত্র

লইয়া অনেকগুলি ব্যঙ্গোক্তি বিন্যস্ত আছে। ঐ ব্যঙ্গ্য সকল সরস হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতে রচিত হওয়াতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইতে পারে নাই।"—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', শকাব্দা ১৭৮০, চৈত্র, পৃ. ২০৮।

'ধর্ম্মসভা বিলাস' চারিটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ; প্রথম পরিচ্ছেদের নাম "সভানিদানং" (পৃ. ১-৭), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম "সভাপ্রবন্ধ" (পৃ. ৭-২২), তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম "সভাবিবৃতি" (পৃ. ২২-৩০), এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম "বিবৃতিকদম্বকং" (৩০-৪১)।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ পুস্তকখানি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল :—

> অথৈকদা সদসি সম্পাদকঃ সভ্যান্ সবিশেষমবাগময়ৎ ভোঃ সভাধ্যক্ষাঃ সম্প্রতি কশ্চিৎ সিংহশাবকঃ ক্ষিপ্তো যত্নরক্ষিতমস্মাকং ধর্ম্মারণ্যমিদমুন্মূলয়িতুমুদ্‌যুক্তো দৃঢ়নিয়মকবাটমুদ্‌ঘাটয়তি প্রতিষেধং ন শৃণোতি যতঃ॥ সতাং সদুপদেশেষু মত্তো নৈব প্রবর্ত্ততে। বরং বিরুদ্ধমাদত্তে যথোন্মত্তে প্রদৃশ্যতে॥ সভ্যাঃ, সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ কিমিতি চাপল্যং। সম্পা,—দুষ্পরিহার্য্যত্বাৎ স্বভাবস্য, অতএব পঠন্তি তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্য ইতি। কিঞ্চ সম্ভবতি সর্ব্বং সঙ্গবশাৎ সংসর্গোহি প্রতিযোগিনমনুকুর্ব্বন্ শনৈস্তদ্ধর্ম্মাননুযোগিনমনুগময়তি ততশ্চ॥ বিস্মৃত্য স্বপরাক্রমং শিশুরসৌ সিংহস্য সাধারণৈরন্যারণ্যনিবাসিভিঃ পশুগণৈঃ সার্দ্ধং সদা ক্রীড়তি। তদ্দুঃসঙ্গকৃতাভ্যসাস্তু বিততির্নাদৃত্য জন্মান্তরং পেশস্কৃৎকৃমিবদ্‌বিধাস্যতি শনৈরস্যাত্ম তত্তুল্যতাং॥ তদস্তু তাবত্তদ্দমনমুচিতমিতি সভ্যৈর্ব্বহুধা বিবিচ্য তস্মিন্ সিংহার্ভকে সভায়াঃ পঞ্চমনিয়মোঽবতারিতস্তৎপ্রকারোঽতিপ্রাড়ম্বরঃ॥ নিজজননিকুরম্বে নন্দলালো বিষাদং বিদধদবললম্বে মাথুরীং যর্হি লীলাং। হরিপুরগতিরম্যাং তন্নবীনপ্রতিষ্ঠং প্রবিরচিতবিলাপং শোচ্যমুচ্চৈস্তদাসীদিতি॥*॥ অথাসৌ সিদ্ধাশ্রমাদ্ধর্ম্মারণ্যাদপসারিতঃ সিংহো নির্ম্মুক্তবন্ধন ইব যত্র কুত্রচিৎ পরিভ্রমন্ যঞ্চ কঞ্চন সমীপবর্ত্তিনমাক্রম্য গ্রসিতুমারেভে ইত্যতো লোকে অয়ং সিংহো জনমেতমাক্রামত্যেনং গ্রসতীতি সর্ব্বত্র মহান্ কোলাহলো জাতঃ। হা ধিক্২॥ যোঽতিমান্যো মানভৃতাং সিংহো দেব ইবাদৃতঃ। ভবানীচরণত্যক্তঃ স এব স্মৃতিভীষণঃ॥ তদাস্তাং তস্য তাবত্তয়ঙ্করত্বাদস্পৃশ্যনামধেয়ত্বং যস্তেন গ্রস্তোঽন্যোপি যমাচক্রাম সোপি দারুণো বভুব প্রসিদ্ধং হি লোকে॥ দুষ্টকৃতপ্রসরণাৎ পশবঃ প্রমত্তা যান্ কানপীক্ষণগতান্ প্রসভং দশন্তি। দষ্টাশ্চ তে বিষপরিক্রমদোষদুষ্টা যঞ্চ স্পৃশেয়ুরুত সোপি ভয়ানকঃ স্যাৎ॥ (পৃ. ৩৮-৩৯)

(৩) শ্রীশিবশতক স্তোত্ররত্ন। ১৮৫৪। পৃ. সংখ্যা ৫৯।

ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

> সংস্কৃতছন্দঃপ্রবন্ধে নিবদ্ধ / গৌড়ীয় সাধুভাষায় তদীয়ার্থ সম্বলিত / শ্রীশিবশতক

স্তোত্ররত্ন / নামক গ্রন্থ। / কলিকাতা নগরীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালার ব্যাকরণাধ্যাপক / শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক / রচিত হইয়া বিনামূল্যে ধার্ম্মিকগণে বিতরণার্থ / কাচরাপাড়া নিবাসি বৈকুণ্ঠবাসি বৈদ্যকুলোদ্ভব / গুরুপ্রসাদ রায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র / শ্রীযুত উমানাথ রায় মহাশয়ের / সম্পূর্ণ ব্যয় সাহায্যে / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ইষ্টানহোপ্ যন্ত্রালয়ে / মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দাঃ ১৭৭৬। /

এই পুস্তকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত এক শত শ্লোক ও প্রতি শ্লোকের নীচে বাংলায় অর্থ দেওয়া আছে। ইহার প্রথম দুই পৃষ্ঠা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—

গ্রন্থাভাস।

অনির্ব্বচনীয় প্রযুক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনাদি করা যাইতে পারে না কিন্তু সেই ব্রহ্ম যৎকালে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মায়ার প্রতি অবলোকনদ্বারা তদ্‌গুণাভাসে ভাসমান হইয়া ঈশ্বরসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন তৎপ্রতি তাহা অসম্ভব নহে এবং জীব তৎপ্রসাদাৎ নিখিল সন্তাপ মুক্ত হইয়া মুক্তিভাজন হইতে পারে এই বেদান্তসিদ্ধ সিদ্ধান্তানুসারে পরমশিবের সগুণ ব্রহ্মত্ব বর্ণনপূর্ব্বক স্তব করা যাইতেছে।

ওঁ নমঃ শিবায়॥ গুণাতীতেঽপীক্ষা গুণিনি
গুণময্যা গুণবশাদ্‌গুণীতিপ্রত্যুক্ত্যা গুণবি-
দনুশাস্তি শ্রুতিগণঃ। যতো নিস্ত্রৈগুণ্যে
কচিদপি ন বৃত্তির্গুণবিদামতস্ত্বাং সংস্তো-
তুং সগুণ বিগুণোঽপি প্রভবতি॥ ১॥

ব্রহ্মবস্তু স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও গুণময়ী মায়ার প্রতি অবলোকন গুণে গুণী হন এই উত্তরদ্বারা গুণজ্ঞ বেদগণ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে অনুশাসন অর্থাৎ শিক্ষাপ্রদান করেন যেহেতু যাঁহারা গুণই জানেন তাঁহারা কখন নির্গুণ বস্তুকে সাক্ষাৎ প্রতিপন্ন করিতে পারেন না অতএব হে সগুণ হে গুণবন্, বিগুণ অর্থাৎ তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তিও বেদপ্রসিদ্ধ তোমাকে সগুণরূপে স্তবাদি করিতে সমর্থ হইতেছে॥ ১॥

মহৈশ্বর্য্যং যত্তেঽনপরজনসাধারণপরং
কুতর্কৈর্দুস্তর্ক্যং জগদনঘলীলাকুতুকিনঃ।
অনেনৈব ব্রহ্মন্ননিশমনুমেয়োঽসি নিপু-
ণৈঃ প্রবোধপ্রদ্যুত্যা প্রসভমুপলভ্যো-
ঽসি চ পুনঃ॥ ২॥

হে ব্রহ্মন্, তুমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকরণাদি স্বরূপ সুচারু লীলা করিতে কৌতুকী হইয়া যে প্রচুর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছ যাহা অন্য কোন জনে সম্ভবে না এবং কুতর্কবাদি নাস্তিকেরা তর্ক করিয়া যাহা নির্ণয় করিতে পারে না নিপুণ জনেরা এই আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য দ্বারা তোমাকে নিরন্তর অনুমান করেন এবং প্রবোধের উদয়ে কেহ২ হঠাৎ জানিতেও পারেন ॥ ২ ॥

পুস্তকের শেষ শ্লোকটি অর্থসমেত উদ্ধৃত হইল :—

ইতি শিবশতকং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজেন
ব্যরচি নিয়তনূত্নং স্তোত্ররত্নং সযত্নং।
সুবিহিতশিবপূজাপূর্ব্বমেতস্য পাঠা-
দখিলফলবিধাতা শ্রীশিবঃ প্রীতিমেতি ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজবিরচিতং শিবশতক-
স্তোত্ররত্নং সম্পূর্ণং।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণনামা বিপ্র শিবনাম মাহাত্ম্য প্রযুক্ত সর্ব্বদা নূতন এই শিবশতক স্তোত্ররত্ন যত্নপূর্ব্বক রচনা করিলেন, যথাবিধি শিবপূজা করিয়া এই স্তবের পাঠ করিলে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ স্বরূপ সকল ফলের বিধানকর্ত্তা শ্রীশিব প্রীতি প্রাপ্ত হন, সুতরাং তিনি প্রীত হইলে কোন ফলেরি অপ্রাপ্তি থাকে না ॥ ২ ॥

নির্গুণ সগুণ শিব শিব সর্ব্বময়।
করিলে শিবের সেবা সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
তাঁহার শতক স্তব সমাপ্ত হইল।
প্রাণকৃষ্ণ কহে সবে শিবশিব বল ॥

এই পুস্তকখানির সমালোচনাকালে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে ১২ অক্টোবর ১৮৫৪ তারিখে লিখিয়াছিলেন ঃ—

শ্রীশিবশতকস্তোত্র রত্ন।—সংস্কৃত কালেজীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত নামে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন...... ভক্তিরসে পরিপূর্ণ কবিতা সকল অতি সুরচিত হইয়াছে আমরা সমস্ত পাঠ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কবিত্ব পাণ্ডিত্যের ধন্য ধ্বনি করিলাম, ... ইহার পূর্ব্বে বৈদিক কুলসর্ব্বস্ব, অন্নপূর্ণাশতক, ধর্ম্মসভা বিলাস চম্পু ইত্যাদি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেও বিদ্যাসাগর কীর্ত্তিসাগর হইয়াছেন, পুনর্ব্বার এই রত্নদানে সাধারণের মর্ম্মস্থানে কীর্ত্তিরত্ন হইয়া রহিলেন...।

এই সমালোচনা-পাঠে আমরা 'বৈদিক কুলসর্ব্বস্ব' নামে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের অপর একখানি পুস্তকের সন্ধান পাইতেছি।

প্রাণকৃষ্ণের আরও একখানি পুস্তকের নাম পাওয়া যাইতেছে; এখানি 'শরীরোৎপত্তিক্রম' নামে ৯ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা। ইহার প্রকাশকাল—"কলিকাতা ১৯১৭" (১৮৬০ সন)। পুস্তিকাখানি বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

২। প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, পুঁড়া

প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের নিবাস ছিল বশিরহাট সবডিবিজনের পুঁড়া গ্রামে। তিনি পরে বরাহনগরে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার পিতা "পুঁড়া গ্রামনিবাসী ৺কন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যিনি দেশবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় অতি বড় মানুষ ছিলেন"। * বিদ্যাবত্তায় পিতার সমতুল্য না হইলেও প্রাণকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল; সেকালের অনেক গণ্যমান্য লোকের—টাকীর কালীনাথ রায়-চৌধুরী, পাতুরিয়াঘাটা-নিবাসী দেওয়ান রামলোচন ঘোষ প্রভৃতির বাটীতে কর্ম্মকাণ্ডকালে প্রাণকৃষ্ণ অধ্যক্ষতা করিতেন। দেওয়ান রামলোচন ঘোষের অন্যতম পুত্র দেবনারায়ণ ঘোষের অনুরোধে প্রাণকৃষ্ণ একটি গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন; ইহা ১৮৪১ সনে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল।

পুস্তিকাখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

> গঙ্গায়ৈ নমঃ / গঙ্গাস্তোত্রং। / বৈকুণ্ঠবাসি গুণরাশি দেবনারায়ণ ঘোষজ / বাবুর আদেশ ক্রমে / শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক রচিত ও / শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষজ / মহাশয়ের আদেশে / সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইল / ১২৪৭ সাল শকাব্দাঃ ১৭৬২ / তারিখ ২৫ ফাল্গুণ /

গঙ্গাস্তোত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

মাতর্ম্মহেশ্বরশিরোবিলসত্তরঙ্গে-
হপাঙ্গেক্ষণামৃতরসপ্রণতার্ত্তিভঙ্গে।
তাপত্রয়াত্যয়বিধায়কসংপ্রসঙ্গে
ত্বামাশ্রয়ে ভগবতীমভবায় গঙ্গে ॥ ১ ॥

যে ত্বাং স্মরন্তি বিলপন্তি নমন্তি যান্তি
তীরং ত্বদীয়মথবানিশমাশ্রয়ন্তি।
নীরং পিবন্তি তুহিনাদ্রিসুতেঽর্চ্চয়ন্তি
সদ্যস্ততে পুররিপোঃ পুরমাবিশন্তি ॥ ২ ॥

কঙ্কালমালকৃতবালমৃগাঙ্কভাল-
কালান্তকালশিবজালসমা হি জীবাঃ।
তীরে তব ত্রিনয়নে ত্রিগুণে ত্রিবর্ণে
লোকো মৃষা নিগদতীতি নরাদয়স্তে ॥ ৩ ॥

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৪, ১৯৯, ৪০২।

মুক্তো ভবেত্ত্বদমলাম্বুকণাভিষিক্তো
যুক্তোঽপি পাপনিকরৈঃ সুকৃতে বিরক্তঃ।
মাতঃ সুনিশ্চিতমতস্তব বারি যত্র
নাস্তীতি কিল্বিষচয়ঃ সবলো হি তত্র ॥ ৪ ॥

পূর্ণং সুচূর্ণয় চিরাচরিতোগ্রপাপং
তূর্ণং ত্রিলোকজননি ত্রিবিধঞ্চ তাপং।
সংসারসাগরসন্তরণোপযোগি-
শ্রীপাদপদ্মযুগলে বিমলে প্রসীদ ॥ ৫ ॥

ধ্যানং ন বন্দনমথাপ্যুতুপাসনং বা
ত্বৎকীর্ত্তনং তব পদাম্বুজপূজনং বা।
জানে কদাচিদপি নৈব কৃপার্দ্রচিত্তে
চিত্তেঽনিশং নিবস মেঽস্তু বিশুদ্ধচিত্তে ॥ ৬ ॥

মিথ্যাপি তথ্যসদৃশী জগতী বিভাতি
ত্বয্যেব রজ্জুষু যথাঽনিলভুক্‌প্রতীতিঃ।
আত্মা ত্বমেব পরমে সকলার্থদর্শী
চিদ্রূপমাত্রমনিশং পরিচিন্তয়ে ত্বাং ॥ ৭ ॥

নাস্ত্যাকৃতির্ন চ কৃতির্ন ধৃতির্ন ধাম
গোত্রং ন তে গিরিসুতে ন জনুর্ন নাম।
স্বেষ্টার্থসাধনকৃতে কিল সাধকানাং
রূপং প্রকল্পিতবতী ভবতী বিচিত্রং ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং সর্ব্বপাপহরং পরং।
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং তস্য গঙ্গা প্রসীদতি ॥ ৯ ॥

যোঽসৌ ঘোষকুলাগ্রণী ক্ষণজনির্ধীরঃ সতাং সম্মতঃ
শাস্ত্রাশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণঃ শ্রীদেবনারায়ণঃ।
তদ্বাক্যামৃতকৌতুকী বিতনুতে গঙ্গাষ্টকং যত্নতো
ধ্যাত্বা শৈলসুতাঙ্ঘ্রিসারসযুগং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজঃ ॥ ১০ ॥

দেবনারায়ণীমাজ্ঞাং ধৃত্বা শীর্ষে প্রকাশ্যতে।
স্তুতিরেষানন্দনারায়ণঘোষেণ সপ্রিয়া ॥ ১১ ॥

পুস্তকের শেষে প্রকাশক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

বিবিধ বুধ সম্মত সর্ব্বজন হিতৈষী ধন্য বদান্য ভাগীরথী ভক্তাগ্রগণ্য মদগ্রজ মহাশয় মৃত দেবনারায়ণ ঘোষদাসঃ অভিনব গঙ্গাস্তব শ্রবণেচ্ছু হইয়া স্ব

পুরোহিত বরাহনগরগ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি আদেশ করেন ঐ আদেশানুসারে তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক বিরচিত গঙ্গাষ্টক শ্রবণ করত পরমাহ্লাদিতচিত্তে মৎপ্রতি এই আজ্ঞা দেন যে এই গঙ্গাষ্টক কোন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিবা অতএব ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

সংযোজন

এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধের ৫ম পৃষ্ঠায় হরচন্দ্র রায়ের যন্ত্রালয়ে ১৮২৩ সনে মুদ্রিত একখানি পুস্তকের কথা বলিয়াছি। ইহারও দুই বৎসর পূর্ব্বে—১৮২১ সনে এই যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত একখানি পুস্তক রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে পাইয়াছি। পুস্তকখানির নাম 'শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ' (পৃ. সংখ্যা ৬৫)। ইহাতে মূল শ্লোক ও দ্বিজ পীতাম্বর (সম্ভবতঃ পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়)-কৃত পয়ার অনুবাদ আছে। অনুবাদক লিখিয়াছেন :—

রাসপঞ্চঅধ্যায় প্রত্যেক শ্লোকভাষা। পদ্যরূপে রচনা করিব এই আশা॥
দ্বিজ পীতাম্বর গঙ্গাবংশ সমুদ্ভব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাখ্যা ভাব করি অনুভব॥ ...
অগ্রেতে মূলের শ্লোক করি উপন্যাস। পশ্চাৎ তাহার অর্থ করিলাম প্রকাশ॥ (পৃ. ১-২)

ইহার সহিত 'শ্রীউদ্ধবদূত' নামে ৫২ পৃষ্ঠার আর একখানি পুস্তক একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার গোড়ার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীউদ্ধবদূতকাব্য শ্রাব্য সভাকার। ইহাতে উপজে কৃষ্ণ ভক্তি সুধাসার॥
গোস্বামি রচিত গ্রন্থ অতি সুললিত। শত সংখ্যা শ্লোকেতে হইল বিনির্ম্মিত॥ ...
অগ্রেতে মূলের শ্লোক করি উপন্যাস। পশ্চাৎ তাহার অর্থ করিলাম প্রকাশ॥—

এই অনুবাদও দ্বিজ পীতাম্বর-কৃত বলিয়া মনে হইতেছে।

পুস্তকদ্বয়ের শেষে মুদ্রণকাল ও মুদ্রাকরের নাম এই ভাবে দেওয়া আছে।

সমাপ্তশ্চায়মুদ্ধবদূতগ্রন্থঃ শ্রীরস্তু গ্রন্থপাঠকে
যদি কিছু ত্রুটি থাকে রচিতে ইহার। বুধগণ ক্ষমিবেন সে দোষ আমার॥
সপ্তদশ শত পুন বেয়াল্লিশ শকে। পুস্তক মুদ্রিত হৈল মাসে ফাল্গুণিকে॥ * ॥ * ॥ * ॥
রায় শ্রীহরচন্দ্র শর্ম্মণো মুদ্রাক্ষর যন্ত্রালয়ে
মুদ্রিতমিদং গ্রন্থদ্বয়ং ॥ * ॥ * ॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীদাস

(আলোচনা)

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বড়ু চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির দেশ-কালাদি নির্ণয়ে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।[১] বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে কবি ও পুথির দেশ বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর; কবির জন্ম ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, পুথির লিপিকাল ১৫৫০ খ্রী অ°।

তাঁহার প্রধান অবলম্বন দুইখানি পুথি। এখানে সামান্যতঃ তাহার পরিচয় ও আলোচনা আবশ্যক। একখানি ৭ পাতা নামহীন সংস্কৃত পুথি, নাম দেওয়া হইয়াছে বাসলী-মাহাত্ম্য; ২য় পাতা নাই। বাকী পাতা কয়খানির এক পিঠে লেখা। রচয়িতা পদ্মলোচন শর্ম্মা। শেষ পাতার নীচে ছোট হরপে দুই পঙ্‌ক্তি কবিতা; তাহা হইতে ১৩৮৭ শক পাওয়া যায়। পুথিতে দেবীদাস ও চণ্ডীদাস দুই সহোদর; পিতা নিত্য-নিরঞ্জন ও মাতা বিন্ধ্যবাসিনী। ইঁহারা ভরদ্বাজকুলোদ্ভব। তীর্থপ্রত্যাগত ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম জ্যেষ্ঠ দেবীদাস [সামন্তভূমির] রাজা হামীর উত্তররায় কর্ত্তৃক বাসলীর পূজক নিযুক্ত হন। চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতি ছিল।[২]

এক পিঠে লেখা সম্পূর্ণ পুথি এ যাবৎ আমাদের চোখে পড়িয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। অবশ্য পুথির প্রথম ও শেষ পাতা এক পিঠে লেখা হইতে পারে এবং হয়ও। আলোচ্য পুথি ৬০।৭০—বড় জোর ১০০ বৎসরের বেশী পুরান নয়।

এই চণ্ডীদাস বাসলীর বড়ু অথবা বড়ু চণ্ডীদাস নহেন, হইলে পদ্মলোচন—দেবীদাসের পুত্র কিম্বা পৌত্র যেই হউন, নিশ্চিতই সে কথার উল্লেখ করিতেন। পুথি সন্দিগ্ধ। আর প্রাপ্ত পুথির চণ্ডীদাস সংস্কৃত অথবা অন্য কোন ভাষা-কবিও ত হইতে পারেন।

দ্বিতীয় পুথি কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের চণ্ডীদাস-চরিত। পুথি খণ্ডিত, পত্রসংখ্যা ৮০; পাতাগুলি তিন দফায় পাওয়া। কৃষ্ণপ্রসাদের প্রপিতামহ উদয় সেনের সংস্কৃত চণ্ডী-চরিতের আদর্শে রচিত। কৃষ্ণপ্রসাদ আনুমানিক শত বর্ষ পূর্ব্বে ছাতনার রাজার গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। পুথির বর্ণনা হইতে জানা যায়, রাজা হামীর উত্তররায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া চণ্ডীদাস রামী সহ সহজ-সাধন করিতেন এবং অবসরকালে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক গীত রচনা করিয়া নিত্যাকে শুনাইতেন। রজকিনীও সুগায়িকা। রামী-চণ্ডীদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুপুর-রাজ গোপাল সিংহের সহিত হামীরের বিবাদ বাধে। মদনমোহন গোপাল সিংহের হইয়া যুদ্ধ করেন, বিপক্ষে বাসলী। লড়াই ভীষণ হইলেও পরে-পশ্চাৎ একটা

১ 'চণ্ডীদাস,' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪২শ ভাগ, ১ম ও ২য় সংখ্যা।

২ 'ছাতনায় চণ্ডীদাস', প্রবাসী, ১৩৩৩, ফাল্গুন।

মিটমাট হইয়া যায়। এই সময়ে চণ্ডীদাসের বয়স তেত্রিশের কোলে। যে দিন মুহম্মদ-বিন্-তুঘলক পিতৃহত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনারূঢ় হন, তৎপূর্ব্বদিবসে অর্থাৎ ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীদাসের জন্ম। বিষ্ণুপুরে অবস্থানকালীন সুলতান সিকন্দর শাহের (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রী অ°) আহ্বানে চণ্ডীদাস রামীর সহিত পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক তান্ত্রিককে দীক্ষাদানানন্তর বীরভূম-নান্নুরে গিয়া নিজেকে প্রকট করেন। পাণ্ডুয়া পৌছিয়া প্রথমে বিড়ম্বিত এবং সিদ্ধাইপ্রভাবে পরিণামে সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হন। সিকন্দর চণ্ডীদাসের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। কবি নান্নুর-নিবাসী শম্ভুনাথ অথবা পার্ব্বতীচরণকে তাহার বংশে চণ্ডীদাস নামেই পুনরাবির্ভূত হইবেন বলিয়া বর দেন। কএক মাস গৌড়েশ্বরের আতিথ্য অঙ্গীকার করিয়া সসম্মানে বিদায় লয়েন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে বিদ্যাপতির সহিত মিলন হয়।[৩]

শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু অত পুরু মসৃণ দেশী কাগজের পুথি দেখেন নাই বলিয়া আমাদের একটু ধোঁকা ধরাইয়াছেন। পুথির পাতাগুলি এক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল কি না এবং কাগজ, হাতের লেখা এক না পৃথক্, ইত্যাদি আমরা জানিতে পারি নাই।

ওমালী (L. S. S. O'Malley) সাহেবের উক্তি অনুসারে ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রী অ°) শঙ্খরায়নামা জনৈক সৈনিক পুরুষ সামন্তভূমি অধিকার করেন এবং তাঁহার পৌত্র তৎপ্রদেশের সীমা বৃদ্ধি করিয়া রাজা হন।[৪] বাসলীর প্রাচীনতম মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত ইষ্টক-লিপিতে ১৪৭৫ শকে (১৫৫৩ খ্রী অ°) এক হামীর উত্তর-রায়কে পাওয়া যায়। আবার পদ্মলোচনের পুথিমতে হামীর ১৩৮৭ শকে (১৪৬৫ খ্রী অ°) অথবা তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আর গোপাল সিংহের (১৭১২-১৭৪৮ খ্রী অ°) সহিত হামীর উত্তররায়ের যুদ্ধও সম্ভবে না। একার্থক বলিয়া গোপালকে কানাইএ (১৩৪৫-১৩৫৮ খ্রী অ°) টানিয়া তুলিবার প্রয়াস একটু বিচিত্র রকমের নয় কি? একাধিক স্থলে মদনমোহনের উল্লেখও লক্ষণীয়। দিল্লী-সম্রাটের সিংহাসনারোহণের তারিখ সে-দেশে ও সে-কালে উদয়সেন কেমন করিয়া পাইলেন, জানা নিতান্ত দরকার। উপরি উক্ত তান্ত্রিক শ্রোত্রিয় রূপচাঁদের নিবাস চন্দননগর। কিন্তু শহরটি খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের শেষের দিকে তিনখানি গ্রাম—বোড়ো, খলিসানি ও গোন্দলপাড়া লইয়া চন্দননগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কবির বীরভূম-নান্নুরে গমন ও পার্ব্বতীচরণকে বরদান ব্যাপারে কি যেন একটা মতলব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। চণ্ডীদাস সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে পাণ্ডুয়ার দরবার হইতে ফিরেন; কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ২৩৭৫ সংখ্যক পুথিতে তাঁহার হৃদয়-বিদারক শোচনীয় পরিণামের কথাই লিপিবদ্ধ।

কৃষ্ণপ্রসাদের পুথির মাল-মশলা যোগাইয়াছে চণ্ডীদাস ও রামীঘটিত উপাখ্যান-সমূহ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সহজ-ধর্ম্মের অভ্যুদয় মহাপ্রভুর পরে। আমরা অন্যত্র দেখাইতে

৩ 'চণ্ডীদাস-চরিত,' প্রবাসী, ১৩৪২, আষাঢ়।

৪ Bankura District Gazetteer (1908), p. 173.

প্রযত্ন করিয়াছি, বড়ু চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রসক্তি ও বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ কাল্পনিক।[৫] ভাব কেন, স্থানে স্থানে সহজিয়া ভাষাও অক্ষরশঃ আসিয়া গিয়াছে। উহাতে স্বদেশী যুগের উচ্ছ্বাস আছে, অধুনাতন একখানা চণ্ডীদাস নাটকের দুই তিনটা নামও আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই শ্রেণীর পুথি কতখানি নির্ভরযোগ্য।

মল্লভূমির ন্যায় বীরভূমিও এক সময়ে নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। সেখানকার বনে আগুন লাগিলে লোকে দেখিত; তীর-ধনুকের সাহায্যে হরিণ শিকার করিত। বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল, উভয় ভূমিরই একরূপ ছিল এবং এখনও আছে। ও-অঞ্চলেও বাঁশ কমই জন্মে। সে দেশে ছোট-খাট পার্ব্বত্য নদীরও অভাব নাই; এবং বর্ষা ব্যতীত সময়ে ঐ সকল নদী পায়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

প্রাচীন পদে নান্নুরে বাসলীকে না পাইলেও চণ্ডীদাসকে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন না; সুতরাং নিত্যার প্রয়োজনাভাব। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর ২য় সংস্করণে দেখাইয়াছি, বাগীশ্বরী—সরস্বতী ও বাসলী এক ও অভিন্না। তাঁহাকে বিশালাক্ষীও বলা হয়। সরস্বতীর একটি প্রণাম-মন্ত্র এইরূপ,—

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনি।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥

সে কালে মল্লভূমি ও বীরভূমির ভাষায় বড় একটা পার্থক্য ছিল না। প্রাকৃত এবং প্রাচীন ভাষা-সাহিত্য লইয়া যাঁহারা একটু বেশী নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এক শব্দের বা বিভক্তির একাধিক রূপ নূতন নহে। তদ্ব্যতীত আখরিয়াগণের অনবধানতায় যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। যে কোন একখানা উৎকৃষ্ট কাব্য লইয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিতে বসিলে দেখা যাইবে, উহার কবিত্ব সর্ব্বত্র সমান নহে। চিত্তবৃত্তিকে দ্রবীভূত ও বিষয়াকারে তথা ভগবদাকারে পরিণত করিতে পুনরুক্তির সার্থকতা অবিসম্বাদী। সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একাধিক কবির রচনা অথবা সংস্কৃত শ্লোক পরে সংযোজিত, ইত্যাদি কল্পনা করিবার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নাই।

বন-বিষ্ণুপুরে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উহাই পুথির দেশ বলা যায় না। চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত বহু বহু পদ, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা, চতুর্দ্দশ পদাবলী প্রভৃতিও ও-অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। পুথির কাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের অভিপ্রায়ই গ্রাহ্য। আমাদের যত দূর জানা আছে, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলে রাখাল বাবুকেই সমর্থন করেন।

অতঃপর কবি ও পুথির দেশ-কালাদি অবধারণের ভার সুধী-সমাজের উপর দিয়া আমরা অব্যাহতি পাইতে চাই।

দুঃখের বিষয়, শব্দার্থ সম্পর্কে আমরা যোগেশবাবুর সহিত সর্ব্বত্র একমত হইতে পারি নাই। নীচে অল্প কএকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল। যেখানে যে অর্থ সমীচীন মনে হইয়াছে, সেখানে তাহাই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তনেরও

৫ হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, ২য় ভাগ, পৃ.৬-১২।

একটা ধারা আছে। এই ধারার সহিত পরিচিত হইতে হইলে প্রাকৃত ব্যাকরণের আলোচনা আবশ্যক। তদ্ভব শব্দের যথার্থ সংস্কৃত রূপ কোন্‌টি, অন্ততঃ তাহা জানিবার জন্যও প্রাকৃত ব্যাকরণ দেখিতে হইবে। দেশী শব্দের অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত রূপ কোথায় পাওয়া যাইবে? এই দেশী শব্দের মধ্যে আবার কতক দ্রাবিড়, কতক বা কোল (Austro-Asiatic)-মূলক। এতদ্ব্যতীত এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলি সংস্কৃত বলিয়া আমাদের জানা ছিল, কিন্তু মূলে তাহা সংস্কৃত নয়। সুতরাং প্রাকৃত কেন, অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনামূলক আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

অনুবন্ধ শব্দের একটা অর্থ অবিচ্ছেদ; 'চির আনুবান্ধ' (২য় সংস্করণ, পৃ° ১৭৮) আমরা ঐ অর্থই ধরিয়াছি। অভরস—অধ্যাপক প্লাট্‌স (J. T. Platts) তাঁহার হিন্দী-ইংরাজী অভিধানে ভরোসা শব্দের অর্থ দিয়াছেন, Hope, Confidence, Trust, Faith; স° ভদ্র-আশা। সুনীতিবাবু ভর-বশ। অভরস শব্দে অবিশ্বাস অর্থ ধৃত হইয়াছে। অমর্ষ হইতে কি করিয়া হয় বুঝিলাম না। অবসই—নিশ্চিতার্থই সহজ ও সুযুক্ত।

আকাইলেক—'আকাইলেক কেশ তোর মুঠিএক মাঝা' (২য় সংস্করণ, পৃ° ৩৫)। 'আকাইলেক' শব্দ কেশের বিশেষণ স্পষ্ট। 'মন টানিলেক' অর্থ অত্যন্ত কষ্ট-কল্পনা। আছিদর—স° ছিত্বর, ছিদ্বর। আজল, আজলী—প্রা° উজ্জু (ঋজু)- ল; স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয়। [Cf A. ajhal adj most ignorant; s. m. a block head.] আড়বাঁশী—অন্য নাম মৌহারী নয়। আড়বাঁশী, আড় ভাবে ধরিয়া বাজাইতে হয়। মৌহারী যন্ত্রটি অধুনা তুম্‌ড়ী (তুব্‌ড়ী) নামে প্রসিদ্ধ (২য় সংস্করণের টীকা দ্রষ্টব্য)। আনচান—<আনছান <অন্নছন্ন <অন্য ছন্দ (২য় সং টীকা দ্র°)। আপোঙয—আ-√পিষ্‌ পেষণে। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে হাপসান এবং উত্তর-বঙ্গে আপচান পদের প্রয়োগ লক্ষণীয়। আফার—প্রা° ফার (স্ফার)। প্রচুর। আহুকিতেঁ—√আহুখ্‌ (অভি-√উক্ষ্‌ সেচনে); উচ্চারণ-বৈষম্যে আহুক' এবং ইতেঁ প্রত্যয় যোগে আহুকিতেঁ (টীকা দ্র°)। আঁকিবার কালীর উল্লেখ কোথাও নাই।

উতাপঠ—উৎ-√পট্‌ বিদারণে। খিন্ন, ব্যথিত। উল্লাল—উৎ√লল্‌-অচ্‌ বটে। ক্ষোভ, (কৌতুক নয়)।

কচাল—বাক্‌কলহ, তুল° কচাকচী (চুলাচুলী)। কেশতুল্য সূক্ষ্ম তর্ক' এ কল্পনার রশি যেন একটু ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে। কবল দশ হাটল—প্রকৃত পাঠ, 'ছিফিলেক রাধাক বলদ সিংহটাল।' কপোলগণ—শুদ্ধ পাঠ, 'কপোল গল'। কাঁচ আলিতে না দেওঁ পাএ—কা'র লেঠায় থাকি না। কুকুহলে—শব্দটি কুহুহলে; অর্থ—কুতূহলে, কৌতূহল সহকারে। কুলআঁ—'কর কুলআঁ ঘাটে'—[যমুনার] খেয়াঘাটে কর সংগ্রহের ব্যবস্থা।

খঙ্গ—শিবায়নে খাঙ্গা অর্থে কাঙ্গাল, (ক্রুদ্ধ নহে)। খণ্ডবিচনী—'খণ্ডবিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ' অর্থাৎ ভাঁগা কুলার (বিচনীর=ব্যজনীর) বাতাস কিবা [স্বেচ্ছায়] শরীরে লাগাইলাম। খন্ধ—প্রা° খংধ (স্কন্ধ=সমূহ); কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'ষণ্ডো মধ্যমঃ'। শাক-সবজী। খাঁট—চর্য্যাপদে খাণ্ট, মাধব কন্দলির কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে খণ্ট,

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে খাট, কাশীদাসী আশ্রমিক পর্ব্বে খণ্ড, কবিকঙ্কণে খণ্ড, খণ্ডা; অর্থ—ধূর্ত্ত, শঠ। খণ্ড বা খণ্ডা হইতে খাঁড়াধারী দস্যু হয় কি? খাড়ু—বৈদিক খদি হইতে পারে; কিন্তু খাড়ু শব্দ প্রা° খড়ুঅ (কটক) শব্দজাত। খেউ মতী—শুদ্ধ পাঠ, 'মোর বুধী তো রাখউ মতী', ফলিতার্থ—আমার গোআল-বুদ্ধি তোমার [চঞ্চল] মতিকে [অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে] রক্ষা করুক।

গড়াহলি (২য় সং, পৃ° ৩৬)—গড়াগড়ি দিও, অবলুণ্ঠিত হইও; তুল° 'করিহলি উপহাসে' (পৃ° ১৩)। গহনে—চর্য্যাপদে গবণ, কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ড ও ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে গন। গহন, গবন, গন প্রভৃতি শব্দের মূলে গমন। প্রাচ্য হিন্দীতে গমনার্থক গবন শব্দের প্রয়োগ অবিরল। মৈথিলী ভাষায় গওনা বা গবনা অর্থে দ্বিরাগমন। [গোহন —(চাসীর ভাষা) The inclined path along which the bullocks move in drawing water from a well—J. T. Platts' H. E. Dictionary.] গোবালী —গোপাল'এর প্রা° রূপ গোৱাল; স্ত্রীলিঙ্গে গোৱালী; (গোপবালী'র প' লুপ্ত নয়)।

ঘোড়াচুলে—'কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচুড় ইতি খ্যাতে। কুমারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপঞ্চক ইত্যন্যে।' টীকা-সর্ব্বস্ব। [Kākapakṣa (p. 357)—Ghoṭa-Cuḍa (Tbh. Sk. goṣṭha-cuḍā)—Journal Asiatique, Paris, Sep. 1926, p. 94.]

চৌহালিনী—আনন্দময়ী, আমোদপ্রিয়া, ক্রীড়ানুরক্তা; (চৌহান রাজপুতনারীতুল্য ডাকাবুকা অথবা চোয়াড় নারী নহে)। [হিন্দী চুহলী, চুহলিয়া adj. & s. m. Merry, gay, amusing ;—a merry fellow.—J. T. Platts' H. E. Dictionary.]

ছাঁচে—মিছেঁ ছাঁচে, অর্থ—মিথ্যা ছন্দে, ছলাকলায়, (মিথ্যা ও সত্যে নয়)। [ছাঁচ—হিন্দী সাঁচা। সদৃশ, ঢব, mould.]

জুলি—শুদ্ধ পাঠ, 'ভাঁগি জুনি জাএ', 'ছিণ্ডি জুনি জাএ'; অর্থ—ভাঙ্গিয়া যেন না যায়, ছিঁড়িয়া যেন না যায়।

ঝাঁটাল বন—ঝাঁটাল, 'গোলীঢো ঝাটলো ঘণ্টা-পাটলির্ম্মোক্ষমুষ্ককৌ।' অমর° [ঝাটাল—H. H. Wilson's S. E. Dictionary]

টাকার—অর্ব্বাচীন স° টক্কার।

তণ্ডী—√তুণ্ড্ আঘাতে। তারপিল—শব্দটা তারপল; বিদ্যাপতিতে তলপল; পশ্চিম-রাঢ়ে √তড়পা প্রচলিত। অস্থির করিল, আকুল করিল।

দশমী দুয়ার—'গগনং ব্রহ্মরন্ধ্রং দশমদ্বারমিতি যাবৎ।' [পুরমেকাদশদ্বারমিত্যাদি মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন, 'তচ্চেদং শরীরাখ্যং পুরম্ একাদশদ্বারং; একাদশ দ্বারাণ্যস্য—সপ্ত শীর্ষণ্যানি, নাভ্যা সহার্ব্বাঞ্চি ত্রীণি, শিরস্যেকং তৈরেকাদশদ্বারং পুরম্।' সিদ্ধাচার্য্যেরা দশম দ্বারের বৈরোচন দ্বার আখ্যা দিয়াছেন।] আমরা কিন্তু কণ্ঠনালীর দ্বার কুত্রাপি পাই নাই। দেহার দেব—দেবের দেব মহাদেব। [দেহা<দেআ<দেবঅ<দেবক] অথবা দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা। দেউলের দেব কোথা হইতে আসে?

নৌকা—'পাণি লইছে মোকটে' মোচা-খোলা পাণি লইতেছে, তাহার ভিতর জল ঢুকিতেছে। মোকট শব্দে মোচার খোল পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পাণিফুটি—জলটুকু; অল্পপরিমিত তরল পদার্থ বুঝাইতে উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গে 'ফুটি' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

পরসিলহে (২য় সং, পৃ° ১২৯)—শব্দটা পসরিলহে, অর্থ—প্রহার করিতেছি বা করিলে। পশ্চিম-বঙ্গে পসার ও √পসার'র প্রয়োগ লক্ষণীয়। পাসলী—পায়ের আঙ্গুলের কড়া, (পাঁয়জোর নয়)।

বসুল—বরং বসুকুল হইতে বসুল হইলে পারে; কিন্তু বসুপুত্র হইতে নয়। রাজকুল হইতে রাউল, রাজপুত্র হইতে নয়। বাড়ী—যষ্টি বা যষ্টি-প্রহার অর্থে বর্দ্ধমান, বীরভূম, হুগলী, ২৪ পরগণা অঞ্চলে প্রচলিত। বিহড়ায়ি—বি-√ঘট্ট বিযুক্তকরণে; (বিহৃত করে নয়)।

ভাষ—স° ভাস, (ভাষ্য নয়)।

রাপাইল— হাঁপাইল? রাহী—'কদমতলাত রাধা রাহী'—রাধা ও আয়ী, কষ্ট-কল্পনা।

সবসলি—শর ও শলি (শল্য)। সাতেসরী—সপ্তসরী-ই যেন সমীচীন মনে হয়।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সংস্কৃত-সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা

বাংলা সাহিত্যে অগণিত মুসলমান কবির দান ও একাধিক মুসলমান নরপতির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রেরণার উদাহরণ প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যসেবী মাত্রের নিকটই সুপরিচিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মুসলমানগণের উৎসাহ ও সাহায্যে পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র মুসলমান সংস্কৃতির প্রচারে ব্যাপৃত হয় নাই, পক্ষান্তরে প্রধানতঃ ইহা হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির অনুকূল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। হিন্দুর পুরাণাদির অনুবাদ ও হিন্দুর সম্প্রদায়বিশেষের উপাখ্যান এই সাহিত্যের বহুল অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

পরকীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানগণের এই অনুরাগ কেবল প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে, এমন নহে—সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও ইহার প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে। আকবর প্রভৃতি রাজগণের উদ্যোগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে হিন্দুর জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে একাধিক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল—এ সকল কথা পণ্ডিতসমাজে অল্পবিস্তর সুবিদিত।[১]

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ দিয়া এই সকল গ্রন্থের মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। অনূদিত ও আলোচিত গ্রন্থের মধ্যে এমন কতকগুলি আছে, যেগুলির সংস্কৃত মূল বর্তমানে অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কর্তৃক এই সকল পারসীক গ্রন্থের আলোচনা হইলে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং মুসলমানগণের সংস্কৃতাভিজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দিকে তেমন কোনও আলোচনাই এ পর্যন্ত হয় নাই।

১। Elliot—*History of India,* ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭০-৫; J. J. Modi—*King Akbar and the Persian Translation of Sanskrit Books* (Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, ৫ম খণ্ড (১৯২৫), পৃঃ ৮৩-১০৭; M. Z. Siddiqui—*The Services of the Muslims to the Sanskrit Literature* (Calcutta Review, ১৯০৩, পৃঃ ২১৫—২৫), N. Law—Promotion of Learning in India during Muhammadan rule (by Muhummadans) পৃঃ ১৪৭—৫০, ১৮৫ প্রভৃতি। শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণীর পরিশিষ্ট হইতে জানা যায় যে, 'কাশ্মীরের আকবর' জাইনউল-আবিদিনের প্রয়োজকতায়ও এইরূপ বহু গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। শ্রীবর লিখিয়াছেন,—

দশাবতারপৃথ্বীশ-গ্রন্থরাজ-তরঙ্গিণীঃ।
সংস্কৃতাঃ পারসীবাচা বাচকার্থানকারয়ৎ ॥
ম্লেচ্ছৈর্বৃহৎকথাসারং হাটকেশ্বরসংহিতাঃ।
পুরাণাদি চ তদ্যুক্ত্যা বাচ্যতে নিজভাষয়া ॥ (শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণী—১।৫।৮৪-৮৫)

উল্লিখিত অনুবাদাদি গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়া মুসলমানগণ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার-কল্পে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিবরণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অথচ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বৃত্তি ও উপাধি দান করিয়া অনেক মুসলমান রাজা তাঁহাদিগকে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করিয়াছেন—কেহ কেহ প্রত্যক্ষ নির্দেশসহকারে গ্রন্থবিশেষ রচনা করাইয়াছেন, প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে যে সকল বৃত্তান্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা দরকার যে, কেবলমাত্র মুসলমান সংস্কৃতি বা সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ অতীব বিরল[২]। বস্তুতঃ, ইরাণীয়দিগের আবেস্তা ও খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের মত[৩] কোরাণ শরীফের কোনও সংস্কৃত অনুবাদ প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। তাই মনে হয়, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের প্রতি আনুকূল্য ও উৎসাহ-প্রদর্শন মুসলমান নরপতিগণের পাণ্ডিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যানুরাগেরই নিদর্শন। কলাবিজ্ঞান, অভিধান, কাব্য প্রভৃতি সাধারণের রুচিকর বিষয়েই তাঁহাদের অনুরাগ ছিল বলিয়া মনে হয়।

যে সকল ভারতীয় মুসলমান নরপতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকে অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাংলার জালালুদ্দীনই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সম্ভবতঃ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত জালাল এ বিষয়ে পিতা রাজা গণেশের অনুসৃত রীতিরই অনুবর্তন করিয়াছেন। তিনি বৃহস্পতি নামক বিবিধ গ্রন্থরচয়িতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে ছয়টী উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রায়মুকুট উপাধি প্রদানের সময় একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়া-

---

২। মুসলমান নরপতির আদেশে বা সন্তোষ বিধানার্থ রচিত মাত্র একখানি পারসীক গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদের কথা এ পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছি। কাশ্মীররাজ মহম্মদ শাহের সন্তোষার্থ শ্রীবর পণ্ডিত প্রসিদ্ধ পারসীক কবি জামিবিরচিত যুসুফ জোলেখার প্রখ্যাত কাহিনী অবলম্বন করিয়া কথাকৌতুক নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও জর্জ বুলার ইহার দুইখানি পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (Notices of Sans. Mss. ৮।২৫৮৫ ; Detailed Rept. of a tour of search of Sans. Mss. Kashmir, Rajputana and Central Ind. পৃঃ ৬১)। 'কাব্যমালা'য় ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পুনার Oriental Book Agencyর ক্যাটালগ (১৯৩০। নং ৯৯১) হইতে জানা যায়, Schmidt সাহেবের সম্পাদকতায় ইহার এক ইউরোপীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল—কিন্তু উহা আমি দেখি নাই। উত্তরকালে আধুনিক যুগে কাশ্মীরের হিন্দু রাজা রণবীরসিংহের আদেশে সাহিবরাম কর্তৃক এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার নাম বীররত্নশেখরশিখা। ইহা অখলাক-ই-মোহ্‌সিনী গ্রন্থের অনুবাদ। ইহার পুথির বিবরণ রঘুনাথ টেম্পল লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথির ষ্টাইনকৃত ক্যাটালগে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। এ সম্বন্ধে Journal of the Asiatic Society of Bengal নামক পত্রিকায় (১৯২৮।৪৬৫—৬) প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ভারতীয় পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কেবল বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পক্ষান্তরে হিন্দুর বেদ ও পুরাণের অনুকরণে একাধিক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বেদের অনুকরণে রচিত ও বেদনামে প্রচারিত গ্রন্থই সমধিক চমকপ্রদ (Asiatic Researchesএর ১৪শ খণ্ডে এফ্‌ এলিস লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে হাতীর উপর আরোহণ করান হইয়াছিল এবং হার, মুক্তাখচিত কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ উজ্জ্বল অলঙ্কার ও বহু অশ্ব তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।[৪]

হুমায়ুনের সমসময়ের দিল্লীর অধিপতি সলেম সাহ সারস্বতপ্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের টীকাকার চন্দ্রকীর্তির সমাদর ও সম্মান করিতেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫]

এই সকল উৎসাহদাতার মধ্যে প্রখ্যাতনামা আকবরই বোধ হয় সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহারই নির্দেশক্রমে বিটঠল নামক পণ্ডিত 'নর্তননির্ণয়' নামক নৃত্যবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[৬] সুলতান বুরহান খাঁর নির্দেশানুসারে এই বিটঠলই বোধ হয়, সঙ্গীত সম্বন্ধে ষড়্‌রাগচন্দ্রোদয়[৭] নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের পারসীভাষা শিক্ষার সৌকর্যসাধনার্থে আকবর সংস্কৃত-ভাষায় একখানি পারসী ভাষার ব্যাকরণ লিখাইবার ব্যবস্থা করেন। এই গ্রন্থখানির নাম পারসী-প্রকাশ, রচয়িতা কৃষ্ণদাস। ইহার সূত্রসংখ্যা ৪৮১। ইহা আট অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলির নাম—সংখ্যাশব্দনির্ণয়, শব্দপ্রকরণ, কারকপ্রকরণ, সমাসপ্রকরণ তদ্ধিতপ্রকরণ, আখ্যাত-প্রকরণ, কৃৎপ্রকরণ। এক যুগে এই গ্রন্থের আদর ছিল বলিয়া মনে হয়—ইহার অনেকগুলি

৪। জ্যোতিষ্মন্মণিপুঞ্জরঞ্জনরুচিং হারং স্বলংকুণ্ডলে রত্নৌঘচ্ছুরিতা দশাঙ্গুলিভুবঃ শোচিষ্মতীরূর্মিকাঃ। যঃ প্রাপা দ্বিরদোপবিষ্টসকলস্নানৈরবিন্দন্ন্ পাচ্ছত্রে তৈস্তুরগৈশ্চ রায়মুকুটাভিখ্যামভিখ্যাবতীম্॥ Descriptive Cat. Sans. Mss. Ind. Office.—২।৯৫৪-৫।

৫। শ্রীমৎসাহিসলেমভূমিপতিনা সম্মানিতঃ সাদরম্।
সূরিঃ সর্বকালিন্দিকাকলিতধীঃ শ্রীচন্দ্রকীর্তিঃ প্রভুঃ॥

Belvalkar—Systems of Sans. Grammar. পৃঃ ৯৮, পাদটীকা ২। সারস্বত ব্যাকরণের টীকাদিরচয়িতা আরও দুই একজনের গ্রন্থে মুসলমান নরপতিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সারস্বতপ্রক্রিয়ার টীকাকার পুঞ্জরাজ মালবের গিয়াসুদ্দীন খিলজীর মন্ত্রী ছিলেন। তর্কতিলক ভট্টাচার্য জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সারস্বতসূত্রের এক টীকা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন—ঐ টীকা হইতেই এরূপ কথা জানিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ এই সকল নামের উল্লেখ দৃষ্টে শ্রীযুক্ত শ্রীধর বেলবেলকর অনুমান করিয়াছেন যে, এই সকল মুসলমান নরপতি স্বল্পায়াসগ্রাহ্য সারস্বত ব্যাকরণের অনুশীলনে উৎসাহ দিয়াছিলেন (System etc. পৃঃ ৯৩)। কিন্তু এই নামমাত্রের উল্লেখ হইতে এতটা অনুমান করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা বিবেচ্য। বস্তুতঃ, স্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকিলে কেবল নামমাত্রের উল্লেখ হইতে আলোচ্য প্রবন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। ফলে, টোডরমল সংকলিত টোডরানন্দ ও ভুবনানন্দ সংকলিত বিশ্বপ্রদীপ গ্রন্থে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আকবর ও শেরসাহের উল্লেখ থাকিলেও এবং এই দুই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাদের উৎসাহদানের কথা মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথির বিবরণ—৩। ভূমিকা পৃঃ ২৫) কেহ কেহ অনুমান করিলেও স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য, এইরূপ অনেক নরপতির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ সংস্কৃত বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৬। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় ইহার একখানি পুথি আছে। ঐ পুথি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধনলেখমালা'র (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭—১৩) ইহার এক বিবৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

৭। এই গ্রন্থ বোম্বাই, মালাবার হিল হইতে ভালচন্দ্র সীতারাম সুকথঙ্কর কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথি পাওয়া যায়। ১৯১২ সালে Indian Antiquary পত্রে (পৃঃ ৪৪ প্রভৃতি) ভি. এম. ঘাটে মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। তৎপূর্বেই ১৮৮৮ সালে ওয়েবর কর্তৃক জর্মান ব্যাখ্যাসহ ইহার এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

গঙ্গাধর নামক এক ব্যক্তি আকবর সাহির নির্দেশানুসারে 'নীতিসার' নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই আকবরসাহি প্রসিদ্ধ আকবরের সহিত অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। ইহার একখানি পুথির বিবরণ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথির বিবরণের মধ্যে (৭।৫৫০৫) পাওয়া যায়।

একাধিক পণ্ডিত আকবরের নিকট হইতে উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 'মুহূর্ত্তমালা' নামক জ্যোতিষগ্রন্থের রচয়িতা রঘুনাথের পিতা নৃসিংহ আকবরের নিকট হইতে স্বীয় জ্যোতির্বিদ্যার নিদর্শনস্বরূপ 'জ্যোতির্বিৎসরস' এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।[৮] মনে হয়, এই নৃসিংহ ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে প্রদত্ত পণ্ডিতের তালিকায় উল্লিখিত নরসিংহ[৯] একই ব্যক্তি।

কাদম্বরীনামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গদ্যকাব্যের পূর্বার্ধ ও পরার্ধের টীকারচয়িতা ভানুচন্দ্র ও সিদ্ধচন্দ্র আকবরের নিকট হইতে যথাক্রমে উপাধ্যায় ও খুস্মহম (?) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহাদের টীকার পুষ্পিকায় উল্লিখিত হইয়াছে।[১০]

শুনা যায়, তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা নারায়ণ ভট্টকে জগদ্গুরু এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।[১১] আইন্-ই-আকবরীতে উল্লিখিত নারায়ণ[১২] ও এই নারায়ণকে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

টোডরানন্দ, তান্ত্রিক প্রভৃতি রচয়িতা নীলকণ্ঠও ইহার প্রদত্ত সম্মানে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন[১৩]।

হরিহরাবলী, পদ্যামৃততরঙ্গিণী, সুভাষিতাবলী, সুভাষিতসার-সমুচ্চয় প্রভৃতি সূক্তিগ্রন্থে অকবরীয় কালিদাস নামক এক কবির কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।[১৪] কবির এই উপাধি স্বগৃহীত, কি আকবর-প্রদত্ত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

৮। শাহাকব্বরসার্বভৌমতিলকাদ্দিল্লীমতল্লীশ্বরাজ্জ্যোতির্বিৎসরসত্তমাপ পদবীমাসেরিহুর্গগ্রহে ॥
Desc. Cat. Sans. Mss. in the Asiatic Soc. Bengal—তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৬৭।

৯। Indian Historical Quarterly—১৩।৩৩।

১০। ভানুচন্দ্র-লিখিত অংশের পুষ্পিকা :—

পাতিশাহ শ্রীঅকব্বরপ্রদাপিতোপাধ্যায়পদধারকঃ...। ভানুচন্দ্র গ্রন্থের প্রারম্ভেও আকবরদত্ত সম্মানের উল্লেখ করিয়াছেন :—

শ্রীবাচকঃ সম্প্রতি ভানুচন্দ্র অকব্বরক্ষ্মাপতিদত্তমানঃ।

সিদ্ধচন্দ্র-লিখিত অংশের পুষ্পিকা :—

শ্রীঅকব্বরপ্রদত্ত খুস্থহমাপরাভিধানমহোপাধ্যায়...।

১১। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng, ৩য় খণ্ড, Preface পৃঃ XXVIII.

১২। Ind. Hist. Quarterly—১৩।৩৪।

১৩। Hist. of Dharmasastra—Kane, পৃঃ ৪২২

১৪। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng. ৭।৫৪৫৪, Peterson—Second Rept. Search of Sans. Mss পৃঃ ৫৭, Bhandarkar Rept. Search of Sans. Mss. Bomb. Presi. (1887-91) পৃঃ LX11.

যে সমস্ত পণ্ডিত আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের প্রসাদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তাজিকরচয়িতা নীলকণ্ঠের পুত্র গোবিন্দ শর্মা,[১৫] কবিকর্ণপূর প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। কবীন্দ্রের অনুজ কামরূপবাসী করণবংশীয় কবিকর্ণপূর জাহাঙ্গীরের নির্দেশক্রমে সংস্কৃত পারসীপদপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১৬] পারসী ভাষার একখানি ব্যাকরণও তিনি সংস্কৃত পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন কি না, বলিতে পারা যায় না। তবে কাব্যালঙ্কারসূত্রের একখানি পুঁথিতে সেলিম নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে মনে হয়, তাঁহার গ্রন্থাগারে সংস্কৃত পুঁথিও ছিল।[১৭]

জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানের বিদ্যোৎসাহিতাও কম ছিল না। ইঁহার সন্তোষবিধানের জন্য বেদাঙ্গরায় পারসীপ্রকাশ নামক জ্যোতিষবিষয়ক কোষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১৮] ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী কবীন্দ্রাচার্যকে 'সর্ববিদ্যানিধান' এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বারাণসী ও প্রয়াগে তীর্থ-যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায়ের যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদকল্পে কবীন্দ্রাচার্য বহুজন সমভিব্যাহারে সাজাহানের দরবারে উপস্থিত হইলে এই উপাধি প্রদত্ত হয়।[১৯] কথিত হয় যে, পরশুরাম মিশ্র নামক প্রবীণ পণ্ডিতকে সাজাহান 'বাণীবিলাস রায়' উপাধি প্রদান করেন।[২০] সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ইঁহারই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—এই 'দিল্লীবল্লভেরই' 'পাণিপল্লবতলে' তিনি নবীন বয়স কাটাইয়াছিলেন।

কাশ্মীরের জাইন-উল-আবিদিনের সংস্কৃতানুরাগের উল্লেখ ইতঃপূর্বেই করা হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থের পারসীক অনুবাদ প্রণয়ন করাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি অর্থ ও সংগৃহীত পুঁথি নানা-স্থান হইতে আনীত পণ্ডিতদিগকে দান করিতেন[২১]—পণ্ডিত পোষণ করিতেন—নিজে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের পাঠ শুনিতেন।[২২]

১৫। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng—৩। ৭৬৮।

১৬। শ্রীমজ্জহাঙ্গীরমহেন্দ্র ভূপরসামাধ (?) নিদেশরূপম্। করোত্যদঃ সংস্কৃতপারসীকপদপ্রকাশং কবিকর্ণপূরঃ॥ এই প্রসঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (১৯২৮, পৃঃ ৪৭০) প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৭। Kavindracarya's List (Gaekwad's Oriental Series)—Foreword—p. IV.

১৮। নত্বা শ্রীভুবনেশ্বরীং-হরিহরৌ লম্বোদরাদীন্ দ্বিজান্। শ্রীমচ্ছাহজহাননায়কপরমপ্রীতিপ্রসাদাপ্তয়ে॥
কৃত্বা সংস্কৃতপারসীকরচনাভেদপ্রদং কৌতুকং। জ্যোতিঃশাস্ত্রপদোপযোগিসরলং বেদাঙ্গরায়ঃ সুধীঃ॥

১৯। Kavindracarya's List —Foreword পৃঃ ৫।

২০। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ—Saraswati Bhavan Studies, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১—৪।

২১। পুরাণতর্কমীমাংসাঃ পুস্তকানপরানপি। দূরাদানায্য বিত্তেন বিষদৃভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥ (শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণী—১।৫।৭৯)
বর্ষা মরুদিব ক্ষ্মাপস্তৎবিদ্যাপ্রত্যয়োৎসুকঃ। অনায়য়ৎ স তান্ সর্বান্ পণ্ডিতান্ নিজমণ্ডলম্॥
রাজা সংরোপিতানর্ঘবৃত্তিদানেন পণ্ডিতান্। অপ্যায়য়জ্জলেনেব মালাকারো মহীরুহান্॥
জোনরাজকৃতরাজতরঙ্গিণী—১০৪৮,১০৫০।

২২। মোক্ষোপায় ইতি খ্যাতং বাশিষ্ঠং ব্রহ্মদর্শনম্। মন্মুখাদশৃণোদ্ রাজা শ্রীমদ্বাল্মীকিভাষিতম্॥
শ্রীবরকৃতরাজতরঙ্গিণী—১।৫।৮০।

অসালতিপ্রকাশ নামক এক কোষগ্রন্থ[২৩] কাশ্মীরের অসালতি খাঁর নির্দেশক্রমে মীর-মীরা-সুত কর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। আবার এই মীরমীরাসুতের আদেশে বেণীদত্ত পঞ্চতত্ত্বপ্রকাশ নামক এক গ্রন্থ[২৪] রচনা করিয়াছিলেন।

পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বারভূঁইয়ার অন্যতম ইশা খাঁর পুত্র মুসাখাঁর (১৫৯৯—১৬২৩) আদেশে মথুরেশ শব্দরত্নাবলী নামে এক সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।[২৫]

লোদীবংশাবতংস আহম্মদ খাঁর পুত্র লাড়খাঁ নামক নরপতির মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কল্যাণমল্ল অনঙ্গরঙ্গ নামক কামশাস্ত্রের বই লিখিয়াছিলেন।[২৬]

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ নবাব শায়েস্তা খাঁ কেবল প্রজাদের ঐহিক সুখসমৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি রাখিতেন, এমন নহে—দেশের সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারই পরিতৃপ্তির জন্য ১৭৮৫ শাকে চতুর্ভুজ কর্তৃক রসকল্পদ্রুম নামে একখানি

২৩। শ্রীশম্ভুকৌতুকরামলকান্তপুর
বিভ্রাজমাণগিরিজাচরণৌ প্রণম্য।
কাশ্মীরভূমিনগরে প্রকরোতি কোশং
শ্রীমানসালতিমহীবরখাননাম্না ॥
... ...
রাজ্ঞাসালতিখানেন গুণিনা প্রেরিতোঽস্মাহম্।
অসালতিপ্রকাশাখ্যং কোশং কুর্বে মহাগুণম্ ॥
শুভশব্দস্বর্ণাঢ্যং পদানুপ্রাসসন্মণিম্।
মীরমীরাসুতঃ কোষং দত্তে গৃহ্নন্তু সদ্বুধাঃ ॥

Oxf. (অউফেক্ট সংকলিত বোড্লিয়ন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ)—৪৪৪।

২৪। পঞ্চতত্ত্বপ্রকাশোঽয়ং বেণীদত্তেন ধীমতা। প্রকাশিতঃ প্রকাশার্থো মীরমীরাসুতাজ্ঞয়া ॥ Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng. ৬। ৪৭০৯ A ; R. L. Mitra. Notices of Sans. Mss.—৬।১৪০৭.

২৫। Desc. Cat. Sans. Mss. Ind. Office Lib.—২।১০১৬-৭ ; Oxf. No. 439-40 ; R. L. Mitra—Notices Sans. Mss. ৩।১১০৫ ; ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪২, পৃঃ ৬০৬—১০, আশ্বিন ১৩৪৩, পৃঃ ৫৭২—৭।

২৬। লোদীবংশাবতংসঃ হতরিপুবনিতানেত্রবারিপ্রপুর-
প্রাদুর্ভূতাস্থ সিন্ধুস্মিতজবতয়া লীলয়া প্লাবিতাশঃ।
সৎপুত্রঃ খ্যাতকীর্তে রহমদনৃপতেঃ কামসিদ্ধান্তবিদ্বান্
জীয়াচ্ছ্রীলাড়খানঃ ক্ষিতিপতিমুকুটৈর্ঘৃষ্টপাদারবিন্দঃ ॥
অস্যৈব কৌতুকনিমিত্তমনঙ্গরঙ্গগ্রন্থং বিলাসিজনবল্লভমাতনোমি।
শ্রীমান্ কবিরশেষকলাবিদগ্ধঃ কল্যাণমল্ল ইতি ভূমিমুনির্যশস্বী ॥

এই গ্রন্থখানি লাহোর হইতে মতিলাল বানারসীদাস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত সূক্তিগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল[২৭]। ইহার উপক্রমাংশে শায়েস্তা খাঁর বিস্তৃত বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে

মুসলমান নরপতিগণের সংস্কৃতানুরাগের আর একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ—স্থানবিশেষে সংস্কৃতকেই দরবারের ভাষার মর্যাদা প্রদান। কাশ্মীরে মুসলমানদের কবরের উপরও কোথাও কোথাও সংস্কৃতলিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটী লিপির তারিখ ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ।[২৮] একজন মুসলমান শাসক স্বীয় কৃত কার্যের বিবরণ সংস্কৃতলিপিতে প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ করাইয়া গিয়াছেন। দিনাজপুরের অন্তর্গত ধুরাইলে এই লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মহম্মদসার শাসনকালে নরবাজ খাঁর পুত্র প্রধান মন্ত্রী করাম খাঁ একটী সেতু নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[২৯] বাংলার নবাব সিরাজ উদ্‌দৌলা মাতামহ আলিবর্দি খাঁর পারলৌকিক কৃত্য উপলক্ষে সংস্কৃত পত্র দ্বারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।[৩০]

মুসলমানরচিত সংস্কৃতগ্রন্থাদির বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বঙ্গের সপ্তগ্রাম-বিজেতা জরাফ খাঁ ওরফে দরাফ খাঁর রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ একটী গঙ্গাস্তোত্র বাংলাদেশে প্রচলিত আছে।[৩১] শুনা যায়, প্রসিদ্ধ কবি আবদুর রহিম খান খানান সংস্কৃতে খেটকৌতুক নামক একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তাঁহার রচিত মদনাষ্টকের প্রতি কবিতার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির অর্ধাংশ সংস্কৃতে ও অর্ধাংশ হিন্দীতে রচিত—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।[৩২]

মুসলমানের হস্তলিখিত সংস্কৃতগ্রন্থের একখানি পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বর্তমানে ইহা কাশীর সরস্বতীভবনে রহিয়াছে। পুথিখানি বামনসূত্রবৃত্তি নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের। আল্লাবক্‌স্‌ কর্তৃক ইহা সর্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর জন্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।[৩৩] কথিত হয় যে, আল্লা বক্‌স্‌ কবীন্দ্রাচার্য কর্তৃক লেখকরূপে

২৭। তস্যানুরঞ্জনায়ৈব গ্রন্থং নবরসাত্মকম্। চতুর্ভুজো রচয়তি স্বপৈত্রশ্চ পরৈরপি ॥
... ... বাণাশর্বিশশাঙ্কাঙ্কে বৈশাখে পূর্ণিমাগুরৌ ॥

Peterson—Catalogue of Sans. Mss. in the Library of the Maharaja of Ulwar—Estract No. 225.

২৮। Stein—Kalhana's Chronicle of the Kings of Kashmir—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩০, পাদটীকা ২; Z. D. M. G—৪০।৯; Indian Antiquary—২০।১৫৩।

২৯। Niradbandhu Sanyal—List of Inscriptions in the Museum of the Varendra Research Society, Rajshahi—পৃঃ ১৪।

৩০। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে—উদ্ভটসাগর, ৩।৭৪।

৩১। Journ. As. Soc. Beng.—১৬।৩১৬।

৩২। ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃঃ ২৬৫।

৩৩। Kavindracarya List—Introduction, p.XIII.

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর কোনও গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই।

মুসলমানগণের এইরূপ সাহিত্যপ্রীতির ফলেই বোধ হয়, কেহ কেহ মুসলমান শাসকগণের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সংস্কৃতে তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সংকলন বা প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। আকবরকে কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেবল দিল্লীশ্বর বলিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া জগদীশ্বর আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রচিত কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থ এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। তবে এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় রক্ষিত জ্বালামুখীস্তোত্রের একখানি পুথির শেষে তাঁহার এক ক্ষুদ্র প্রশস্তি দেখিতে পাওয়া যায়।[৩৪] হয়ত এইরূপ আরও বহু প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল। অন্যান্য রাজগণ সম্বন্ধে রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থের মধ্যে বিজয়পুরকথা, ফতেসাহপ্রকাশ, অসফবিলাস, অহমদাবাদের সুলতান মহম্মদসার জীবনচরিত রাজবিনোদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য[৩৫]।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

৩৪। Desc. Cat. Sons. Mss. As. Sac. Beng—৭।৫৩৪৮।

৩৫। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে সংকলিত 'উদ্ভটসাগর' নামক গ্রন্থে (১।২৩, ৩।৭৩—৭৭) বিভিন্ন মুসলমান নরপতি সম্বন্ধে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ, নায়কগোপাল প্রভৃতি রচিত কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

২১ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা পুরাণ প্রেস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

চতুশ্চত্বারিংশ ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৪৪

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য দ০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল

সহকারী সভাপতিগণ

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ, ডি লিট্

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ,

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি-লিট,

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এম এল এ

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন বি এ

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ, বি এল,

শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস-সি

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস

পুথিশালাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু বি এস্-সি, জি ডি এ, আর এ

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু

চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ৩। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় এম এ, ৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম এ, পি-এচ ডি, ৫। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল, ৬। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, ৮। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন এম এ, ৯। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ দোঁতেন, জি এস্, ১০। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি এল, ১১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি, ১২। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, ১৩। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী এম এ, ১৪। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, ১৫। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন এম এ, ১৬। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, ১৭। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল বি এ, ১৮। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, ১৯। শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত এম এস্‌সি, বি এল, ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ, ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এল, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত মনীবিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল, ২৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী বি-এল, ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

চতুশ্চত্বারিংশ ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন,—

"ঐতিহাসিক ও সাধারণ পাঠকদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয় বহুশ্রমসাধিত সুবিন্যস্ত এই পুস্তকখানির ২য় সংস্করণ ১ম সংস্করণ অপেক্ষা তাঁহাদের অনেক বেশী উপযোগী হইয়াছে।......" প্রবাসী=আশ্বিন ১৩৪৪।

"সমাচার দর্পণেই" বাঙ্গালীর সংবাদ পত্রের হাতে খড়ি সুরু......শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সমাচার দর্পণের' গোড়ার দিকের ফাইল আবিষ্কার করিয়া প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে তাহা হইতে সেকালের ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলন ও ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেণীবিভাগ করিয়া 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম খণ্ড নিঃশেষিত হওয়াতে...... তিনি এই পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত সংস্করণটি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে যে আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ আকর্ষিত হইতেছে, এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ তাহাই সূচিত করিতেছে।......দ্বিতীয় সংস্করণটি যে দিক দিয়া অভিনব ও অতিশয় মূল্যবান্ হইয়া উঠিয়াছে, আমরা কেবল তাহারই উল্লেখ করিতেছি—সেটি হইতেছে ইহার 'সম্পাদকীয়' অংশ, ৪০১—৪৯১ পৃষ্ঠা এবং 'অধুনা অপ্রচলিত শব্দের সূচী' ৪৯২—৫০০ পৃষ্ঠা। এগুলি দেখিয়া এখন মনে হইতেছে—প্রথম সংস্করণটি অসম্পূর্ণ ছিল। সমগ্র পুস্তকে প্রসঙ্গতঃ বহু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও স্থানের উল্লেখ আছে, সেগুলি সম্বন্ধে আজ আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ব্রজেন্দ্রবাবু অসংখ্য পুস্তক ঘাটিয়া ও অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া সেই সেই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এই সম্পাদকীয় বিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই বিভাগটি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদেশ বিষয়ে 'সংবাদের খনি' বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পুস্তকসন্নিবিষ্ট চিত্রগুলিও বর্ত্তমান সংস্করণের বিশেষত্ব।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ ভাদ্র ১৩৪৪।

ডক্‌টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন,—

............No word of commedations on the publication like this is praise enough for its editor who has spared himself no pains in unearthing documents of rare kind, invaluable for the future historian of nineteenth century Bengal. In fact Mr. Bandopadhyaya's present publication is the only source-book I know of for the history of the period and as such is indispensable''...... Modern Review, Oct. 1937.

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

"......I have......found it highly interesting"—**Mahamahopadhyaya Gopinath Kaviraj M A,** *Principal, Benares Sanskrit College.*

"Prof. Chintaharan Chakravarti who has already given us evidence of his competence for the task he has undertaken is to be congratulated on the success he has achieved by prepariog the present catalogue..........."—**Mahamahopadhyaya Prof. Vidhu Shekhar Bhattacharya**,—Calcutta Review, Sept. 1937.

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্থান একটু অনন্যসাধারণ—নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুরাতন প্রবাহকে অব্যাহত রাখিয়াই তিনি নূতনের খাত খনন করিয়া তাহাতে নবধারার সূত্রপাত করিয়াছেন। সে হিসাবে বাংলা কাব্যসাহিত্যে তিনি গঙ্গাধর—জটায় স্বর্গমন্দাকিনীর সমগ্র গতিবেগ ধারণ করিয়া তিনি মর্ত্ত্যগঙ্গা প্রবাহিত করাইয়াছেন। পুরাতন ধারার তিনি শেষ কবি এবং নূতন ধারার তিনি উদ্বোদ্ধা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া যিনি আলোচনা করিবেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে এই মূল কথাটা বিস্মৃত হইলে তাঁহার চলিবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাংলা দেশের কবি, এই জন্যও বিশেষ করিয়া আজ স্মরণীয়। তাঁহার জীবনী ও কাব্য সম্যক্ অনুধাবন করিলে তদানীন্তন বাংলা সমাজ ও সাহিত্য-জীবনের মূল কেন্দ্রটিও আমাদের লক্ষ্যগোচর হইবে। এই কেন্দ্র হইতে আমরা বাহির ও ভিতরের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে বর্ত্তমানে বিচ্যুত হইয়াছি বলিয়া পুরাতনের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইতেছি না। অথচ জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতির পক্ষে এই সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা একান্ত আবশ্যক। আমি নীরস ঐতিহাসিক—ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য ও কবিতায় ছন্দ ও ভাব গত রসের সন্ধান দেওয়া আমার কাজ নয়; কাব্যরসিককে ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বহিঃপরিচয় দিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। ইহা পাঠে যদি কোনও রসিকের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

গ্রন্থাবলী

(১) **কালীকীর্ত্তন।** ১৮৩৩। পৃ. সংখ্যা ২৭।

ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> শ্রীশ্রী তারা। / ত্রিভুবন সারা। / কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ। / লোকান্তর গত ৺ রামপ্রসাদ সেনের কৃত। / শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নানুসারে সংগ্রহণ পূর্ব্বক / সংশোধিত হইয়া কলিকাতাস্থ মৃজাপুরে / শ্রীব্রজমোহনচক্রবর্ত্তির গুণাকর / যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / এই গ্রন্থ গ্রহণে যাঁহার অভিলাষ হয় তিনি মোং / জোড়াসাঁক চাষাধোবা পাড়ায় / শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট অথবা বাগবাজার / নিবাসি শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষের বাটী/তে স্বয়ং কিম্বা লোক প্রেরণ / করিলে প্রাপ্ত হইতে / পারিবেন ইতি। / শকব্দা ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল। /

'কালীকীর্ত্তন'ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এই পুস্তকখানির ভূমিকা-স্বরূপ তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

> **ঈশ্বরস্য হৃদয়ে পদাম্বুজং সন্নিধায় শশিখণ্ডভালিকে।**
> **চণ্ডমুণ্ডমুখমুণ্ডখণ্ডনপ্রান্তিমস্তরয় দেবি কালিকে॥**

অথ কালীকীর্ত্তনানুষ্ঠান।

স্বস্তি কবিরঞ্জনাপরনাম রামপ্রসাদসেনকালীভক্তাবতারাবতারিত নবীন পদবী কালীকীর্ত্তনাভিধান ভক্তিরসপ্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনশ্রবণগোচর হয় নাই যদ্যপি গায়ক দ্বারা অথবা অন্য কোনপ্রকারে তাহার যৎকিঞ্চিদংশ কোন২ মহাশয়ের কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শ্রবণ ব্যতিরেকে তাদৃশাপূর্ব্ব রসাস্বাদন হইবার সম্ভাবনা হয় না ইহাতে তত্তন্মহাশয়েরদের যৎকিঞ্চিদংশ শ্রবণোত্তর কালে তত্তাবদংশ শ্রবণ স্পৃহাতে মনের ব্যগ্রতা সর্ব্বদা থাকে।

অপরঞ্চ কালীকীর্ত্তনব্যবসায়ি গাথক যে কয়েক জন দৃষ্ট হয় তাহারদের উচ্চারণানভিজ্ঞতা ও সামান্যতো অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্ত্তার অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমজন্য রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণ কালে মনে সুখোদয় না হইয়া বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে গ্রন্থকর্ত্তার দোষানুমান হওয়াতে তাঁহার এই মহাকীর্ত্তিসুধাকরে কলঙ্কোদয় সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত নানা দোষ পরীহারার্থ এবং ঐ অপূর্ব্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্য্যরূপে বহুকালস্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূল-পুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তনপুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধু সদাশয় মহাশয়েরা নয়নান্তপাত করিলে তাঁহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাঙ্কুরবৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তার মহা-কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়।

সংশোধিতামপি ময়া বহুলপ্রয়াসৈর্গীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্তু। সন্তঃ সুশান্তনয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা কৃপামিহ ময়ীশ্বরচন্দ্রগুপ্তে॥

কালীকীর্ত্তন সংগ্রহকারের উক্তি।

পয়ার। মত্ত হও বন্ধুগণ কালীপদ্মপায়। যে পদ ধরিয়া শিব শিবপদ পায়॥ কালহরা কালদারা কালিকার পদে। ভবভয় নাহি রয় সুখ পদে২॥ শ্যামানাম মোক্ষধাম বেদাগমে কয়। স্মরণ করিলে নামে ধামে টেনে লয়॥ এক চিত্ত করি তাঁরে ভজ এই ভবে। যদি মনে লয় তাহে লয় হবে তবে॥ ঘোর দুর্গে ডাক সদা দুর্গে২ রবে। দিনেশতনয়ক্লেশলেশ নাহি রবে॥ শিবাশিব তেজি সবে শবে ভাব শিবে। শিবাশিবপ্রদা শিবা শিব দেন শিবে॥ ভগ্ন দিয়া মিথ্যা আশা মগ্ন হও ধ্যানে। তারাতত্ত্ব কর তত্ত্ব গুরুদত্ত জ্ঞানে॥ ভাবে ভাব ভাবি ভাব তাহা নহে দূর। ভাবি ভাবি ভাবি দুঃখ করিবেন দূর॥ ভাবির স্বভাব কভু অভাব না হয়। সে ভাব ভাবিলে

শ্যামা চিত্তে নিত্য রয়॥ অতএব হও সবে ভাবি ভাবাধীন। তারা তারা মুদে ধ্যান কর দিন২॥ শক্তি শক্তিমতে যেই ভজে ভক্তিপানে। তারে তারে তারিণী করুণা দৃষ্টি দানে॥ দেহ দেহশুদ্ধি হেতু মন যোগে যাগে। কালীকালি নাহি দিয়া হৃদে তাহে জাগে॥ কর করযন্ত্রে বাঞ্ছ বিষয় না চাও। নিত্য নিত্য নৃত্যকালী হৃদয়ে নাচাও॥ মূলাধার স্থান তাঁর মহাকালনারী। মূলাধার জ্ঞান কর মহাকালনারী॥ ন্যায় তাঁর ভাব নেয় নানা ন্যায় পেতে। ন্যায় যদি ত্যজ সবে তবে পার পেতে॥ তর্ক করে বৃথা তর্ক চরণে২। তর্ক ত্যজ স্থান পাবে চরমে চরণে॥ দরশন তত্ত্ব নাহি পায় মিছা ভাবে। দরশন পাবে যদি ভাব ভক্তিভাবে॥ তন্ত্রমন্ত্রফাঁদে পড়ে না হইও ভোলা। তন্ত্র কে বুঝিবে তাঁর ভোলা ভেবে ভোলা॥ দেখ সেই মায়ার মায়ার বশ সব। হররাণী হরে হরে করে সদা শব॥ ত্রিভুবন মায়ের মায়ের মূলাধার। কালীরূপ কর চিত্র চিত্ত করি সার॥ সাধকের কোমল কমল হৃদিপরে। শ্যামা থাকে থাকে২ সদানন্দ ভরে॥ যথা শত২ শতদল ফুটে জলে। তেমতি মা সর্ব্বঘটে সর্ব্বঘটে চলে। পেলে দুর্গাপদ তার তরি এই ভব। কিন্তু ভবপারে পারে পাঠাইতে ভব॥ ভব সিন্ধুপার হেতু সেতু কর হরে। ভব সিন্ধু সম দুঃখ নিমিষেতে হরে॥ কারে দিব উপদেশ দেশ ভাল নয়। দ্বেষে২ ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়॥ নাহি জেনে অহং কার করে অহঙ্কার। জানে না যে জীবন জীবনবিম্বাকার॥ ভব পার হেতু সবে ভবে করে হেলা। না করে সে পদ ভ্যালা ভ্যালা৩॥ বালক বা লোক সব এই কলি কালে। দিন২ জ্ঞানহীন বদ্ধ পাপজালে॥ লঘু সঙ্গে রঙ্গে সদা চালে মনোরথ। লোচন হীনের ন্যায় ভ্রমে ভ্রমে পথ॥ সেই অন্ধ তার স্কন্ধে যেই অন্ধ চড়ে। উভয়ে ভ্রমিতে বর্ত্ম কূপ মধ্যে পড়ে॥ নীচের নিকটে সদা উপদেশ লওয়া। নাবিকেরে অর্থ দিয়া ডুবে পার হওয়া॥ সাধু সহ বাসে হয় বিজ্ঞান লোচন। পরম পদার্থ তাহে হয় দরশন॥ জ্ঞানচক্ষু হত হেতু ইহা নাহি মানে। দর্পণেতে যত সুখ অন্ধে কি তা জানে॥ লোকের বারণমন না মানে বারণ। ললাটের ফেরে ফেরে না জানে কারণ॥ অজ্ঞান মনুষ্য প্রতি বৃথা দিই দোষ। কপালে সকল করে কেন করি রোষ॥ করে করে তম নষ্ট যেই সুধাকর। সে চাঁদে কলঙ্ক গাঁথা ব্যক্ত চরাচর॥ শিবের প্রধান পুত্র সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। বিঘ্নহর গণেশের কুঞ্জরের মাথা॥ কর্ম্মভোগ নাহি খণ্ডে শাস্ত্র যুক্তি সার। দেবের দুর্গতি এই মনুষ্য কি ছার॥ ভাল ভাল বিনে ভাল নাহি হয় তায়। অদৃষ্ট অদৃষ্ট লেখা খণ্ডান না যায়॥ কিন্তু সিদ্ধ বাক্য এই পূজ হরদারা। কপালের কপাল তারিণী সর্ব্বসারা॥ কালি দিয়া কালীনাম ললাটেতে রেখে। বিধি দত্ত বিধি যাহা রাখ তাহা ঢেকে॥ গুপ্তমর্ম্ম এই সেই শ্রীনাথের উক্তি। ভাবিলে তাঁহাকে লোক তায় পায় মুক্তি॥ একান্ত বাসনা তাঁর যাহে লোক তরে। তাইতো ঈশ্বর গুপ্ত মর্ম্ম ব্যক্ত করে॥

ত্রিপদী।

ভাব জীব তেজে মায়া মহেশমোহিনীমায়া মহাবিদ্যা মহেশ্বরী তারা। গত কালাগতকাল হৃদে ধর সহকাল কাল সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কারা॥ করহ নিগূঢ় ভক্তি তাহে পাবে মহাশক্তি যুক্তিযুক্ত ব্যক্ত এই ধরা। জানতো বচনসার করিলে উত্তমাচার সরোবরে মীন পড়ে ধরা॥ কে জানে কালীর মর্ম্ম নখজ্যোতি পূর্ণব্রহ্ম ভাবে মত্ত সর্ব্ব সর্ব্বসহা। ভাবে যথা পুণ্যবানে তদ্রূপ মা কোলে টানে যেমন চুম্বকে টানে লোহা॥ ত্রিগুণে ভুবনজয়ী বর্ণরূপা ব্রহ্মময়ী কুলকুণ্ডলিনী হংসবধূ। দুর্গানামামৃত পানে সবিশেষ গুণজ্ঞানে বদন কমলে ক্ষরে মধু॥ কখনো পদ্মিনীবামা কখনো চিত্রিণীরামা ছলেতে পুরুষ ছলে নারী। নানা বেশে বেশ ধরে মায়া কত মায়া করে সার মর্ম্ম বুঝিতে না পারি॥ ব্রহ্মারূপে পালে ক্ষিতি বাণীরূপে কণ্ঠে স্থিতি অন্নদা অম্বিকা কাশীমধ্যে। কমলে কমলা হন মাতা কত মতে রণ হরগৌরী হন মধ্যে২॥ দ্বৈত ভাব ত্যাজ্য কর জ্ঞানচক্ষু যত্নে ধর লহ২ সার উপদেশ। জীবে দিতে মোক্ষধাম সেই ব্রহ্ম গুণধাম ধারণ করেন নানাবেশ॥ যে জন যে ভাবে ভাবে তারে তুষ্ট সেই ভাবে না দেন ভক্তের মনে কালি। সদাশিব আত্মারাম কভু সীতা কভু রাম বিধি বিষ্ণু যা রাধা সা কালী॥ কৃষ্ণরূপে বাঁশী করে সদা রাধা নাম করে প্রেমানন্দে প্রফুল্ল গোকুল। কুঞ্জবনে নানা ছলে গোপিকার মন ছলে মনোরম্য স্থান সে গোকুল॥ রাধারূপে ব্রজনারী সে ভাব বুঝিতে নারি কলঙ্কিনী বলে ঘরে পরে। লজ্জাভয় পরিহরি মুখে বলে হরি হরি হরিপ্রেমভূষা অঙ্গে পরে॥ কালীরূপে কাল পরে কটিপরে কর পরে গলে দোলে শবমুণ্ড সব। এলোকেশী সর্ব্বনাশী অট্টহাসী সর্ব্বনাশি অসী করে রণে করে শব॥ শিবরূপে যোগবলে সদা বোম২ বলে হাড়মালা গলে করে শিঙ্গে। গায় ধুলা যোগে ভোলা হয়ে ভোলা ভাব ভোলা শিঙ্গে ফুঁকে পাবে সবে শিঙ্গে। ধনুধারি রামরূপে যুদ্ধ করে নানারূপে পাষাণ ভাষাণ সিন্ধুজলে। ছলেতে হইয়া সীতা জনকে বলিয়া পিতা নিজে নিজাঙ্গনা নিজ বলে॥ হইয়া অদ্বৈতবাদী জগতের বস্তু আদি কালী রাঙ্গা পায় রাখ মন। এক ভিন্ন দুই নয় বিরূপ যে জন কয় ধরাতলে মূঢ় সেই জন॥ উপাসনা ভেদমাত্র বারিপূর্ণ করি পাত্র রবিছায়া দেখ সেই জলে। হবে ব্রহ্ম নিরূপণ ত্রিভুবনে সর্ব্বক্ষণ প্রশংসা প্রদীপ তবে জ্বলে॥ অতএব বন্ধুবর্গ তেজিয়া কর্ম্মের বর্গ ব্রহ্ম উপসর্গ করি রহ। না কর অভক্তি দ্বেষ লয়ে সার উপদেশ ঈশ্বরের ভাব সদা লহ॥

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য।

এই পুস্তকের এক খণ্ড রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

পরবর্ত্তী কালে—১ পৌষ ১২৬০ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র "কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেনের 'জীবন বৃত্তান্ত' এবং তাঁহার প্রণীত 'কালীকীর্ত্তন' ও কৃষ্ণকীর্ত্তনাভিধান-ভক্তি রসপ্রধান-মধুর গান এবং অবস্থাভেদের শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি কতিপয় রস ঘটিত পদাবলী" প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অভিলাষে তিনি ১৭ অক্টোবর ১৮৫৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন :—

> কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেন।
>
> উক্ত মহাত্মার "জীবন চরিত" এবং তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতাদি নানা বিষয়ক কবিতা সকল আমরা অবিলম্বেই টীকা সহিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব, তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবেক।···এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি,··· ।

কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।

(২) কবিবর ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত। ১৮৫৫। পৃ. ৬১।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ঈশ্বরো জয়তি। / কবিবর ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের / জীবন বৃত্তান্ত / সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত / কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া / কলিকাতা / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / ১ আষাঢ় ১২৬২ সাল। / এই গ্রন্থের মূল্য ১ এক তঙ্কামাত্র। /

এই পুস্তকের ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> "পূর্ব্বে কয়েকজন কবির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া গত মাসের প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনচরিত উদিত করিয়াছি, এবং অদ্য সেই বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এতন্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের প্রণীত অনেকগুলীন অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে,—সেই সকল কবিতা এপর্য্যন্ত কাহারো নেত্র কর্ণের গোচর হয় নাই, তাহার মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও পারস্য ভাষার চমৎকার চমৎকার কবিতা আছে, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, তিনিই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইবেন, তিনিই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন। অপিচ আমরা এই গ্রন্থে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটী কঠিনতর ভাব-ভূষিত গূঢ়ার্থ-ঘটিত কবিতা টীকা সহিত প্রকটন করিয়াছি, তাহাতে সকলের মনে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক।"

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।" এই উক্তি ঠিক নহে। ১৮৩৩ সনে ঈশ্বরচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কালীকীর্ত্তন গ্রন্থে'র কথা বঙ্কিমচন্দ্রের জানা ছিল না।

(৩) প্রবোধপ্রভাকর। ১৮৫৮। পৃ. সংখ্যা ১২২।

ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

> ঈশ্বরোজয়তি। / প্রবোধপ্রভাকর। / প্রথম খণ্ড। / জ্ঞানগুরু সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ / শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপায় / সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক / বিরচিত হইয়া / কলিকাতা। / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোল-কুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবন। / ১ চৈত্র ১২৬৪। /

ইহাতে পিতা-পুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে "কেবল নীতি এবং হিতোপদেশাদি বহুবিধ শিবকর বিষয় লিখিত হইয়াছে, গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের অংশই অধিক।" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর (১০ মাঘ ১২৬৫) পর তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার যে-সকল রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি। এই সকল রচনা প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৪) হিত-প্রভাকর। ১৮৬১। পৃ. সংখ্যা ১৯২।

ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

> HIT PROBHAKUR. / By the Late / Baboo Issurchunder Goopto. / হিত-প্রভাকর। / সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক / প্রকাশিত হইয়া / কলিকাতা। / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ / মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নং ভবনে। / ১১ চৈত্র ১২৬৭। /

গদ্য-পদ্যে বর্ণিত হিতোপদেশের গল্পই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

(৫) মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ। রামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা সংগৃহীত। ১৮৬২।

রামচন্দ্র গুপ্তই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাসংগ্রহ পুস্তিকাকারে খণ্ডশঃ প্রচার করিতে সঙ্কল্প করেন। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৬৯ সালে (১৮৬২ সনে)। প্রত্যেক সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। এই তিনটি সংখ্যা আমি বহরমপুরে রামদাস সেনের লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি। প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ঈশ্বরোজয়তি / মহাকবি / ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের / বিরচিত কবিতাবলীর / সার সংগ্রহ / প্রথম ভাগ / প্রথম সংখ্যা / সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা / সংগৃহীত হইয়া / কলিকাতা। / সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল / সন ১২৬৯ সাল / মূল্য প্রত্যেক ফরমার হিসাবে /০ এক আনা মাত্র /

ইহার ৪র্থ সংখ্যা ১২৭৬ সালে, ৫ম—৭ম সংখ্যা ১২৮০ সালে, এবং ৮ম সংখ্যা ১২৮১ সালে প্রকাশিত হয়; আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে।

১৩ মার্চ্চ ১৮৭৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্তের একটি বিজ্ঞাপনে ইহার ৮ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশের সংবাদ আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ইহার ৮খানি সংখ্যাই আছে, তবে সবগুলি প্রথম সংস্করণের নহে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামচন্দ্র গুপ্তের সংস্করণ ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অন্ততঃ আরও তিনটি সংস্করণ পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্রের সকল রচনাই স্থান পাইয়াছে, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্রের এমন বহু রচনা আছে, যাহা গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। নিম্নে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হইল।

(ক) কবিতাসংগ্রহ। সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। [১৫ই আশ্বিন] ১২৯২ সাল। পৃ. সংখ্যা ৩৪৮।

ইহার ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ" মুদ্রিত হইয়াছে।

পর বৎসর ১লা মাঘ, ১২৯৩ সালে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে এই কবিতা-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. সংখ্যা ৩৪৮) প্রকাশিত হয়।

(খ) কবিবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত। বসুমতী আফিস। আশ্বিন ১৩০৬। পৃ. সংখ্যা ১৭০।

বসুমতী আপিস হইতে পরে ১ম ও ২য় ভাগ গ্রন্থাবলী (পৃ. সংখ্যা ৩৮০) বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা-সহ একত্রে প্রকাশিত হয়।

(গ) গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত। ১৩০৮ সাল। পৃ. সংখ্যা ৩৩৬।

ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন, "এই খণ্ডে, কবিতা-সংগ্রহে প্রকাশিত কবিতা ব্যতীত আরো অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইল।"

এই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. সংখ্যা ৩৭৬) ১৩০৮ সালেই প্রকাশিত হয়।

(৬) বোধেন্দু বিকাস। ১৮৬৩।

ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Bodhaindu Vicasa / By the late Babu Issur / Chunder Goopto. Published by / Ram Chunder Goopto. /

বোধেন্দু বিকাস। / প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ / অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ী বর্ণন / মহাকবি ৺ ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত। / প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্ত / কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / কলিকাতা। / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। / সিমুলিয়া নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রিট নং ৫৪ / ১২৭০ সাল। /

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারেও এক খণ্ড আছে, কিন্তু তাহা খণ্ডিত

সাময়িক পত্র পরিচালন

সাংবাদিক হিসাবে সে-যুগে ঈশ্বরচন্দ্রের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। তিনি যে-সকল পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

সংবাদ প্রভাকর

বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই লিখিয়াছেন, 'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। 'সংবাদ প্রভাকর'ই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ (১৬ মাঘ ১২৩৭, শুক্রবার)। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের কণ্ঠদেশে এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত থাকিত ; শ্লোক দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের রচিত :—

॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ ॥

॥০০০॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্বচিস্তু।মংভ্রাম সতন্দ্রমীষদমৃতং
পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥০০০॥
॥০০০॥ অন্তোত্থিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু
চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥০০০॥

'সংবাদ প্রভাকর'-প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং তাঁহার কবিতার গুণগ্রাহী। তাঁহারই ব্যয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কয়েক মাস পরে— ১২৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুরবাড়ীতে 'সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল। কিন্তু ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে "প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।" দেড় বৎসর পরে ২৫ মে ১৮৩২ (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও মাস-তিনেক পূর্ব্বে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন :—

> ... প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস [১২৩৮] পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার ......।

চারি বৎসর পরে, ১০ আগষ্ট ১৮৩৬ (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পুনঃপ্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্তাহিকরূপে নহে,—বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিন বার) রূপে। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> ১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি তখন এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও তদনুজ বাবু গোপালচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রুটি করেন না।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৩।

এই ভাবে তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ ১২৪৬) তারিখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়।

'সংবাদ প্রভাকর' বহু বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা যে সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের বাংলা সংবাদপত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রকাশিত হয়। আরও একটি কারণে 'সংবাদ প্রভাকরে'র নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী। দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন কবিদিগের বহু অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি অগ্রসর না হইলে বোধ হয় এত দিন কবিদিগের এই সকল রচনার কোন অস্তিত্বই থাকিত না। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের মাস-পয়লার কাগজে তিনি এগুলি সযত্নে মুদ্রিত করিয়াছিলেন ; কয়েকটির তালিকা দিতেছি :—

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	—১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ ১২৬০।
৵ রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)	—১ শ্রাবণ ১২৬১।
৵ রাম [মোহন] বসু	—১ আশ্বিন, ১ কার্ত্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
৵ নিত্যানন্দদাস বৈরাগী	—১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
৵ হরু ঠাকুর	—১ পৌষ ১২৬১।
৵ রাম, নৃসিংহ ও ৵ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস	—১ মাঘ ১২৬১।

প্রাচীন কবি-প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ (১ মাঘ ১২৬১) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

> প্রাচীন কবি।—...আমরা বহুকালাবধি নিয়ত নিকর চেষ্টা ও প্রচুর প্রযত্নে প্রকর পরিশ্রম পুরঃসর এ পর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ পত্রস্থ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরো প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।
>
> আমরা পূর্ব্বে ৵ রামপ্রসাদ সেন, ৵ রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধু বাবু, ৵ রাম বসু, ৵ নিতাই-দাস বৈরাগী ও তাঁহার সাহায্যকারিগণ, ৵ হরু ঠাকুর, ৵ রঘু গোসাঁই, গোঁজলা গুঁই, কৃষ্ণ মুচী ও লালুনন্দলাল প্রভৃতি কতিপয় মৃত কবিকে কীর্ত্তির সহিত সজীব করিয়াছি। অদ্য আবার

৺ রাসু নৃসিংহ ও ৺ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে* জীবিত করিলাম, অদ্যাবধি ইঁহারা এই বিশ্ব বিপিনে অমর হইয়া বিচরণ করিবেন।...

ঈশ্বরচন্দ্রের একান্ত বাসনা ছিল, এই সকল কবিওয়ালাদের রচনা তাঁহাদের জীবন-চরিত-সমেত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে বঙ্গসাহিত্যের মহোপকার করিবেন সন্দেহ নাই।

সংবাদ রত্নাবলী

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।"

'সংবাদ রত্নাবলী' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহার সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন :—

বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে 'সংবাদ রত্নাবলী' আবির্ভূত হইল। মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৯।

২৪ জুলাই ১৮৩২ তারিখে প্রকাশিত হইয়া 'সংবাদ রত্নাবলী' "এক বৎসর আট মাস তিন দিবস" পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।† ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র গুপ্তও লিখিয়াছেন,—

গুণাকর প্রভাকরকর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থদর্শনে গমন করিয়া কটকে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিবস অবস্থান করিয়া এক জন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডির নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৬৬।

পাষণ্ডপীড়ন

২০ জুন ১৮৪৬ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—

১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন

---

* 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে '৺ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস' রচনাটি হরিশ্চন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত 'মিত্র-প্রকাশে' (১৫ আগষ্ট ১৮৭০) পরবর্ত্তী কালে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

† 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনেক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৯।

'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ "পূর্ব্বে বন্ধুরূপে প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন" কিন্তু "১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং তর্কবাগীশ 'রসরাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন।"

সংবাদ সাধুরঞ্জন

'পাষণ্ডপীড়ন' উঠিয়া যাইবার পর ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রতি-সোমবার প্রভাকর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ। সমস্ত সল্লোক মনোহম্মুরঞ্জনঃ॥
সদাসদালোচন লোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥
॥ * ॥ প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥
॥ * ॥ সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥

'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পাইত। কিছু দিন পরে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা নবকৃষ্ণ রায়ের নাম সম্পাদক-রূপে প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"'সাধুরঞ্জন' ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর [পর] কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।" এই উক্তি ঠিক নহে। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পর বৎসরের (১২৬৬) বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। কি অবস্থায় ইহার প্রচার বন্ধ হয়, তাহা ৫ আষাঢ় ১২৬৬ (১৮ জুন ১৮৫৯) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয় উক্তি পাঠ করিলে জানা যাইবে :—

"কি কারণে সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্র মাসত্রয়* হইল অপ্রকাশ রহিয়াছে, আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তদ্বিবরণ বিদিত করা আবশ্যক বোধ করিলাম,

* ২০ জুন ১৮৫৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিত হয় :—"আমারদিগের সহকারি সম্পাদকের অনবধানতাবশতঃ গত শনিবাসরীয় প্রভাকরে লিখিত হইয়াছে, যে, প্রায় মাসত্রয় হইল, সাধুরঞ্জন অপ্রকাশ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, বৈশাখ [১২৬৬] মাসেও সাধুরঞ্জন প্রকাশ হইয়াছে,...।"

গুণাকর প্রভাকর পত্র গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, যে এতৎ পত্রের পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় নীতি, ইতিহাস ও বিবিধ সৎপ্রবন্ধ এবং রহস্য ও অন্যান্য বিষয়ে কবিতাদি প্রকাশকরণার্থ উক্ত পত্রের সৃজন করিয়াছিলেন, তাঁহার লিপিনৈপুণ্যগুণে সাধুরঞ্জন অল্পকালের মধ্যেই আপনার নামানুরূপ কার্য্য-সাধন করাতে সাধারণ-সমাজে সম্যক বিধায়েই আদর প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানবিশারদ পণ্ডিত অবধি বিদ্যালয়ের ছাত্র পর্য্যন্ত অনেকেই সমাদরে সাধুরঞ্জন পত্র গ্রহণ করেন, কুলবালারাও অন্তঃপুরে তাহা পাঠ করিয়া পরস্পর আমোদিতা হইতেন, এবং কেহ কেহ তাহাতে প্রকাশার্থ কবিতা লিখিয়াও পাঠাইতেন, সাধুরঞ্জন পত্র এই ভারতবর্ষের বহুদেশে এইরূপে সমাদৃত হইলে কলিকাতার সরিফ সাহেব তাহাতে আপন কার্য্যালয়ের বিজ্ঞাপন সকল প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন, ঐ সময়ে ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বিবেচনা করিলেন, সাধুরঞ্জন পত্রে যখন প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন সকল আসিতে আরম্ভ হইল তখন তাহা আর আপনার নামে রাখা কর্ত্তব্য নহে, অতএব জ্ঞাতিভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়কে তাহার সম্পাদক নামে পরিচিত করিলেন, নবকৃষ্ণ রায় ঐ সময়ে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে থাকিয়া মেডিকেল কালেজে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন, সাধুরঞ্জনের লিপিকার্য্য কি অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না, প্রভাকর সম্পাদক ও তাঁহার সহকারিরাই তাহার সকল কার্য্য পরিচালন করিতেন, শ্রীমান নবকৃষ্ণ রায় কেবল নামমাত্র সম্পাদক ছিলেন।

পরন্তু ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় পরলোক গমন করিলে উক্ত নবকৃষ্ণ রায় সাধুরঞ্জন পত্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়া প্রকাশকরণের প্রার্থনা করাতে আমরা বলিলাম যে, সাধুরঞ্জন পত্র স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ কর, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তাহা হইতে যে কিছু উৎপন্ন হইবেক, তাহাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সাধুরঞ্জনের স্বত্ব তোমাকে দিতে পারি না, যেহেতু তাহা তোমার সম্পত্তি নহে, তোমার নামে কেবল বেনামী করা হইয়াছিল, একথা ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আপনার শেষ উইলপত্রে স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিস্তর ভদ্রলোকেও ইহার সাক্ষি আছেন, আমারদিগের এই উত্তর শ্রবণ করিয়া নবকৃষ্ণ রায় কোন কথার উল্লেখ মাত্র না করিয়া এক [দিবস] আমারদিগের অজ্ঞাতসারে সরিফ সাহেবের কার্য্যালয়ে [গমন করিয়া] সাধুরঞ্জন পত্রের সরিফ সেলের বিজ্ঞাপনের যে ছয় মাসের বিলের টাকা ছিল, তাহা আনয়ন করেন, আমরা তাঁহাকে এই অন্যায় ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কোন উত্তর না করিয়া রজনীযোগে যন্ত্রালয় হইতে সাধুরঞ্জন পত্রের হেড অর্থাৎ শিরোভূষণ এবং রুল ইত্যাদি লইয়া এক মাসের অধিক হইল, প্রস্থান করিয়াছেন, আর আমারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই; এইক্ষণে লোকের নিকটে বলিয়া বেড়াইতেছেন, যে সাধুরঞ্জন যখন তাঁহার নামে ছিল, তখন তাঁহারই কাগজ

অন্য যন্ত্র হইতে প্রকাশ করিবেন, কিন্তু সংবাদ পত্র প্রকাশ করা সকলের সাধ্য নহে।

সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্র কয়েক মাস অপ্রকাশ থাকিবার মূল কারণ, অতি সংক্ষেপে উপরিভাগে লিখিলাম, অধুনা ঐ পত্র পুনঃপ্রকাশে আমরা বিশেষরূপেই যত্নবান আছি, তাহাতে যদ্যপি একান্তই কৃতকার্য্য হইতে না পারি তবে সাধুরঞ্জনের পরিবর্ত্তে অপর পত্র প্রকাশ করিয়া অনুগ্রাহক পত্রগ্রাহক মহাশয়দিগের নিকটে প্রেরণ করিব।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়কে বিশ্বাসপাত্র ও অতি আত্মীয় বিবেচনা করিয়াই বিশুদ্ধ-স্বভাব ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার নামে সাধুরঞ্জন প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা তিনি আমারদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিলেন, ইহাতে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক ও আত্মীয়··· ধর্ম্মসংহারক ব্যতীত আর [কি বলিতে] পারি ? ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় গ্রাসাচ্ছাদন ও পুস্তকাদি ক্রয় করণের টাকা দিয়া তাঁহার বিদ্যানুশীলনবিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে তাঁহার পরিবার প্রতিপালনবিষয়ে সাহায্য করিতেও ক্রটি করেন নাই, এবং তাঁহার পরলোকগমন হইলেও আমরা নবকৃষ্ণ রায়কে সর্ব্ববিষয়েই সাহায্য করিয়াছি, তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতাম, তাঁহার প্রতি এক দিবসের নিমিত্তও স্নেহশূন্য হই নাই, প্রভাকর যন্ত্রালয়ের অনেক কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কি পরিতাপ ! তাঁহার এমত দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল যে, অতি সামান্য অর্থের নিমিত্ত আমারদিগের সেই সুদৃঢ় স্নেহরজ্জুকে একেবারে ছেদ করিয়া গেলেন। বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হইলে লোকের এইরূপ অবস্থানন্তর ঘটিয়াই থাকে, কতিপয় কুচক্রির কুপরামর্শ শ্রবণ করত সাধুরঞ্জনের হেড চুরি ও টাকা হরণ করিয়া অভিমানভরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সাধুরঞ্জন পত্র স্বয়ং প্রকাশ করিয়া সম্পাদক হইবেন, অধুনা তাঁহার কুচক্রকারি কুমন্ত্রিগণ কোথায় ! কৈ সাধুরঞ্জন পত্র প্রকাশ হইল না ?"

ইহার পর 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্র আর প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার পরিবর্ত্তে প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কাগজখানির নাম 'সংবাদ দ্বিজরাজ।' ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৮৫৯ সনের ১৯এ সেপ্টেম্বর। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয় উক্তিতে প্রকাশ :—

> ···সংবাদ প্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে প্রকার সাধুরঞ্জন পত্র ছিল এই দ্বিজরাজ পত্রও সেই প্রকার হইবেক।

ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘজীবী ছিলেন না, সম্যক্ শিক্ষালাভের সুযোগও তাঁহার জীবনে ঘটে নাই ; এই অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার স্বল্পপরিসর জীবনে বাংলা দেশের প্রাচীন ও আধুনিক কবি-সম্প্রদায়কে দেশের লোকের পরিচিত করাইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। কবি-প্রতিভার বিচারে যদিও বা ঈশ্বর গুপ্ত কোনও দিন বিস্মৃত হন, তাঁহার কবিপ্রীতি ও দেশপ্রীতি চিরদিন আমাদের আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের শেষ দশকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মূলতঃ এদেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ ব্যতীত কয়েক জন ইংরেজ ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠ্যপুস্তকাদি রচনা করিয়া এদেশের বালক-বালিকাগণকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ শিক্ষিত করিয়া তোলা সেই উদ্দেশ্যের শুভ পরিণতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই সকল সহৃদয় ব্যক্তির জীবন ও কীর্ত্তির বিশদ ইতিহাস বড়-একটা পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ কেহ কেহ ইঁহাদের নামোল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন। মালদহের গোয়ামাল্‌টিতে জন্ এলার্টন্, চুঁচুড়ায় রেভারেণ্ড রবার্ট মে, বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট, কালনা ও চন্দননগরে জন্ ডি পীয়ার্স‍ন ও জে হার্লি এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। আজিকার দিনে ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। আমরা ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। সেইগুলি সাজাইয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইল।

বর্দ্ধমানে স্কুল প্রতিষ্ঠা

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট বর্দ্ধমানস্থিত প্রভিন্‌শিয়াল ব্যাটেলিয়ানের অ্যাড্‌জুটাণ্ট ছিলেন। তাঁহারই যত্ন চেষ্টায় বর্দ্ধমান মিশন গঠিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া এক জন মিশনরীর থাকিবার উপযুক্ত বাসগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। চার্চ মিশনরী সোসাইটীর সংশ্রবে বর্দ্ধমানে শিক্ষাবিস্তারের কাজ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের তত্বাবধানে আরম্ভ হয়; তিনি এখানে দুইটি বাংলা স্কুল স্থাপনা করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় দশ, ছাত্র-সংখ্যা এক হাজার। স্কুলসমূহের মাসিক ব্যয় ছিল ২৪০ টাকা। কার্য্যারম্ভের সময় ষ্টুয়ার্টকে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; বিরুদ্ধবাদীরা রটাইয়া দিয়াছিল যে এদেশের শিশুদিগকে জাহাজে পুরিয়া বিলাতে চালান দেওয়ার মতলবেই সাহেব স্কুল ফাঁদিয়া বসিয়াছেন! কোন পুস্তকে যীশুখ্রীষ্টের নামোল্লেখেই তখন যথেষ্ট বাধার উদ্ভব হইত। বর্দ্ধমানে তখন পাঁচটি শাস্ত্রানুমোদিত বিদ্যালয় ছিল—মিশনরী স্কুলের প্রভাবে পাছে তাহাদের বিদ্যালয়গুলি ভাঙিয়া যায় এই ভয়ে শিক্ষকেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলে কেহ ছেলে পাঠাইলে ইহারা তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিত। ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট যেখানে যেখানে স্কুল স্থাপনা করিতেন সেখান হইতেই বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত কর্ম্মঠ

শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন*—তাহাতে বিরুদ্ধবাদীদের কথায় লোকের ক্রমশঃ অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকে এবং শীঘ্রই ঐ পাঁচটি বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। ছাপা-বই প্রথম প্রবর্ত্তন করার সময়ও বাধার সৃষ্টি হয়—দেশীয়দের আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাদের ছেলেদের ফাঁদে ফেলিয়া জাতি নষ্ট করিবার ইহাও এক প্রকার ষড়যন্ত্র! কারণ ইতিপূর্ব্বে হাতে-লেখা পুথির সাহায্যে পাঠাভ্যাসই রেওয়াজ ছিল। এমন কি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত বহুকষ্টে ছাপার বই পড়িতে পারিতেন—বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করা ত দূরের কথা! ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট চুঁচুড়ার পরলোকগত মে সাহেবের পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন—তিনি নিজেও এই পদ্ধতির কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে গ্রহগণিত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত ষ্টুয়ার্ট সাহেব গবর্ন্মেণ্ট যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য নিরন্তর চেষ্টিত তাহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য কোম্পানী বাহাদুরের কতকগুলি আইনকানুন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই আইনগুলি পড়িয়া শাসকদের সম্বন্ধে ছাত্রদের সুধারণা বদ্ধমূল হইবে এবং প্রীতি ও প্রেম শেষ পর্য্যন্ত আনুগত্যে পরিণত হইবে।

সুবিধা পাইলেই ষ্টুয়ার্ট সাহেব দেশীয়দের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। তিনি বাংলা বেশ ভাল জানিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারে তিনি কোনদিন ভয় পাইতেন না; হিন্দুধর্ম্মের গুহ্য গায়ত্রী একটি পুস্তিকায় ছাপিয়া তিনি গ্রন্থকার হিসাবে নিজের নামও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন—সেকালের পক্ষে তাহা দুঃসাহসই বলিতে হইবে। তাঁহার ভয় ছিল তিনি নাম না দিলে সম্পূর্ণ দোষ মিশনরীদের ঘাড়ে পড়িবে।

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলগুলির যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি যখন কলিকাতার অনেকগুলি বাংলা স্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ

---

* 'মনোরঞ্জনেতিহাস'-প্রণেতা তারাচাঁদ দত্ত বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলের এক জন শিক্ষক ছিলেন। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণের (১৮১৮-১৯) চতুর্থ পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—

> "বর্দ্ধমানের ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের কর্ম্মচারী তারাচাঁদ দত্ত সোসাইটির নিকট একটি গল্পপুস্তক পাঠাইয়াছেন—গল্পগুলি অংশতঃ ইউরোপীয় কাহিনী হইতে গৃহীত—ভাবা ভাল এবং সমস্তটা সুরুচির পরিচায়ক। এই পুস্তকের নাম 'মনোরঞ্জনেতিহাস'.বা 'প্লিজিং টেল্‌স্'—কলিকাতার মিশন প্রেসে এখন ইহার দুই হাজার খণ্ড বাংলা ভাষায় এবং এক হাজার ইংরেজী-বাংলায় (সামনা-সামনি) মুদ্রিত হইতেছে। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির করেসপণ্ডিং সেক্রেটরী মিঃ ডব্লিউ এইচ পীয়ার্স ইহার ইংরেজী অংশ লিখিয়া দিয়াছেন।"

'মনোরঞ্জনেতিহাস' পুস্তকের বাংলা, এবং ইংরেজী-বাংলা—দুইটি সংস্করণই ১৮১৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এগুলি দেখিয়াছি। বাংলা-সংস্করণ 'মনোরঞ্জনেতিহাস' পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

> মনোরঞ্জনেতিহাস ; / অর্থাৎ / বালকেরদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান / শ্রী তারাচাঁদ দত্ত কর্ত্তৃক. / স্কুলবুক সোসাইটি দ্বারা / মিশন্ ছাপাখানাতে মুদ্রিত করা গেল. /...1819.

করেন, তখন তাঁহারা নিকোলাস উইলার্ড নামে এক জন যুবাপুরুষকে এই সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া পাঁচ মাসের জন্য ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলের পদ্ধতি শিক্ষা করিতে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে পুরাতন পদ্ধতির অর্দ্ধেক ব্যয়ে অল্পসংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল। উইলার্ড ১৮১৯ সনের মে মাসের গোড়ায় বর্দ্ধমান যাত্রা করেন; তাঁহার সহিত পাঁচ জন বাঙালী শিক্ষকও শিক্ষালাভ করিতেছিলেন।

গ্রন্থাবলী

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের রচিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। বর্ণমালা (?)* — ১৮১৮।

ইহার সম্বন্ধে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণের (১৮১৭-১৮) ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

> 1. A set of elementary Bengalee Tables, with short reading lessons intermixed, by Lieut. J. Stewart, Adjutant of the Provincial Battalion of Burdwan. Seven tables in all have been printed at the Serampore Press at the Society's charge ;...

২। উপদেশ কথা। ১৮১৭ (?)

এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮১৭ (?) সনে 'ইতিহাস কথা' নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়; পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'উপদেশ কথা' নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই সংস্করণ দুইটি কাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলের ছাত্রবৃন্দের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি 'উপদেশ কথা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।† এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

* ১৮২৫ সনে "মোং ইটালি শ্রীযুত পিয়র্স সাহেবের ছাপাখানায়" "ষ্টুয়ার্ট সাহেবকৃত বর্ণমালা রিপ্রিণ্ট" মুদ্রিত হয়।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৮৩ দ্রষ্টব্য।

† 11. About two years ago there was printed, on account of another Institution, and under the title of *Oopodes Cotha,* a selection from Stretch's Beauties of History, with other matter, the whole translated into Bengalee under the superintendence of Captain Stewart. That Gentleman presenting it to the Society with a request to print a second edition, the same number of copies, both Bengalee and Anglo-Bengalee, have been voted as of the *"Pleasing Tales."*—Second Report of the Calcutta School-Book Society. Second Year, 1818-19. (1819), p. 4.

ইহার মলাটের উপর "3rd Edit. May 1820. 2000." মুদ্রিত আছে। পুস্তকখানির পৃ. সংখ্যা ৭২ ; আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

উপদেশ কথা, / (ইতিহাসের সুবচন.) / পরন্তু / ইংলণ্ডীয়োপাখ্যানের চুম্বক, / এবং ইণ্ডিয়ার বিষয়ে ইংলণ্ডীয় স্বল্প ব্যবস্থা. / ষ্টেওয়ার্ট সাহেব কর্তৃক রচিত. /

Stewart's / Oopodes-Cotha, / (*Or, Moral Tales of History*) : / With an Historical Sketch of England, And Her Connection / With India. / Bengalee—3rd Edition. / C. S. B. S. / Calcutta : / Printed for the Calcutta School-Book Society. / *At the School-Press, Dhurumtula.* / 1820. /

পুস্তকে ভূমিকা-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

সমাচার.

—০—

এই কেতাবের মধ্যে স্বতন্ত্র২ দুই অংশ পাওয়া যায়, প্রথম ভাগ ষ্ট্রেচ্ সাহেবের ইতিহাসছটা নামে গ্রন্থ এবং অন্যোন্য গ্রন্থহইতে কতক২ স্থূলার্থ সংগ্রহ করিয়া এ দেশীয় মতে কিঞ্চিৎ সাজাইয়া তর্জ্জমা করা গিয়াছে. দ্বিতীয় ভাগে তিন প্রকরণ, এক ইংলণ্ডীয়েরদিগের অজ্ঞানতা ও বিধর্ম্মাচরণ বিনাশপূর্ব্বক জ্ঞানশীল পশ্চিম দেশস্থেরদিগের মধ্যে মাননীয় হইবার সংক্ষেপ বিবরণ. দ্বিতীয় এ দেশেতে সাহেব লোকেরদের প্রথম আগমনের কিঞ্চিৎ বিবরণ. তৃতীয় সরকারের রাজস্বের নিয়ম বন্ধনার্থে অন্যোন্য কারণের নিমিত্তে এই বঙ্গদেশের জন্যে কোন২ প্রধান আইন.

দেখ ; পূর্ব্বে এই গ্রন্থ কোন২ সাহেব লোকির নিজ ব্যয়ের দ্বারা দুইবার ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমে ইহার নামকরণ ইতিহাস কথা ছিল ; অনন্তর যখন এই গ্রন্থকে শুদ্ধ করিয়া কিছু বাহুল্য করা গেল, তৎকালে উপদেশ কথা খ্যাত হইল.

'উপদেশ কথা' পুস্তকের "নির্ঘণ্ট" নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ; ইহা হইতে পুস্তকের বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যাইবে :—

পুস্তকখানির ৬৮-৭২ পৃষ্ঠায় "অভিধান" অংশে কতকগুলি শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে অর্থসমেত কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা হইল :—

আরোপিত,	কল্পিত, কৃত্রিম, মিথ্যা.
কাল্পনিক,	ভণ্ডতপস্বী, শঠ.
চর্য্যা,	আচারণ, ব্যবহার.
জাতিভ্রষ্ট,	পিরালি, যাহার জাতি গিয়াছে.
নৈতা,	সীমা, ঠিকানা.
পক্ষপাত,	গণতা.
প্রতিনিধি,	তুলা.
বিপ্লুত,	বিচলিত.
বিরোধী,	বিবাদী, ঝকড়াউ.
সংঘটিত,	সম্মিলিত.
সঙ্কলন,	আনুকূল্য করণ.

'উপদেশ কথা'র বাংলা-ইংরেজী সংস্করণও ১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার একাধিক খণ্ড রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৮+৬৮ ; দক্ষিণ পৃষ্ঠায় বাংলা, বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী অংশ।

৩। তমোনাশক। ১৮২৮। পৃ. সংখ্যা ৩২।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের কয়েক খণ্ড আছে। ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Tomonasuck / or / *The Destroyer of Darkness.* / By / James Stewart. / —c— / তমোনাশক / অর্থাৎ / দেবদেবী বিষয়ক বিবরণ। / বৰ্দ্ধমানের জেমেস ষ্টুএর্ট সাহেবের কৃত। / কলিকাতায় ছাপা হইল / ১২৩৪ শাল। /—/ Printed at Calcutta. / 1828. /

পুস্তকের বিষয়বস্তু :—

'তমোনাশক' পুস্তকের "ভূমিকা" অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> সকল জাতীয় লোকেরদের অন্তঃকরণ দেব পূজা করাতে অদ্বিতীয় চিরস্থায়ি ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়াছে, পূর্ব্বকালে ইংলণ্ড দেসিয়েদের ব্যবহার ও ধর্ম্ম সেই প্রকার অর্থাৎ প্রতিমা পূজাদিতে রত

ছিল, তাহাদের দুই দেবতা থর ও ওডন প্রধান রূপে মান্য ছিল যেমন হিন্দুদের কালী ও দুর্গা, এবং ব্রাহ্মণের তুল্য দ্রুইড নামে এক জাতি ছিল, ও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি বালকের ন্যায় ছিল, আর জগতের বৃত্তান্ত কিছু জানিত না, এক্ষণে ঈশ্বরদত্ত সত্যজ্ঞান পাইয়া পৃথিবীস্থ অন্য লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, ইহা তোমরা দেখিতেছ, আরও তোমরা নিশ্চয় জান, যদ্যপি একজন এদেশস্থ লোক জজ্ কিম্বা মেজেষ্ট্রেট হইত তবে সকল লোকের ঘুস লইয়া ও পক্ষপাত করিয়া অবিচার দ্বারা কত গোল মাল [পৃ. ২] ইত্যাদি করিত, তোমরা বোধ কর যে ঈশ্বর মহাত্মা, এবং পুত্তুল আরাধনা করাতে ঈশ্বর হইতে তোমাদের অন্তঃকরণ পূর্ণরূপে গিয়াছে, ইহাতে আমি বলি, স্বয়ংজীবি অপ্রপঞ্চ অতুলাপরাক্রম ঈশ্বর যিনি তাঁহারি আরাধনা করা কর্ত্তব্য, কোন দেশীয়লোক আপন বুদ্ধিতে বিচারদ্বারা ঈশ্বরকে কখন জ্ঞাত করিতে পারে নাই, এবং ঈশ্বরকে উপযুক্ত রূপে আরাধনা করিতে পারে না, পাশান ও কাষ্ঠ প্রভৃতি রহিত অদ্বিতীয় ঈশ্বর যিহুহাকে আরাধনা করিতে হইবে, আর দেখ অদ্বিতীয় ঈশ্বর হইতে মনকে পরাঙ্মুখ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য এক খণ্ড ওজর করিয়া বলে যে কাষ্ঠ কিম্বা পাশান ঈশ্বর নহে, কিন্তু ঐ সকলেতে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় এবং তাহারদিগকে এই বিষয়ে যদি প্রমাণ জিজ্ঞাসা করা যায় তবে উত্তর দেয়, যে মন্ত্রের শক্তিতে হয়, সে যাহা হইক, এমত কি মন্ত্রের শক্তি আছে যে ঈশ্বরকে সেই মন্ত্র দ্বারা আবির্ভাব করাণ যায় ? এই রূপ আবির্ভাব হইলে তাহারা বড় সন্তুষ্ট হয় কেননা আপন বশীভূত এমত দেবতা পাইয়াছি যে তাহা হইতে পাপ মোচন পাইব এবং মনের বাঞ্ছিত যাহা তাহাও পাইব।

[৩] এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে এমত যে কুব্যবহার অমিলন ও মিথ্যা কহা চলিত আছে সে কেবল দেব দেবীর দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয়, কেননা যাহা মনুষ্য ধ্যান করে তাহার চরিত্র সেই প্রকার হয়, দেবদেবীর বিষয়ে যেমত শাস্ত্রেতে লিখিত আছে, তাহা আমি তদ্রুপ লিখি, এবং বুদ্ধিমান লোকেরা এই সকল মনে বিবেচনা করিবেন, বাঙ্গালিরদের প্রতি আমার যেমন স্নেহ ও ভালবাসা উপকার চিন্তা তাহা প্রকাশিত আছে ইহকালে ও পরকালে যেন দুঃখ ভোগ না হয়, ইহা আমার প্রার্থনা, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের বিষয় ভাবনার কথা উপযুক্ত আছে বটে, যেমন আমি শাস্ত্র হইতে এই পুস্তকের মধ্যে প্রমাণ দিতেছি, যে সকল অগ্রাহ্য কথা লিখিত আছে সে কেবল পূর্ব্বলোকেরদের বুদ্ধি অনুসারে রচিত হইয়াছে, এই পুস্তক পড়িলে জ্ঞাত হইবেন, প্রতিমা পুজা করাতে তোমরা সকল কালাফিরিঙ্গীর ন্যায় হইতেছ, উহারা পুত্তুলিকাতে পুজা করে, বাঙ্গালির ব্যবহার বিষয়ে আমি কিছু কহি, সাংসারিক ব্যবহার বস্ত্রাদি পরিধানের এবং পরিবারাদির কথা কহিতে আবশ্যক নাই, সে সকল থাকুক, ভাল, কিন্তু খাদ্যাখাদ্য ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিবেচনা [৪] করা এ সকল অতি মূর্খের কথা, ইহার দিষ্টান্ত দেখ, গয়লার ঘরে অপবিত্র স্থানে স্থিত এবং সর্ব্বদা অশুচি যে তাহার স্ত্রীপুত্র তাহাদের স্পর্শেতে দুষ্ট ও অপবিত্র যে ভাণ্ড তাহাহইতে দুগ্ধ লইয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া ব্রাহ্মণ সকল দুগ্ধ খায়, সেই আপন পাত্র যদি অন্য কেহ স্পর্শ করে তবে ব্রাহ্মণের জাতি যায়, এবং ময়রা ও দোকানিরা দুগ্ধাদির দ্বারা মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করে, ব্রাহ্মণ সকল তাহা ভোজন করে ইহাতে কিছু জাতির ক্ষতি হয় না, আর দেশান্তর হইতে নৌকায় উপর তণ্ডুলাদি আনে তাহার উপর নাবিকেরা পাক করিয়া খায়, তাহাতে উৎসৃষ্ট মৎস্যাদি থাকে, তাহা ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিলে দোষী হয়েন না, অন্য এক প্রমাণ দেখ, জাহাজের উপর অনেক২ বস্তু অর্থাৎ মরিচ ও এলাচ, লবঙ্গ জায়ফল প্রভৃতি আইসে, তাহা স্বচ্ছন্দে সকলে খায়, কিন্তু সেই জাহাজে আনীত অন্য২ বস্তু অর্থাৎ পিপরমেণ্ট প্রভৃতিকে ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট বলিয়া খায় না, কেননা ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট ভোজন করিলে

জাতি নষ্ট হয়, দেশদেশান্তর ব্যবহার থাকুক, কিন্তু এমত করাতে বুঝ না যে ঈশ্বরের বিচারেতে যে কিছু পুণ্য হয়, কিম্বা উদ্ধার হয়, তিনি অর্থাৎ [৫] পরমেশ্বর অন্তঃকরণের মালিন্য, ও কুচিন্তা, এবং কুব্যবহার জানিয়া বিচার করেন, জীবের মন যদি পরস্ত্রীর প্রতি কামাভিলাসেতে যায়, ও পরের ধনাদিতে লুব্ধ হয়, তবে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সেই কুকর্ম্ম এবং তাহার উচিত দণ্ড তেঁহ দেন, প্রকৃত কথা এই যে বাহ্য শরীরাদির বিষয় কেবল পশুর তুল্য হয় তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছু সম্বন্ধ নাই কিন্তু মনের সহিত জানিবা, আরো দেখ মনুষ্য মরিলেই প্রেত শরীর হয় পরে পুত্রাদি তাহার শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ণ সম্বৎসরানন্তর সেই মনুষ্য প্রেতশরীর ত্যাগ করিয়া অন্য এক ভোগ শরীর পায়, শ্রাদ্ধ না করিলে প্রেতই থাকে ইহাতে বুঝা যায় যে সকল বিষয় কেবল মনুষ্যের হস্তগত তাহাতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কিছুই নাই। বাঙ্গালিদের বিবাহের বিষয় দেখ দেখি বড়২ কুলীন ব্রাহ্মণেরা অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনেক২ বিবাহ করেন পরে তাহারা যে স্ত্রীর নিকট লাভের বিষয় অতিশয় বুঝেন তাহারদিগের তত্বাবধারণ করেন অন্য২ দুঃখিনী স্ত্রী সকল মনঃপীড়াতে দগ্ধ হইয়া কালযাপন করে আর তাহার মধ্যে কেহ২ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ধর্ম্মবিপর্যায় কর্ম্ম করে এবং ঐ কুলীনেরা বায়কুণ্ঠ [৬] প্রযুক্ত খরচ করিতে না পারিয়া আপন কন্যা কিম্বা ভগিনীরদের বিবাহ দেন না বলেন যে বর মেলে না আর কোন২ ধনলোভি অনেক ধন পাইবার আসাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা কন্যা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া কন্যাকে অধিক বয়স্কা অর্থাৎ যুবতী প্রায় করিয়া রাখে, পরে জাত্যাদি বিবেচনা না করিয়া এমত বরের চেষ্টা করেন যে তাহাতে বরের একচিহ্নও পাওয়া যায় না, তাহাতে ঐ পরাধীনা কন্যার বৃদ্ধাদি পতিতে মনঃ সন্তোষ না হওয়াতে কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ বিবাহ হওয়াতে দুঃখি ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ কন্যা না পাইয়া অব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্টাদির কন্যা ব্রাহ্মণ কন্যা জ্ঞান করিয়া বিবাহ করেন, পরে অন্য২ প্রধান ব্রাহ্মণ এবং কুটুম্বেরদিগকে বউভাতে খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ বধূর হস্তে সপাত্র অন্ন দিয়া বধূর পরিবেশন দ্বারা ভোজন করান, তাহাতে গৃহস্থ নির্দ্দোষী হয়, হিন্দুদিগের প্রধান যে ব্রাহ্মণ তাহারদিগের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অন্য২ জাতির কথা কি কহিব কেননা গুরুর ব্যবহার জানিলে শিষ্যের বিষয় আপনি জানা যায়, ইহাতে বোধ হয় যে বাঙ্গালিদিগের ধর্ম্মানুসন্ধান প্রায় নাই।

[৭] অপর ব্রাহ্মণ সকল যজ্ঞোপবীতকে কর্ণের উপর রাখিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করে ইহার কারণ তাহারা বলে যে গুরু মন্ত্র প্রদান করিলে কর্ণ পবিত্র স্থান হয়, একি আশ্চর্য্য ঐ নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা কিছু বিবেচনা করে না যে মন্ত্রদ্বারা যদি কর্ণ পবিত্র হয় তবে আন্তরিক ও শুদ্ধ হইতে পারে তাহাদের এরূপ করাতে কেবল বালকের বুদ্ধি প্রকাশ হয়।

১৮৩৫ সনে ক্যালকাটা খ্রীষ্টীয়ান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি 'তিমিরনাশক' (পৃ. সংখ্যা ২০)— এই পরিবর্ত্তিত নামে 'তমোনাশকে'র একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

মৃত্যু

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিকে তিনি নানা ভাবে শোক দুঃখ পাইয়াছিলেন।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার দিকে যে-সকল বিদেশীয় পণ্ডিত ইহাকে

গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, ষ্টুয়ার্ট তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভাষাও অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। এই হিসাবে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের নাম আমাদের স্মরণীয়।

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টকে স্মরণ করিবার সময় এই কথাটাই বিশেষভাবে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, যে-কারণেই হউক, বাঙালীর ছেলেদের আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য তখনকার দিনে না-ছিল কোনও বিদ্যালয়, না-ছিল কোনও পাঠ্যপুস্তক। ইঁহারা নিজেদের চেষ্টায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া সেগুলি বিতরণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি পরে এই কার্য্যে অগ্রসর হন। বাংলা দেশের পক্ষে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ফলপ্রসূ হইয়াছে কি না, আজকাল অনেকে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা নিজেরা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যত দিন ইহার প্রাধান্য স্বীকার করিব, তত দিন ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট-প্রমুখ সহৃদয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নাম শ্রদ্ধার সহিত আমাদিগকে উচ্চারণ করিতে হইবে।*

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনকালে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লইয়াছি:—J. Long : *Hand-Book of Bengal Missions* (1848), pp. 79-80, 90-92. First and Second Reports of the Calcutta School-Book Society. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ।

বৌদ্ধ অপদান

অপদান শব্দের অর্থ "পবিত্র কর্ম্ম" অথবা "বীরোচিত কর্ম্ম"।[১] প্রত্যেক অপদানে নায়ক এবং নায়িকার অতীত জন্মের ইতিহাস পাওয়া যায়। জাতক ও ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, জাতকে কোন না কোন বুদ্ধের অতীত জীবনী বর্ণিত আছে; কিন্তু অপদানে প্রধানতঃ যে বৌদ্ধ ভিক্ষু 'অরহত্ত্ব' লাভ করিয়াছে, তাহার জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

অপদান বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ। ইহা সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায় নামক গ্রন্থের শেষ পুস্তক। ইহা একটী সুলিখিত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মহৎ কর্ম্মগুলি বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বৌদ্ধ যুগের বৌদ্ধসঙ্ঘের ৫৫০ জন পুরুষ এবং ৪০ জন স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তান্ত ইহাতে পাওয়া যায়। থেরথেরীগাথার টীকায়ও এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের পালি টেক্স্ট সোসাইটী এই গ্রন্থখানিকে দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান, যথা—পূজা, বন্দনা, দান প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অপদান গ্রন্থে পীঠস্থান, (মৃতের) স্মৃতিচিহ্ন এবং সমাধি-স্তূপের আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায়। এই পুস্তকে পশু পক্ষী, বৃক্ষলতা, ফুল ফল, জাতি, ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে। স্থপতিবিজ্ঞান, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির উল্লেখও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা এখানে গ্রন্থখানির উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করিব। ইহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থের আলোচনা আর কেহই করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত এতজ্জাতীয় বিষয়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে।

পশু, পক্ষী, মৎস্য, সর্প, উদ্ভিদ্, ফুল, ফল প্রভৃতির বিবরণ[২]

চক্রবাক—লালবর্ণ রাজহংসী (জাতক সং ৪৫১ এবং ৪৫২)। ইহাদিগকে Anas Casarca বলা হয়। চিত্রকূট পর্ব্বতের উপরিভাগে যে সকল শিশু রাজহংসী দলে দলে বাস করিত, তাহারা খাদ্যানুসন্ধানে বহির্গত হইয়া পুনরায় স্ব স্ব বাসস্থানে ফিরিয়া আসিত। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাহারা পুনরায় খাদ্যসংগ্রহের জন্য বহির্গত হইত।[৩]

দিন্দিভা—একটী পক্ষীর নাম, সম্ভবতঃ তিত্তির পক্ষী। একজন ব্যাধ একটী লুব্ধ তিত্তির পক্ষী ধরিয়া, তাহাকে খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া সযত্নে শিক্ষা দিত এবং আদর করিত। যখন তাহাকে অরণ্যে লইয়া যাওয়া হইল, তখন তাহার চীৎকারে নিকটস্থ অন্যান্য তিত্তির পক্ষীগুলি প্রলুব্ধ হইল।[৪]

১। Vide Avadana, Apadana by M. Winternitz (Journal of the Taisho University, Vols. VI-VII).

২। *Apadana*, pp. 15 foll., 346-47, 362-63, 368, 383. 394.

৩। *Jatakas*, Nos. 187,370, 429।   ৪। *Jat*, No. 319.

হংস—সাধারণতঃ রাজহংস (Barhut, fig. 107)। বিমানবথু নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকায় (পৃঃ ৫৭) সুবর্ণময় রাজহংসের উল্লেখ আছে। রবি-হংস একপ্রকার রাজহংসের নাম।

জীব-জীব—(অথবা জীবংজীব)—জীবঞ্জীব পক্ষীর নামান্তর।

কোকিলা, করবিকা[১]— ভারতীয় কোকিল, ইহারা সুকণ্ঠী (মধুরস্বরা)।[২] কোকিল দুই বর্ণের—কৃষ্ণবর্ণ ও বিচিত্রবর্ণ।[৩] জাতকে (সং ৫৩৬) তিন প্রকার ভারতীয় কোকিলের উল্লেখ আছে, যথা,—পরাভূত, চেলাবক এবং ভীম্‌কার।

কোঞ্চ—[১] বিমানবথুর টীকায় সারস ক্রোঞ্চ শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পুস্তকে কেশগুচ্ছযুক্ত সারসের উল্লেখ আছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, বজ্রনাদে সারসের গর্ভসঞ্চার হয়; সুতরাং বজ্রকে উহাদের পিতা এবং বিদ্যুৎসমেত মেঘকে উহাদের পিতামহ বলা হয়।[৪]

কালকন্নিকা—একপ্রকার অশুভসূচক পক্ষী।[৫]

কোসিকা—(পেচক)—ইহারা বাঁশের বনে আশ্রয় লয় এবং কাকের ভয়ে উহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে। একদল কাক একটী পেচককে আক্রমণ করিয়া উহাকে ভূপাতিত করিয়াছিল।[৭]

কুক্কুটি[৮] (মুরগী)—মুরগীরা ডানা মেলিয়া ডিম্বের উপর বসে এবং উহাকে উষ্ণ রাখে। তার পর উহারা ডিম্বগুলির মধ্যে স্বধর্ম্ম সঞ্চার করে। প্রথমতঃ মস্তক গঠিত হয়; পরে পা, নখ, পাখা, মুখ প্রভৃতি গঠিত হয়। এইরূপে ডিম্বগুলির সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হয়। ডিম্বের উপরের ছাল পাতলা হইলে তাহার ভিতরে আলো প্রবেশ করে। তার পর ছোট ছোট মুরগীর ছানাগুলি ডিম্বগুলি হইতে বহির্গত হইবার জন্য তাহাদের ঘাড় বাহির করে এবং পা দিয়া তাহাদের মাথায় আঘাত করে।[৯]

মিলিন্দপন্‌হের (মিলিন্দ প্রশ্নের) মতে কুক্কুটের কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে,—(১) কুক্কুটেরা খুব প্রাতঃকালে ডাকে; (২) ইহারা পায়ের দ্বারা মাটি সরায় এবং মাটি সরাইয়া যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য পায়, তাহা ভক্ষণ করে; (৩) যদিও ইহাদের চক্ষু আছে, তথাপি ইহারা রাত্রিকালে অন্ধ; (৪) ইহাদিগকে যষ্টির দ্বারা তাড়াইবার চেষ্টা করিলেও ইহারা আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করে না।

১। *Papancasudani*, III, 382-83. ইহা চঞ্চু দ্বারা সুপক্ব আম্র ভক্ষণ করে এবং সুমিষ্ট রস পান করে। তার পর ইহা পাখা দ্বারা উড়িতে চেষ্টা করে এবং সুমধুর স্বরে গান করে। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে করবিকার অপর একটী নাম কলবিঙ্ক। (Vide Ind. Cul. Vol. I, p, 123).

২। *Vimana Vatthu Commentary*, p. 57. Cf. *Papancasudani*, III, 382-383.

৩। *Vimana Vatthu Commentary*, p. 57.

৪। *Jat*, No. 506. ৫। *Jat*. No. 274.

৬। *Jat*, No. 206. ৭। *Jat*, No. 226.

৮। Pea-hen in a border country, *Jat*, No. 491.

৯। *Papancasudani*, Pts. Pt. II, p. 70.

কুকুৎথা—(Phasianus Gallus)

কুররা—(সামুদ্রিক ঈগল পক্ষী)।

মোরা—(ময়ূর)[১], (Barhut, Fig. 91)।

পারেবতা[২]—(পায়রা), (Barhut, Fig. 94)।

পোক্খরসাভকা—(এক জাতীয় সারস, Ardea Siberica)।

রবিহংসা—এক প্রকার হংস।

সতপত্ত—(কাঠঠোকরা) (Barhut, Fig. 103)। জাতক[৩] হইতে জানা যায় যে, ইহারা বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়া থাকে। ইহারা একজাতীয় সারস।

সেনক—(বাজপক্ষী)—ইহা হিংস্রপ্রকৃতি।[৪] যে গৃহে হত্যাকাণ্ড হয়, সাধারণতঃ তথায় এই পক্ষী গমনাগমন করে।[৫]

শিখি—(ময়ূর)। ইহার মাথায় কেশগুচ্ছ আছে।

সুক, সারি (শুক, শারী)—শুক পক্ষী খুব দ্রুত উড়িতে পারে। যখন উহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়, তখন উহাদের চক্ষুই প্রথম নষ্ট হয়। উহাদের আদি বাসস্থান হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে ছিল।[৬] সুস্বাস্থ্যপ্রাপ্ত শুক পক্ষীকে মধু ও খই খাইতে এবং চিনি-মিশ্রিত জল পান করিতে দেওয়া হয়।[৭]

তম্বচূড়কা—(মোরগ)।

অপদানে নিম্নলিখিত পক্ষীগুলির উল্লেখ নাই, যথা—ময়না[৮], শকুনি[৯], কুনাল পক্ষী[১০] ময়হক[১১] এবং চিরিটিক[১২]। ময়না অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং প্রয়োজনীয়। শকুনিরা সাধারণতঃ কবরস্থানে বিচরণ করে এবং গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তুদের মাংস ভক্ষণ করে। ময়হক পক্ষী পর্ব্বতের গুহায় বাস করে এবং অশ্বথ বৃক্ষের উপর বিশ্রাম করে। উহারা "আমার" "আমার" বলিয়া চীৎকার করে। জাতকে গরুড় পক্ষীরও উল্লেখ আছে[১৩]। ইহারা হিমালয় প্রদেশস্থিত শিমুল গাছে অবস্থান করে।

মাছ

মগুগুরা—মাগুর মাছ।

মুঞ্জরোহিত—(Cyprinus Rohit)—একজাতীয় পোনা মাছ। মুঞ্জরোহিত ও রোহিচ্চ একই মাছের নাম। বাংলা দেশে ইহাকে রুই মাছ বলা হয়।

১। ময়ূরের নানা বৈচিত্র্যের উল্লেখ জাতকে পাওয়া যায়—*Jataka* (Fausboll), VI, pp. 497, 539, 540. 535.

২। *Jataka*, No. 375.

৩। *Jat*, No. 206. ৪। *Jat*, No. 168. ৫। *Jat*, No. 546.

৬। *Jat*, No. 255, No. 429. ৭। *Jat*, No. 329.

৮। *Jat*, No. 546. ৯। *Jat*, No. 399. ১০। *Jat*, No. 536.

১১। *Jat*, No. 390. ১২। *Jat*, No. 526.

১৩। *Jat*, No. 543. জৈন গ্রন্থে গরুড়কে বেণুদেব বা বিষ্ণুদেব বলা হইয়াছে। (Jaina Sutras, II. p. 290).

পাঠীন—Silurus Boalis নামে পরিচিত।[১] **পাবুস**—এক জাতীয় মাছ।

সম্বুল—অজ্ঞাত। **বালজ**—অজ্ঞাত।

গঙ্গা ও যমুনা নদীর মাছ জাতকে উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত আছে। উপরোক্ত তালিকার মধ্যে তিমি মাছের উল্লেখ নাই। ইহারা সমুদ্রে বাস করে। দীঘনিকায়ের টীকা সুমঙ্গলবিলাসিনীতে ইহাদের উল্লেখ আছে।[২] জাতকে বোহার নামে এক জাতীয় মৎস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার আকৃতি ভয়ানক।[৩]

কুলিরকা—জাতকে সুবর্ণময় কাঁকড়ার উল্লেখ আছে[৪]। ইহারা কর্কট-গিরিহ্রদ নামক স্থানে বাস করে।[৫]

সরীসৃপ

অজগরা—অজগর সর্প নামে পরিচিত (Boa constrictor)।

কিন্নরী—অপ্সরা। ইহারা সাধারণতঃ জলে বাস করে।

কুম্ভীলা—কুমীর। (Barhut, fig. 77)।

ওগহা—অজ্ঞাত।

সপ্পা—সর্প। (Barhut, fig 116).

সর্প চারি জতীয় :—(১) বিরূপক্‌খ সর্প, (২) এরাপথ সর্প, (৩) ছব্‌ব্যাপুত্ত সর্প, এবং(৪) কণ্‌হা-গোতম সর্প।[৬]

সুমসুমার—কুমীর। **তন্তিগ্‌গাহা**—অজ্ঞাত।

মৎস্য এবং কচ্ছপ তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা কখন্ বৃষ্টি হইবে, অথবা কখন্ অনাবৃষ্টি হইবে, তাহা বুঝিতে পারে।[৭] অপদানে ভেক এবং জল-সর্পের উল্লেখ নাই। জাতকে সবুজবর্ণ ভেক (Barhut, fig. 117) এবং মৎস্যভোজী জলসর্পের উল্লেখ আছে।[৮] অপদানে ভোঁদড়ের উল্লেখ নাই। ইহারা মাংসাশী জলচর প্রাণী। ইহাদের দেহখানি লম্বা, পাগুলি জোড়া, লোমগুলি ছোট ছোট এবং গায়ের বর্ণ বাদামী। ইহারা মৎস্যভোজী।[৯]

জীব জন্তু

অচ্ছকোক—ভল্লুক।

অস্‌সা—অশ্ব। (Barhut, figs. 13A এবং 77)। **বলাহ ও সিন্ধু**—উৎকৃষ্ট অশ্ব (Barhut, Pt. XXVI, fig. 136)। সিন্ধুঘোটক যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হয় এবং সযত্নে রাখা হয়।[১০]

১। *Jat,* No. 451.

২। Pt. II, p. 487 ; তুল. Barhut Inscriptions by Barua and Sinha, p. 61, 62.

৩। No. 529. ৪। No. 267. ৫। *Jat.* No. 389.

৬। *Jat,* No. 203 ; Atanatiya Suttanta Digha.

৭। *Jat,* No. 178 ; Dhaniya Sutta, Sutta Nipata Commentary.

৮। No. 239, ৯। *Jat,* No. 316. ১০। *Jat,* No. 23.

কপিশবর্ণ অশ্ব—জাতকে ইহার উল্লেখ আছে।[১]

পক্ষিরাজ অশ্ব—(Barhut, Pt. XXVI, fig. 136)। ইহারা শ্বেতকায়; চঞ্চু কাকের মত; চুলগুলি তৃণের মত এবং ইহারা আকাশে উড়িতে পারে।[২]

দীপী[৩]—চিতাবাঘ। জাতকে[৪] বিচিত্রবর্ণ চিতাবাঘের উল্লেখ আছে।

এনি—এক জাতীয় মৃগ। আর এক জাতীয় মৃগ বায়ু-মৃগ (wind antelope) নামে পরিচিত। ইহারা অত্যন্ত ভীরু। যে স্থানে ইহারা একবার মানুস দেখে, সে স্থান প্রায় এক সপ্তাহের জন্য ত্যাগ করে। কোন স্থানে ভয় প্রাপ্ত হইলে ইহারা আজীবন সে স্থানে যায় না।[৫]

মাতঙ্গ[৬]—হস্তী। (Barhut, figs. 32, 50)। হস্তীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও প্রতিপালককে বিনষ্ট করে।[৭] জাতকে[৮] হস্তি-শিক্ষা এবং হস্তি-উৎসব বর্ণিত আছে। হস্তি-উৎসবে এক শত হস্তী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইত, এবং সূক্ষ্ম স্বর্ণজাল, স্বর্ণ-নিশান এবং স্বর্ণ-ভূষার দ্বারা সুসজ্জিত হইত এবং যেখানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত, সেই স্থানটীকে উত্তমরূপে সাজান হইত।[৯] ছদ্দন্ত নামে এক জাতীয় উচ্চশ্রেণীর হস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। (Barhut, fig. 128)। ইহাদের দন্ত সুবিখ্যাত। আরও দশ প্রকার হস্তীর উল্লেখ পপঞ্চসূদনীতে পাওয়া যায়।[১০]

মিগা—সাধারণ মৃগ।[১১] একপ্রকার বিচিত্রবর্ণ মৃগ আছে; ইহাদের রং সোনার মত।[১২] **পসদা** (চিত্রবিচিত্র মৃগ)।

সীহা—সিংহ। (Barhut, figs. 4, 13A, 13B, 54)। সংযুত্তনিকায়ের টীকা সারত্থপকাসিনীর মতে সিংহ চারি প্রকার:—(১) তৃণভোজী সিংহ, (২) কৃষ্ণকায় সিংহ, (৩) ঈষৎ পীতবর্ণ সিংহ এবং (৪) বড় বড় কেশরযুক্ত সিংহ। তৃণভোজী সিংহ পারাবত-বর্ণ গাভীর মত। কৃষ্ণকায় সিংহ তৃণভোজী কৃষ্ণবর্ণের গাভীর মত। ঈষৎ পীতবর্ণ সিংহ পলাশ বৃক্ষের বর্ণসদৃশ, মাংসাশী গাভীর মত। শেষোক্ত সিংহের স্কন্ধে বড় বড় কেশর আছে।

১। *Jat.* No. 158. ২। *Jat,* No. 196. ৩। Cf. *Jat,* No. 510.

৪। No. 547 : Cf. Milinda Panho, pp. 368-369. ৫। *Jat,* No. 14.

৬। হস্তী প্রভৃতির যুদ্ধের বিবরণ—Brahmajala Suttanta, Digha I.

৭। *Jat.* No. 161. ৮। No. 163. ৯। *Jat,* No. 163.

১০। Papancasudani, II, p. 6.

১১। জাতকে মৃগ-শিকারের বিবরণ আছে (*Jat.* No. 12)। জাতকে এক প্রকার মৃগের বর্ণনা আছে, উহার রং সোনার মত। উহার আগেকার এবং পিছনকার পা লাক্ষার মত এক প্রকার জিনিষের দ্বারা আবৃত। উহার শিং দুইটী রূপার মালার মত, চক্ষু দুইটী গোল মণির মত, এবং মুখ লাল পশমের মত (No. 359)। এই বিবরণ হইতে আমাদের মনে হয় যে, এই মৃগটী কাল্পনিক। বারাণসীর বাজারে হরিণমাংস বিক্রয় হইত (*Jat,* No. 315)।

১২। *Jat,* No. 501.

ইহার মুখের রং লাক্ষার বর্ণের ন্যায় এবং ইহার লেজ পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কেশরটী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, দক্ষিণ দিকে দোদুল্যমান এবং পৃষ্ঠের উপরে লম্বিত।[১]

মুগ্‌গপোতা—অজ্ঞাত। **তরচ্ছয়**—তরক্ষু।

বকভেরণ্ডকা—নেকড়ে বাঘ (Barhut, fig. 109) এবং (শৃগাল) (Barhut, fig. 97)। একটী সিংহ এবং একটী শৃগালীর মিলনের ফলে যে সিংহশাবক জন্ম গ্রহণ করে, উহার আঙ্গুল, নখ, কেশর, রং এবং আকৃতি বাপের মত এবং উহার স্বর মায়ের মত হয়।[২]

বানরা—বানর। **বরাহা**[৩]—শূকর। **ব্যাগ্‌ঘা**—বাঘ (Barhut, figs. 55,70)।

তরু, লতা, ফুল ও ফল

অলক—সম্ভবতঃ Morinda citrifolia.

আলুল—(আলুক ?) ইহা Dioscorea alata অথবা Dioscorea globasa—এই দুইটীর মধ্যে যে কোন একটী।

আমলক—Phyllanthus emblica. এই গাছটী অতি সুন্দর। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহাদের ফুল ফোটে।

অম্ব—আম।

অম্বাটক—ইহা আমড়া নামে বাংলা দেশে সুপরিচিত।

অঙ্কোল—Alangium lamarckii. এই গাছটী কণ্টকে পরিপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে ইহাদের ফুল ফোটে।

অশোক - Saraca asoca. এই গাছটী অত্যন্ত সুন্দর ; গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহার ফুল ফোটে। ফুলগুলি বেশ সুন্দর, বড় বড় এবং গুচ্ছে গুচ্ছে শোভিত। যখন প্রথম ফোটে, তখন ইহাদের রং কমলা লেবুর মত ; ক্রমশঃ রং লাল হইতে থাকে এবং নানারূপ আভা প্রাপ্ত হয়। ইহারা রাত্রিকালে সুগন্ধে চারি দিক্ আমোদিত করে। ইহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

অশ্বকর্ণ—শাল গাছের অপর নাম। গ্রীষ্মকালে ইহাতে ফুল ফোটে।

অতিমুত্ত (অতিমুক্ত)—মাধবীলতা নামে সুপরিচিত। বর্ষাকালে এবং শীতকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুল খুব সুন্দর এবং সুগন্ধযুক্ত। অতিমুক্তের অপর নাম তিনিস (Diospyros glutinosa)। ইহাদের ফুল মুক্তার মত সাদা।

বন্ধুজীব—Pentapetes Phoenicea. একপ্রকার গাছ ; ইহাদের ফুলগুলি লাল। সংস্কৃতে ইহাদিগকে **বন্ধুলি** অথবা **বন্ধুক** ফুল বলা হয়।

বেল—Aegle marmelos.

ভল্লাটক—Semecarpus anacardium. বাদামজাতীয়।

১। Part. 2. p. 283. ২। Jat, No. 188. ৩। Jat, No. 186.

বিভিটক—বহেড়া (Terminalia belerica)। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ফোটে। ফুলগুলি ঈষৎ ধূসর বর্ণের। হরীতকী, বিভীতক এবং আমলক—এই তিন প্রকার বয়ড়া বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইত। ইহারা বাংলা দেশে ত্রিফলা নামে সুপরিচিত।

বিম্বিজাল—বিম্বী অথবা বিম্বিকার অপর একটী নাম তেলাকুচা (cephalandia indica)। ইহাদের ফুল সাদা এবং বড়। ইহাদের ফল পাকিলে খুব লাল হয়।

চম্পক—চাঁপা। বর্ষাকালে ইহাদের ফুল ফোটে এবং সুগন্ধে মন মোহিত করে।

ধব—conocarpus latifolia. এই গাছটী গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। শীতকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ইহাকে সচরাচর ধায়ি বাবলা বলা হয়।

গিরিপুন্নাগ—সম্ভবতঃ Mallotus philippinensis.

হরিতক—Terminalia chebula. একটী বড় গাছ। গ্রীষ্মকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি ছোট ছোট; ফলগুলি ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়।

ইসিমুগ্গ—বাংলা দেশে দুই প্রকার গাছ আছে; শ্বেত মুর্গ এবং লাল মুর্গ। ইংরাজীতে celosia argentea এবং celosia cristata নামে সুপরিচিত। বর্ষাকালে এবং শীতকালে এই গাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

জম্বু—Eugenia Jambolana. গ্রীষ্মকালে ইহার ফুল ফোটে। ইহা কাল জাম নামে পরিচিত।

জীবক—পিয়ালের অপর নাম।

কদলি—কলা গাছ (Barhut, figs. 121 এবং 127).

কলম্ব (কলম্বি ?)— ইহার ইংরাজী নাম Ipomœa reptaus। ইহাদের ফুল বড এবং গোলাপ ফুলের মত রং। অমরের মতে ইহার অপর নাম সর। অমর কলম্ব শব্দটী বৃন্তরূপে ব্যবহার করিয়াছেন (বৈশ্যবর্গ, শ্লোক ১০১)।

কন্দলি—বর্ষাকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি নীলবর্ণ এবং লতাগুলি মাটির ভিতর প্রবেশ করে। মেদিনীর মতে কদলী এবং কন্দলি একই গাছ।

কর—Punica granatum. করক নামে এক প্রকার গাছ আছে; উহা ডালিমের নামান্তর।

করন্দ—Carissa carandas. একটী বড় গুল্ম গাছ। ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে ইহাদের ফুল ফোটে। ইহাদের ফল খাওয়া হয় এবং ইহা দ্বারা আচার ও পিষ্টক তৈয়ারী করা হয়। উড়িষ্যায় Carissa diffusaকে কুরুন্দ (করঞ্চা) বলা হয়।

কর্ণিকা—অগ্নিমন্থ (Premna integrifolia) ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্ণিকার—Cassia fistula. একটী ছোট গাছ; ফুলগুলির রং হলুদের স্থায় এবং সুগন্ধযুক্ত।

কেতক—Pandanus adoratissimus. সাধারণতঃ বর্ষাকালেই ফুল ফোটে। পুরুষ এবং স্ত্রীজাতীয় ফুলের মধ্যে পুরুষজাতীয় ফুল বেশী গন্ধপূর্ণ।

কেবুক—Costus speciosus. গুল্ম গাছ। ইহাতে পত্রযুক্ত বৃন্ত আছে। এই গাছ অত্যন্ত সুন্দর। বর্ষাকালে ফুল ফোটে।

কোল—Ziziphus jujuba-র ফল কোল নামে সর্ব্বত্র পরিচিত।

কোবিলাড়—Bavhini variegata. ইহাদের ফুলগুলি বেশ বড়। ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ মাসে ফুল ফোটে।

কুটজ—Holarrhena antidysenterica. ইহা একটী ক্ষণভঙ্গুর গুল্ম গাছ। ইহার ফুলগুলি সাদা এবং গন্ধপূর্ণ।

লবুজ—Artocarpus lakoocha. ইহা একপ্রকার ফলের গাছ।

মধুক—Bassia latifolia. ইহা একটী মধ্যাকৃতি গাছ। মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে ইহার ফুল ফোটে। ফুল সুন্দর এবং গন্ধপূর্ণ।

মল্লিকা—Jesmin. বর্ষাকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুল সাদা এবং গন্ধযুক্ত।

মাতুলুঙ্গ—লেবু। (Citrus medica)।

নাগ—নাগকেশর (Mesua ferrea)। এই গাছটী বেশ সুন্দর; ফুলগুলি বড় বড়, সুন্দর এবং গন্ধপূর্ণ। গ্রীষ্মারম্ভে ইহাদের ফুল ফোটে।

নিগ্রোধ—বট গাছ (Barhut, fig. 31).

নিম্ব—Melia azadirachta। এই গাছটী সুন্দর এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহাদের ফুল গন্ধযুক্ত।

নীপ—কদম্ব। গাছটী বেশ বড়। বর্ষাকালে ফুল ফোটে।

পতুম—পদ্ম (Nelumbium speciosum)।

পলাস—Butea frondasa. পলাশ গাছ। ফুল অতি সুন্দর। মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে। ফুলগুলি কমলা লেবুর মত লাল, কিন্তু নীচের দিকে রূপার মত সাদা।

পনস—Artocarpus integrifolia.

পাটলি—পারুল Bignonia Suaveolens (Barhut, fig. 26). এই গাছটী মধ্যাকৃতি; ফুল সুন্দর এবং গন্ধপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

পিয়াল—Buchanania latifolia. এই গাছটী বড়, কিন্তু ফুলগুলি ছোট। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ফোটে। ফুলগুলি সাদা এবং হলদে।

পুণ্ডরিক—শ্বেত পদ্ম।

পুন্নাগ—Calophyllum inophyllum। এই গাছটী অত্যন্ত সুন্দর। ইহাদের ফুল সাদা এবং গন্ধযুক্ত। প্রায় সমস্ত বৎসরই ফুল ফোটে।

সাল—Shorea robusta (Barhut, fig. 28)।

সলল—Pinus Devadara. সম্ভবতঃ দেবদারু গাছ।

সিম্বল—Bombax malabaricum. এই গাছটির উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। শীতকালের শেষভাগে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি বেশ বড় এবং লাল।

সিন্ধুবন্ত—নিসিন্দা (Vitex negunda), ইহা ছোট এবং সুন্দর গুল্ম গাছ। সমস্ত বৎসরই ফুল ফোটে। ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

টগর—Tabernaemontana Coronaria. ফুলগুলি খুব সাদা এবং রাত্রিকালে খুব সুগন্ধ বিস্তার করে।

তিলক—Symplocos racemosa. সংস্কৃতে লোধ্র নামে পরিচিত।

তিনসুলিক—ইহাকে Andropogan narous অথবা Andropagan squarrosus (খসখস) বলা হয়।

তিণ্ডুক—গাব (Diospyrus glutinosa). এই গাছটী মধ্যাকৃতি। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি সাদা এবং বড়। কেহ কেহ আবলুস গাছকে 'তিণ্ডু' বলিয়া থাকেন। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Diospyrus melanoxylon

উদ্দালক—চালতা (Dillenia indica). যখন ফুল ফোটে, তখন এই গাছ দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হয়। ইহার ফুলগুলি বেশ বড় এবং গন্ধপূর্ণ। ইহার অপর নাম শ্লেষ্মাতক (Cordia myxa)।

উডুম্বর—ডুমুর গাছ (Ficus glomerata) (Barhut, fig. 30)।

বকুল—Mimusops elengi. ইহার ফুল সাদা এবং গন্ধযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ফোটে।

লোক ও জাতি

অলসন্দকা—আলেক্‌জান্দ্রিয়ার লোক।

অন্ধকা—অন্ধ্র নামে সুপরিচিত। কলিঙ্গের দক্ষিণে এই শক্তিশালী জাতি বাস করিত। ধনকটক অথবা অমরাবতী ইহাদের রাজধানী ছিল।

অপরান্ত—পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী।

বব্বরা—বব্বর এবং বর্ব্বর একই জাতির নাম। উত্তরাপথবাসী[১] কম্বোজ, গন্ধার এবং কিরাতগণের সহিত ইহারা সংশ্লিষ্ট।

ভগ্‌গ—ভগ্‌গ অথবা ভর্গ একটী গণতান্ত্রিক জাতি। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধযুগে ইহারা উত্তর-ভারতে বাস করিত।[২]

চীনরট্‌ঠা—চীন-সাম্রাজ্যের অধিবাসী।

দমিড়া—দমিড়গণ তামিল নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। দক্ষিণ-ভারতের ইহারা একটী শক্তিশালী জাতি ছিল।[৩]

হত্থিপোরিকা—সম্ভবতঃ অযোধ্যার উত্তর-পূর্ব্বে কুরুদের রাজধানী হস্তিনাপুরের অধিবাসী।

১। I. C. Vol I, p. 389. ২। I. C. Vol. I. p. 391.

৩। মল্লিখিত A Short Account of the Damilas (Quarterly Journal of the Mythic Society, Bangalore, Vol. XXVII, Nos. 1 & 2) দ্রষ্টব্য।

ইসিণ্ডা—ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

কারুষ অথবা করুষ—প্রাচীন ভারতের সর্ব্বজনবিদিত একটী জাতি। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ইহারা বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।[১]

কাসিকা—যুক্তপ্রদেশস্থিত কাশীর অধিবাসী।[২]

কোলকা—সম্ভবতঃ ইহারা কোলারবাসী।

কোসলকা—উত্তর-ভারতের কোশল নামক শক্তিশালী রাজ্যের অধিবাসী। ইহা বহু পূর্ব্বেই মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

মধুরকা—যুক্তপ্রদেশস্থিত মথুরানগরবাসী। মথুরা (মধুরা) এবং মোহোলি সচরাচর অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান মথুরা হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মোহিলি সহর অবস্থিত। প্রাচীন ভারতে মধুরা অথবা মথুরা নামে আর একটী সহর ছিল। ইহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বৈগি নদীতটস্থ পাণ্ড্যরাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। উত্তর-ভারতের মথুরা হইতে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাকে দক্ষিণ-মথুরা বলা হইত।[৩]

মলয়া সোম্নভুমকা—মলয়দেশীয় স্বর্ণভূমির অধিবাসী।

মলয়ালকা—মলয় দেশের অধিবাসী।

কুসিনারার মল্ল—ইহারা একটী গণতান্ত্রিক জাতি।[৪]

মট্ঠলা—ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

মেকলা—ইহারা একটী ক্ষুদ্র জাতি। বর্ত্তমান অমরকণ্টক পর্ব্বত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যবর্ত্তী দেশে ইহারা বাস করিত।[৫]

মুণ্ডকা—সম্ভবতঃ পর্ব্বতবাসী মুণ্ডাগণ। সাঁওতাল পরগণা, ছোট নাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং হিমালয়ের নিম্নদেশে ইহাদের বাস আছে।

ওড্ডকা—ওড্রা অথবা উড্রা। পশ্চিম-মেদিনীপুর, মানভূম, পূর্ব্ব-সিংভূম এবং দক্ষিণ-বাঁকুড়ায় ইহারা বাস করিত।

পল্লবকা—দক্ষিণ-ভারতের একটী জাতি। ইহারা উত্তরভারতের কোন একটী জাতি হইতে উদ্ভূত। কাঞ্চীপুরে ইহাদের রাজধানী ছিল।[৬]

সাকুলা—সম্ভবতঃ সাকল অথবা সাগল দেশের অধিবাসী। ইহা বেক্ট্রিয়ার রাজা মিনান্দরের রাজধানী ছিল।

১। মল্লিখিত Ancient Indian Tribes (Vol. 2, pp. 31—33) দ্রষ্টব্য।

২। মল্লিখিত Ancient Indian Tribes, Ch. I দ্রষ্টব্য।

৩। মল্লিখিত Geography of Early Buddhism, p. 21 দ্রষ্টব্য।

৪। মল্লিখিত Some Ksatriya Tribes of Ancient India, pp. 147 foll দ্রষ্টব্য।

৫। মল্লিখিত Ancient Indian Tribes, Vol. 2, p. 28 দ্রষ্টব্য।

৬। The Early Pallavas by D. C. Sircar দ্রষ্টব্য।

শবরা—ইহারা একটী অনার্য্য জাতি। দক্ষিণাপথের কোন একটী অংশে ইহারা বাস করিত।[১]

সুদ্দকা—মহাভারতের শূদ্রকগণ। ইহারা Oxydrakai নামে পরিচিত। ইহাদের রাজধানী ছিল উচ (অথবা কুচ)।[২]

সুপ্পারিকা—বেসিন হইতে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং বোম্বাই হইতে ৩৭ মাইল উত্তরে থানা জেলার অন্তর্গত সুরপারক অথবা সোপারার অধিবাসী।

সুরট্‌ঠা—সৌরাষ্ট্র অথবা গুজরাট অথবা কাথিয়াড় দেশের অধিবাসী।[৩]

বেলবকা—ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

যোনকা[৪]—ইহারা গ্রীক নামে পরিচিত।

পেশা

তখনকার লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নানা পেশা অবলম্বন করিত ; অপদানে উল্লিখিত পেশাগুলির বিশদ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।[৫]

অনিকট্‌ঠা—রাজার দেহরক্ষী, প্রাণ-রক্ষী।

চম্মকারা—(অথবা রথকারা)—চর্ম্মকার, চর্ম্মশোধক, অশ্বসজ্জাকার।

চাপকারা—ধনু-নির্ম্মাতা।

দোবারিকা—দ্বার-রক্ষক।

দুস্‌সিকা—বস্ত্রব্যবসায়ী।

গন্ধিকা—গন্ধ-ব্যবসায়ী।

হত্থারুহা—হস্তিচালক।

হত্থিপালা—হস্তিপালক।

কম্মারা—কর্ম্মকার।

কট্‌ঠহারা—কাষ্ঠ-সংগ্রহকারী।

কুম্ভকারা—কুম্ভকার।

লোহকারা—লৌহকার, তাম্রকার।

মণিকারা—মণিকার।

নলকারা—ঝুড়ি প্রস্তুতকারক।

পেসকারা—তন্তুবায়।

পেস্‌সিকা—চাকর।

পুপ্‌ফছড্ডকা—পুষ্প অপসারক।

রজকারা—রজক।

সোন্নকারা—স্বর্ণকার।

সুপিকা—পাচক।

তচ্ছকা—সূত্রধর।

তেলিকা—তৈল-প্রস্তুতকারক।

টিপুকারা—টিন-কর্ম্মকার।

তুন্নবায়া—দরজী।

উদহারা—জল-বাহক।

উসুকারা—বাণ-নির্ম্মাতা।

এই তালিকার মধ্যে কৃষক এবং গো-রক্ষকের কোন উল্লেখ নাই।

১। I. C. Vol. I, p. 305. মল্লিখিত Some Notes on Tribes of Ancient India.

২। N. L. De—Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, p. 195.

৩। ঐ, p. 183. ৪। I C. Vol. I, pp. 343 foll.

৫। এই প্রসঙ্গে Rhys Davidsএর Buddhist India গ্রন্থে (পৃঃ ৮৮) উল্লিখিত পেশার তালিকা তুলনীয়।

ভৌগোলিক তথ্য

অপদানে উল্লিখিত নদী প্রভৃতির বৃত্তান্ত নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

ভাগিরথী—গঙ্গার অপর নাম ; ইহা হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ পুণ্য নদী।

চন্দভাগা—চন্দ্রভাগা নদী। ইহা হিমালয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে। ইহার তীরে একটী জলপরী বাস করিত ; সে বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিল।[১]

চিনতা—এই নদী বুদ্ধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল।[২]

গঙ্গা—গঙ্গা নদী বাঙ্গালা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং সাহারণপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা সাগরদ্বীপের নিকটস্থ সাগরে পতিত হইতেছে।

মহী—পঞ্জাব প্রদেশের একটী নদী। ইহা গণ্ডক নদীর শাখা।

নর্ম্মদা—ইহা অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইতেছে। এই নদী ও সাগরের সঙ্গমস্থল হিন্দুদিগের একটী পুণ্য তীর্থস্থান।

সরস্বতী—ইহা হিন্দুদিগের একটী পবিত্র নদী। ইহা সেওয়ালিক নামক হিমালয়াঞ্চলের সিরমুর পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া আম্বালার সমভূমিতে পতিত হইতেছে।

সরভূ—সরযূ নামে সুপরিচিত। ঘোগ্রা অথবা গোগ্রা ইহার অপর একটী নাম। প্রাচীন অযোধ্যা ইহার তীরে অবস্থিত।

সিন্ধু—সিন্ধু নদ।

যমুনা—ইহা গঙ্গার মত একটী পবিত্র নদী।

হিমালয় অঞ্চলের কতকগুলি পর্ব্বতের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—অনোম, অসোক, ভূতগন, চাবল, গোতম, হারিত, কুক্কুর, লম্বক, রোমস, সোভিত, বসভ এবং বিকট।

হিমালয় হইতে অনতিদূরে চাবল নামে একটী পর্ব্বত ছিল ; এখানে বুদ্ধ সুদস্সন একটী গুহার মধ্যে বাস করিতেন।[৩] নিসভ পর্ব্বতের উপরিভাগে পর্ণকুটীরে সুসজ্জিত সুভূতি ঋষির আশ্রম ছিল।[৪] কুক্কুর পর্ব্বতে মন্ত্রবিদ্ একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল।[৫] বসভ পর্ব্বতের পাদদেশে জনৈক ব্রাহ্মণের আশ্রম ছিল। ইনি মন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বুদ্ধদেবের মহৎ উপদেশবাক্যগুলি আলোচনা করিতেন।[৬] সোভিত পর্ব্বতের উপরিভাগে বক্কুলের জন্য একটী আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইনি শিষ্যগণ সহ এখানে বাস করিতেন।[৭]

চিত্রকূট—ইহা বুন্দেলখণ্ডস্থিত কামতানাথ পর্ব্বত। ইহা মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে রামচন্দ্র বনবাসকালে কিছু দিনের জন্য বাস করিয়াছিলেন।

গন্ধমাদন—রুদ্রহিমালয়ের একটী অংশ। কেহ কেহ বলেন, ইহা কৈলাস পর্ব্বতের একটী অংশ। ইহা কৈলাস পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের উপর

১। Apadana, p. 450. ২। Apadana, p. 428.
৩। Apadana, p. 451. ৪। Apadana, p. 67. ৫। Apadana, p. 155.
৬। Ibid, p. 167. ৭। Ibid, p. 328.

বদরিকাশ্রম বিদ্যমান। কথিত আছে, হনুমান্ ইহার একটী অংশ লইয়া আসিয়াছিল। জাতকে[১] ইহাকে পাষাণ-গিরিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বেভার পর্ব্বত—ইহা মগধ দেশের একটী পর্ব্বত। গিরিব্রজ সহর পাঁচটী পর্ব্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এই পর্ব্বত তাহাদের মধ্যে একটী।

বন্ধুমতী—এই সহরে একটী রাজোদ্যান ছিল।[২]

চম্পা—অঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী চম্পানগর এবং চম্পাপুর নামে যে দুইটী গ্রাম আছে, সম্ভবতঃ চম্পা তাহাদেরই নামান্তর।[৩]

গিরিব্বজ—মগধ দেশের প্রাচীন রাজধানী। রাজগৃহের পুরাতন নাম।[৪]

হংসবতী—কয়েক জন থেরী (যাহাদের গাথা থেরীগাথার মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে) পূর্ব্বজন্মে এই সহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধদেব এই সহর পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং একজন কুম্ভকার তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিল।[৫] ইহা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।[৬] অপদানে ইহা একটী সহর বলিয়া বর্ণিত আছে। এখানে সুজাত নামে একজন ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একজন ধনী এবং খ্যাতনামা শিক্ষাগুরু ছিলেন।[৭]

জেতবন—বুদ্ধদেব এই স্থান পরিদর্শন করেন এবং এখানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন।[৮] অনাথপিণ্ড বুদ্ধদেব ও তাঁহার সঙ্ঘকে এই স্থানটী দান করেন। ইহা শ্রাবস্তী (বর্ত্তমান সাহেটমাহেট) হইতে এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।[৯]

সাগল অথবা **সাকল**[১০]—এখানে কপিল ব্রাহ্মণের কন্যা সুচিমতী বাস করিতেন। বুদ্ধদেবের নিকট ইনি ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন।[১১]

সাবত্থী[১২]—এই সুন্দর শ্রাবস্তী নগরে একজন উপাসকের গৃহে কস্সপ প্রতিপালিত হন। তার পর তিনি বুদ্ধের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১৩]

উরুবেলা—গয়া অথবা বুদ্ধগয়া[১৪] হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

উত্তরকুরু—ঘারওয়াল এবং হূণদেশের উত্তরাংশ। তিব্বত এবং পূর্ব্বতুর্কিস্থান ইহার অন্তর্গত ছিল। জাতকের মতে ইহা হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।[১৫]

বঙ্গ—বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ।[১৬]

Jatak, No, 547. ২। Apadana, p. 456.

B. C. Law–Geography of Early Buddhism, pp. 6-7.

ঐ, p. 8 foll. ৫। Apadana, p. 444. ৬। ঐ, p. 599.

ঐ, p. 37. ৮। ঐ, p. 470.

B. C. Law–Geography of Early Buddhism, p. 44 ; Sravaasti in Indian Literature (Mem. Arch. Surv. Ind.) No. 50, p. 22 foll.

১০। B. C. Law–Some Ksatriya Tribes of Ancient India, pp. 217 foll.

১১। Apadana, p. 583.

১২। B. C. Law–Sravasti in Indian Literature (Mem. Arch. Surv. Ind. No. 50).

১৩। Apadana, p. 614.

১৪। N. L. De,–Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, pp 212-13.

১৫। Cowell, Vol. V, p. 167 ; N. L. De–Geog. Dictionary of Ancient and Mediaeval India, pp. 213-14.

১৬। Apadana, p. 470 ; Ind. Cul. Vol. I, pp. 57 foll.

অট্টালিকা এবং স্থপতিবিজ্ঞান

অগ্‌গিসালা—অগ্নিশালা।
আপণ—দোকান।
চচ্চর—প্রাঙ্গণ।
চঙ্কম—বেড়াইবার স্থান।
দ্বারকোট্‌ঠক—তোরণদ্বারের উপরে ভাণ্ডার।
গুহা—গহ্বর।
জন্তাঘর—স্নানঘর।
কূটাগার—চূড়াবিশিষ্ট ঘর।
মণ্ডপ—বড় তাঁবু।
নহানঘর—স্নান-ঘর।
পাকার—চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীর
পরিখা—পরিখা।
পাসাদ—প্রাসাদ।
রাজুয্যান—রাজোদ্যান।
সঙ্ঘারাম—আশ্রম।

বিভিন্ন সম্প্রদায়

অপদানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটী তালিকা পাওয়া যায়। পদকা,[১] লটুকা,[২] নিগণ্ঠা (বন্ধন-মুক্ত—বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহারা মহাবীরের শিষ্য জৈন বলিয়া খ্যাত), পুপ্‌ফসাতকা (যাহারা পুষ্প-পরিচ্ছদ পরিধান করে), তেদণ্ডিকা[৩] (যাহারা ত্রিদণ্ড বহন করে), একসিখা (যাহাদের একটী শিখা আছে), আজীবিকা (যাহারা মক্‌খলি গোসালের শিষ্য), বিলুওবী[৪], গোতমা (যাহারা গোতমের শিষ্য), দেবধম্মিকা (যাহারা বুদ্ধের মতাবলম্বী), পরিবত্তকা[৫], সিদ্ধিপত্তা (যাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে), কোণ্ডপুগ্‌গলিকা (অথবা কোধপুগ্‌গলিকা, ক্রুদ্ধ লোক), তপস্‌সী (তপস্বী), এবং বনচারী (বনবাসী)।[৬]*

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

১-২। ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

৩। Rhys Davids, Buddhist India, p. 145

৪। ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত। ৫। অজ্ঞাত।

৬। ইহারা বুদ্ধের সমসাময়িক ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। Anguttara, III, pp. 276-77. Rhys Davids, Introduction to the Kassapa-Sihanada Suttanta S. B. B. Vol. II, pp. 220 foll.

* ১৩৪৪।৭ই পৌষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

যে-সকল কীর্ত্তিমান্ পুরুষ জীবনের আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যাইবার অবকাশ পান, তাঁহারা ভাগ্যবান্। তাঁহাদের জীবৎকালেই তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিলব্ধ আদর্শ ও চিন্তাধারা দেশের ও জাতির জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে; নিজেদের জীবন ও কীর্ত্তির জীবন্ত আদর্শ সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দীপ্যমান থাকে বলিয়াই তাঁহাদের মহিমাও শনৈঃ শনৈঃ বিকশিত হইতে থাকে; নিছক বাঁচিয়া থাকিয়াই তাঁহারা উত্তরোত্তর যশের শিখরে উঠিতে সক্ষম হন। কিন্তু মৃত্যু যাঁহাকে অকালে সাধারণের দৃষ্টিপথের বাহিরে লইয়া যায়, আদর্শ প্রতিষ্ঠিত অথবা চিন্তাধারা বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই যাঁহাকে বিদায় লইতে হয়—সেই হতভাগ্য পুরুষের মহিমময় ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া আশান্বিত ভক্তজনের সান্ত্বনা কোথায়? মাত্র ত্রিশ বৎসরের অসম্পূর্ণ জীবনে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুধাবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের বহু আরব্ধ কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই; সেজন্য সমসাময়িক অনেক আত্মীয়বন্ধু শোক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিংশবৎসরাধিক অর্দ্ধশতাব্দীর অন্ধকার যবনিকা তুলিয়া আজ আমরা বুঝিতে পারিতেছি, অতিপরিচয়ের প্রীতি অথবা স্নেহ কালীপ্রসন্নের যথার্থ সত্তাকে উপলব্ধি করিবার পথে বাধা জন্মাইয়াছিল; তাঁহারা ভোরের পাখীর কাকলিমাত্র শুনিয়াছিলেন, তিমির-বিদারণ অরুণরাগ প্রত্যক্ষ করেন নাই; যুগান্তের পরপার হইতে আজ আমরা সেই অস্ফুট আলোর আভাস পাইতেছি এবং চকিত-বিস্ময়ে অনুভব করিতেছি যে, অকালমৃত্যু আকাশমার্গে এই জ্যোতিষ্কের গতিপথ সহসা রুদ্ধ করিয়া না দাঁড়াইলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই আমরা বঙ্গগগনে আর একটি ভাস্বর মহিমা প্রত্যক্ষ করিতাম।

তুলনার দ্বারা আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হইবে। কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন পরলোকগমন করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'ললিতা ও মানসে'র কাব্যবিলাস এবং বৈদেশিক বাণীসাধনা ত্যাগ করিয়া মাত্র দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী রচনা শেষ করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে'র সম্ভাবনা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেই স্বল্পকালের জীবনেই সমাজে, রাষ্ট্রে এবং সাহিত্যে এমন সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহার আলোচনা ও বিবৃতি এ যুগেও আমাদের অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে। কালীপ্রসন্নের বহুমুখী প্রতিভার এবং বিচিত্র কর্ম্মজীবনের অদ্ভুত পরিচয় লাভ করিয়া পাঠকমাত্রেই নিঃসংশয়ে স্বীকার করিবেন যে, এই কীর্ত্তিমান্ পুরুষ দীর্ঘজীবী হইলে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি লাভবান্ হইত—উনবিংশ শতাব্দীর কালীপ্রসন্নকে বিংশ শতাব্দীতে পরিচিত করাইবার জন্য লেখককে এতখানি পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে হইত না।

বাল্যজীবন

কালীপ্রসন্ন কলিকাতা জোড়াসাঁকো-নিবাসী প্রসিদ্ধ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র, জয়কৃষ্ণ সিংহের পৌত্র, এবং নন্দলাল সিংহের পুত্র। সেকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্মতারিখ লইয়া যেরূপ মতভেদ আছে, কালীপ্রসন্নের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার চরিতকারেরা তাঁহার জন্মতারিখ ১৮৪১ সন বলিয়া মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে উহা ১৮৪০ সন।

কালীপ্রসন্ন নন্দলাল সিংহের একমাত্র সন্তান। পুত্রের জন্ম-উপলক্ষে সিংহ-পরিবারে সমারোহের সহিত যে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল, 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে তাহার বিবরণ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' পত্রে অনূদিত হইয়াছিল। বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Nautch in Celebration of the Birth of a Child.—Last night a series of Nautches commenced at the residence of Baboo Nundolaul Sing, at Jorasanko, in celebration of the birth of his first child, a boy, which took place lately. There were a large assemblage of native gentlemen and professors of Sanscrit present on the occasion; the former were highly gratified with the musical performances of the nautch girls, and the latter with the valuable presents of Cashmere Shawls, etc.—*Prabhakur.*

কালীপ্রসন্ন শৈশবে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা নন্দলাল ওরফে ছাতু সিংহের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয় (৬ এপ্রিল ১৮৪৬)। স্বনামধন্য হরচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্নের অভিভাবক এবং পিতৃ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

১৮৫৪ সনের ৫ই আগষ্ট বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বসু-বংশের লোকনাথ বসুর ভ্রাতা বেণীমাধব বসুর কন্যার সহিত চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক কালীপ্রসন্নের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> শ্রাবণ, ১২৬১।...মৃত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের সুশীল পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভ বিবাহ বাগবাজার নিবাসি মিষ্টভাষি সদ্বিদ্বান্ শ্রীযুত রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের ভ্রাতৃকন্যার সহিত অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১৬ আগষ্ট ১৮৫৪।*

কিছু দিন পরে কালীপ্রসন্নের স্ত্রীবিয়োগ হইলে তিনি চন্দ্রনাথ বসুর এক কন্যার সহিত পরিণীত হন।

---

* ৮ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর'ও লিখিয়াছিলেন :—"গত শনৈশ্চর বাসরীয় [৫ আগষ্ট] যামিনীযোগে আমারদিগের প্রিয় বন্ধু পরলোকগত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের বংশধর পুত্র শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুর উদ্বাহ কার্য্য রঙ্গপুরের সদর আমীন শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব বসুর কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে...।"

৪ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' ভ্রমক্রমে লিখিয়াছিলেন যে, "কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভবিবাহ... লোকনাথ বসু বাহাদুরের কন্যার সহিত নির্ব্বাহ হইবেক।" কালীপ্রসন্নের চরিতকারেরা এই ভ্রমের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভাষার অনুশীলন। অনেকে বলেন, ১৮৫৫ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৩ সন মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ১৮৫৬ সনের জানুয়ারি মাসে ইহার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হইলে পরবর্তী ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ৭ মাঘ শনিবার যামিনী ৭ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভা নির্ব্বাহিত হইয়াছে, এই সভা দ্বারা দেশের যে কত হিতসাধন হইবেক তাহা বলা যায় না। এই সভার বয়ঃক্রম এক বৎসর হইল ইহার মধ্যে দেশের অনেক কুপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমতঃ ইতিপূর্ব্বে এই কলিকাতা নগরে একটিও বাঙ্গালা সভা ছিল না, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিবাতে অধুনা অনেক ভদ্রসন্তানেরা আপনাপন বাটীতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন...আমরা দেশীয় সকল ব্যক্তিকে এই পরামর্শ প্রদান করি যে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দৃষ্টান্তের অনুগামি হউন, তাহা হইলে বোধ করি অত্যাল্পকাল মধ্যে দেশস্থ তাবতেই সভ্যতাসোপানে পদার্পণ করিতে পারিবেক।

১৮৫৬ সনের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সাম্বৎসরিক সভার উপরি উদ্ধৃত বিবরণে "এই সভার বয়ঃক্রম এক বৎসর হইল"—কথাগুলি হইতে ধরিয়া লওয়া স্বাভাবিক যে, বিদ্যোৎসাহিনী সভা ১৮৫৫ সনে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভাগুলি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় নাই ; বর্ষকালমধ্যেই প্রথম তিনটি সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। ১৯ জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা হয় সত্য, কিন্তু তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন যে পর বৎসরের ১৪ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, একাধিক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত "বিজ্ঞাপন" হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> ২ মাঘ বুধবার রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, দর্শক মহাশয়গণ সভারোহণ করত বাধিত করিবেন।—শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক। ('সংবাদ প্রভাকর', ৯ জানুয়ারি ১৮৫৭)

বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা প্রসঙ্গে ১২ জানুয়ারি ১৮৫৭ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় একটি সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল। ইহা পাঠ করিলে সভার প্রতিষ্ঠাকাল যে ১৮৫৩ সন, তাহা বুঝিতে কোন বাধা হইবে না :—

> বন্ধু হইতে প্রাপ্ত
>
> বিদ্যোৎসাহিনী সভা।
>
> যোড়াসাঁকোর বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুরোধে প্রকাশ করিতেছি যে আগামি ২রা মাঘ বুধবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে উক্ত সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, সভ্য এবং দর্শক মহাশয়েরা ঐ সময়ে উপস্থিত হইবেন, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যেরূপ ঐক্য অভাব তাহাতে যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা

বিশেষতঃ যখন সভার উন্নতি এবং স্থায়িত্ব সকল সভ্যের সমবেত যত্ন এবং চেষ্টার উপর সম্যক রূপে নির্ভর করে, তখন তিন বৎসর এমত সুদীর্ঘকাল জীবিতা রহিয়াছে ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্য এবং কে না অম্লান বদনে সভা সংস্থাপক শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বাবুকে এবং সভ্যদিগকে সাধুবাদ করিবেন ; ...

এই সকল কারণে আমি মনে করি, বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৩ সন,—১৮৫৫ নহে। এ-সম্বন্ধে একটি প্রমাণও উদ্ধৃত করিতেছি। ১৪ জুন ১৮৫৩ (১ আষাঢ় ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ।...৺নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন।

এই সভাই যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রথমাবস্থায় এবং পরেও অনেক দিন কালীপ্রসন্ন ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সভার বিজ্ঞাপন হইতে আমরা আরও কয়েক জনের নাম সম্পাদকরূপে পাই ; ইঁহারা উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু ও রাধানাথ বিদ্যারত্ন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় সাহিত্যালোচনা

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন। এই সভা সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্নের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়।... তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন ; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।...আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলে মানুষ বলিয়াই হোক বা আর কোনও কারণেই হোক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর,—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলে মানুষের প্রশংসা ক'রে ক'রে রাত কাটান যাবে নাকি ?' কালী সিংহ সভার নাম দিয়াছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ; দুষ্ট লোকে তাহার নামকরণ করিল 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। তিনি সভার patron গোছ ছিলেন।...মধ্যে মধ্যে সভ্যদিগের ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত ; আমি কিন্তু কখনও আহারাদিতে যোগদান করি নাই। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫)

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইত। কালীপ্রসন্নও স্বরচিত অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পাঠ করিতেন। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্বন্ধে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রে (১৬ই-১৭ই আগষ্ট ১৮৫৫) যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হইল :—

আমরা গত শনিবাসরীয় যামিনী যোগে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভায়' গমন করিয়াছিলাম...। ন্যূনাধিক দুই শত ভদ্র সন্তান ঐ সভায় বিদ্যমান ছিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবু প্রসন্ন বদনে সমাদর পূর্ব্বক তাঁহারদিগকে সম্বোধন করিয়া অকুণ্ঠ সুকণ্ঠ স্বরে বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়

দিগের পত্র সকল পাঠ করিলেন, কানপুর দিনাজপুর বগুড়া বালেশ্বরাদি নানা স্থানীয় গুণগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা গ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজ্য বিষয়ে কি২ উপকার, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিলেন তৎপরে সভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ শর্ম্ম মল্লিখিত বিস্তারিত রূপে ঐ সকল বিষয় ব্যক্ত করেন অনন্তর কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু ঈষদ্‌হাস্য প্রসন্ন বদনে বলিলেন সভা ও দর্শক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রস্তাবিত বিষয়ে যে ভাষায় যিনি যাহা বলিতে পারেন বক্তৃতা করুন তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়া সভার কার্য্য এবং উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বলিয়াছি অনুভব করি সর্ব্বসাধারণ লোকেরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন।”

সাধারণতঃ শনিবার সন্ধ্যাকালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশন হইত। সভায় কি ধরণের প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হইত, তাহার আভাস দিবার জন্য সেকালের সংবাদপত্র হইতে কয়েকটি “বিজ্ঞাপন” উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) আগামি শনিবাসরে সি, জে, মনটেগিউ [ডেভিড হেয়ার একাডিমির প্রধান শিক্ষক] সাহেবের বক্তৃতা করিবার ভার ছিল, অকস্মাৎ তাঁহার কোন বাধা ঘটিবায় তিনি আগামি শনিবারে আসিতে অক্ষম, আগামি শনিবারের পর শনিবারে তিনি “Labour its importance dignity piety and triumphant results” এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, “মনুষ্যজাতির মহত্ব কি ?” এই বিষয়ক প্রস্তাব শ্রীযুত প্রিয়মাধব বসুর দ্বারা এই শনিবারে পঠিত হইবেক।— শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা। (‘সংবাদ প্রভাকর’ ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)।

(২) অদ্য শনিবার সন্ধ্যার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রকাশ্য সভা হইবেক, দর্শক ও সভ্যগণ সভাস্থ হইয়া বাধিত করিবেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া বঙ্গদেশের কুরীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।—শ্রীউমাচরণ নন্দী। কর্ম্মাধ্যক্ষ। (‘সংবাদ প্রভাকর,’ ১৫ মার্চ্চ ১৮৫৬)

(৩) আগামী শনিবার সন্ধ্যার পরে যুগলসেতুস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় শ্রীযুত কার্কপেট্রিক সাহেব “Sentiments proper to the age and Country” অর্থাৎ দেশকাল বিষয়োপযোগী অভিপ্রায় বিষয়ে লেক্‌চর অর্থাৎ উপদেশ করিবেন, অতএব উক্ত বিষয়ে সভ্য ও বিদ্যোৎসাহি দর্শক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক। (‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, বুধবার)

সুলিখিত প্রবন্ধের জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভা মাঝে মাঝে পুরস্কার প্রদান করিতেন। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্র হইতে দুইটি “বিজ্ঞাপন” উদ্ধৃত করিতেছি: —

(১) “জগতে সুখি কে ?” এই বিষয়ক প্রবন্ধ যে ব্যক্তি লিখিতে ইচ্ছা করেন উত্তম হইলে বিচার মতে ২২ আষাঢ়ের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁহাকে ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন, ৮ পেজি ফরমার, ১ ফরমার ন্যূন হইলে গ্রহণযোগ্য নহে।—কালীপ্রসন্ন সিংহ। সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ। (‘সংবাদ প্রভাকর’, ৪ জুন ১৮৫৬)

(২) “হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা” বিষয়ক প্রবন্ধ নানা প্রকার প্রমাণাদি সহিত লিখিতে হইবে, যিনি লেখকগণের মধ্যে বিচারে উত্তম হইবেন তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তিন শত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন ২ মাঘ সাম্বৎসরিক সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক।—শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক। (‘সংবাদ প্রভাকর,’ ৪ নবেম্বর ১৮৫৬)

বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পত্রিকা

কালীপ্রসন্ন যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়; এগুলির বিস্তৃত পরিচয় "কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা"-বিভাগে দেওয়া হইয়াছে।

কালীপ্রসন্নের রচনা ছাড়া, অন্ততঃ আরও দুইখানি পুস্তক বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়:—

> বিজ্ঞাপন।—নিম্নলিখিত পুস্তক বিক্রয়ার্থ তত্ত্ববোধিনী সভায় প্রস্তুত আছে।
>
> মনুষ্যের মহত্ত্ব কি ... মূল্য ৶০
>
> বালকরঞ্জন দুইখণ্ডে বিভক্ত ... " ।/০
>
> শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
>
> বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

প্রথমখানির লেখক প্রিয়মাধব বসু, দ্বিতীয়খানির লেখক হালিশহর খাসবাটী নিবাসী উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়; 'বালকরঞ্জন' ১৮৫৫ সনের শেষাশেষি প্রকাশিত হয়।

'বিধবোদ্বাহ নাটক' নামে উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের আরও একখানি পুস্তক বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে বলিয়া ১৬ আগষ্ট ও ২০ নবেম্বর ১৮৫৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত "সভার অধ্যক্ষগণ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ে অক্ষম হইবায়" গ্রন্থকার নিজব্যয়ে মুদ্রাঙ্কন করাইতেছেন বলিয়া ৮ জুলাই ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বিজ্ঞাপিত করেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও কালীপ্রসন্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা "সাময়িক পত্রাদি পরিচালন"-বিভাগে পাওয়া যাইবে।

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও পাদরি লঙের সম্বর্দ্ধনা

বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয় মাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন ও তাহার সাফল্য দেখিয়া গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবরকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখে একটি সভার আয়োজন করেন। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিতেছি:—

> **My dear Sir,**
>
> **Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse**

into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better ; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P. M.

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.

সম্বর্দ্ধনা-সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান সুদৃশ্য রজত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। মানপত্রখানি এইরূপ :—

এড্রেস।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী

জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা।

বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভ্যবর্গাণাম্।*

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে, এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সমাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি। ('সোমপ্রকাশ,' ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১)

রাজনারায়ণ বসুকে এই সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে মাইকেল একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা —and the President Kali Prasanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy! I was expected to speechify in Bengali!

কালীপ্রসন্ন মাইকেলের প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। কবির সম্বর্দ্ধনা করিয়াই তিনি নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই,—'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীকে মাইকেলের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

'—শুনিয়াছে বীণা ধ্বনি দাসী,
পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !'

হায় ! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে ; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই ; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,' আষাঢ়, ১৭৮৩ শক, পৃ. ৫৫-৫৬।

মাইকেলের সম্বর্দ্ধনার পর-বৎসর কালীপ্রসন্ন পাদরি লঙকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এদেশবাসীর অকৃত্রিম সুহৃদরূপে পাদরি লঙকে তিনি বিশেষ সম্মান করিতেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ইংরেজীতে প্রচার করার অভিযোগে নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিলে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সুপ্রীমকোর্টে গিয়া মকদ্দমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। এই মকদ্দমায় বিচারপতি স্যর মর্ড্যাণ্ট ওয়েলস্ যখন লঙের এক মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করেন (২৪ জুলাই ১৮৬১), তখন কালীপ্রসন্নই অগ্রসর হইয়া অযাচিত ভাবে লঙের অর্থদণ্ড—সহস্র মুদ্রা আদালতে গণিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে কালীপ্রসন্ন শুনিলেন—লং স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই উপলক্ষে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ৩ মার্চ ১৮৬২ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

Saturday, 1st March...

The Biddotshahinee Shabha headed by Baboo Kaliprossunno Sing presented an excellent valedictory Address to the Rev. James Long on the day of his departure. The address does honor to those from whom it emanated.

সমাজসংস্কার-কার্য্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা কেবলমাত্র সাহিত্যালোচনার বৈঠক ছিল না ; কল্যাণকর বা সমাজ-সংস্কারক অনুষ্ঠানাদির সহিতও সভার যোগ ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগরকে ভক্তি করিতেন; বিদ্যাসাগরও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। ১৮৫৬ সনের গোড়ায় যখন বিধবা-বিবাহ-আইন জারি করিবার আয়োজন চলিতেছিল এবং এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র পেশ হইতেছিল, তখন বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়া বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এই সম্পর্কে ১২ মে ১৮৫৬ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন :—

> বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহ পক্ষে লেজিস্‌লেটিব কৌন্সেলে যে দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে তিন সহস্র ভদ্র লোকের স্বাক্ষর হইয়াছে, যদ্যপি কেহ স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আগমন করিলেই স্বাক্ষর পুস্তক পাইবেন।

১৮৫৬ সনের জুলাই মাসে বিধবা-বিবাহ-আইন জারি হইলে কালীপ্রসন্ন সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, যিনি বিধবা-বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে এক সহস্র মুদ্রা দেওয়া হইবে। ২২ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> বিজ্ঞাপন।—বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞাত করিতেছেন যে ১৭৭৭ শকীয় উনবিংশ সভায় সভার অধ্যক্ষ মহোদয়গণ প্রতি বিবাহে এক২ সহস্র মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ পত্রে স্বাক্ষরিত হইলেই বিবাহের পূর্ব্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভা সঙ্কল্পিত অর্থ প্রদান করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

এই সময় আরও একটি ব্যাপারে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন আন্দোলন করিয়াছিলেন। উহা কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেশ্যাদিগের বাসস্থল নির্দ্দেশকরণ সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে যে আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইবার প্রস্তাব হয় তাহা ১৯ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আবেদনপত্রখানি এইরূপ :—

> প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।
>
> বিদ্যোৎসাহিনী সভা, কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেশ্যাদিগের বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট জন্য লেজিসলেটিব কৌন্সলে আবেদন করিবেন, আবেদনপত্র আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের বিদিতার্থ প্রভাকরে প্রকাশ করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।
>
> নগরপ্রান্তে বেশ্যাগণ বসতিকরণ কারণ বঙ্গদেশবাসিগণের ভারতবর্ষীয় লেজিসলেটিব কৌন্সেলে আবেদন।
>
> মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।
>
> নিম্ন স্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসীদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়ায় বঙ্গদেশবাসিগণের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, কারণ দেশের শান্তিরক্ষা ও কুরীতি

নিরাকরণ করাই ছত্রধরদিগের উচিত কার্য্য ও তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। এক্ষণে পুলিস কর্ত্তৃক যেরূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে বর্ণন বাহুল্য, অতি সুচারুরূপেই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, নগরীয় যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ত্রুটি হয়, কারণ বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগকরণে বাধ্য হন, চৌর্য্য কার্য্যদ্বারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগণের ব্যবহার কারণ। রাত্রিকালে মদ্য বিক্রয় যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ তাহা কেবল বারযোষাগণের নিমিত্তে হয়, কলহ, মদ্যপান দ্বারা জীবন সংহার, ব্যসন দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃকালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বেশ্যা সংখ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উক্ত নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছা তাহাই করিতেছে, কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবায় এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসতবাটীতেও অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্রপল্লীমধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন যদ্দ্বারা এক ঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে অতি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ধনবান মান্য বংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্যানিকেতন কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যদ্যপি রাজা হইয়া প্রজাদিগের শুভ চীৎকারের সময়ে কালার ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই রাজার রাজত্বের কীর্ত্তি কোন কালেই পতাকা রূপে উড্ডীন হইতে পারে না।

অতি পূর্ব্বে সোণাগাজি নামক স্থান বেশ্যাদিগের বাসস্থল ছিল অদ্যাপিও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় পূর্ব্ব সময়ে যেরূপ শান্তিরক্ষার নিয়ম ছিল মধ্যে তাহার উল্লেখ না হইবায় একেবারে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে, অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি নগরে এবং ইউরোপীয় নানা নগরে এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে দেশীয় স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও শান্তিকার্য্য উত্তমরূপ নির্ব্বাহ জন্য সভামহোদয়েরা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট করুন যদ্দ্বারা আমাদের ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

মহোদয়গণ

আমরা আপনাদিগের নিতান্ত অনুগত ভৃত্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

১৮৫৭ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা জনসাধারণের সুবিধার জন্য একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন—সংবাদপত্রে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ১২ মার্চ্চ ১৮৫৭ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ :—

পুস্তকালয় সংস্থাপন।—আমরা শুনিলাম যোড়াসাঁকো বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যেরা এক সাধারণ বা শাখা প্রকাশ্য পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহাতে উচিত মত সাহায্য করিবেন, এবং আরো অবগতি হইল ঐ সভার সভ্যেরা বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন॥

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা নাট্যশালার নবজীবন লাভ হয়। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও এ পর্য্যন্ত উহা একটা স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। এই বিফলতার একটি প্রধান কারণ বাংলা ভাষায় নাটকের অভাব। এক লেবেডেফ ১৭৯৫-৯৬ সনে ও নবীন বসু ১৮৩৫ সনে তাঁহাদের নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় করান ; অন্য সকলেই শেক্সপীয়রের নাটক অথবা কোন সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনয় করাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সনে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি থিয়েটারে বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল; তন্মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ কালীপ্রসন্নের উদ্যোগেই ১৮৫৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল।* এই রঙ্গমঞ্চ পর-বৎসরের ১১ই এপ্রিল † শনিবার উন্মোচিত হয় ও উহাতে প্রথম অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণ-কৃত 'বেণীসংহার' নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক একটি বাংলা অনুবাদ। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি প্রকাশিত হয় :—

> যুগলসেতু নিবাসি সিংহবাবুদিগের ভবনে গত শনিবার [১১ এপ্রিল] সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে নাট্যক্রীড়া হইয়াছিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার আরথর বুলার সাহেব, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫।৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীয় অনেক আঢ্য মহাশয়েরা ঐ নাট্য ক্রীড়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নাট্য কৌতুক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং বাবুরা সাহেবদিগকে পান ভোজনে পরিতোষ করিয়াছেন।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১৫ এপ্রিল ১৮৫৭, বুধবার।

'বেণীসংহার' নাটকে কালীপ্রসন্ন নিজেও অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় খুব প্রশংসার্হ হইয়াছিল। প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া তিনি স্বয়ং নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী'র অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহার 'বিজ্ঞাপন' পাঠে আমরা বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমির কথা ও নাটক-রচনার উদ্দেশ্য জানিতে পারি :—

> বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ বহুকালাবধি বঙ্গবাসিগণ দর্শন করেন নাই, কারণ অতি পুর্ব্বকালে মহাকবি কালিদাসাদির দ্বারা যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, তাহারই অনুরূপ হইত, পরে প্রায়

---

* "The *Bidyotshahinee Theatre* is in the second year of its existence." *Hindoo Patriot*, 3 Decr. 1857.

† আমার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' (পৃ. ৪৪) এই অভিনয়ের তারিখ "৯ই এপ্রিল" দেওয়া আছে। ইহা ভুল, এবং এই ভুলের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ১৬ এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত এক জন দর্শকের পত্র ; তাহাতে অভিনয়ের তারিখ "৯ই এপ্রিল, শনিবার" মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষও তাঁহার লিখিত কালীপ্রসন্ন সিংহের ইংরেজী জীবন-চরিতে (পৃ. ২৮) এই ভুল তারিখের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

দুই তিন শত বৎসর অতীত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনুরূপাদি এককালেই রহিত হইয়াছে, সেই অবধি আর কোন ধনবান্ ভবনে নাটকাদির অভিনয় হয় নাই। পরে সেক্সপিয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। উইলসন্ সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্ষ অতীত হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৺ প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিত্রযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গভূমির নিয়মাদির অনুবর্ত্তী হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবায় কারণ অনেকের মনোরঞ্জন হয় নাই।

এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসী গণ পুনরায় বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গলা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, ফলে মান্যবর নটগণ যথাবিহিত নিয়ম ক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের প্রীতিভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাঁহাদিগের অনুরোধ বশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ কারণই বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অনুরূপ যোগ্য হইলে আমরা শ্রম সফল হইবে।

২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে বিক্রমোর্ব্বশী নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়। এই অভিনয় প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

যোড়াসাঁকো নিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীর বৈঠকখানাস্থিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে গত দিবস রজনী ৮ ঘটিকা হইতে একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাট্যক্রীড়াছলে 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হয়, তদ্দর্শনার্থ কয়েক জন সুসম্ভ্রান্ত প্রধান ইংরাজ এবং বহু সংখ্যক এতদ্দেশীয় মান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, নেপথ্য এবং নাট্যশালার সুসজ্জায় এবং নট নটী প্রভৃতি সমুদয় কেলিকিল অর্থাৎ ক্রীড়ক কদম্বের ক্রীড়ায় তাবতেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচরপথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন, আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি-সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি,……।—'সংবাদ প্রভাকর', ২৫ নবেম্বর ১৮৫৭, বুধবার।

৩রা ডিসেম্বর তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয়ের এক সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহা পাঠে জানা যায়, কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকা কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৫৮ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' প্রকাশিত হয়। এখানি তাঁহার নিজস্ব রচনা—কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ নহে। এই বৎসরের ৫ই জুন তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে নাটকখানির মহলা দেওয়া হইয়াছিল, 'সংবাদ প্রভাকরে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে একথা জানা যাইবে :—

আগামি শনিবার ৭ ঘণ্টার সময় কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুত বাবু

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নাটকের আভিনায়িক পাঠ হইবেক এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্‌সপিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিশুর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।—'সংবাদ প্রভাকর,' ৪ জুন ১৮৫৮, শুক্রবার।

শুধু নাট্যকলা নহে, সঙ্গীতের উন্নতিকল্পেও কালীপ্রসন্নের বিশেষ চেষ্টা ছিল। হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর "৬কালিপ্রসন্ন সিংহ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

একজন বিশিষ্ট গায়কের মুখে শুনিয়াছি যে বিখ্যাত মহাভারতের অনুবাদক ৬কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় স্বাভাবিক অলাবুর তুম্বের অনুকরণে কাগজের তুম্ব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকাস্থ বৈঠকখানার মজলিসে আনা হইয়াছিল, তৎসাহায্যে গাওনাও হইয়াছিল। কাগজের তুম্ব অনেকটা শুষ্ক অলাবু তুম্বের কাছাকাছি যায় ; কিন্তু কাঠের করিলে সেরূপ হয় না।

৬কালিসিংহ মহাশয়ের তাম্বুরু নামক কলাবতী বীণার এরূপ কাগজের তুম্বী নির্ম্মাণের চেষ্টার জন্য সমস্ত সঙ্গীত সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ('পুণ্য'—পৌষ, মাঘ ১৩০৫, পৃ. ১৯০)

সাময়িক পত্রাদি পরিচালন

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'

বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' মাসে মাসে প্রকাশিত হইত, প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা কিন্তু সভার সভ্যেরা বিনামূল্যে এক খণ্ড করিয়া পাইতেন। ইহাতে কালীপ্রসন্নের রচনাবলী—বিশেষতঃ যে-সকল প্রবন্ধ তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে পাঠ করিতেন—প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে।* পত্রিকার মলাটের উপর মুদ্রিত আছে :—

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা।/ মাসিক প্রকাশ্য।/ শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ দ্বারা বিরচিত।/ বাঙ্গাল সুপিরিয়ার যন্ত্রে মুদ্রিত।/

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০ এপ্রিল ১৮৫৫ তারিখে। এই সংখ্যায় "বিজ্ঞাপনে" কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন :—

যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্ত ব্যক্তিব্যূহের উৎসাহে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। প্রথম দুই সংখ্যায়—সভ্যতার বিষয়, চাঞ্চল্য ; বাল্য-বিবাহ, কৌলীন্য, ও বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা, এই কয়টি প্রবন্ধ আছে। কালীপ্রসন্নের বাল্য-রচনার নিদর্শন-স্বরূপ শেষোক্ত প্রবন্ধটি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

...মুসলমান রাজারা রাজনীতি অনভিজ্ঞ ছিলেন, প্রজাদিগকে কিরূপ পালন করিতে হয় তাহা না জানাতে পালন স্থলে পীড়ন করিতেন, এবং এই দোষেই তাঁহাদিগের রাজ্য নষ্ট হয়।

---

* এই দুই সংখ্যার বিস্তৃত পরিচয় ১৩৪৩ সালের তৃতীয় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃ. ১২৬-৩৪) প্রকাশ করিয়াছি।

হিন্দু প্রজারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালারাজ্য অধিকার করিবার সদুপায় করিয়া দিলেন কিন্তু ব্রিটীশ, গবরণ,মেণ্ট,ও বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য নহেন। মুসলমানদিগের অধীনে পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পাওয়া যাইত না বলিয়া কেহ পরিশ্রম করিত না। কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা হয় তাহাও ভাল ছিল। এক্ষণে অবাধে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে সকলের মন উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু কি মনস্তাপ! যে ইংরাজদিগের সমকক্ষবিদ্য হইলেও তাহারদিগের ন্যায় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক জন ইংরাজ যে কর্ম্ম করে যদি সেই কর্ম্ম এক জন বাঙ্গালি নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেও তাহার বেতন সেই ইংরাজের ন্যায় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাঁহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে কি বিজাতীয় পক্ষপাত বল না। এক্ষণে একবার আকবর বাদসাকে স্মরণ করি, তাঁহার সময়ে যোগ্যব্যক্তি হইলেই রাজ্যের গুরুতর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল না। তাঁহার নিকট বিদ্যাই পূজ্য হইত, যেমন একচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদয় হইয়া পৃথিবীর সকল অন্ধকার হরে, সেইরূপ তিনি উদয় হইয়া পূর্ব্বমত মুসলমানদিগের রাজধর্ম্ম অনভিজ্ঞতা রূপ যে অন্ধকার ছিল, তাহা হরিয়াছিলেন দেখ ব্যবস্থাপক কৌনসলে এক্ষণে প্রজাদিগের কোন হাত না থাকাতে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোন আইন প্রচার কালে প্রজাদিগের মত গ্রহণ হয় না ইহাতে তাঁহারা কোন নিয়ম অকল্যাণকর জ্ঞান করিলেও স্তব্ধ থাকে পরন্তু মুসলমানদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না তাহারা যে কালে রাজা ছিল সে কালে অসভ্যতাই সবল ছিল কিন্তু এইক্ষণে অসভ্যতা দূর হইয়া সভ্যতার সোপান বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদিগের বৃটীশ গবরণমেণ্ট সভ্য বলিয়া লোকবিখ্যাত আছেন অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে ঐ বিষয়ে গবরমেণ্ট সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' সম্ভবতঃ এক বৎসরের অধিক কাল প্রকাশিত হয় নাই।

'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা'

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র পর ১৮৫৬ সনের জুলাই (?) মাসে কালীপ্রসন্ন 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' পরবর্ত্তী ৬ই আগষ্ট তারিখে লেখেন :—

'সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা' অর্থাৎ প্রাণি বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা। ইতাভিধেয় এক খানি নূতন পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, পত্রিকা প্রকাশক বা প্রকাশকগণ যে যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমুদয়াংশকেই উত্তম বলিতে হইবেক, যেহেতু তাহাতে সুসাধু সরল বঙ্গ ভাষায় অতি পরিষ্কাররূপে অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত হওয়াতে ঐ পত্রিকা সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, বিশেষতঃ 'কুতর্ক দমন' নামক প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, আমারদিগের পত্রের পরিমাণ দীর্ঘ নহে একারণ আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, তাহা সাধুরঞ্জন পত্রে প্রকটিত হইবেক, অধুনা আমরা জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে এই সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা পত্রিকা অবনীমণ্ডলে চিরস্থায়িনী হইয়া সকলকে সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় করুণা সর্ব্বত্র প্রকাশ করুক।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা-সম্পাদক কালীপ্রসন্নই যে 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' প্রকাশ করেন 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> সমাচার।...বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। (১ম খণ্ড, ৮ সংখ্যা, ১২৬৩)

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'

'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' পত্রিকার পর কালীপ্রসন্নকে আমরা আর একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিতে দেখি। ইহা 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পত্রিকার প্রথম ৬ পর্ব্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৭ম পর্ব্ব সম্পাদন করেন কালীপ্রসন্ন।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের' সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া কালীপ্রসন্ন ৭ম পর্ব্বের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৭৮৩ শক) ভূমিকা-স্বরূপ যাহা লেখেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ১৭৭৬ [১৭৭৩ ?] শকে বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তদবধি ক্রমাগত ছয় বৎসর যথানিয়মে উদিত হইয়া আসিতেছে। কেবল মধ্যে কিয়ৎকাল বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল।...বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতসমাজ, সর্ব্বত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে; এমন কি বর্ণ-পরিচয়বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশ-কাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।...
>
> বিবিধার্থ এতাবৎ কাল যাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন হইয়াছে—যিনি বাঙ্গালিভাষারে বিবিধ তত্ত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন—এক্ষণে তিনি এতৎ পত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও সহসা অপরিচিত-হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন; বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্ত্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; অনুবাদক-সমাজ, বিবিধার্থ সহৃদয়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ স্বীকার করিয়া আমি অসমসাহসিকতার কার্য্য করিয়াছি। সাহিত্য-সংসারে আমার নাম অশ্রুতপূর্ব্ব; সুতরাং এতাদৃশ অসদৃশ গুরু ভার মাদৃশ জন দ্বারা অব্যাঘাতে নির্ব্বাহিত হইবে এমত আশা করা যায় না; কেবল ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন ভরসা আছে, আমি সাবধানে সেই পথে তাঁহার অনুসরণ করিলে ক্রমে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব। সচ্ছিদ্রে মণিখণ্ডে সূত্র প্রবেশনের ন্যায় আমার পক্ষে অসুলভ হইবে না।...শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ সম্পাদক।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৭ম পর্ব্ব—১৭৮৩ শক,* বৈশাখ-অগ্রহায়ণ—সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার পর আর 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' প্রকাশিত হয় নাই।

* 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৭ম পর্ব্বের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভুলক্রমে "১৭৮২ শক" মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ এই তারিখ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন:—"Kali Prossunno began to edit the Magazine from Baisakh, 1782 *Saka*, corresponding to April, 1860."—*Memoirs of Kali Prossunno Singh* (1920), p. 88.

'পরিদর্শক'

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র পর কালীপ্রসন্ন এবার একখানি দৈনিক সংবাদপত্র কিছু দিন পরিচালন করিয়াছিলেন। পত্রখানির নাম 'পরিদর্শক'; ইহা ১৮৬১ সনের জুলাই (?) মাসে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'-সম্পাদনকালে কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শকে'র সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন :—

> পরিদর্শক।—এক খানি যথাবিহিত দৈনিক পত্রের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবধি ক্ষুব্ধ ছিলাম; পরিদর্শক আমাদিগের সে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালিসমাজ পরিদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, সোমপ্রকাশের প্রকাশ পূর্ব্বে অন্যান্য বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় নাই। পরিদর্শকের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনটন দেখা যায়। আমরা পরিদর্শক হইতে যত দূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে অসমর্থ; তন্নিমিত্ত আমরা পরিদর্শকসম্পাদকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের উপকারার্থ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করুন।

'পরিদর্শক' পত্রের অনটনের উল্লেখ করিয়াই কালীপ্রসন্ন ক্ষান্ত হন নাই; সে অনটন দূর করিবার জন্য শেষে তিনিই অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৬২ সনের ১৪ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৯) হইতে কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' পত্রের সম্পাদক হন, সঙ্গে সঙ্গে পত্রের কলেবরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'সোমপ্রকাশ' লিখিলেন :—

> পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি।—এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটীই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিক পত্র। পাঠকগণ দৈনিক পত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এত দিন উহার যে রূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যূনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভগ্নোৎসাহ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সমাধান স্বল্পব্যয়সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। আমরা প্রথমাবধি কয়েক খানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদায়গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ('সোমপ্রকাশ', ২৪ নবেম্বর ১৮৬২)

কিন্তু কয়েক মাস যাইতে-না-যাইতেই কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৮৬৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি 'সোমপ্রকাশ' লিখিলেন :—

> আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এক খানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদ পত্র নাই। পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশা জন্মিয়াছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল। সম্পাদক বিরক্ত হইয়া পরিদর্শক উঠাইয়া দিলেন। তিনি বিরাগের যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রাহকগণের অনাদর উহার অন্যতর বলিয়া উপন্যস্ত হইয়াছে।...আমরা সম্পাদকের

একটী সঙ্কোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার করিবেন না। তাঁহার সদৃশ দেশহিতৈষী উদারস্বভাব ব্যক্তিরা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইবে ?

কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা

"এই ভারতবর্ষে কত কত মহাবলপরাক্রান্ত রাজাধিরাজেরা সুদূরবিস্তৃত পন্থা, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা ও দুর্গম দুর্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরই কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না। কত কত সুসমৃদ্ধ জনপদ গহন বিপিনে পরিণত ও নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি ভিন্ন অপর কীর্ত্তিমাত্রই বিনশ্বর। গ্রন্থাদি ভাষার সহিত চিরদিন বর্ত্তমান থাকে এবং নবাবিভূ'ত লোকের নিকট চিরদিন নবীন বলিয়া প্রতীত হয়।"—কথাগুলি কালীপ্রসন্ন সিংহের। জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ তিনি যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি—বিশেষ করিয়া 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' ও অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। কালানুসারে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দিতেছি :—

(১) **বাবু নাটক**। ১৮৫৩ (?)

১৪ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত "বিজ্ঞাপন" হইতে এই নাটকখানির কথা জানা যায় :—

> পূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমি একবার বাবু নাটক্ নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার অভিলাষি, যদ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক মূল্য ৷৹, বিনা স্বাক্ষরকারী ৷৷৹ মাত্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।

(২) **বিক্রমোর্ব্বশী নাটক**। সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭। পৃ. সংখ্যা ৮৫।

ইহার বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

> বিক্রমোর্ব্বশী নাটক। / মহাকবি কালীদাস বিরচিত। / শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল / সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গলা ভাষায় / অনুবাদিত। / কলিকাতা / বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ। / তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে / শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা মুদ্রিত। / ১৭৭৯ শক। /

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' আছে।

ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> প্রস্তাবিত গ্রন্থের কিয়দংশ পূর্ণচন্দ্রোদয়-পত্রে প্রকটিত হইয়াছিল ;...রচনাচাতুর্য্য-দৃষ্টে প্রতীত হইতেছে যে ইদানীন্তনের বিষয়ী গ্রন্থকারদিগের ন্যায় প্রশংসিত সিংহ মহাশয় ভট্টাচার্য্যদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই ; যেহেতু ইহাতে নস্যের গন্ধমাত্র বোধ হয় না।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', আশ্বিন ১৭৭৯ শক, পৃ. ১২৭।

(৩) সাবিত্রী সত্যবান নাটক। ১৮৫৮। পৃ. সংখ্যা ৷৴০+৯৮।

'বাবু নাটক'-এর ন্যায় এখানিও কালীপ্রসন্নের নিজস্ব রচনা। ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Shabitree Shotyobhan Natuck. / A / Comedy / By / Kaliprosono Sing / *Member of the Asiatic and Agricultural and Horticultural / Societies of India, and of the British Indian Association, / and President of the Bedoyth Shahine Shobha / of Calcutta, etc. etc. etc.* / Calcutta / Printed by G. P. Roy & Co. for Bedoyth Shahine Shobha, No. 67/ Emaumbarry Lane, Cossitollah. / 1858. /

সাবিত্রী সত্যবান নাটক। / শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ / প্রণীত। / কলিকাতা। / জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী / সভার কারণ মুদ্রিত, / কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭। / শকাব্দা ১৭৮০ / বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং। /

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনটিও এখানে উদ্ধৃত করা হইল :—

বিজ্ঞাপন।

সাবিত্রী সত্যবান নাটক, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মহাভারতীয় বন পর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানে সাবিত্রী সত্যবান বিষয়ক আখ্যায়িকা বিশেষ রূপে লিখিত থাকায় এস্থলে সে বিষয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী চরিত হইতে কেবল মর্ম্ম মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, নতুবা কোন কোন স্থান অসংলগ্নবোধে পরিত্যক্ত স্থান বিশেষে নূতন ঘটনায় অলঙ্কৃত করা গিয়াছে, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে মহাভারতীয় সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান অতীব সুন্দর, ইহার রমণীয়ভাব ও কমনীয় প্রতিভার দ্বারা পাঠকগণ সময়ে সুন্দর রসে সম্মোহিত হয়েন তাহার সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক, যদ্দারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উদাহরণ স্বরূপে ও ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষায় তদনুসরণে সমর্থা হইবে। এক্ষণে সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান নাটকাকারে পরিণত করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ সমীপে সমর্পণ করিলাম, বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণের পাঠ যোগ্য এবং নগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অভিনয়ার্হ হইলেই পরিশ্রম ও ধন ব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
১৭৮০ শকাব্দা } শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে এক খণ্ড 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' আছে।

(৪) মালতী মাধব নাটক। ১৮৫৯। পৃ. সংখ্যা ৷৶০+৯১।

ইহার ইংরেজী আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

Malatee Mudhaba / A / Comedy / of / Bhubabhootee. / *Translated into Bengalee from the original Sanscrit,* / By /Kali Prusno Sing. / M. A. S. / Calcutta : / Printed for the Beedut Shaheenee Shova, by G. P. Roy & Co., / No. 67, Emaumbarry Lane. / Cossitollah. / 1859. /

বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

মালতী মাধব নাটক। / মহাকবি ভবভূতি বিরচিত। / শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে / বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। / কলিকাতা। / জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী / সভার কারণ মুদ্রিত, / শকাব্দা ১৭৮০ / বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং। /

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপন" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

মালতীমাধব নাটক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের অবিকল লালিত্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা নিরর্থক, কারণ অবিকল অনুবাদিত গ্রন্থ সহজেই পাঠ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, বিশেষতঃ প্রত্যেক পদের বাঙ্গালা অর্থ ও শব্দানুকরণে যথার্থ ভাব সংরক্ষণ করা কাহারও সাধ্য নহে, ইহার প্রথম উদ্যম স্বরূপে মহাকবি কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকেই সংপূর্ণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত এবার তাহা হইতে সতর্কিত হইতে হইয়াছে।...

মদ্রচিত মৎপ্রণীত ও মদনুবাদিত অন্য অন্য নাটক হইতে মালতীমাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে, কারণ অভিনয়ার্হ নাটক সকল ইদানিন্তন যে ভাষায় লিখিত হইতেছে আমিও সেইরূপ অবলম্বন করিয়া ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ করণ মানসে সচেষ্ট ছিলাম, এক্ষণে সহৃদয় রঙ্গপ্রিয় মহোদয়গণ মালতীমাধব নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ অভিনয়ার্হ ও পাঠ্য বিবেচনা করিলেই পরিশ্রম ও ধন ব্যয় সফল বিবেচনা করিব।

কলিকাতা।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা।
শকাব্দা ১৭৮০। } শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

(৫) হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন। ১৮৬১। পৃ. সংখ্যা ১৬।

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে কালীপ্রসন্ন এই পুস্তিকাখানি রচনা করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরিত করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র তৎসম্পাদিত *Indian Field* পত্রে এই পুস্তিকাখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

We have received a funeral euloge by Bahoo Kali Prossunno Singh on the late editor of the *Hindoo Patriot* which has been published at the Pooran Sangraha Press. The language used is chaste and classical but perhaps too refined and elevated for common readers. The writer depicts the character and delineates the career of the late Harish Chunder Mookerjee. He calls on his fellow-countrymen to open their purse-strings to commemorate the distinguished services of the deceased and we trust the call will be cordially responded to. *

---

* শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ-রচিত *Memoirs of Kali Prossunno Singh* (1920) পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে ও তদন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে এই পুস্তিকার দুই খণ্ড আছে।

(৬) হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথমে খণ্ডশঃ পুস্তিকাকারে ১৮৬১ (?) সনে প্রকাশিত হয়। এরূপ এক খণ্ড পুস্তিকা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আছে। পুস্তিকাখানির (পৃ. সংখ্যা ১৬) আখ্যাপত্র এইরূপ :—

> হুতোম প্যাঁচার / কলিকাতার নক্‌শা। / চড়ক। / প্রথম খণ্ড। / "উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা। / কালোহায়ং নিরবধিবির্পুলা চ পৃথ্বী॥" / ভবভূতি। / আশ্‌মান। / রামপ্রেসে মুদ্রিত। / নং ৮৪ হুঁকো রাম বসুর ষ্ট্রীট। / মূল্য পয়শায় দুখানা। /

ইহার উপহার-পৃষ্ঠায় "১৭৮৩ শক" (= ১৮৬১ ?) পাইতেছি। পুস্তিকার ভূমিকা-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> বিজ্ঞাপন।—হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নক্‌শা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছু দিন পরে বুজ্‌তে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগ্য হুতোম্‌কে দিনের ব্যালা দেখ্‌তে পেয়ে কাক ও ফর্‌মাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচাখুঁচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।

এই পুস্তিকায় দুইখানি লাইন-এনগ্রেভিং আছে। একখানি—"হুতুম প্যাঁচা আশ্‌মানে বসে নক্‌সা উড়াচ্চেন"; অপরখানি—"ঠণ ঠণের হঠাৎ অবতার"।

১৮৬২ সনের শেষার্দ্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। পুস্তকখানির ইংরেজী ও বাংলা আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> Sketches by Hootum / illustrative of / Every Day Life and Every Day / People. / Vol. 1 / "By heaven, and not a master tought." / "Mislike me not for my complexion." / Shakespeare. / Calcutta. / Bose and Company, Printers & Publishers. / 1862. /

> হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। / (প্রবন্ধ কল্পনা।) / প্রথম ভাগ। / স্বর্গাদিদ মনুপ্রাপ্তং নাচার্য্যা মুখ কন্দরাৎ প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্বস্তাস্নন স্তথা। / চিত্তবৃত্তেশ্চ দন্তাস্মৈ প্রতিভা পরিমর্জ্জিতা। / কলিকাতা। / রাম প্রেস্ / বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রচারিত। / দরজী পাড়া। / ১৭৮৪। /
> [পৃ. সংখ্যা ১৭৬]

পুস্তকের আরম্ভেই একটি অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা। কবিতাটি এই :—

> হে শারদে! কোন্ দোষে তুমি দাসী ও চরণতলে?
> কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?
> এ কুৎসিতে! কোন্ লাজে সপত্নী সমাজে পাঠাইব,
> হেরিলে মা এ কুরূপে—দুষিবে জগৎ—হাঁসিবে
> সতিনী পোড়া; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে
> কুমার—সে সময় মনে ষ্যান থাকে; চির অনুগত লেখনীরে!

শেষের সংস্করণগুলিতে এই কবিতাটির পরিবর্ত্তে একটি টপ্পার দুই পংক্তি দেওয়া আছে।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র দ্বিতীয় ভাগ অল্প দিন পরেই প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম দুই ভাগ একত্রে (পৃ. ১৮০+৫৪) প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সনে এবং পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ১৩৮+৫৪) ১৮৬৮ সনে। এই দুই সংস্করণের পুস্তক ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

(৬) **কলিকেতার হাটুহদ্দ।** ১৮৬৪ (?)

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকাগার হইতে সম্প্রতি আমাকে এক খণ্ড 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা', ১ম ভাগ (১ম সংস্করণ) দিয়াছেন, এবং ইহার সহিত একত্রে বাঁধা ৬৮ পৃষ্ঠার এক খণ্ড পুস্তকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

পুস্তকখানির আখ্যাপত্র নাই। ইহা চারিটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ :—আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন, (২) সরস্বতী পূজা, (৩) পল্লীগ্রাম তীর্থ, (৪) উপসংহার। পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার প্রকাশকাল যে ১৮৬৪ সন তাহা জানিতে পারা যায় :—

> আজ ১২৭০ সালের ৬ই মাঘ সোমবার......(১ম পৃষ্ঠা)
>
> হুতোম [১৮৬২ সনে প্রকাশিত] আজো দুবছর হয় নাই বাহির হয়েছে,...(পৃ. ২৪)

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইহা কালীপ্রসন্নেরই রচনা বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। ৪৯ পৃষ্ঠার নিম্নোদ্ধৃত পাদটীকাটি আমার অনুমান সমর্থন করে :—

> (৫) সহরে যাত্রা কবির সময় যে রকম সমারোহ হয়ে থাকে, তদ্বিষয় প্রথম ভাগ হুতোম প্যাঁচার নক্‌সার বারোয়ারি পূজা গর্ভাঙ্কে দেখ।

এই পুস্তকখানিই বোধ হয় 'কলিকেতার হাটুহদ্দ'। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা', ১ম ভাগের (১ম সংস্করণ) শেষে 'কলিকেতার হাটুহদ্দ' পুস্তকের এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছিল :—

> যদি হুতোমের নক্‌শার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সহৃদয় সমাজে গ্রাহ্য হয় তবে হুতোম প্যাঁচা লিখিত
>
> কলিকেতার হাটুহদ্দ
> অর্থাৎ
> **Mysteries of Calcutta**
>
> পুস্তকের ছাপা আরম্ভ করা যাবে।

আমার মনে হয় 'কলিকেতার হাটুহদ্দ' প্রকাশিত হইয়াছিল। আলোচ্য পুস্তকের ৮ম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পাদটীকায় "হাটুহদ্দ" কথাটির প্রয়োগও পাইতেছি :—

> (২) এই পরিচ্ছেদে ও পরিচ্ছেদান্তরে যে সকল ব্রাহ্মের কুক্রিয়ার হাটহদ্দ আছে...

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের আর একটি খণ্ড আছে; তাহাও আখ্যাপত্রবিহীন। পুস্তক-তালিকায় ইহা 'আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৭) **পুরাণসংগ্রহ।** মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। ১-১৭শ খণ্ড। ১৮৫৮-৬৬।

কয়েক জন পণ্ডিতের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন মূল সংস্কৃত হইতে মহাভারত গদ্যে অনুবাদ করেন। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে পণ্ডিত-সংগ্রহের জন্য ২ জুলাই ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন :—

> বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।—বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০, ১২, ১৬ টাকা, বেলা ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।—শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

কালীপ্রসন্ন এই অনুবাদ-গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন 'পুরাণসংগ্রহ'। নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যাইবে ১৮৫৮ সনের জুলাই মাসের মাঝামাঝি মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং রামায়ণ-অনুবাদের সঙ্কল্পও কালীপ্রসন্নের ছিল :—

> বিজ্ঞাপন।—মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদারম্ভ হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। —'সংবাদ প্রভাকর,' ১৩ জুলাই ১৮৫৮।

মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্য শেষ করিয়া সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে দীর্ঘ আট বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার ১৭শ বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ শকে (১৮৬৬)। "অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার" রূপে কালীপ্রসন্ন ১৭শ খণ্ডের শেষে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ১৭৮০ শকে সৎকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম।...অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।...
>
> বহু দিবস সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক পরিচালনার বিলক্ষণ অসম্ভাব হওয়াতে আপাতত মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর এপ্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২।৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্নিবন্ধন অনুবাদকালে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি বহুযত্নে আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত এবং সভাবাজারের রাজবাটীর, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺ শান্তিরাম সিংহবাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায় একত্রিত করিয়া বহুস্থলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।...
>
> আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরলহৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।...সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমারে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

যে সকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে আমার সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাঙ্গলা অনুবাদক ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, ৺ কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ৺ ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় ৺ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও ৺ অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি ১০ জন অনুবাদশেষের পূর্ব্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিমিত্ত আমারে চিরজীবন যার পর নাই দুঃখিত থাকিতে হইবে।

এক্ষণকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারতস্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম।...

মহাভারতের প্রত্যেক খণ্ড তিন সহস্র মুদ্রিত হয়। সমগ্র গ্রন্থ বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে প্রার্থীদিগকে দান করা হইয়াছিল।

(৮) বঙ্গেশবিজয়।

কালীপ্রসন্ন এই নামে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। ১৮৬৮ সনে ইহার দুই ফর্ম্মা ছাপাও হইয়াছিল, * কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। / মূল, অন্বয় ও মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত / বঙ্গানুবাদ আচার্য্যগণের টীকানুযায়ী / পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। / অনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ। / পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধা ভক্তিংসুখীভবেৎ ॥ / ৩৮ নং নন্দলাল দের ষ্ট্রীট, বরাহনগর, "শ্রীরামকৃষ্ণ-/ লাইব্রেরী" হইতে শ্রীসত্যচরণ মিত্র কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা। / শক ১৮৩৩।১৩১৮।১৯১১। / মূল্য উত্তম বাঁধাই ৸৹ বার আনা / [পৃ. সংখ্যা ৫১২]

---

* প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাঁহার বাল্যবন্ধু কালীপ্রসন্নের নামে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন। ইহার ভূমিকায় (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ সনে লিখিত) প্রকাশ :—

"...গ্রন্থের নাম 'বঙ্গেশবিজয়' দিয়া মুদ্রাঙ্কনার্থে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধু দ্বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে, উক্তাভিধেয় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের রচিত একখানি গ্রন্থের দুই ফরমা ভট্টাচার্য্য যন্ত্রে ছাপা হইয়াছে, একারণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের, তথা শ্রীযুক্ত সিংহ মহোদয়ের ও আমার মধ্যস্থ আত্মীয়ের অনুরোধে 'বঙ্গেশবিজয়' নামের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থের নাম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' দিলাম।...(২ আশ্বিন ১২৭৫)"

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় ইহার এক খণ্ড শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের নিকট দেখিয়াছি। পুস্তকে "প্রকাশকের নিবেদনে" প্রকাশ :—

গদ্য মহাভারতের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অনুবাদক পুণ্য শ্লোক ধনকুবের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সংস্করণ সম্পূর্ণ করিয়া অকালে স্বর্গারোহণ করেন, সুতরাং এতাবৎকাল ইহা আদৌ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে জীর্ণ শীর্ণ কীটদষ্ট হস্তলিখিত পুঁথির প্রকাশসত্বের ভার গ্রহণ করিয়া মহাত্মার শেষ কীর্ত্তি স্বরূপ এই "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" সাধারণের সুবিধার জন্য সুবৃহৎ পকেট এডিসনে প্রকাশ করিলাম।

কালীপ্রসন্ন-লিখিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র "ভূমিকা" নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মহাভারতীয় ভীষ্ম পর্ব্ব জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ, ভূমি, ভগবদ্গীতা ও ভীষ্মবধ এই চারি পর্ব্বে বিভক্ত। এই পর্ব্ব পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বতন হিন্দুরা সকল কার্য্যই ধর্ম্মের অনুমোদিত করিয়া সম্পন্ন করিতেন। যুদ্ধ যে এমন নৃশংস ব্যবহার, তাহাও ধর্ম্ম বুদ্ধিতেই সম্পাদিত হইত। উভয় পক্ষ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যে সকল সাংগ্রামিক নিয়ম সংস্থাপিত করেন, তাহাতেই উহা সপ্রমাণ হইতেছে। উভয় পক্ষই মধ্যে মধ্যে আপনাদের সংস্থাপিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেন বটে, কিন্তু যিনি ঐ রূপ করিতেন, তিনি জনসমাজে অন্যায়কারী বলিয়া সাতিশয় নিন্দনীয় হইতেন। এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যে ভূরি ভূরি লোক ক্ষয় ও অনিষ্ট ঘটনা হইবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষই বিলক্ষণ রূপে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্য্যোধন স্বার্থপরতায় ও যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে অধর্ম্ম হয়, এই রূপ সংস্কারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্যাসদেবের সময়ে কিরূপ ভূগোল বিদ্যার আলোচনা হইত, জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ ও ভূমি পর্ব্বে তাহাও এক প্রকার অবগত হওয়া যায়।

ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে পূর্ব্ব পুরুষদিগের বিদ্যা বুদ্ধি স্মরণ করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়। কত শতাব্দী অতীত হইল ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ মতের সহিত অধুনাতন বিখ্যাত আন্বিক্ষিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে ভ্রান্তিসংকুল মতও নিবেশিত আছে যথার্থ বটে, কিন্তু উহার মধ্যে যে সকল অমূল্য সত্য অক্ষত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভারতবর্ষীয় আন্বিক্ষিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের গৌরবের একমাত্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে যুদ্ধপরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই ভগবদ্গীতা অবতারিত হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধোৎসাহ উদ্দীপিত করা উহার যত উদ্দেশ্য, মনোবিদ্যা প্রভৃতি প্রচার করা তত উদ্দেশ্য ছিল না। ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সঞ্জয় একেবারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করাইতেছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোন স্থলেই যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয় নাই। ব্যাসদেব কেবল মহাভারতের ষট্সম্পাদিতা সম্পাদন করিবার নিমিত্তই এই রূপ কৌশল করিয়াছেন।

পূর্ব্বতন হিন্দুরা কিরূপ উৎসাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, অরাতিগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত দুর্ব্বিষহ কষ্টকে কেমন আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেন, ধর্ম্ম রক্ষার অনুরোধে প্রাণত্যাগ কেমন সামান্য বোধ করিতেন, কি প্রকারে সেনাপতি নিয়োগ, সেনা বিভাগ, যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহ নির্ম্মাণ, যুদ্ধ আরম্ভ, যুদ্ধ অবহার ও নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করিতেন এবং যুদ্ধে মৃত ও আহত ব্যক্তিদিগের প্রতি কিরূপ আচার করিতেন, ভীষ্ম বধ পর্ব্ব পাঠ করিলে বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়। ফলত যিনি তন্ন তন্ন করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি ভীষ্ম পর্ব্বে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ ও অনেক সত্য উপার্জ্জন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবন-

সেবা কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। ভগবদ্গীতা অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর-প্রসাদে পৃথিবী-মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্ম্মানুধাবন করত হিন্দু কুলের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

এই সকল পুস্তক ছাড়া কালীপ্রসন্ন বহু প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম দুই সংখ্যা ছাড়া এই পত্রিকার অন্য সংখ্যাগুলি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ডেবিড হেয়ার সাম্বৎসরিক সভাতেও কালীপ্রসন্ন কয়েক বার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।* ডেবিড হেয়ারের মৃত্যুর পর প্রতি বৎসর জুন মাসে এই সভার অধিবেশন হইত; সভায় বহু মান্যগণ্য লোকের সমাগম হইত, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদিও হইত। কালীপ্রসন্ন নিজ বাটীতে কয়েক বার এই সাম্বৎসরিক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই স্মৃতিসভায় তিনি যে সকল বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

১ জুন	১৮৫৬,	১৪শ সাম্বৎসরিক সভা	প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৫৭,	১৫শ „	বঙ্গভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৫৯,	১৭শ „	বাংলা নাটক
২ জুন	১৮৬১,	১৯শ „	প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৬৩,	২১শ „	কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ।†

কালীপ্রসন্নের এই সকল রচনার কোনটিই এ-যাবৎ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহের বদান্যতা

কালীপ্রসন্নের বদান্যতা ছিল অনন্যসাধারণ এবং বহুমুখী; দেশের বহুবিধ হিতকর কার্য্যে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে অকাতরে দান করিতে তাঁহার মত সে-যুগে আর কাহাকেও দেখি না। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছেন, "তিনি যেমন তাঁহার Purse-এর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না।" তাঁহার বদান্যতার বিস্তৃত পরিচয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা এখানে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

---

* **Peary Chand Mittra : *A Biographical Sketch of David Hare,* (1877), pp. 94, 99, 101-02** দ্রষ্টব্য।

† ১ জুন ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

"বিবিধ সংবাদ। ১৬ জ্যেষ্ঠ।—১লা জুন সোমবার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে মৃত মহাত্মা ডেবিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সমাজে বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচন, কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা, কৃষিসমাজ ও কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষিসাধন অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শনের মহোপকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

মাতৃভাষা-চর্চায় ছাত্রদের উৎসাহ দান

ছাত্রদিগকে বাংলা-রচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য কালীপ্রসন্ন সময়ে সময়ে পদক ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। ১ জুন ১৮৫৮ তারিখের 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' পত্রে প্রকাশ—

> ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্রদের শিক্ষার পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ইংরাজি চারি শ্রেণীতে বাঙ্গালা বিষয়ে প্রশ্ন প্রদান ও উত্তম লেখক চারি বালককে পদক প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচাযা বাঙ্গালা শিক্ষার পরীক্ষা করিয়া, ছাত্রগণকে পারিতোষিক দিয়া এবং এক বক্তৃতা দ্বারা তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সিংহ মহাশয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।*

সাহিত্যের উৎসাহদাতা

মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কালীপ্রসন্ন অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। লেখক-বর্গের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ মাঝে মাঝে তিনি পুরস্কার ঘোষণা করিতেন—বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিবরণে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সংবাদ প্রভাকর' যন্ত্রালয়ে চৈত্র মাসের শেষ দিবসে একটি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইত। সম্মিলনে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইত, প্রবন্ধাদি পঠিত হইত, ভোজেরও ব্যবস্থা ছিল। এই বার্ষিক সম্মিলনে বহু লেখককে পুরস্কার বিতরণ করা হইত। এই সকল পুরস্কার দিতেন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা; তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্নের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এরূপ পুরস্কার প্রদানের একটি বিবরণ ১ বৈশাখ ১২৬৮ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

> বঙ্গভাষা লেখক ও অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালা অনুবাদকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ প্রভাকর পত্রের বর্ষবৃদ্ধির আনন্দজনক এই বার্ষিকী সভায় পারিতোষিক প্রদানের যে নিয়ম এতৎপত্রের জন্মদাতা কবিবর গুণাকর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কতিপয় দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহি ব্যক্তি-দিগের বিশেষানুরাগ ও সাহায্য দ্বারা নিরূপণ করিয়াছিলেন…বহুবাজার নিবাসি বহুগুণসম্পন্ন বিদ্যানুরাগী সরলস্বভাব বাবু ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কয়েক বৎসর ঐ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন,…। উমেশ বাবুর অভাবে উক্ত লেখক ও অনুবাদকগণের উৎসাহবর্দ্ধন বিষয়ে আমারদিগেরও অনুরাগ অনেকাংশে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, কিন্তু যুগলসেতুনিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহী সরলস্বভাব সুপ্রসন্নচিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধন বিষয়ে সমধিক উৎসাহী হইয়া যথেষ্ট রূপে আনুকূল্য করাতে আমারদিগের ঐ ক্ষুণ্ণোৎসাহ বর্দ্ধমান হইয়াছে, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন বিষয়ে কালীপ্রসন্ন বাবুর যেরূপ অনুরাগ ও যত্ন আছে, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই, তিনি ঐ বিষয়ে কেবল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, এমত নহে, স্বয়ং লেখনীধারণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রমও করিতেছেন, বঙ্গভাষার সুলেখকদিগকে তিনি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন, এবং তাহারদিগের দ্বারাই সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন, স্বয়ং মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করিয়া মহাভারতাদি মহাপুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক উত্তম রূপে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া অকাতরে সাধারণকে বিতরণ করাতে যে উপকার হইতেছে তাহা

---

* "পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রে বিগত শতাব্দীর বাংলার কথা," 'ভারতবর্ষ,' আশ্বিন ১৩৩১, পৃ. ৫৬১।

বিবেচনা করিলে স্বদেশহিতেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকটে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবেক। অধুনা আমরা এইস্থলে তাঁহার বিষয় অধিক না লিখিয়া পরমেশ্বরের নিকটে একান্তচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি অরোগী এবং দীর্ঘায়ু হউন, এবং বঙ্গভাষার উন্নতিবর্দ্ধন বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও অনুরাগ এবং উৎসাহ ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকুক, স্বজাতীয় ভাষার অবস্থা সংশোধন বিষয়ে তিনি অবিচলিত অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আপনার যথার্থ কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিতেছেন, তিনি তদ্বিষয়ে যে সমস্ত সৎসঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইলে এদেশের এক চির উপকার সাধন করা হইবেক। পুরাবৃত্তলেখক মহানুভবেরা হেমাক্ষরে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের গুণাবলী বর্ণন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অনুবাদের নিমিত্ত দুইটি প্রশ্ন প্রদান করিয়াছিলেন, যথা।

ইংলণ্ডীয় কবিবর তামস্ মুর সাহেবের বিরচিত লালারুক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ পারিতোষিক ১০০ টাকা।

টড্ সাহেবের রাজস্থাননামক পুস্তক হইতে উদয়পুরের রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ পারিতোষিক ৩০ টাকা।

ইহার মধ্যে কোন অনুবাদক লালারুক অনুবাদ করিয়া প্রেরণ করেন নাই, ...।

দ্বিতীয় বিষয়, অর্থাৎ কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বর্ণন দুই জন অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু গোঁসাই দাস গুপ্তের লেখা পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় উত্তম হওয়াতে তাঁহাকে অবধারিত পারিতোষিক ৩০ টাকা প্রদানানুমতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় পদ্য রচনাবিষয়ে তিনটি বিষয় প্রেরণ করেন যথা।

রূপকচ্ছলে সমস্ত রজনীবর্ণন, বঙ্গভাষার সমালোচন এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থাবর্ণন কবিতা ৪০০ পঙক্তির ন্যূন না হয়, পারিতোষিক ৫০ টাকা,...শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়মাধব বসুর রচনা উত্তম হওয়াতে তিনি অবধারিত পঞ্চাশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বিষয়, নগর মধ্যে রজনী সম্ভোগ এবং কলিকাতা নগরের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন। কবিতার সংখ্যা চারিশত পঙক্তির অধিক না হয়, এই বিষয় কেবল শ্রীযুক্ত রাধামাধব মিত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন,...তাঁহাকে অবধারিত ত্রিশ টাকা প্রদান করা গেল।

শেষ প্রস্তাব গদ্য রচনা পুরাণ পাঠের ফল, এই বিষয়ে যে কয়েকটি রচনা আসিয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সেনের রচনা পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় উত্তম হওয়াতে তাঁহারা উভয় লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অবধারিত পারিতোষিক ত্রিংশৎ মুদ্রা সমভাগ করিয়া দিবার আদেশ করিয়াছেন।

১২৭০ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির বার্ষিক সভার জন্যও কালীপ্রসন্ন স্বনামে ও বেনামীতে কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। পুরস্কারের বিষয়গুলি এই :—

শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রদত্ত।

পুরাণ পাঠের ফল কি ?

পরিমাণ প্রভাকর পত্রের চারি ফরমা, পুরস্কার ২৫ টাকা।

পরীক্ষক ব্রহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী।

শ্রীযুলুকচাঁদ শর্ম্ম প্রদত্ত।

প্রথম। "ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা অপেক্ষা কি কি বিষয়ে এইক্ষণে উন্নতি হইয়াছে" বিবি

লিখিবেন, তাঁহার এই লেখা অন্যূন বিংশতি পত্র হয়, পারিতোষিক ১০ টাকা মাত্র, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

দ্বিতীয়, বঙ্গদেশাধিপতি সুবিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের জীবন বৃত্তান্ত ১২ পেজি ফরমার এক শত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়, পারিতোষিক ৪০ চল্লিশ টাকা।

পরীক্ষক শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।...('সংবাদ প্রভাকর', ২৫ মার্চ্চ ১৮৬৪)

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিতায় অনেক লেখক তাঁহাদের সাহিত্যচর্চার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ সনের ৩০ নবেম্বর তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

নূতন পুস্তক।...বাঙ্গলা নাগানন্দ। ইহা সংস্কৃত নাগানন্দের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুমতি অনুসারে এই অনুবাদ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু ইহার সমুদয় ব্যয় দিয়াছেন। লেখা মন্দ নহে। চিতপুর পুরাণসংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত ; ...

কালীপ্রসন্ন সাহিত্যিকগণকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। ১৮৬২ সনের মাঝামাঝি ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রে কতকগুলি কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে নূতন ফৌজদারী বিধিমতে ধৃত হইয়া জেলে গমন করিলে, কালীপ্রসন্নই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে জামিনে খালাস করেন। এই সম্পর্কে ৯ জুন ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নিম্নের সংবাদটি প্রকাশিত হয় :—

The same paper [*The Sajjan Ranjan*] mentions that Baboo Kali Prosunno Sing has got the editor of the *Russoraj* released from jail by paying into Court the adjudged amount for bail for his appearance during trial.

বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের অশেষবিধ কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সময়ে সময়ে এই সকল পত্রিকার উন্নতিবিধানের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। ইহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) ১৮৬১ সনের মে মাসে 'ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র' নামে রাজনীতি-সংক্রান্ত একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র তারকচন্দ্র চূড়ামণির সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। এই পত্র প্রকাশে সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন সম্পাদককে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছিলেন। ('সোম-প্রকাশ,' ১ জুলাই ১৮৬১)

(খ) ১৩ অক্টোবর ১৮৬২ তারিখে 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, জোড়াসাঁকোস্থ প্রসিদ্ধ দাতা স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত্ত ২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন তত্ত্ববোধিনী সভাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন (১৮৫৬ সনে ?) বলিয়া জানা যায়। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

কালীপ্রসন্ন নিজে একটি প্রেস কিনিয়া তত্ত্ববোধিনী সভাকে দান করেন। তাহা আজও আদি-ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে লাগিতে রহিয়াছে। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐ সময়ে

মিশিয়াছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে আদিব্রাহ্মসমাজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি ঝাড় দিয়াছিলেন। সেটী রূপান্তরিত হইয়া আজও সমাজের ত্রিতলে বিরাজমান। মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায়দানের আংশিক ভারও তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ("৺কালীপ্রসন্ন সিংহ," 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'. জ্যৈষ্ঠ ১৮৪২ শক, পৃ. ৩৭)

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কালীপ্রসন্ন পাঁচ ছয় বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সমাজে নিয়মিত ভাবে অর্থ দান করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ শকের কার্ত্তিক সংখ্যা (১৮৫৬) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (পৃ. ১০৩) "দানপ্রাপ্তির বিবরণে" "শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ... ১০ টাকা"—এই উল্লেখ পাইতেছি। ১৭৮২ শকের আষাঢ় সংখ্যা (১৮৬০) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে "সাম্বৎসরিক দান। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ...১৫০" উল্লেখ আছে। ১৭৮৩ শকেও তাঁহার দানের প্রাপ্তিস্বীকার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সনে তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থ তিনি অন্যতম "যন্ত্রাধ্যক্ষ" নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ফাল্গুন ১৭৭৮ শক, পৃ. ১৬০)।

কালীপ্রসন্ন যে কেবল বাংলা পত্রিকাগুলিরই প্রতি সদয় ছিলেন এরূপ মনে করিলে অন্যায় হইবে। শিক্ষিত স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরেজী পত্রিকাগুলির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। ১৮৬১ সনে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *Mookerjee's Magazine* (১ম পর্ব্ব) প্রকাশিত হয়। ইহার মুদ্রণের সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন স্বয়ং একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া শম্ভুচন্দ্রকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। কিছু দিন পরে, ১৮৬২ সনের মে মাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রের সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন মুদ্রাযন্ত্রটি দান করিয়াছিলেন।* সম্ভবতঃ এই প্রসঙ্গেই 'সোমপ্রকাশ' ৫ জানুয়ারি ১৮৬৩ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

বিবিধ সংবাদ।...১৭ই পৌষ বুধবার। আমরা এবারের বাঙ্গালি পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সম্পাদক বলেন, স্বদেশহিতৈষী প্রসিদ্ধ দাতা বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ পত্রের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্রের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। জানুয়ারি মাস অবধি ঐ পত্রের অবয়ব বৃদ্ধি হইবে। কালীপ্রসন্ন বাবুর তুল্য সৎ কার্য্যে উৎসাহ দাতা লোক অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'দুরবীণ'

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে পরিবারবর্গের জন্য তিনি একখানি বাড়ী ও হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস ভিন্ন আর কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ন্যায় দেশহিতকর পত্রের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। এই সময় কালীপ্রসন্নই 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া প্রেস ও পত্রের

* *Memoirs of Kali Prossunno Singh*, p. 48.

সর্ব্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শুধু পত্রিকাখানি রক্ষা পায় নাই, পরন্তু হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গও যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। স্থানাভাবে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরবর্ত্তী ইতিহাস এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে।

হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় দেশহিতব্রতের প্রতি কালীপ্রসন্ন বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। সুষ্ঠুভাবে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্থাপনে সহায়তার জন্য কালীপ্রসন্ন একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়া দেশবাসীর প্রতি তাঁহার নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে 'হরিশ মেমোরিয়াল ফণ্ডে' পাঁচ শত টাকা দান করেন; এমন কি হরিশ্চন্দ্র-স্মৃতিমন্দির স্থাপনার্থ বাদুড়বাগানে দুই বিঘা জমি দান করিবার প্রস্তাব করিয়া স্মৃতি-সমিতিকে ৯ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখে পত্র লিখিয়াছিলেন। সমিতি এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই।

নীলকর-অত্যাচার প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে' আর্চিবল্ড হিল্‌স নামে এক জন সাহেব কর্ত্তৃক হরমণি নাম্নী এক রমণীর সতীত্বনাশের উল্লেখ করেন। হিল্‌স হরিশ্চন্দ্রের নামে মানহানির মকদ্দমা করিয়াছিলেন। ১৮৬২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি আলীপুরে এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় এবং বাদী মকদ্দমার খরচখরচার ডিক্রী পান। হরিশ্চন্দ্র তখন মৃত; কয়েক শত টাকা মকদ্দমা-খরচের দায়ে তাঁহার বাড়ীখানি বিক্রয় করিবার কথা হইতেছিল। এই সময় কালীপ্রসন্ন হরিচন্দ্রের গৃহরক্ষা-তহবিলে শত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশ:—

> বাঙ্গালী বলেন হিল সাহেবের মকদ্দমায় মৃত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে বাটী বিক্রয়ের কথা হইতেছিল, ঐ বাটী রক্ষার্থ এক্ষণে ৫১৬ টাকা চাঁদা হইয়াছে। যাঁহারা এই চাঁদায় দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দানই উচ্চ হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের দান ১০০ টাকা।

কালীপ্রসন্ন এক সময় আর একখানি সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া উহার পরিচালনে সহায়তা করিয়াছিলেন।* এই কাগজখানির নাম 'দূরবীণ', ইহা ফার্সী সংবাদপত্ররূপে ১৮৫৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়।†

দুর্ভিক্ষে দান

দানবীর কালীপ্রসন্ন জাতিনির্ব্বিশেষে দান করিতেন। ১৮৬২ সনে ল্যাঙ্কাশায়ার দুর্ভিক্ষ-

---

* "His patronage of the press was catholic, for he extended it even to that Urdu newspaper, the *Doorbin,* the proprietary right in which he bought at the instance of a Mahomedan friend [Nawab Abdul Latif Khan Bahadur.] —*The Hindoo Patriot* for July 25, 1870.

† "পারস্য ভাষায় দূরবীন নামে এক নূতন পত্র প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তাহার লেখা অতি উত্তম, তাহাতে নানা স্থানের সংবাদাদি প্রকাশ হইয়া থাকে আমরা ঐ পত্রের দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিমাণ সিটিজানের ন্যায়, প্রতি সপ্তাহে দুই দিবস প্রকাশ হয়, ছাপা অতি উত্তম, মাসিক মূল্য দুই টাকা মাত্র যাঁহার প্রয়োজন হয় নীমতলার মসজীদ বাটীতে পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।"—'সংবাদ প্রভাকর', ২৪ এপ্রিল ১৮৫৪ (১২ বৈশাখ ১২৬১)

তহবিলে তিনি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। এই সংবাদ আমরা ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে পাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন :—

> We are glad to see the subscriptions in aid of the Lancashire [Famine] Fund are pouring in rapidly. Some of our leading townsmen have subscribed munificently. Rajah Portaub Chunder Sing has contributed another thousand. The other one-thousand-wallahs are Ranee Surnomoyee, Baboo Prosunno Coomar Tagore, Baboo Kali Prossunno Sing, and Baboo Herallaul Seal. Lesser stars then follow...

১৮৬১ সনে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ইহার নিবারণকল্পে কালীপ্রসন্ন নিজে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> একবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন্ খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন। ("পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি," 'প্রবাসী', মাঘ ১৩১৮, পৃ. ৩৮৯-৯০)

জনহিতকর কার্য্যে দান

কলিকাতায় যখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কালীপ্রসন্ন বিলাত হইতে চারিটি ধারাযন্ত্র আনাইয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ৬ ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

> বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্ত দুই সহস্র টাকা দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ধারাযন্ত্র ৪টী আনয়ন করা হইয়াছে। উহার ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ ২১৮৫।৵০ আনা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থাপনের ব্যয় স্বতন্ত্র দেওয়া হইবে।*

স্বাজাত্যবোধ

স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ সুপ্রিম কোর্টের বিচারাসন হইতে প্রায়ই বলিতেন বাঙালী মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। নীলদর্পণ-মকদ্দমায়ও তিনি এইরূপ কটুবচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সমগ্র জাতিকে এরূপভাবে অপমানিত করায় তাঁহার বিরুদ্ধে চারি দিকেই অসন্তোষের গুঞ্জনধ্বনি

* ১১ ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে প্রকাশ :—**We are glad to notice that the Town will be soon provided with four drinking fountains, the cost of which has been defrayed by Baboo Kaliprossono Sing with his usual liberality. The same gentleman we are told has applied to Emperor Napolean for permission to translate into Bengalee his Imperial Majesty's Life of Julius Caeser.**

এই প্রসঙ্গে ২৫ এপ্রিল ১৮৬৪ ও ১০ এপ্রিল ১৮৬৮ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দ্রষ্টব্য।

শোনা যাইতে লাগিল। ২৬ আগষ্ট ১৮৬১ তারিখে দেশীয় নেতৃবর্গ রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে এক বিরাট সভা করিলেন। নির্ভীক কালীপ্রসন্নও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন; শুধু যোগদান করিয়াছিলেন বলিলে ঠিক হইবে না,—বাঙালী-চরিত্রে অযথা কলঙ্ক-লেপনের জন্য তিনি বিচারপতি ওয়েলসের বিরুদ্ধে এই জনসভায় বক্তৃতা করিতেও শঙ্কিত হন নাই। সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ওয়েলসের বিরুদ্ধে বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মারফৎ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ তারিখে বিলাতে সেক্রেটরী-অব-ষ্টেট স্তর চার্লস্ উডের নিকট পাঠান হইল। এই আবেদনের উত্তরে পরবর্ত্তী ২৪ ডিসেম্বর তারিখে স্তর চার্লস উড গবর্ণর-জেনারেলকে লেখেন :—

> 2. I regret that any language used on the Bench of Justice should be supposed by any persons to convey general imputations on the moral character of the whole Native inhabitants of Bengal...
> 3. I will conclude by expressing a hope that the feelings of which this memorial contains the evidence, may of themselves subside with time and reflection, that those who hold the Judicial office may be sensible of how great importance it is that their denunciations of crime may not be interpreted into hasty imputations against a whole people or country.*

কালীপ্রসন্নের 'হুতোমে'র ভাষায় "সেই অবধি ওয়েলসও ব্রেক হলেন"।

১৮৬৩ সনে ওয়েলস্ যখন এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন যাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্নও অন্যতম।† ইহা তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব বলিতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্ন মনে মনে ইংরাজ-বিদ্বেষ পোষণ করিবার মত অনুদার ছিলেন না। বরং দেখা যায়, যে-সকল ইংরেজ এদেশের হিতসাধন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে মোটেই পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ক্ষমাশীল ব্যবহারের জন্য লর্ড ক্যানিং এদেশবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি বহু ইংরেজের—বিশেষতঃ বণিক্-সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ক্যানিঙের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তিনি একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন; পুরস্কারের বিষয় ছিল—"শ্রীযুক্ত লার্ড কানিঙ বাহাদুর ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের কি কি উপকার করিয়াছেন,...শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার উত্তর লিখিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।" পুরস্কৃত রচনাটি 'লার্ড কেনীং' নামে ১৮৬১ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।‡

---

* ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দ্রষ্টব্য।

† সোমপ্রকাশ', ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩, পৃ. ৬৫১ দ্রষ্টব্য।

‡ 'সোমপ্রকাশ,' ৮ জুলাই ১৮৬১।

ইহার পর লর্ড ক্যানিঙের স্বদেশগমনের সঙ্কল্পের কথা যখন প্রচারিত হইল, তখন তাঁহাকে কি ভাবে সম্মানিত করা যায়, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য টাউন-হলে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখে এক বিরাট জনসভা হয়। এই সভায় স্থির হয়, রাজা রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, মৌলবী আবদুল লতীফ প্রমুখ নেতৃবর্গ লর্ড ক্যানিঙের নিকট উপস্থিত হইয়া এদেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানি মানপত্র দিবেন। এই সকল দেশনায়কের দলে কালীপ্রসন্নও ছিলেন। পরবর্ত্তী ১৪ই মার্চ লর্ড ক্যানিংকে মানপত্র দেওয়া হয়। সভায় আরও স্থির হইয়াছিল, চাঁদা তুলিয়া লর্ড ক্যানিঙের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই স্মৃতিরক্ষাকল্পে কালীপ্রসন্ন সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।*

নীলকর-পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখমোচনকারী লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যর জন্ পীটার গ্রাণ্ট যখন এদেশ ত্যাগ করেন, সেই সময় তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দনপত্র দিবার জন্য দেশের যে-সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি ২২ এপ্রিল ১৮৬২ তারিখে বেলভিডিয়ার হাউসে সমবেত হইয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদের অন্যতম।† গ্রাণ্ট সাহেবের স্মরণার্থ তহবিলেও কালীপ্রসন্ন শত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।‡

স্বনামধন্য অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন যে-সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র ও পাথেয়স্বরূপ কয়েক সহস্র মুদ্রার থলি প্রদান করেন, কালীপ্রসন্ন ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন।

বিচারকের কার্য্য

১৮৬৩ সনে কালীপ্রসন্ন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস অব দি পীস্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৪ মে ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনরারী মেজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন অনেক বার অস্থায়ী ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যও করিয়াছিলেন। ৩ জুন ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ, "কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্রাক্সন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া বিচারালয়ে আসিতে অশক্ত হওয়ায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন এবং ব্রাক্সন সাহেবের নিয়োগের পূর্ব্বে সিংহ মহাশয় ঐ পদে কিছু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন।"§ ১৮৬৪ সনেও তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে দুই মাস কাজ করিয়াছিলেন; ৩১ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন :—

> **Baboo Kally Prossunno Sing has been requested by the Commissioner of Police to officiate for Mr. Dickens, the Southern Division Magistrate,**

---

* ৩১ মার্চ্চ ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দ্রষ্টব্য।

† *The Indian Field* for 26 April 1862.

‡ ৬ জুলাই ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' দ্রষ্টব্য।

§ "সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতত্ত্ব," 'ভারতবর্ষ,' ভাদ্র ১৩৩১, পৃ. ৪৫৪।

for two months. It is but bare justice to the Baboo to say that he has taken the shine out of all the Honoraries of Calcutta, whether European or native, and the public spirit which he is exhibiting by thus employing his leisure for the benefit of the public is indeed entitled to high commendation.

বিচারকার্য্যে কালীপ্রসন্নের সুনাম ছিল। সে-যুগের সংবাদপত্রে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ২০ আগষ্ট ১৮৬৪ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' নামক ইংরেজী সংবাদপত্রে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি প্রকাশিত হয় :—

News of the Week. Saturday, 20th August.—The *Lahore Chronicle* thus speaks of the impartial decision of a case by our energetic Honorary Magistrate Baboo Kali Prosonno Singh :—We quote the following Police Report from the *Englishman,* not because the *Honorary* Magistrate by whom it was tried is a Bengalee gentleman of independent and self-reliant character—Baboo Kali Prosono Sing—who won't allow himself to be turned from doing what he believes to be—and what we believe was—right even by the arguments of a High Court practitioner. Our contemporary should know that Baboo Kali Prosono has become since his accession to the Honorary Magisterial bench of Calcutta a terror to Bengalee Villains and European rogues.

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

A blind beggar was the other day brought up before Baboo Kali-prossonno Singh, Honorary Magistrate, on a charge of begging for alms in the Streets. The appearance of the man at once excited the sympathy of the Magistrate who far from punishing him gave him a donation of 2 Rs. out of his own pocket and promised him a monthly relief of one Rupee. A letter to the Secretary of the District Charitable Society was also directed to be written. We wish however the Magistrate had shown some sense of his displeasure to the over-zealous Police Officer, who hauled up a blind man for begging.

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ তারিখে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে নিম্নাংশ প্রকাশিত হয় :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।—ডেলি নিউসের একজন পত্র প্রেরক বলেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট একদিন মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচার কালে হেলথ আফিসর ডাক্তার টনিয়র সম্মুখে ছিলেন; ডাক্তার টনিয়র বলিলেন নেটিবদিগের সাক্ষ্য বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথায় কালীপ্রসন্ন বাবু বলেন, অনেক মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা আমার নিকট উপস্থিত হয়, অতএব আমি কোন মিউনিসিপ্যাল আফিসরের কথা শুনিয়া তাহার বিচার করিব না। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদিগের সাক্ষ্যও আমি অগ্রাহ্য করিব না। সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় সাক্ষিদিগের কথা যত দূর বিশ্বাস করি, সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোকের কথা তত দূর বিশ্বাস করিব। একটুকুও ন্যূন করিব না। টনিয়র সাহেব দেখি দ্বিতীয় ওয়েল্‌স হইলেন।

মৃত্যু

২৪ জুলাই ১৮৭০ (৯ শ্রাবণ ১২৭৭) তারিখে কালীপ্রসন্ন অপুত্রক অবস্থায় অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে সেটি উদ্ধৃত করা হইল :—

Among the wealthy and aristrocratic classes of Calcutta there are few, young or old, that could equal the accomplishments of Kali Prossono Singh, whose death during the last week it is our melancholy duty to record. The only son of a wealthy father, he left his college studies while very young, and his character gave little indication of any future worth or usefulness. But as he with increased years imbibed a taste for the pleasures of opulence and youth, he also imbibed higher and more refined tastes, and became such an ardent lover of literature and wit as few of his class have ever seen. His celebrated translation of the *Mahavarata*, which before his time never stood in decent Bengali, and the free distribution of the fifteen volumes of his great work, made him popular with every native of Bengal that could spell a sentence of his mother-tongue. His exquisite sketches of Calcutta society published under the humorous title of *Hootum* are inimitable, and would not, we advisedly say, dishonor the genius of a Swift or a Dickens. He it was who originally introduced into Bengal the taste for indigenous theatricals, and his translation of *Vikramorvasi* was the first play ever represented in a Bengali stage. He started a daily vernacular newspaper, under the model of English journalism, called the *Paridarshaka*, for some time conducted the well-known Bengali monthly journal *Vividartha Sungraha*, and when the *Hindoo Patriot* was on the verge of ruin, he rescued it at great expense, and entrusted it to competent hands. Nor was he wanting in public spirit. The ardent co-operation which he rendered to Dr. Duff during Famine of 1861 in the N. W. Provinces, the ready help which Mr. Long received from him during the *Nil Durpan* troubles, and the munificent gift of the stone fountains which he made to the Municipality amply testify to this. Handsome, young, rich, and generous he was ever a prey to the temptations that infest native society, and to nothing more than the dreadful vice of intemperance. Last Sunday at about 3 o'clock P. M. he died of a disorder of the liver brought on by his excesses, in the 29th year of his age.—*The Indian Mirror* for 29 July (Friday), 1870.

উপসংহার

কালীপ্রসন্ন সিংহের বহুমুখী প্রতিভা এবং আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ বহুবিধ কীর্ত্তির এই সংক্ষেপ-পরিচয়ের মধ্যে সমগ্র মানুষটির যে রূপ প্রায় সপ্ততি বৎসরের ব্যবধানেও আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, কলিকাতার ধনী জমিদার বা বাবুসম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ একক এবং তৎকালীন বৃহত্তর বাঙালীসমাজে তাহা অনন্যসাধারণ। অকালমৃত্যু তাঁহার মূল্যবান

জীবনকে মধ্যপথে খণ্ডিত করিয়া বাংলাদেশ ও জাতিকে যে কতখানি বঞ্চিত করিয়াছে, এই অসম্পূর্ণ ইতিহাস হইতে আমরা তাহা উপলব্ধি করিয়া আজিও ক্ষুব্ধ না হইয়া পারি না। এই সামান্য পরিচয় হইতেই আমরা নিঃসন্দেহে আজ বলিতে পারি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালীর সামাজিক জীবনের বহুবিধ সংস্কার ও উন্নতির ভিত্তিমূলে যুবক কালীপ্রসন্নের নাম চিরকাল ক্ষোদিত থাকিবে; তাঁহার হৃদয়ের উদারতা, স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারে তাঁহার দূরদর্শিতা ও অধ্যবসায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে চিরদিন আমাদের স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

কালীপ্রসন্ন যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবনে চলিতে চাহিয়াছিলেন, তদানীন্তন সুখবিলাসলালিত ধনি-সন্তানদের তাহা কল্পনার অতীত ছিল; তাঁহার জীবনে এই আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করিলে বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাস আরও কিছুপরিমাণ গৌরবময় হইত। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু এদেশের পক্ষে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা।

মহাভারতের উপসংহারে কালীপ্রসন্ন আপন জন্মভূমির উন্নতি বিষয়ে যে কামনা করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিতেছি,—

> জগদীশ্বরসমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান্ ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক অবিনশ্বর সৎকীর্ত্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘকালমলিনা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধু জনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্যরসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভাষাদেবীরে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধুসমাজের মনোরঞ্জন করত অমরতা লাভ করুন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

— বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী —

(মূল্যতালিকা—পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

১। **চণ্ডীদাস-পদাবলী** ১ম খণ্ড, সম্পাদক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — ২॥॰ ও ৩৲

২। **শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী,** নব-সংস্করণ, সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ— ৩॥॰ ও ৪॥॰

৩। **শ্রীশ্রীপদকল্পতরু,** ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত—৫৲ ও ৬॥॰

৪। **চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন** শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত— দ্বিতীয় সংস্করণ ৩৲ ও ৪৲

৫। **সংকীর্ত্তনামৃত**—দীনবন্ধু দাসের, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ॥৴॰

৬। **কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর** অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত — ১৲ ও ১।॰

৭। **রসকদম্ব**—কবিবল্লভ-রচিত, অধ্যাপক শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲ ও ১।॰

৮। **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস** শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত— ১।॰ ও ১॥॰

৯। **লেখমালানুক্রমণী** (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ॥॰, ৸॰

১০। **ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস** (Guizot) অনুবাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ১৲, ১॥॰

১১। **নেপালে বাঙ্গালা নাটক** শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১।॰

১২। **জ্যোতিষদর্পণ** শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১৲, ১।॰

১৩। **মাথুর কথা** পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত ২৲, ২॥॰

১৪। **সংবাদপত্রে সেকালের কথা** শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
প্রথম খণ্ড—(২য় সং)৩॥॰ ও ৪॥॰
দ্বিতীয় খণ্ড— ৩৲ ও ৩॥॰
তৃতীয় খণ্ড— ২॥॰ ও ৩।॰

১৫। **হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা,** ২ খণ্ডে ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এবং ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲ ও ৫৲

১৬। **ন্যায়দর্শন**—বাৎস্যায়ন ভাষ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬॥॰ ও ৮॥॰

১৭। Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲ ও ৬৲

১৮। **সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম,** ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত— ৫৲

১৯। **উদ্ভিদ্ জ্ঞান** ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু প্রণীত—১৷॰ ও ২।॰

২০। **কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন** শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত ৸॰, ১৲

২১। **মহাভারত** (আদিপর্ব্ব) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

২২। **শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল** শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১॥॰

২৩। **গোরক্ষ-বিজয়** শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত ॥॰, ৸॰

২৪। **সংস্কৃত পুথির বিবরণ** অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ৫৲, ৬।॰

২৫। **দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস** প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩৯) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় —২৲

২১ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা পুরাণ প্রেস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

চতুশ্চত্বারিংশ ভাগ]   [তৃতীয় চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

এই সংস্করণের বিশেষত্ব

ইহাতে থাকিবে—বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ—বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সকল গ্রন্থ—সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধাবলী—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্রাদি—সমসাময়িক গ্রন্থে বঙ্কিম-রচিত ভূমিকা।

বৈশিষ্ট্য—বঙ্কিমের জীবিতকালে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের যতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল, তাহার শেষেরটিকেই প্রামাণিক বলিয়া ধরা হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে যেখানে যেখানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষিত হইবে, পরিশিষ্টে তাহার উল্লেখ থাকিবে এবং যেখানে পরবর্ত্তী সংস্করণে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণ স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইবে।

সম্পাদন-বিভাগ।—সাধারণ ভূমিকা লিখিবেন—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, **ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিবেন**—শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং **গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

নিয়মাবলী—সমগ্র রচনার অগ্রিম মূল্য ২৫৲ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই টাকা ১২৷৷৹ হারে দুই কিস্তিতে দেয়। প্রথম কিস্তির ১২৷৷৹ টাকা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইতে হইবে, পাঁচ খণ্ড গ্রন্থ পাইবার পর দ্বিতীয় কিস্তির ১২৷৷৹ টাকা দিতে হইবে। ডাকখরচ স্বতন্ত্র। গ্রন্থগুলির প্রত্যেক খণ্ড খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে।

বিশিষ্ট সংস্করণ—যাঁহারা গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রিম ৫০৲ টাকা দান করিয়া আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন-সংস্করণ উপহার দেওয়া হইবে এবং গ্রন্থের শেষ খণ্ডে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে।

এই জুন মাসের মধ্যে **কপালকুণ্ডলা, সাম্য, বিজ্ঞান-রহস্য, আনন্দমঠ** এবং **কমলাকান্ত** বাহির হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এই গ্রন্থ পাওয়া যাইবে।

শ্রীমন্মথমোহন বসু

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

হিন্দু জ্যোতিষে শককাল

প্রস্তাবনা—সংশয়

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে সাধারণতঃ শককালের উল্লেখ দ্বারা সময় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। মাত্র দুচার স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা, আচার্য্য আর্য্যভট লিখিয়াছেন, ৩৬০০ কল্যব্দে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর ছিল।[১] কালিদাস নামে জনৈক গণক লিখিয়াছেন যে, ৩০৬৮ কলিকালে তিনি 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' প্রণয়ন করেন।[২] টীকাকার মল্লিভট্ট একটা উদাহরণে "হংসোভব" (৪৪৭৮) কল্যব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।[৩] শতানন্দ-(১০২১ শক) প্রমুখ দুতিন জন জ্যোতিষী কল্যব্দের সঙ্গে সঙ্গে শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন[৪]। এতদ্ব্যতীত আর কোথাও শকাব্দ ভিন্ন কলাব্দ বা অপর কোন অব্দের প্রয়োগ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। হিন্দুস্থানে বহু অব্দের প্রচলন আছে। বিভিন্ন প্রদেশে লোকসাধারণ বিভিন্ন অব্দের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। আবার বিক্রমাব্দ বা সংবৎ সমধিক প্রসিদ্ধ। অথচ জ্যোতিষশাস্ত্রে সর্ব্বত্র শকাব্দ ব্যবহৃত হয় কেন? উহার মধ্যে হিন্দুজ্যোতিষের কোন অজ্ঞাত পুরাকাহিনী নিহিত আছে কি? অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গ মনে করেন যে, জ্যোতিষের শকাব্দ এবং প্রচলিত শকাব্দ—যাহা সাধারণতঃ শালিবাহনশকাব্দ নামে পরিচিত—অভিন্ন। উহার আরম্ভ ১৩৫ বিক্রমসংবতে বা ৭৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু কেহ কেহ উহাতে সংশয় করেন। তাঁহারা বলেন, অন্ততঃ আচার্য্য বরাহমিহির কর্ত্তৃক ব্যবহৃত শককালের আদি উহা হইতে পারে না। ঐ শকাব্দের প্রারম্ভ কখন হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের বিভিন্ন জনে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন বটে। কিন্তু উহা যে, প্রচলিত শককাল হইতে ভিন্ন, উহার প্রারম্ভ যে ১৩৫ বিক্রমসম্বতে নহে, এ বিষয়ে তাঁহাদের সকলে একমত। আমরা এখানে ঐ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। প্রচলিত শকাব্দ কে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিশ্চিত হয় নাই। উহা শালিবাহনশকাব্দ নামে খ্যাত। কিন্তু ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রাজা সাতবাহন বা শালিবাহন উহার প্রবর্ত্তক কি না, সন্দেহ। এ

১। 'আর্য্যভটীয়', কালক্রিয়াপাদ, ১০ম শ্লোক। এবিষয়ে লেখকের "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ('সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ১২৯-১৫৮ পৃষ্ঠা; বিশেষত, ১২৯ পৃষ্ঠা।

২। "বর্ষে সিন্ধুরদর্শনাম্বরগুণৈর্যাতে কলৌ সম্মিতে।

মাসে মাধবসংজ্ঞিতেঽত্র বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ॥"

'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ', ২২।২১

এই বচনানুসারে ৩৪ (=৩১০২—৩০৬৮) খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে কালিদাস জীবিত ছিলেন। উহা সত্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি বস্তুতঃ ১১০০শকের প্রায়কালের লোক।

৩। 'সিদ্ধান্তশেখর', ২।৩২ (টীকা)

৪। শতানন্দকৃত 'ভাস্বতী', ১।১-৩।

দেশের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ ঐ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, আমরা প্রসঙ্গক্রমে তাহাও সংগ্রহ করতঃ এখানে লিপিবদ্ধ করিব। যাঁহারা উহার বিশেষ চর্চ্চা করেন, হয় ত তাঁহাদের কোন উপকারে আসিবে।

সংশয়ের হেতু—একাধিক শককাল

প্রধানতঃ তিনটা হেতুতে বরাহমিহিরের শককাল সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় জন্মিয়াছে। প্রথমতঃ, একাধিক শকাব্দের সম্ভাব। দ্বিতীয়তঃ, বিশিষ্ট নামোল্লেখের অভাব। এবং তৃতীয়তঃ দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনীধারার স্থলে স্থলে সংমিশ্রণ।

বিখ্যাত ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ্ ফিনো লিখিয়াছেন[৫] যে, কম্বোজ দেশের লাউ প্রদেশের অধিবাসিগণ তিনটা শককালের ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা, চুল্লশকরাজ, মহাশকরাজ ও বুদ্ধশকরাজ। উহাদের প্রারম্ভ যথাক্রমে ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তারিখে, ৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে এবং ৫৪৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের বৈশাখ মাসে ভগবান্ বুদ্ধের নির্ব্বাণের পরের দিনে। দ্বিতীয়টা বিশেষভাবে শিলালেখাদিতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ হইতে একটা অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। এবং উহাকেও 'শক' বলা হইত। প্রাচীন কম্বোজ দেশ হিন্দুস্থানেরই উপনিবেশবিশেষ। সুতরাং হিন্দুস্থানেও এক সময়ে ঐ শকত্রয় প্রচলিত ছিল। বোধ হয়[৬] 'যুধিষ্ঠিরশকে'র ব্যবহারও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৭] কালিদাস গণক (১১০০ শক প্রায়) লিখিয়াছেন,—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুনমেদিনীবিভুর্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকাঃ নৃপাঃ॥" [৮]

'যুধিষ্ঠির, বিক্রম, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন ও বলি (বা বহ্নি), এই ছয় জন রাজা শককারক।" মুনীশ্বর ও (১৫৫৩ শক) এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি 'বিক্রমশক' ও 'শালিবাহনশকে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় যে, হিন্দুস্থানে একাধিক শকাব্দের সম্ভাব আছে। সময় নির্দ্দেশে ঐ সকল শকাব্দের নামের 'যুধিষ্ঠির', 'বিক্রম' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অংশ সর্ব্বদা উল্লিখিত হয় না, দেখা যায়। শুধু শক বা শাক বলিলে লোকে সাধারণতঃ শালিবাহনশককেই বুঝিয়া থাকে।

৫। *Bull. Ecol. Franch. Extr. Orient, XVII, 1917.*

৬। আমরা 'বোধ হয়' বলিয়াছি। কারণ, উত্তরভারতে প্রচলিত বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দের আদিও যে উহাই, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না (পরে দেখ)।

৭। "The Age of Kalidas" নামক প্রবন্ধে আপ্পাশাস্ত্রিধৃত 'জিনবিজয়' গ্রন্থের বচন। ('সংস্কৃত-চন্দ্রিকা', ৯ম খণ্ড)।

৮। 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ', ১০।১১০। এই শ্লোকের পাঠান্তর আছে।

"যুধিষ্ঠিরাদ্বিক্রমশালিবাহনৌ ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জ্জুনভূপতিঃ কলৌ বহ্নিঃ ষড়েতে শককারকাঃ নৃপাঃ॥"

সেরূপ সম্বৎ বলিলে বিক্রমসম্বৎকে বুঝায়। কিন্তু কখন কখন উহার ব্যতিরেকও দেখা যায়। একটা শিলালেখে আছে, উহা ১২৭৫ শাকে, চিত্রভানুসংবৎসরে, মার্গশীর্ষ শুক্লা পঞ্চমী, শনিবারে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহা যে কোন্ 'শক,' তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশিত হয় নাই। কানিংহাম দেখাইয়াছেন, ঐটা বিক্রমশক বা বিক্রমসংবৎ; শালিবাহনশক নহে। ১২৭৫ বিক্রমসংবতেরই বার্হস্পত্য সংবৎসরের নাম চিত্রভানু। উহার ধারাবাহিক সংখ্যা, প্রভবাদি গণনায়, ১৬।১২৭৫ শালিবাহনশকের বার্হস্পত্য সংবৎসর, উত্তরীগণনারীতি মতে, বিকারীন, ৩৩ সংখ্যক; দক্ষিণী গণনারীতি মতে, বিজয়, ২৭ সংখ্যক। উভয়েই চিত্রভানু হইতে বহু ব্যবধানে অবস্থিত।

জ্যোতিষিক শকাব্দ ও কল্যব্দ

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে কলিগত অহর্গন অর্থাৎ কলির প্রারম্ভ হইতে কোন অভীষ্ট সময় পর্য্যন্ত যত সাবন দিন ব্যতীত হইয়াছে, কলিযুগের সেই অতীত দিনসমূহ গণনার বিধি আছে।[৯] উহাতে আছে যে, প্রথমে ঐ অভীষ্ট সময়ের শকাব্দের সহিত ৩১৭৯ যোগ করিতে হইবে। যথা, বৃদ্ধভাস্কর (৪৪৪ শকপ্রায়) লিখিয়াছেন,—

"নবাদ্রিরূপাগ্নিসংযুক্তা মহীভুজাং শকেন্দ্রনাম্নঃগতবর্ষসংগ্রহাৎ।"[১০]

"নবাদ্র্যেকাগ্নিসংযুক্তা শকাব্দঃ দ্বাদশাহতাঃ।
চৈত্রাদিমাসসংযুক্তাঃ পৃথ যুগাধিকৈঃ॥"[১১]

অপর জ্যোতিষিগণও তাহাই বলিয়াছেন।

"নবাদ্রিচন্দ্রানলসংযুতো ভবেচ্ছকক্ষিতীশাব্দগণো গতঃ কলেঃ।"[১২]

—লল্ল (৪২৭ শকপ্রায়)

"কল্পপরার্দ্ধে মনবঃ ষট্‌কস্য গতশ্চতুর্যুগত্রিঘনাঃ।
ত্রীণি কৃতাদীনি কলের্গোঽশৈকগুণাঃ শকান্তেঽব্দাঃ।
নবনগশশিমুনিকৃতনবযমনগানন্দেন্দব শকনৃপান্তে॥"[১৩]

—ব্রহ্মগুপ্ত (৫৫০ শকাব্দ)

"যাতাঃ কলের্নবনগেন্দুগুণঃ শকান্তে"[১৪]

—শ্রীপতি (৯৬১ শক)

৯। গ্রহাদির পরিভ্রমণকালের আরম্ভ হইতে অভীষ্ট মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সাবনদিনসমূহের নাম অহর্গন। সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান চতুর্যুগের কলিযুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত কত দিন গত হইয়াছে, তাহা পরিগণিত হইয়া আছে। কলিগত অহর্গন গণনা করিয়া উহার সহিত যোগ দিলেই অভীষ্ট সময়ের অহর্গন পাওয়া যায়। গণনা-লাঘবার্থই এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে।

১০। 'মহাভাস্করীয়', ১।৪ ১১। 'লঘুভাস্করীয়', ১।৪ ১২। 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ', ১।১৩
১৩। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত', ১।২৬-৭ ১৪। 'সিদ্ধান্তশেখর', ১।২৫; আরও দেখ, ১।২

"যাতাঃ ষণ্মনবো যুগানি ভমিতান্যন্যদ্‌যুগাঙ্‌ঘ্রিত্রয়ং
নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।
গোহন্দদ্রিকৃতাঙ্কদস্রনগগোচন্দ্রাঃ শকাব্দান্বিতাঃ
সর্ব্বে সঙ্কলিতা পিতামহদিনে স্যুর্বর্ত্তমানে গতাঃ ॥"[১৫]

—(দ্বিতীয়) ভাস্কর (১০৭২ শক)

শতানন্দের 'ভাস্বতীতে' আছে, ৪২০০ কল্যব্দ = ১০২১ শকাব্দ[১৬]। মল্লিকার্জ্জুন সূরি ও চণ্ডেশ্বর লিখিয়াছেন,[১৭]—

৪২৭৯ কলিগতাব্দ = ১১০০ শক,
৪২৮৬ কলিগতাব্দ = ১১০৭ শক।

আরও অধিক বচন উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে দেখা যায়, এ সকল জ্যোতিষিগণ এক বাক্যে প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, কলির ৩১৭৯ বৎসর গতে চৈত্র-শুক্লপ্রতিপদ্‌ হইতে শকাব্দের আরম্ভ হয়। সুতরাং কল্যব্দের আদি নির্ণীত হইলেই হিন্দুজ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদিও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।

তাহাদের আরম্ভকাল

হিন্দু জ্যোতিষে সৃষ্টির প্রথম হইতে কালগণনা হইয়া থাকে। ঐ কালকে আবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগ, মন্বন্তর, কল্প ইত্যাদি প্রকারে বিভাগ করা হইয়া থাকে। এবং তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট আছে। সৃষ্টি হইতে কলিযুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত ১,৯৫৫,৮৮০,০০০ সৌর বৎসর। সৃষ্টির পর সূর্য্য, চন্দ্র, তাহাদিগের পাতস্থান এবং উচ্চ নীচ বিন্দুগুলি সকলেই পৃথিবী ও অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম বিন্দুর সহিত সমসূত্রপাতে ছিল। সুতরাং সূর্য্য চন্দ্রাদির গতির হার জানা থাকিলে কলির প্রারম্ভে উহাদের সংস্থান গণনা করিয়া বলা যায়। বস্তুত হিন্দু জ্যোতিষগ্রন্থে কোন অভীষ্ট সময়ে গ্রহাদির মধ্যা-নয়নের বিধি সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে স্পষ্টতই উল্লিখিত আছে যে, কলিযুগের প্রারম্ভে সূর্য্যোদয়সময়ে মধ্য সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহ সমসূত্রে শূন্য দেশান্তরে অবস্থিত ছিল।[১৮] উহা হইতে গণনা করিয়া সুবিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্‌ বেলি-প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নির্ণয় করেন যে, ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ১৮ (কি ১৯) ফেব্রুয়ারি তারিখে সূর্য্যোদয়ে হিন্দু জ্যোতিষোক্ত কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সিদ্ধান্ত এখন সকলে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। তদনুসারে শককালের আদি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থির হয়। অতএব হিন্দু জ্যোতিষে ব্যবহৃত শককাল ও শালিবাহনশককাল অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হয়। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, যুগমন্বন্তরাদি কালবিভাগ কল্পিত। সেই হিসাবে কলিকালের

১৫। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি', মধ্যমাধিকারে কালমানাধ্যায়, ২৮শ্লোক। ১৬। 'ভাস্বতী' ১।২

১৭। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, "প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্‌ মল্লিকার্জ্জুন সূরি," 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৮৩-৯৪ পৃষ্ঠা; বিশেষতঃ ৮৪-৫ পৃষ্ঠা।

১৮। যথা, 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'।

আদিও এক প্রকার কল্পিত। শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্বে আকাশে গ্রহাদির অবস্থিতি বস্তুত পর্য্যবেক্ষণ করত যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা নহে, বোধ হয়।

পৌরাণিক কলিকাল

যুগমন্বন্তরাদি কালবিভাগের উল্লেখ মহাভারত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায়[১৯]। ঐ বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে তাহাদের কোন ভেদ নাই[২০]। কলিযুগের পূর্বে কত কাল গত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ইতিহাসপুরাণাদির মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু পুরাণাদিতে বিশেষভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দ্বারা কলিকালের আরম্ভ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, গ্রহাবস্থিতির উল্লেখে নহে। যথা, 'বিষ্ণুপুরাণে' উক্ত হইয়াছে,—

"যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ" ॥[২১]

'হে দ্বিজ! যে সময়ে ভগবান্ বিষ্ণুর বসুদেবের কুলে জাত অংশ (অর্থাৎ কৃষ্ণ) স্বর্গ গমন করেন, সেই সময়েই কলি আগমন করিয়াছে'।

"যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং............. ... ॥"[২২]

'যে দিন যে সময়ে কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করেন, সেই দিন সেই সময়েই কলিযুগ আরম্ভ হয়[২৩]।' ভাগবতাদি অপর কোন কোন পুরাণেও ঐ প্রকার উক্তি পাওয়া যায়।[২৪]

ঐ সকল পুরাণে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মতও দেখিতে পাওয়া যায়।

"তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥" [২৫]

'হে দ্বিজোত্তম! তাঁহারা (সপ্তর্ষিগণ) পরীক্ষিৎকালে কিন্তু মঘায় ছিলেন। তখন দ্বাদশশতবৎসরাত্মক কলি প্রবৃত্ত হয়।' কলিকালের পরিমাণ দিব্য মানে ১২০০ বৎসর। তাই বলা হইয়াছে, "দ্বাদশশতবৎসরাত্মক কলি" অর্থাৎ 'যে কলির পরিমাণ

১৯। 'মহাভারত', শান্তিপর্ব্ব, ২৩১।৩১১ অধ্যায়, বনপর্ব্ব, ১০৮।২২ ; 'বিষ্ণুপুরাণ,' ১।১।১২ ; ১।৩।৫।

২০। একমাত্র দ্বিতীয় আর্য্যভটগৃহীত যুগমন্বন্তরাদি বিভাগ পৌরাণিক মত হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

২১। 'বিষ্ণুপুরাণ', ৪।২৪।৩৫

২২। 'বিষ্ণুপুরাণ', ৪।২৪।৪০। এই শ্লোকাংশ 'মৎস্যপুরাণ' (২৭৩।৪৮) এবং 'ভাগবতে' (১২।২।৩৩)ও আছে।

"যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ।" (ভাগবত)

২৩। 'বিষ্ণুপুরাণ', ৪।২৪।৩৬, ৫।৩৮।৮ প্রভৃতিতেও দ্রষ্টব্য।

২৪। 'ভাগবত', ১২।২।৩৩ ; আরও দেখ ১।৩।৪৫ ; ১।১৮।৫-৬ ; ১২।২।২৯ ; 'ব্রহ্মপুরাণ', ২১২।৮৫।

২৫। 'বিষ্ণুপুরাণ', ৪।২৪।৩৪ এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ 'ভাগবতে' (১২।২।৩১)ও আছে।

১২০০ (দিব্য) বৎসর, সেই কলি।'[২৬] পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকসময় হইতে পরীক্ষিৎ-কাল আরম্ভ। সুতরাং ঐ বচনের মূলে কলির প্রারম্ভেই পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হয়। পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকের কিয়ৎকাল পরে, তাঁহার রাজত্বকালেই কলি প্রবৃত্ত হয়, এরূপও বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্বে যে কলিকাল আরম্ভ হয় নাই, ঐ বচনমূলে তাহা প্রতিপন্ন হয়। কৃষ্ণের দেহত্যাগের অন্তত ছয় মাস পরে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হয়। সুতরাং কৃষ্ণের দেহত্যাগের দিনেই যে কলিযুগ আরম্ভ হয়, সে কথা টিকে কই? কৃষ্ণের মাহাত্ম্য খ্যাপনার্থই ঐ প্রকার কল্পিত হইয়াছে কি না, বিবেচ্য। পক্ষান্তরে 'বায়ুপুরাণে' আছে,—

"অষ্টাবিংশতিমে তদ্দ্বাপরস্যাংশস্য সংক্ষয়ে।
নষ্টে ধর্ম্মে তদা জজ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ॥"[২৭]

'অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ সম্যক্ ক্ষয় হইলে, ধর্ম্ম নষ্ট হয়। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বৃষ্ণিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন।' এই মতে কৃষ্ণের জন্মের পূর্বেই কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল।

মহাভারতের মত

কলিকালের আরম্ভ সম্বন্ধে 'মহাভারতে' যে প্রমাণসমূহ পাওয়া যায়, এখন আমরা উহাদের আলোচনা করিব। তথায় এক স্থলে আছে, কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইয়াছিল।

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥"[২৮]

ঐ কালনির্দ্দেশটি অতি স্থূল, সন্দেহ নাই। কলি ও দ্বাপর যুগের ঠিক সন্ধিকালেই

২৬। কেহ কেহ 'বিষ্ণুপুরাণের এই বচন ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের মতে উহার তাৎপর্য্য, পরীক্ষিতের সময়ে কলির ১২০০ বর্ষ গত হইয়াছিল। ঐ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কেন না, উক্ত বচনের ঠিক পূর্ববর্ত্তী শ্লোকে কথিত আছে যে, কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরেই কলি প্রবেশ করে। কৃষ্ণের দেহত্যাগের ১২০০ বৎসর পরে পরীক্ষিৎ বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা সম্ভব নহে। ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—"দ্বাদশাব্দশতাত্মক ইতি। দিব্যেন মানেন সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ যো দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ স কলিঃ তদা" ইত্যাদি। (ভাগবত, ১২।২।৩১)।

২৭। 'বায়ুপুরাণ, ৯৮।৯৭

২৮। আদিপর্ব, ২।১৩। কোন কোন পুরাণে আছে যে, কৃষ্ণ "দ্বাপরান্তে" জন্ম গ্রহণ করেন।

"পুরা গর্গেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে।
দ্বাপরান্তে হরের্জন্ম যদোর্ব্বংশে ভবিষ্যতি॥"—(বিষ্ণুপুরাণ, ৫।২৩।২৫)

এখানে 'দ্বাপরান্তে' অর্থ দ্বাপরের শেষভাগে, 'দ্বাপরের শেষ হইলে' নহে। কেন না, উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলরামের সহিত রেবতীর বিবাহোপলক্ষে বলা হইয়াছে, "সাম্প্রতম্ ভূতলেঽষ্টাবিংশতিতমস্য মনোশ্চতুর্যুগমতীত-প্রায়ম্ আসন্নো হি তৎ কলিঃ।" (ঐ, ৪।১।২৩)। সুতরাং ঐ সময়ে কলি আসে নাই। অতএব কৃষ্ণের জন্ম কলির আগমনের পূর্ব্বে।

যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাই বিবক্ষিত কি? যদি উহার কিঞ্চিৎকাল আগে বা পরে হইয়া থাকে, তবে কত কাল অন্তরে হইয়াছিল, তাহা না বলিলে কালজ্ঞান সূক্ষ্ম বলা যাইতে পারে না। কলির পরিমাণ ৪৩২০০০ সৌর বৎসর এবং দ্বাপরের পরিমাণ ৮৬৪০০০ সৌর বর্ষ। তাহাদের সন্ধিসময়ের হাজার দুই হাজার এ দিকে কিম্বা ঐ দিকে কোন ঘটনা ঘটিলেও ঐ দীর্ঘ কালের অপেক্ষায় উহাকে সন্ধিকালের ঘটনা বলা যাইতে পারে। তাই বলিয়াছি, ঐ কালনির্দ্দেশ স্থূল। তবে 'মহাভারতোক্ত' অপর প্রমাণ দ্বারা আরও সূক্ষ্ম কাল নিরূপণ করা যায়। মহাযুদ্ধের সময়ে ভীষ্ম দুর্য্যোধনের নিকটে কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে আদৌ কলিযুগস্য চ।
সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ॥" ২৯

সেই প্রকার ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন,—

দ্বাপরস্য কলেশ্চৈব সন্ধৌ পর্য্যবসানিকে।
প্রাদুর্ভাবঃ কংসহেতোর্ম্মথুরায়াং ভবিষ্যতি॥" ৩০

সুতরাং বলরাম ও কৃষ্ণ দ্বাপরের শেষ ভাগে এবং কলির প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব কৃষ্ণের জীবিতকালেই কলির আরম্ভ হয়।

রাজসূয়মহাযজ্ঞের পর ঈর্ষাবিদগ্ধ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া পুত্রস্নেহদুর্বল ধৃতরাষ্ট্র দ্যূতক্রীড়ায় সম্মতি দেন। তাহা শুনিয়া ধীমান্ বিদুর ভাবিলেন, কলি আসিবার সময় হইয়াছে ("কলিদ্বারমুপস্থিতম্" ৩১)। তাহাতে বোঝা যায়, তখনও কলি আসে নাই।

পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে গন্ধমাদন পর্বতে হনুমান্ ভীমকে বলিয়াছিলেন, অচিরে কলিকাল প্রবৃত্ত হইবে। সাগরলঙ্ঘনকালে হনুমান্ যেই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ভীম সেই রূপ দেখিতে আগ্রহ করেন। হনুমান্ উত্তর করেন, তাহা সম্ভব নহে। কেন না,—

"কালাবস্থা তদা হ্যন্যা ন সা বর্ত্ততি সাম্প্রতম্॥ ৬॥
অন্যঃ কৃতযুগে কালস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরঃ।
অয়ং প্রধ্বংসনঃ কালো নাদ্য তদ্রূপমস্তি মে॥

এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাদ্ যৎ প্রবর্ত্ততে।
যুগানুবর্ত্তনং ত্বেতৎ কুর্বন্তি চিরজীবিনঃ॥ ৩৮॥" ৩২

বনবাসকালে যুধিষ্ঠির যখন গন্ধমাদন পর্বতে প্রবেশ করেন, তাহার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে ধনঞ্জয় তপস্যার্থ গিয়াছিলেন৩৩। অস্ত্রলাভানন্তর অর্জ্জুনের প্রত্যাগমনের পর

২৯। ভীষ্মপর্ব্ব, ৬৬।৪০। ৩০। শান্তিপর্ব, ৩৩৯।৮৯। ৩১। সভাপর্ব, ৪৯।৫২। ৩২। বনপর্ব, ১৪৯ অধ্যায়। ৩৩। বনপর্ব, ১৪১।৭, আরও দেখ ১৫৮।৩,৯; ১৬৪।১৭; ১৭৪।৯।

পাণ্ডবগণ গন্ধমাদন পর্বতে কুবের-প্রদত্ত গৃহে চারি বৎসর বাস করেন। তৎপূর্বে ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল[৩৪]। সুতরাং ষষ্ঠ বর্ষের শেষ ভাগে হনুমানের সহিত ভীমের সাক্ষাৎ হয়। তাহার প্রায় আট বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধ হয়। এইরূপে দেখা যায়, ভারতযুদ্ধের প্রায় আট বৎসর পূর্বেও দ্বাপর যুগ ছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন,—

"সংক্ষেপো বর্ত্ততে রাজন্! দ্বাপরেঽস্মিন্নরাধিপ।" [৩৫]

সুতরাং তখনও দ্বাপর যুগ বর্ত্তমান।

অপর পক্ষে, যুদ্ধের শেষভাগে কলিকাল প্রবর্তিত ছিল দেখা যায়। মহাসমরের উপসংহারে গদাযুদ্ধে ভীম দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। নাভির নীচে আঘাত করা গদা-যুদ্ধের নীতি-বিগর্হিত। সুতরাং উহা অধর্ম্ম। ভীমের এবম্বিধ অধর্ম্মাচরণে বলরাম অতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহাকে শান্ত করিতে গিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি"[৩৬] 'কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে জানিবে।'

তিন মতের পৌরাণিক সমন্বয়

এইরূপে আমরা মহাভারতপুরাণাদিতে কলিযুগের আরম্ভ সম্বন্ধে তিনটা মতের সন্ধান পাই। এক মতে কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে কলিযুগের আরম্ভ। অপর মতে কৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বেই কলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তৃতীয় মতে কলির প্রারম্ভ কৃষ্ণের জীবনকালেই, তাঁহার দেহত্যাগের প্রায় ছত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে, কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের আরম্ভকালেই হয়। এই শেষোক্ত মতবাদ বিশেষভাবে মহাভারতে এবং প্রথম মতবাদ মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই বাদত্রয়ের একটা সামঞ্জস্যের আভাসও পুরাণে পাওয়া যায়। যথা বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

"যদা স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষ্বঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ॥"[৩৭]

ভাগবতে সেই কথার প্রতিধ্বনি হইয়াছে,—

"যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরিক্রান্তুং ন চাশকৎ॥[৩৮]

তথায় আরও স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে (১।১৮।৫)—

"তাবৎ কলির্ন প্রভবেৎ প্রবিষ্টোঽপীহ সর্ব্বতঃ।" ইত্যাদি

এই মতে কৃষ্ণ সশরীরে বর্ত্তমান থাকিতেও কলিকাল ছিল বটে। কিন্তু তখন উহার কোন প্রভাব ছিল না। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে কলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়; উহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়। তাই পুরাণাদিতে বলা হইয়াছে, তখন হইতেই কলির প্রারম্ভ।

৩৪। বনপর্ব, ১৭৬।৫। ৩৫। ভীষ্মপর্ব, ১০।১৫; আর দেখ, ১০।৪।
৩৬। শল্যপর্ব, ৬০।২২ ৩৭। 'বিষ্ণুপুরাণ', ৪।২৪।৩৬। ৩৮। 'ভাগবত', ১২।২।৩০।

এই সামঞ্জস্য দ্বারা কলির আদি নিরূপিত হয় না। এমন কি, উহার প্রত্যাসন্ন ফলও পাওয়া যায় না। কেন না, কলির সন্ধ্যার পরিমাণ পুরাণ ও জ্যোতিষের মতে ১০০ দিব্য বর্ষ বা ৩৬০০০সৌর সংবৎসর। কৃষ্ণের বর্ত্তমান কালে ঐ সময়ের কতটা অতীত হইয়াছিল, উল্লিখিত হয় নাই।

মহাভারতে কথিত আছে যে, দুর্য্যোধন কলির অংশ। লোকসংহার হেতুই তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"কলেরংশস্তু সংজজ্ঞে ভুবি দুর্য্যোধনো নৃপঃ।" ইত্যাদি।[৩৯]

তাঁহার জন্ম হইতে কলির আরম্ভ কি? কিন্তু এইরূপ অনুমান করিলে অনেক অসঙ্গতি আসিয়া পড়ে।

আধুনিক মত

আধুনিক কালে কেহ কেহ অভিনব প্রকারে মহাভারত ও পুরাণের উক্তিসমূহের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন কালে এদেশে নানা প্রকারের মহাযুগ বা চতুর্যুগ গণনার রীতি ছিল। যথা—চার বছরে যুগ, পাঁচ বছরে যুগ, বার হাজার বছরের মহাযুগ। এ সকল বর্ষ সৌর বর্ষ। চতুর্ব্বর্ষাত্মক যুগের চারি বছর যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে অভিহিত হইত। পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ গণনায় সত্যাদি বিভাগ হইত না। বার হাজার বছরের মহাযুগে সত্যাদি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৮০০, ৩৬০০, ২৪০০ ও ১২০০ সৌর বর্ষ। প্রত্যেক যুগে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০, ৩০০, ২০০ ও ১০০ সৌর বর্ষ। এটাকে মধ্যম যুগ ও চার বছরের যুগকে ক্ষুদ্র যুগ বলা যাইবে। এতদ্ব্যতীত একটা বৃহৎ মহাযুগ গণনার রীতি ছিল। উহাতে কলির পরিমাণ ১২০০ দিব্য বর্ষ বা ৪৩২০০০ সৌর বর্ষ। এ সকল যুগ গণনার উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। অধুনা যুগ বলিতে সাধারণত বৃহৎ যুগকেই বুঝায়। রায় মহাশয় বলেন, কলিযুগ সত্যই পরীক্ষিৎ হইতে আরম্ভ। তবে উহা জ্যোতিষিক কলি বা ৩১৭৯ শকপূর্বমুখ কলি নহে। ১২০০ দিব্যবর্ষাত্মক পাদৈকধর্ম্ম কলি বা বৃহৎ কলি। ভীমহনু-মান্‌সংবাদোক্ত কলি ক্ষুদ্র কলি বা কলিবর্ষ। যদি বৃহৎ কলি হয়, তবে বলিতে হয়, ঐ অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত। কৃষ্ণ-বলরাম-সংবাদে কৃষ্ণের মুখে ক্ষীণধর্ম্ম কলিযুগের কথা বসাইয়া কবি আপনাকে অর্বাচীন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োঃ" বাক্যস্থ কলি ও দ্বাপর বর্ষাত্মক। ঐ সময়ে মধ্যম দ্বাপর এবং মধ্যম কলিরও অন্তর ছিল। ইহাই রায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ আলোচনার সারমর্ম্ম।[৪০] অপর পক্ষে, বৈদ্য বলেন, চার বছরে মহাযুগ-গণনা রীতি মহাভারতে বস্তুত নাই। কোন কোন বচন হইতে আপাতদৃষ্টিতে আছে বলিয়া মনে হয় বটে। কিন্তু তিনি দেখাইয়াছেন, সূক্ষ্ম বিচার করিলে ঐ অনুমান নির্ম্মূল প্রমাণিত

৩৯। 'আদিপর্ব', ৬৭।৮৭। পরমর্ষি ব্যাসও ধৃতরাষ্ট্রকে এরূপ বলিয়াছিলেন। স্ত্রীপর্ব্ব, ৮।২৭

৪০। 'ভারতবর্ষ',২১ (১) ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৩৬১ পৃষ্ঠা।

হয়।[৪১] আপন কল্পনার সঙ্গে যাহার সঙ্গতি হয় না, তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিলে কোন বাস্তব সামঞ্জস্য হয় না। বিশেষ হেতু ব্যতীত প্রক্ষিপ্ত বলিলে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়। ধর্ম্মক্ষীণতার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় নিশ্চিত হয় যে, হনুমান্, অশ্বত্থামা, ব্যাস ও কৃষ্ণ-কথিত কলি বৃহৎ কলিই। কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতযুদ্ধ শেষ হইবার দেড় মাস পরে কলিযুগ আরম্ভ হয়[৪২]। মহাভারতের কৃষ্ণোক্তির সহিত ইহার বিরোধ হয়।

জ্যোতিষে পৌরাণিক প্রভাব

পৌরাণিক কলিকালের প্রারম্ভ এবং জ্যোতিষিক কল্যব্দের প্রারম্ভ অভিন্ন কি না, সন্দেহ। অপর কথায়, কুরুক্ষেত্র-মহাসমর কিম্বা কৃষ্ণের দেহত্যাগ ও পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান ৩১৭৫ শালিবাহনশকপূর্ব্বাব্দে (বা ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে) ঘটিয়াছিল কি না, সন্দেহ। ঐ যুদ্ধ বস্তুত কবে ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মত আছে। অধিকাংশ আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্গণের মতে উহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫শ হইতে ১৩শ শতকের ঘটনা। কেহ কেহ ত উহাকে আরও পরেকার বলিয়াও প্রচার করিয়াছেন। সে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে বর্ত্তমানে নিষ্প্রয়োজন। আমরা প্রসঙ্গক্রমে যথাপ্রয়োজন কোন কোন প্রাচীন মতের উল্লেখ করিব। তৎপূর্বে প্রদর্শন করিব যে, পূর্বোক্ত পৌরাণিক মতের প্রভাব জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরও পড়িয়াছে। কোন কোন হিন্দু জ্যোতিষী স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধের সময় হইতেই কলিযুগের আরম্ভ। যথা, আচার্য্য (দ্বিতীয়) আর্য্যভট (৪২১ শক) লিখিয়াছেন,—

"কাহো মনবো ঢ মনুযুগ শ্‌খ গতাস্তে চ মনুযুগ ছ্‌না চ।
কল্পাদের্যুগপাদা গ্ন চ গুরুদিবসাৎ ভারতাৎ পূর্বম্ ॥"[৪৩]

'ব্রহ্মার এক দিনে ১৪ মন্বন্তর এবং এক মন্বন্তরে ৭২ মহাযুগ। কল্পের আদি হইতে ৬ মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। সপ্তম মনুর ২৭ মহাযুগও গিয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুগের তিন পাদ ভারত পর্য্যন্ত, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত গিয়াছে।' সেইরূপ আচার্য্য শ্রীপতি (৯৬১ শক) বলেন,—

"বর্ত্তমানে কদিনে মনবঃ ষট্ সপ্তমস্য চতুর্যুগসংখ্যা।
ভৈর্মিতাঽহ্নি চ যুগত্রয়মন্যদ্ ভারতাদ্ গুরুদিনাচ্চ গতং প্রাক্ ॥"[৪৪]

এই দুই স্থলে 'ভারত' শব্দে 'ভারতযুদ্ধ' গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্য্যদেব যজ্বাপ্রমুখ টীকাকারগণ বলেন, ভারতবংশজাত যুধিষ্ঠিরাদিই ভারত। তাঁহাদিগকে উপলক্ষণ করত দ্বাপরের শেষ গুরুদিবসকেই ভারতগুরুদিবস বলা হইয়াছে। ঐ দিনে যুধিষ্ঠিরাদি রাজ্য পরিত্যাগ করতঃ মহাপ্রস্থান করেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে[৪৫]।

৪১। 'হিন্দী মহাভারত মীমাংসা', ৪২৬ পৃষ্ঠা। ৪২। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, 'যুধিষ্ঠিরের সময়' প্রবন্ধ।

৪৩। 'আর্য্যভটীয়', ১।৩। ৪৪। 'সিদ্ধান্তশেখর', ১।২৩।

৪৫। "ভরতবংশজাতা যুধিষ্ঠিরাদয়ো ভারতাঃ তৈরুপলক্ষিতত্বাৎ দ্বাপরান্তিমো গুরুদিবসো ভারতগুরুদিবসঃ। তস্মিন্ অহ্নি যুধিষ্ঠিরাদয়ো রাজ্যমুৎসৃজ্য মহাপ্রস্থানং গতা ইতি প্রসিদ্ধম্।" (সূর্য্যদেব)।

ভরতবংশজ বলিলে একমাত্র পাণ্ডবগণকে বুঝাইবে কেন? আসল কথা, পৌরাণিক প্রসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। 'ভারত' অর্থে 'ভারতযুদ্ধ' ধরিলে কল্যব্দের আরম্ভ সম্বন্ধে মহাভারতোক্ত মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য হয়।

কালিদাস গণক (১১ শকপ্রায়) লিখিয়াছেন,—

"যুধিষ্ঠিরাব্দে বেগযুগাম্বরাগ্নয় (৩০৪৪) কলম্বরবিশ্বে (১৩৫)২ ভ্রখখাষ্টভূময়ঃ (১৮০০০)
ততোঽযুতং লক্ষচতুষ্টয়ং ক্রমাৎ ধরাদৃগষ্টা (৮২১)বিতি শাকবৎসরাঃ॥"[৪৬]

সুতরাং যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩০৪৪+১৩৫ বা ৩১৭৯ বর্ষ গতে শালিবাহনাব্দের আরম্ভ। অতএব এই মতে কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দ অভিন্ন দেখা যায়।

জ্যোতিষিক কল্যব্দের প্রচার

কালক্রমে পুরাণ-প্রভাবিত জ্যোতিষিক কল্যব্দই সর্বত্র প্রচলিত হয়। অপর কথায়, কল্যব্দ বলিলে লোকে ৩১৭৯ শকপূর্বাব্দমুখ কলিকেই বুঝিয়া থাকে; এবং ঐ সময়েই ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল কিম্বা যুধিষ্ঠিরাদি মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন মনে করিয়া থাকে।

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর এক শিলালেখে এক মন্দির নির্মাণের তারিখ আছে।[৪৭]

ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেষু শ (? গ)তেষব্দেষু পঞ্চসু॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাং॥"

ইহাতে স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে, ভারতযুদ্ধ হইতেই কলিকাল আরম্ভ হয়। এবং ভারতযুদ্ধ হইতে ৩০+৩০০০+৭০০+৫=শকাব্দ হইতে ৫০+৬+৫০০—সুতরাং শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্বেই ভারতযুদ্ধ হয় এবং তখন হইতেই কল্যব্দ আরম্ভ হয়।[৪৮]

'কলিযুগরাজবৃত্তান্তে' উক্ত আছে,—

"পঞ্চবিংশতিবর্ষেষু প্রযাতেষু কলৌ যুগে।
যুধিষ্ঠিরজ্ঞাপনার্থে লৌকিকোঽব্দঃ প্রবর্তিতঃ॥"[৪৯]

৪৬। 'জ্যোতির্বিদাভরণ', ১০।১১১

৪৭। *Epigraphia Indica*, III, P.P. 7.

৪৮। এই সম্বন্ধে নরসিংহ স্বামি-লিখিত "The Kaliyuga, Yudhisthira and Bharatayuddha Eras" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (*Indian Antiquary*, XL, pp. 162—)

নরসিংহ স্বামী লিখিয়াছেন, যুধিষ্ঠির ১৫ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাধীনে থাকিয়া এবং ৩৬ বৎসর স্বতন্ত্রভাবে মোট ৫১ বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর কৃষ্ণের দেহত্যাগের সমাচার পাইয়া মহাপ্রস্থান করেন। এ কথা সত্য নহে।

৪৯। 'কলিযুগরাজবৃত্তান্ত', ৩য় ভাগ, ৩য় অধ্যায়। এই গ্রন্থ আমরা দেখি নাই। অপরের গ্রন্থে অনূদিত বচন এখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

'কলিযুগের ২৫ বৎসর গতে যুধিষ্ঠিরের স্মৃত্যর্থ লৌকিকাব্দ প্রবর্তিত হয়।' এটা কোন্ কলি? জ্যোতিষিক কলি, না পৌরাণিক কলি, না মহাভারতের কলি? যুধিষ্ঠিরের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রচলিত অব্দ তাঁহার তিরোধানের কিছু কাল পরে আরম্ভ হইয়াছিল, এরূপ কল্পনা সমীচীন নহে। তাই বলিতে হয় যে, উহার অব্যবহিত পরে বা তৎপূর্বে উহা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে রাজ্যাভিষেক, অশ্বমেধমহাযজ্ঞানুষ্ঠান, মাতৃশোক, কৃষ্ণশোক, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের জীবনের অপর কোন বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ মহাভারতাদিতে পাওয়া যায় না। যুদ্ধের পর ছয় মাসের মধ্যে যুধিষ্ঠির রাজা হন। তাহার স্বল্পকাল পরে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। যুদ্ধের ১৮ বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী এবং ৩৬ বৎসরে কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। উহার অল্প কাল পরে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন। সুতরাং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইতে ২৫ বৎসরে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই, যাহার স্মৃত্যর্থ একটা নূতন অব্দ প্রবর্তিত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং ঐ বচনোক্ত কলি 'মহাভারতে'র কলি নহে।

যদি পৌরাণিক কলি হয়, বলিতে হয়, মহাপ্রস্থানের ২৫ বৎসর পরে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করেন; উহারই স্মৃত্যর্থ লৌকিকাব্দ প্রবর্তিত হয়। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি,[৫০] মহাপ্রস্থানের দীর্ঘ কাল পরে স্বর্গারোহণ ঘটে। ঐ কাল ২৫ বৎসর হওয়া অসম্ভব নহে। যদি প্রকৃত পক্ষে তাহাই হয়, তবে উক্ত বচনের কলি পৌরাণিক কলি।

যাহা হউক, এ সকল কল্পনা মাত্র। কারণ, অন্য প্রকারে প্রমাণিত হয় যে, উহা জ্যোতিষিক কলি। লৌকিকাব্দ বিশেষ ভাবে কাশ্মীরেই প্রচলিত। সুতরাং তথা হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ করা উচিত। স্বকৃত 'ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা-বিবৃতি-বিমর্শিনী' বা 'বৃহতী-বিমর্শিনী'র অন্তে কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ দর্শনাচার্য্য অভিনবগুপ্ত উহার রচনা-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ইতি নবতিতমেঽস্মিন্ বৎসরেঽন্ত্যে যুগাংশে
তিথিশশিজলধিস্থে মার্গশীর্ষাবসানে।
জগতি বিহিতবোধাং ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাং
ব্যবৃনুত পরিপূর্ণাং প্রেরিতঃ শম্ভুপাদৈঃ॥"

এখানে ৪০৯০ সপ্তর্ষিসম্বৎ বা লৌকিকাব্দকেই 'নবতিতম' বৎসর বলা হইয়াছে। তাহাতে পাওয়া যায়—

(১) ৪০৯০ লৌকিকাব্দ = ৪১১৫ কল্যব্দ

সুতরাং এই কল্যব্দ এবং 'কলিযুগরাজবৃত্তান্তে' উক্ত কল্যব্দ অভিন্ন। কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

৫০। "বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স," নামক 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় পরে প্রকাশ্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

"লৌকিকাব্দে চতুর্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥"[৫১]

তাহা হইতে পাওয়া যায়,—

(২) ৪২২৪ লৌকিকাব্দ = ১০৭০ শককাল

(১) ও (২) হইতে আমরা পাই—

৪২৪৯ কল্যব্দ = ৪২২৪ লৌকিকাব্দ = ১০৭০ শকাব্দ

সুতরাং ঐ কল্যব্দের প্রারম্ভ শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্বে। অতএব উহা জ্যোতিষিক কল্যব্দ।

অনর্থের উৎপত্তি

কলিকালের প্রারম্ভ সম্বন্ধে জ্যোতিষিক ও পৌরাণিক প্রবাদের সংমিশ্রণের ফলে বড় অনর্থের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাতে আচার্য্য বরাহমিহিরের সময় সম্বন্ধে একটা অযথা সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিব। বরাহমিহির-বিরচিত 'বৃহৎসংহিতা'য় কথিত আছে,—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥"[৫২]

নৃপতি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসনকালে সপ্তর্ষিগণ মঘায় ছিলেন। শককালের সহিত "ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বি" যোগ করিলে ঐ রাজার সময় পাওয়া যায়।[৫৩] এই বচনটি নাকি 'গর্গসংহিতা'র। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় উহার অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। বরাহের উক্তি ("কথয়িষ্যে বৃদ্ধগর্গমতাৎ") হইতে বুঝা যায়, বৃদ্ধগর্গের মতানুসারে তিনি ঐ প্রকার বলিয়াছেন। কহ্লন পণ্ডিতও (১০৭০ শক) স্বপ্রণীত 'রাজতরঙ্গিণী'তে উহাকে ধরিয়াছেন।[৫৪] ঐ মতে পাওয়া যায়, "শককালে"র "ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বি" বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠির জীবিত ছিলেন। উহা যে কোন্ "শককাল", তাহা বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। তাহাতেই শঙ্কা উৎপত্তির অবকাশ হইয়াছে।

কহ্লন মনে করেন, গর্গোক্ত "শককাল" শালিবাহন-শকই; "ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বি" = ২৬২৫। তাই তিনি লিখিয়াছেন, কুরুপাণ্ডবগণ ৬৫৩ (= ৩১৭৯—২৫২৬) কল্যব্দে (জ্যোতিষিক) বর্ত্তমান ছিলেন।

৫১। 'রাজতরঙ্গিণী', ১।৫২। ৫২। 'বৃহৎসংহিতা', ১৩।৩।

৫৩। 'ঐ রাজার সময়' বাক্যের তাৎপর্য্য কি, চিন্তনীয়। ঐ সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন, এই সাধারণ অর্থেই উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে? না কি 'যুধিষ্ঠিরাব্দই' উহার বিবক্ষিত মর্ম্ম? এই শেষোক্ত অর্থে গ্রহণ করিলে বুঝিতে হয় যে, শকাব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দের অন্তর নির্দেশ করাই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের উদ্দেশ্য।

৫৪। 'রাজতরঙ্গিণী', ১।৫৬। এই গ্রন্থে "রাজ্ঞশ্চ" স্থলে "রাজ্যস্য" পাঠ আছে।

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভূবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"[৫৫]

যাঁহারা মনে করেন যে, কুরুপাণ্ডবগণ "দ্বাপরান্তে" (দ্বাপরের শেষ ভাগে বা কলির প্রারম্ভে) বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদিগকে কহ্লন মোহগ্রস্ত ও মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।

"ভারতং দ্বাপরান্তেহভূদ্বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।
কেচিদেতাং মৃষা তেষাং কালসংখ্যাং প্রচক্রিরে॥"[৫৬]

এইরূপে দেখা যায়, গর্গোক্তির সার্থক্য রক্ষার জন্য কহ্লন পণ্ডিত মহাভারতপুরাণ-পন্থীদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। কল্যব্দের আদি সম্বন্ধে তিনি জ্যোতিষিক মত অঙ্গীকার করিয়াছেন।

শাক্যকালবাদ

পৌরাণিক মতবাদের সঙ্গে কঠোর বিরোধ হয় বলিয়া কেহ কেহ কহ্লনের ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে করেন না। তাঁহারা উক্ত বচনের ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেই কহ্লনের ন্যায় মনে করেন যে, কল্যব্দের আরম্ভ শালিবাহন-শকের ৩১৭৯ বৎসর পূর্বে। তবে কহ্লন গর্গবরাহোক্ত শককালকে শালিবাহন-শককাল ধরিয়া যুধিষ্ঠিরের সময় এ দিকে, ৬৫৩ কল্যব্দে টানিয়া আনিয়াছেন। আর ইঁহারা ঐ শককালকে শাক্যকাল গ্রহণ করতঃ উহার আদি শালিবাহন-শকারম্ভের পূর্বে ঠেলিয়া নিয়াছেন। তাঁহারা উহাকে বরাহমিহিরের বচন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বলেন, বরাহ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত শাককাল শাক্যকালই।

রামপ্রসাদ বলেন,[৫৭] বরাহমিহির কর্ত্তৃক ব্যবহৃত শককাল বস্তুত শাক্যকাল। উহা শালিবাহন-শকাব্দ এবং বিক্রমশকাব্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহার আরম্ভ ৬২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, শাক্যমুনি গৌতমের জন্মদিনে। তাঁহার মতে, কুরুক্ষেত্র-মহাসমর ৩১৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সংঘটিত হয়।

গোপাল আয়ার মনে করেন,[৫৮] গর্গবচনের প্রচলিত পাঠ ভুল। উহাতে 'শককাল' স্থলে 'শাক্যকাল' পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। উহার আরম্ভ ৫৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, শাক্যমুনি গৌতমের মহাপরিনির্বাণের দিনে। তাঁহার মতে 'ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিক' = ২৬ × ২৫ = ৬৫০। সুতরাং যুধিষ্ঠির ৬৫০ + ৫৪৩ অর্থাৎ ১১৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন। অতএব কল্যব্দের প্রারম্ভ ১১৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

৫৫। ঐ, ১।৫১, ৫৬। ঐ, ১।৪৫

৫৭। Rama Prasad, "The Date of the Bhagavad Gita," *Theosophist*, 1908, pp. 512, 619, 708.

৫৮। Gopal Aiyar, *Chronology of Ancient India; Indian Review*, Nov. 1909.

অধ্যাপক রামদেব লিখিয়াছেন,[৫৯] গর্গোক্ত শককাল শাক্যসিংহ বা শকসিংহ গৌতমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাল। গৌতমের ৫০ বৎসর বয়ঃকালে উহা প্রবর্তিত হয়। গৌতমের জন্ম শালিবাহনাব্দের ৭০১ (=খ্রীষ্টাব্দের ৬২৩) বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। অতএব ৬২৩-৪৯=৫৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঐ শককাল প্রচলিত হয়। পরে তিনি এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করেন। তখন লিখেন,[৬০] শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর যুধিষ্ঠিরের দেহান্ত হয়। ঐ সময় হইতেই কলিযুগের আরম্ভ। উহা ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঘটে। বরাহমিহিরের মতে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যুর ২৫২৬ বর্ষ পরে শককাল আরম্ভ হয়। সুতরাং শককালের প্রারম্ভ ৩১০২-২৫২৬ বা ৫৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[৬১] গোপাল আয়ারের ন্যায়, মনে করেন যে, গর্গ-বরাহ-মিহির-ব্যবহৃত শককাল প্রকৃত পক্ষে শাক্য বা বুদ্ধকাল এবং বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দিন হইতেই উহার প্রারম্ভ। কিন্তু তন্মতে উহার আদি ৫৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং "ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বি"=২৫৫৬। তাহাতে যুধিষ্ঠিরের কাল ২৫৫৬+৫৪৬ বা ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হয়। এই প্রকারে কল্যব্দের আদি এবং যুধিষ্ঠিরের সময় সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রবাদের সঙ্গে ঐ গর্গ-বরাহ-বচনের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

পারস্যশককালবাদ

নারায়ণ শাস্ত্রী বলেন,[৬২] বরাহমিহিরধৃত গর্গবচনোক্ত শককালের আরম্ভ ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। কলিযুগের প্রারম্ভ ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাহার ২৬ বৎসর পরে ৩০৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, লৌকিকাব্দ বা সপ্তর্ষিকালের আদিতে, যুধিষ্ঠির দেহত্যাগ করেন। গর্গ-বচনের মতে শককালের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ শককালের আদি নিশ্চয়ই ৩০৭৬—২৫২৬ বা ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এইরূপে নারায়ণ শাস্ত্রী মনে করেন যে, হিন্দুজ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদি ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি বলেন, ঐ শকের প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ পারস্যরাজ সাইরস। গ্রীক ইতিবৃত্তলেখক হেরোদোতাস ও জেনোফনের বিবৃতি হইতে জানা যায়, ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বীর সাইরস মিড়িয়া দেশকে পরাস্ত করতঃ পারস্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করেন। পারস্যের ইতিহাসে উহা নবযুগের সূচনা করে। উহার স্মৃতিরক্ষার্থ সাইরস এক নবীন সংবৎ প্রবর্ত্তন করেন। ঐ সংবৎ হিন্দুস্থানেও প্রচলিত হয়। এবং উহাই কালক্রমে হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫৯। শ্রীরামদেব প্রণীত 'ভারতবর্ষ কা ইতিহাস,' প্রথম খণ্ড, ১৯৬৮ বিক্রমসম্বৎ, ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

৬০। 'ভারতবর্ষ কা ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, শ্রীরামদেব ও শ্রীসত্যকেতু বিদ্যালঙ্কার প্রণীত, ১৯৯০ সম্বৎ, ১৩ পৃষ্ঠা।

৬১। D. N. Mukhopadhyaya, "Gupta Era," *Indian Historical Quarterly*, VIII (1932), pp. 88 ff.

৬২। T. S. Narayana Sastri, *The Age of Sankara*, Part I—A, Madras, 1916, Appendix I, pp. 159 ff; Appendix II, pp. 144 ff.

হিন্দুগণ পারস্যসংবৎ কেন গ্রহণ করিলেন, তাহার একটা হেতুও নারায়ণ শাস্ত্রী প্রদর্শন করিয়াছেন। সিন্ধুদেশের রাজা ঐ যুদ্ধে সাইরসের বিশেষ সহায়তা করেন; বস্তুত তাঁহার সাহায্যেই সাইরসের বিজয় হয়। গ্রীক ইতিবৃত্তলেখকগণ তাহা লিখিয়াছেন। সেই হেতু ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে পারস্যবাসীদিগের ন্যায় সিন্ধুদেশবাসীরাও গৌরবের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সাইরস-প্রবর্ত্তিত নবীন অব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পারস্য দেশের উত্তরভাগস্থ শকাই প্রদেশ—(সংস্কৃত শাকদ্বীপ) হইতে সাইরসের অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। সেই হেতু সিন্ধিগণ তাঁহাকে শক বলিতেন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রবর্তিত অব্দকে শকাব্দ নামে অভিহিত করেন। ঐ শকাব্দই কালক্রমে সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচলিত হয়।

হিন্দুজ্যোতিঃশাস্ত্রে ব্যবহৃত শককাল যে, পারস্য শককাল, শালিবাহনশকাব্দ নহে, তাহার সমর্থনার্থ নারায়ণ শাস্ত্রী নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়াছেন।

(১) শককাল হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রে 'শকভূপকাল', 'শকেন্দ্রকাল', 'শকনৃপতিকাল' প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। তাহাতে বুঝা যায়, উহার প্রবর্ত্তক কোন শকরাজা। বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন শকদিগকে যুদ্ধে পরাজয় ও হত্যা করেন। সেই হেতু তাঁহারা 'শকারি' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের দ্বারা প্রবর্তিত অব্দকে 'শকনৃপকাল' ইত্যাদি বলা যাইতে পারে না।

(২) উৎপল ভট্ট লিখিয়াছেন, ৮৮৮ শাকের চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী, বৃহস্পতি বারে তিনি 'বৃহজ্জাতকবিবৃতি' প্রণয়ন করেন।

"চৈত্রমাসস্য পঞ্চম্যাং সিতায়াং গুরুবাসরে।
বস্বষ্টবস্বমিতে শাকে কৃতেয়ং বিবৃতির্ময়া॥"

৮৮৮ শাক—৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলেই যথোক্ত বার ও তিথি ঠিক ঠিক পাওয়া যায়। ৮৮৮ শালিবাহনশকাব্দের (=৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের) চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি বৃহস্পতি বারে নহে। সেই হেতু সুধাকর দ্বিবেদী[৬৩] উৎপলের শ্লোকের পাঠ নিম্নপ্রকারে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ;—

"ফাল্গুনস্য দ্বিতীয়ায়ামসিতায়াং গুরোর্দিনে।
বস্বষ্টবস্বমিতে শাকে কৃতেয়ং বিবৃতির্ময়া॥"

এই পরিবর্ত্তন ন্যায্য নহে। উৎপল ভট্টের মূল উক্তি হইতে সিদ্ধ হয় যে, তাহাতে ব্যবহৃত শাক শালিবাহনশাক নহে। উহার আদি ৮৮৮—৩৩৮ বা ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

(৩) স্বকৃত 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'র উপসংহারে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, ১০৩৬ 'শকনৃপকালে' তাঁহার জন্ম এবং ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ 'শকনৃপকাল'কে শালিবাহনশককাল ধরিলে ভাস্করাচার্য্য বিখ্যাত পারসী পর্য্যটক

৬৩। সুধাকর দ্বিবেদিকৃত 'গণকতরঙ্গিণী', কাশী, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ, ২২ পৃষ্ঠা।

অল্‌বিরুনির পরবর্ত্তী কালে আসিয়া পড়েন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কেন না, ৯৫২ শাকে রচিত অল্‌বিরুনির 'ভারতবিবরণ' গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্যের নামোল্লেখ আছে। বেবরের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা কথিত আছে।

(৪) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর ঐহোল শিলালেখে আছে,—

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সহাব্দশতযুক্তেষু শতেষব্দেষু পঞ্চসু ॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্ ॥"

ইহাতে পাওয়া যায়,—

৩১৩৫ ভারতযুদ্ধাব্দ = ৫৫৬ শকনৃপকাল

৩১৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়। সুতরাং ৩১৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৩১৪০ – ৩১৩৫ = ৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। শকাব্দের আরম্ভ ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ধরিলে ৫৫৬ – ৫৫০ = ৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (?)। বৎসরারম্ভের পার্থক্য হেতুই এখানে ১ বৎসরের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহা ধর্ত্তব্য নহে। এইরূপে উক্ত শিলালেখ হইতে সিদ্ধ হয় যে, তত্রস্থ শকাব্দের প্রারম্ভ ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ঐ পূর্বোক্ত শিলালেখের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পাঠ সম্বন্ধে মতান্তর দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে উহার পাঠ এই,—

"সপ্তাব্দশতযুক্তেষু গতেষব্দেষু পঞ্চসু।"

এই পাঠানুসারে—

৩৭৩৫ ভারতযুদ্ধাব্দ = ৫৫৬ শকাব্দ

সুতরাং ভারতযুদ্ধের ৩১৭৯ (= ৩৭৩৫ – ৫৫৬) বৎসর পরে ঐ শকাব্দের আরম্ভ। সুতরাং উহা শালিবাহনশকাব্দই। শিলালেখোক্ত শকাব্দকে শালিবাহনশকাব্দ বলিয়া প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়েই শাস্ত্রীজী বলেন, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এই পাঠপরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তৎপূর্বে সকলে "সহাব্দশতযুক্তেষু" ইত্যাদি পাঠই স্বীকার করিতেন।

বরাহমিহিরের কাল সম্বন্ধে জল্পনা

আচার্য্য বরাহমিহিরের কাল সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বাদিগণ নানাপ্রকার জল্পনা করিয়াছেন। তৎকৃত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় রোমকসিদ্ধান্ত মতে অহর্গন আনয়নেব বিধি বর্ণিত হইয়াছে[৩৪]। উহাতে গৃহীত করণাব্দ ৪২৭ "শককাল"। উহাকে সাধারণে পঞ্চসিদ্ধান্তিকার করণাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ শককালকে শাক্যকাল মনে করিয়া পূর্বোক্ত বাদিগণ অনুমান করেন যে, বরাহমিহির ১১৬ (গোপাল আয়ার), ১১৯ (ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বা ১২৩ (নারায়ণ শাস্ত্রী) খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরাজ লিখিয়াছেন—

৩৪ 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ১।৮—১০।

"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ"[৬৫]

'আচার্য্য বরাহমিহির ৫০৯ শাকে স্বর্গগমন করেন।' সুতরাং তিনি ৩৪, ৩৭ বা ৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। একটা প্রাচীন কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি উজ্জয়িনীর সুবিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নব রত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। ঐ বিক্রমাদিত্য শালিবাহনশকের ১৩৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। পূর্বোক্ত বাদিগণ বলেন, তাঁহাদিগের মতবাদ অনুসারেই ঐ কিম্বদন্তীর সত্যতা রক্ষিত হইতে পারে। অন্যথা উহাকে অমূলক বলিতে হয়।

রামপ্রসাদের মতবাদানুসারে, ১১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং রামদেবের মতে, ৬৫ কি ৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আচার্য্য বরাহমিহিরের মৃত্যু হয়।

শাক্যকালবাদে দোষারোপ—বুদ্ধনির্বাণকাল

বরাহমিহির কর্ত্তৃক ব্যবহৃত 'শককালে'র (বা শাক্যকালের) আদি সম্বন্ধে সকল শাক্যকালবাদিগণ একমত নহেন। আমরা দেখিয়াছি, উহার আরম্ভ কাহারও মতে ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্মদিনে, ৬২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (রামপ্রসাদ); কাহারও মতে তাঁহার মহানির্বাণের দিনে, ৫৪৩ (গোপাল আয়ার) বা ৫৪৬ (ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। আবার কাহারও মতে তাঁহার ৫০ কি ৫২ বর্ষ বয়সে, ৫৭৪ কি ৫৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উহা প্রবর্ত্তিত হয় (রামদেব)। ঐ সকল বাদের সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য বুদ্ধদেবের সময় সঠিক জ্ঞাত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্ত্য প্রাচ্যবিদ্গণ বুদ্ধের নির্বাণকাল সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন নির্ব্বিবাদ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিভিন্ন জনে বিভিন্ন তারিখ পাইয়াছেন। যথা, খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৪৭৭, ৪৮০, ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৮৮, ৪৮৯, ইত্যাদি।

কানিংহামের বিচারে ৪৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধ নির্বাণলাভ করেন। গয়ায় প্রাপ্ত একটা শিলালেখে উহার লিপিকাল নিম্নপ্রকারে নিবদ্ধ হইয়াছে।

"ভগবতি পরিনির্বৃত্তে সংবৎ ১৮১৯ কার্ত্তিক বদি ১ বুধি" ইত্যাদি।[৬৬]

কানিংহাম গণনা করিয়া বলেন যে, ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবারে ঐ শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে পাওয়া যায়, বুদ্ধের নির্ব্বাণ ৪৭৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে হইয়াছিল। এইরূপে কানিংহাম মনে করেন যে, ঐ শিলালিপি তৎকর্ত্তৃক অপর উপায়ে নিরূপিত বুদ্ধনির্বাণকালের সমর্থন করে। সুব্বা রাও,[৬৭] কানিংহামের গণনার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

৬৫। 'খণ্ডখাদ্যক' আমরাজকৃত টীকা সহ, পণ্ডিত শ্রীববুয়া মিশ্র জ্যোতিষাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯২৫, ১০৯ পৃষ্ঠা।

৬৬। A. Cunningham, *Corpus Inscriptionum Indicarum*, I, PP. 20-3.

৬৭। "*Theosophist*", V, *1883*, PP. 40 ff.

তিনি দেখাইয়াছেন যে, ঐ শিলালিপি সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে উক্ত বুদ্ধনির্বাণ-কালের সমর্থন করে। ঐ ইতিহাসের মতে বুদ্ধের পরিনির্বাণকাল খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্বে।

কোন কোন প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধের জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর বার ও তিথি এবং সে সময়ে তাঁহার বয়স লিপিবদ্ধ আছে। বিশপ বিগন্দেৎ-রচিত 'গৌতমের জীবনী'তে উহাদের অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকলের ভিত্তিতে গণনা করিয়া স্বামী কন্নু পিল্লা নির্ণয় করেন যে, একমাত্র ৪৭৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে নির্ব্বাণ ধরিলেই জ্যোতিষিক গণনায় উহাদের সামঞ্জস্য হয়। অন্য কোন অব্দে নির্ব্বাণ ধরিলে ঐগুলি মোটেই মিলে না[৬৮]। বুদ্ধের নির্বাণকাল সম্বন্ধে অন্য যতগুলি মত প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির বিচার করত পিল্লা মহাশয় জোর করিয়াই বলিয়াছেন, বুদ্ধের নির্বাণ ৪৭৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে ব্যতীত অপর কোন বৎসরে হইতেই পারে না।

পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য পিল্লা[৬৯] এ বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাসে বিবৃত আছে যে, গৌতম বুদ্ধ ৬৮ ঈশান শগের বৈশাখী পূর্ণিমায় শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেন; ৯৬ ঈশান শগে, বৈশাখী পূর্ণিমায়, শুক্রবারে, ২৯ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন; ১০৩ ঈশান শগে বৈশাখী পূর্ণিমায় বুধবারে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন; ১০৭ ঈশান শগে, আদি পূর্ণিমায়, শনিবারে, সূর্যোদয়সময়ে, তাঁহার পিতা দেহত্যাগ করেন; ১৪৮ ঈশান শগে, বৈশাখী পূর্ণিমায়, মঙ্গলবারে, তিনি নির্বাণলাভ করেন। এই সকল তিথি বারের কতকগুলি 'শিলপথিকরম্' নামক প্রাচীন তামিল গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ ঈশান শগের প্রারম্ভকাল তথায় বিবৃত হয় নাই। ঐ সকল জ্যোতিষিক ঘটনার আধারে গণনা করিয়া সুব্রহ্মণ্য পিল্লা নির্ণয় করেন যে, ঈশান শগের আদি ৬৪১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে। সুতরাং ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম ৫৭৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে, গৃহত্যাগ ৫৪৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে, বুদ্ধত্বলাভ ৫৩৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে, পিতার মৃত্যু ৫৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং নির্বাণলাভ ৪৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি বলেন, একমাত্র ৪৯৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ব্যতীত ৬০০ হইতে ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অন্তর্ব্বর্ত্তী অপর কোন অব্দে বুদ্ধের নির্বাণ হইয়াছিল ধরিলে পূর্বোক্ত সমস্ত তিথি ও বারের সমন্বয় পাওয়া যায় না। ৪৮৩ খৃষ্টপূর্বাব্দের ২৭শে বৈশাখ এবং ৪৮৬ খৃষ্টপূর্বাব্দের ৩১শে বৈশাখ মঙ্গলবার পূর্ণিমা ছিল। সুতরাং তাহাতেও নির্বাণ-তিথি ঠিক ঠিক পাওয়া যায় বটে। কিন্তু অপর তিথি বারসমূহ মিলে না।

বুদ্ধের জন্ম এবং নির্বাণকাল সম্বন্ধে এই সকল সিদ্ধান্তের কোনটাই পূর্বোক্ত শাক্যকাল-বাদিগণের অনুমানসমূহের কিঞ্চিৎমাত্রও অণুকূল নহে।

৬৮। *Ind. Ant.*, *XLIII*, 1914, PP. 197—

৬৯। Pundit E. M. Subramania Pillai, "The Date of Buddha Nirvana," *Indian Review*, 1924, PP. 238-240

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসের মতে বুদ্ধের নির্বাণকাল ৫৪৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা। তাহার পরের দিন হইতে বিগণিত নির্বাণাব্দের প্রচলন এক সময়ে ভারতবর্ষ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল; দেখা যায়, সুদূর লাউ প্রদেশেও উহার ব্যবহার ছিল। পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই তারিখ রামপ্রসাদ ও গোপাল আয়ারের মতের কতকটা অনুকূল বটে। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদি যে উহা হইতে পারে না, কিঞ্চিৎ পরে আমরা নিঃসংশয়রূপে তাহা প্রতিপাদন করিব।

শাক্যকালবাদিগণের কেহ কেহ মনে করেন যে, পূর্বোক্ত বরাহবচনের "ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বি" বাক্য ২৫ × ২৬ কিম্বা ২৫৫৬ সংখ্যা খ্যাপন করে। কিন্তু প্রাচীন টীকাকার উৎপল ভট্টের মতে উহা ২৫২৬ সংখ্যাবোধক।

পারস্যশককালবাদে ত্রুটি

পারস্যশককালবাদের সমর্থনে নারায়ণ শাস্ত্রী যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সকল ভ্রমাত্মক। তাঁহার গণনা মতে, উৎপল ভট্ট (৮৮৮ শাক) ৩৩৮ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা সম্ভব নহে। কেন না, উৎপল আর্য্যভট ('আর্য্যভটীয়'কার') ও ব্রহ্মগুপ্তের (জন্ম ৫২০ শক) নামোল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে বহু বচন অনুবাদ করিয়াছেন[১০]। তিনি ব্রহ্মগুপ্তকৃত খণ্ডখাদ্যকের (রচনাকাল ৫৮৭ শক) টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং উৎপল অবশ্যই আর্য্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের অর্বাক্‌কালের লোক। ইঁহাদের কেহই শালিবাহন-শকের পূর্বাব্দের নহে (পরে দেখুন)। "চৈত্রমাসস্য পঞ্চম্যাং" ইত্যাদি শ্লোক উৎপলের 'বৃহজ্জাতকবিবৃতি'তে এবং "ফাল্গুনস্য দ্বিতীয়ায়াং" ইত্যাদি শ্লোক তাঁহার 'বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি'তে পাওয়া যায়। তাহা না জানিয়া শাস্ত্রী মহাশয় সুধাকর দ্বিবেদীর প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোক দ্বিবেদীজীর মনঃকল্পিত নহে। প্রথম শ্লোকোক্ত 'শাক'কে শালিবাহনশকাব্দ বলিয়া ধরিলে বার মিলে না সত্য। তাহাতে অনুমান হয়, ঐ শ্লোকের অধুনা প্রচলিত পাঠে কিঞ্চিৎ ভুল আছে। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত বিশেষ পর্য্যালোচনা করতঃ তৎসম্বন্ধে এরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন[১১]। শাস্ত্রীর পারস্য-শককালবাদানুসারে প্রথম শ্লোকোক্ত তিথি ও বার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত তিথি বার পাওয়া যায় না।

অল্‌বিরুনি আচার্য্য ভাস্করের নামোল্লেখ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। কেন না, তাঁহার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ঐ স্থলের পাঠ ভ্রষ্ট। বেবর অতি স্পষ্টভাবে ঐরূপ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লেখ করিয়া থাকিলেও ঐ ভাস্কর "সিদ্ধান্তশিরোমণিকার" ভাস্কর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি হইবেন। তাহাও তিনি লিখিয়াছেন। অপর একজন প্রাচীন ভাস্করের

১০। উৎপলভট্ট-রচিত 'বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি' দেখ।

১১। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র' ২৩৪ পৃষ্ঠা।

অস্তিত্ব আমরা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছি[৭২]। যাহা হউক, অল্‌বিরুনির উক্তি লইয়া ঐ কল্পনা জল্পনা বস্তুত নির্ম্মূল। কেন না, সাকাউ কর্ত্তৃক সম্পাদিত অল্‌বিরুনির গ্রন্থে ভাস্করের নাম নাই। এই সংস্করণই এখন প্রামাণ্য বলিয়া পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হইয়া থাকে। পারস্য-শককালবাদ অনুসারে "সিদ্ধান্তশিরোমণি"কার ভাস্করাচার্য্যের (জন্ম ১০৩৬ "শককাল," গ্রন্থরচনাকাল ১০৭২ শক) জন্ম ৪৮৬ খৃষ্টাব্দে এবং গ্রন্থরচনা ৫২২ খৃষ্টাব্দে স্থির হয়। উহাতে তিনি আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা প্রাচীন হইয়া পড়েন। তাহা সম্ভব নহে। কারণ, ভাস্কর ব্রহ্মগুপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত তিনি স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্তের "ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত" অনুসারে স্বকীয় "সিদ্ধান্তশিরোমণি" রচনা করিয়াছেন। (পরে দেখুন)।

• দ্বিতীয় পুলকেশীর শিলালেখ সম্বন্ধে শাস্ত্রী ভীষণ ভুল করিয়াছেন। উহার যে পাঠ তিনি প্রকৃত বলিয়া অঙ্গীকার করেন, সেই পাঠ দ্বারাও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাহাতে পাওয়া যায়, ৩১৩৫ ভারতযুদ্ধাব্দ = ৫৫৬ শকনৃপকাল। তাঁহার মতে, ৩১৩৫ ভারতযুদ্ধাব্দ = ৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। সুতরাং ৫৫৫ শকনৃপকাল = ৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ। তাহাতে ঐ শককালের আদি ৫৬২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে হয়। সাধারণত ভারতযুদ্ধাব্দ ও কল্যব্দের আদি অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সে হিসাবে ঐ শকাব্দের আদি ৫২৩ খৃষ্টাব্দে হয়। অতএব কোন প্রকারের গণনাতেই ঐ শিলালেখ দ্বারা পারস্যশককালবাদ সমর্থিত হয় না। এই সহজ গননাটি শাস্ত্রীজী কেন ধরিতে পারিলেন না, তাহাই আশ্চর্য্য মনে হয়। চীন পর্য্যটক হুয়েন-সাং ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তখন দ্বিতীয় পুলকেশী প্রবল প্রতাপে সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। পর্য্যটক তাহা বিবৃত করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, তিনি ৬০৮—৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শিলালেখোক্ত 'শকনৃপকাল'কে শালিবাহনশকাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলেই ঐ সকল ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য হইতে পারে।

বাদদ্বয় খণ্ডন

এইরূপে শাক্যকালবাদ ও পারস্যশককালবাদের দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া, আমরা এখন সাক্ষাৎভাবেই উহাদের খণ্ডন করিব। আমরা সিদ্ধ করিব যে, হিন্দুজ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদি ৬২৩ হইতে ৫৪৩ (কি ৪৭৭) খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে হইতেই পারে না। প্রথমতঃ বৃদ্ধভাস্করাচার্য্যপ্রমুখ সকল হিন্দু জ্যোতিষিগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, কলিকালের ৩১৭৯ বৎসর গতে শককালের আরম্ভ। জ্যোতিষিক কল্যব্দের প্রারম্ভ ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে। ইতিপূর্ব্বে ঐ সকল বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধ হয়, জ্যোতিষিক শককালের প্রারম্ভ ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব উহা শালিবাহনশককালই। তাহাতে কোন সন্দেহ

৭২। Bibhutibhusan Datta, "The two Bhaskaras," *Indian Historical Quarterly VI.*, 1930, PP. 727-736.

হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন, ৫৫০ শকে, ৩০ বৎসর বয়সে তিনি 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' রচনা করেন। ঐ শকের আদি ৮২৩ হইতে ৫৪৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে ধরিলে বলিতে হয়, ব্রহ্মগুপ্ত শালিবাহনশকারম্ভের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' তিনি আর্য্যভট ও তৎপ্রণীত 'দশগীতিকা' ও 'আর্য্যাষ্টশতে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রতি নানা দূষণ দিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তি অনুসারে ঐ আর্য্যভট ৩৬০০ কল্যব্দে (= ৪২১ শালিবাহনশকাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রাগ্‌বর্ত্তী হইতে পারেন না। এ বিষয়ে অপর প্রমাণ ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। এইরূপে দেখা যায়, শাক্যকালবাদ ও পারস্যশককালবাদের কোনটাই হিন্দু জ্যোতিষে প্রাপ্ত প্রমাণ প্রয়োগে টিকে না।

আর্য্যভট, লাটদেব ও বরাহমিহির

বরাহমিহির আর্য্যভট ও লাটদেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন[১৩]। সুতরাং তিনি তাঁহাদিগের সমকালীন বা অর্ব্বাক্‌কালীন, সন্দেহ নাই। পুরাকালে হিন্দুস্থানে আর্য্যভট নামে একাধিক জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। তন্মধ্যে দুই জনের রচিত গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। 'মহাসিদ্ধান্ত'-কার আর্য্যভট ৮৭০ শকাব্দের প্রায়কালে জীবিত ছিলেন। 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভট লিখিয়াছেন, তিনি কলির "ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টিঃ" অর্থাৎ ৬০ × ৬০ = ৩৬০০ বর্ষ গতে, সুতরাং ৪২১ শালিবাহনশকাব্দে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, বরাহমিহিরোক্ত আর্য্যভট ইঁহাদের হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি ১১৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের—তন্মতে বরাহমিহিরের সময়ের পূর্ব্বেকার লোক। ঐ সময়ে আর্য্যভট নামে জনৈক জ্যোতিষীর সদ্ভাবের অপর কোন প্রমাণ যদিও মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু উহাকে অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভট অপেক্ষা প্রাচীন এক আর্য্যভটের সদ্ভাবের অনুমান কতিপয় হেতুতে আমরা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে করিয়াছিলাম[১৪]। পরে অন্য হেতু দ্বারা আমাদের ঐ অনুমান আরও দৃঢ় হইয়াছে[১৫]। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ আর্য্যভট ১১৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের আগেকার লোক কি না বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, তথাপিও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান সমীচীন নহে। কেন না, বরাহমিহির লাটদেবের নাম করিয়াছেন। এক লাটদেব 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের (৪২১ শক) শিষ্য। আমরা তাহা প্রমাণ করিয়াছি[১৬]। তদ্ব্যতীত লাটদেব নামে অপর কোন প্রাচীন জ্যোতিষীর

১৩। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ১৫।২০ (আর্য্যভট); ১।৩ ও ১৫।১৮ (লাটদেব)।

১৪। Bibhutibhusan Datta, "Two Aryabhatas of Al-Biruni," *Bull. Cal. Math. Soc., XVII*, 192‸, pp 59-74; বিশেষত ৬৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৫। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, "আচার্য্য আর্য্যভট ও ভূভ্রমণবাদ," 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ১৬৭ পৃষ্ঠা।

১৬। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ," 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ১২৯-১৫৮ পৃষ্ঠা; বিশেষত ১৪১-২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সদ্ভাবের সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বলিতে হয়, বরাহোক্ত লাটদেব এবং 'আর্য্যভটীয়'কারের শিষ্য লাটদেব অভিন্ন ব্যক্তি। অতএব তদুক্ত আর্য্যভটও 'আর্য্য ভটীয়'কার হওয়াই সম্ভব। 'পঞ্চসিদ্ধান্তো'ক্ত একটা বচন 'আর্য্যভটীয়ে' পাওয়া যায়[৭৭]। বরাহমিহিরও স্বীকার করিয়াছেন ("তৈরেবোক্তঃ"—১৫।২১) যে, তিনি অপরের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে ঐ অনুমান আরও দৃঢ় হয়।

নারায়ণ শাস্ত্রী বলেন, বরাহমিহিরোক্ত আর্য্যভট ও 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভট সত্যই অভিন্ন ব্যক্তি। তবে তিনি মনে করেন যে, আর্য্যভটের উক্তির প্রচলিত "ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টিঃ" পাঠ ভুল। উহা প্রকৃতপক্ষে 'ষষ্ট্যব্দানাং ষড়্ভিঃ' হইবে। সুতরাং আর্য্যভট ৬০×৬ বা ৩৬০ কল্যব্দে অর্থাৎ ২৭৪২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ১২৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বরাহমিহিরের পক্ষে তাঁহার নামোল্লেখ অসম্ভব হয় না। আমরা অন্যত্র প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়াছি যে, প্রচলিত "ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টিঃ" পাঠই শুদ্ধ[৭৮]। সুতরাং শাস্ত্রীর মত ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত। এইরূপে প্রমাণিত হয় যে, বরাহমিহির ৪২১ শালিবাহনশকের সমকালীন বা অর্ব্বাক্-কালীন লোক।

৪২৭ শালিবাহনশক ও বরাহমিহির

৪২৭ শালিবাহনশাকে কিম্বা তাহার পরেও বহারমিহির বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা সুনিশ্চিতরূপে সিদ্ধ করা যায়। স্বকৃত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় বরাহমিহির চন্দ্র ও সূর্য্যের এবং বুধ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৭৯]। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ-মতে সূক্ষ্ম গণনা করিলে দেখা যায়, ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ, রবিবারের মধ্যাহ্নকালিক চন্দ্র সূর্য্যের সংস্থিতিই তিনি দিয়াছেন। গ্রহসমূহের অবস্থিতি ঐ দিন মধ্যরাত্রির। ঐ মধ্যরাত্রিতেই সোমবার আরম্ভ হইয়াছে। থরেগৎ তাহা বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন[৮০]। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র করণাব্দ ৪২৭ শকের চৈত্র শুক্ল প্রতিপৎ সোমবার[৮১]। ঐ শককে শালিবাহনশক বলিয়া গ্রহণ করিলে পাওয়া যায়, ঐ তারিখ ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ, সোমবার। এইরূপে দেখা যায়, ৪২৭ শালিবাহনশকের চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ্ তারিখের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী মাধ্যাহ্নিক চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতি এবং মধ্যরাত্রিক বুধ শুক্র মঙ্গল গ্রহের স্থিতি বরাহমিহির লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় কলিগতাহর্গন গণনার

৭৭। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,' ১৫।২৩; 'আর্য্যভটীয়,' ৪।১৩। 'আর্য্যভটীয়ে' আছে—"অর্দ্ধরাত্রঃ স্যাৎ" আর 'পঞ্চসিদ্ধান্তি-কায়' আছে—"অর্দ্ধরাত্রঃ সঃ"। এই পাঠভেদ নগণ্য।

৭৮। "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" নামক প্রবন্ধ দেখ।

৭৯। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,' ৯ম অধ্যায়ে চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থিতি এবং ১৬ অধ্যায়ে বুধ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের অবস্থিতি বিবৃত হইয়াছে।

৮০। M. P. Kharegat, "On the interpretation of certain passages in the Panch-Siddhantika of Varahamihira," *Journ. Bom. Br. Roy. Asiat. Soc.,* XIX, 1895-7, PP. 109 ff.

৮১। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,' ১।৮।

বিধি বর্ণিত আছে[৮২]। সেই বিধি অনুসারে গণনা করিয়া সুধাকর দ্বিবেদী দেখাইয়াছেন যে, কলির প্রারম্ভ হইতে ১,৩১৭,১২৩ দিন গতে চন্দ্রসূর্য্যাদির যে অবস্থিতি গণনা দ্বারা পাওয়া যায়, তাহাই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপেও ৪২৭ শালিবাহনশকের চৈত্রশুক্ল-প্রতিপদ্, সোমবার পাওয়া যায়।

ভাস্করাচার্য্যোক্ত 'শকনৃপকাল'

(দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য্যোক্ত 'শকনৃপকাল' সম্বন্ধে শাক্যকালবাদিগণ স্পষ্টত কিছু বলেন নাই। কিন্তু পারস্যশককালবাদী নারায়ণ স্বামী মনে করেন, উহাও পারস্যশককাল, শালিবাহনশককাল নহে। অধ্যাপক শ্রীসত্যকেতু বিদ্যালঙ্কারও স্বীকার করিয়াছেন[৮৩]। তাঁহাদের মত যে ভ্রান্ত, ভাস্করাচার্য্য যে প্রকৃতপক্ষে শালিবাহনশকাব্দেরই ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কতিপয় প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে আরও একটা প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতেছে। শ্রীপতিকৃত 'জাতকপদ্ধতি'র টীকায় কৃষ্ণদৈবজ্ঞ—ইনি ভাস্করের 'বীজগণিতে'র টীকাকার—খানিখানার[৮৪] জন্মকাল ও তিথি নিম্নপ্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—কল্যব্দ = ৪৬৫৭, বিক্রমসম্বৎ = ১৬১৩, শালিবাহনশক = ১৪৭৮, 'ব্রহ্মতুল্য' অব্দ = ৩৭৩ এবং 'সিদ্ধান্তরহস্য' অব্দ = ৩৬; "অত্র বর্ষে মার্গশীর্ষ শুক্ল ১৪ সোমে ঘটিকা ৫" ইত্যাদি। এ সকলই গতাব্দা। ইহা হইতে জানা যায়, 'ব্রহ্মতুল্য' ১১০৫ এবং 'সিদ্ধান্তরহস্য' ১৪৪২ শালিবাহন অব্দে রচিত হয়। ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত 'করণকুতূহলে'রই অপর নাম 'ব্রহ্মতুল্য'। তিনি নিজেই উহাকে ব্রহ্মতুল্য বলিয়াছেন। গণেশ দৈবজ্ঞ-প্রণীত 'গ্রহলাঘবে'রই অপর নাম 'সিদ্ধান্তরহস্য'। করণকুতূহলেও আছে, উহার আরম্ভ-কাল ১১০৫ শক। এইরূপে নিশ্চিত হয়, (দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য্য-ব্যবহৃত শককাল সত্যই শালিবাহনশককাল।

গর্গবরাহবচন ভ্রমাত্মক

যে গর্গবরাহবচনমূলে হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাসে, বিশেষত বরাহমিহিরের কাল সম্বন্ধে এত অনর্থের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে, সে বচনের সত্যতা সম্বন্ধে আজকাল অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন। চিন্তামণি বিনায়ক বৈদ্য বলেন,[৮৫] যুধিষ্ঠিরের কাল সম্বন্ধে বরাহমিহিরের বচন সত্য হইতে পারে না। কেন না, কলিকালের আরম্ভ সম্বন্ধে মহাভারতোক্ত মত এবং অপর জ্যোতির্বিদ্গৃহীত মতের সঙ্গে উহার ঐক্য হয় না। ঐ বচন বৃদ্ধগর্গের হইতে

৮২। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ১।৮।

৮৩। শ্রীসত্যকেতু বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'মৌর্য্য-সাম্রাজ্য কা ইতিহাস,' এলাহাবাদ, ১৯৮৫ সম্বৎ, ৪৬ পৃষ্ঠা।

৮৪। সম্রাট্ আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁর পুত্র প্রসিদ্ধ কবি ও বীর আব্দুর রহমানেরই অপর নাম খানিখানা।

৮৫। 'হিন্দী মহাভারত-মীমাংসা,' ৯৪-৫, ও ৪৩৭-৮ পৃষ্ঠা।

পারে না। কেন না, তিনি নিশ্চয়ই শকাব্দের প্রক্কালীন লোক। খুব সম্ভব, তিনি 'মহাভারত'কালেরও প্রাগ্বর্ত্তী। 'মহাভারতে' তাঁহার নামোল্লেখ[৮৬] এবং তৎকৃত সংহিতার ইঙ্গিত[৮৭] আছে। অধিকন্তু অধুনা প্রাপ্ত 'গর্গসংহিতা'তে ঐ বচন নাই। এই সকল হেতুতে বৈদ্য মনে করেন, বরাহমিহিরই ভুল করিয়াছেন। তৎপরে শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিতও বলিয়াছেন, 'গর্গবরাহোক্ত এই কাল কেবল কল্পিত।"[৮৮] সপ্তর্ষির গতি সম্বন্ধে বৃদ্ধগর্গের মতের উল্লেখ করিতে গিয়া বরাহমিহির ঐ উক্তি করিয়াছেন। ঐ গতি অনুসারে গণনা করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ২৭০০ বা তাহার দুই তিন প্রভৃতি গুণ বৎসর অতীত হইয়াছে পাওয়া যায়। গর্গবরাহোক্ত কালের সঙ্গে ইহার সঙ্গতি হয় না। আসল কথা, এই কাল গণনার কোন অর্থ নাই। কারণ, সপ্তর্ষির গতি নাই। মহাভারতপুরাণবচনের সঙ্গে অসঙ্গতি ব্যতীত এই সকল হেতুতেও দীক্ষিত মনে করেন যে, ঐ কাল নিশ্চয়ই কল্পিত। বরাহমিহির-বিবৃত বৃদ্ধগর্গমত এবং উৎপল ভট্ট-ধৃত বৃদ্ধগর্গবচনের আধারে গণনা করিয়া শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় দেখাইয়াছেন যে, বৃদ্ধগর্গ খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন[৮৯]। সুতরাং শালিবাহনশকাব্দের ব্যবহার তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।

৮৬। "গর্গস্রোতো মহাতীর্থমাজগামৈককুণ্ডলী ॥১৪॥ তত্র গর্গেণ বৃদ্ধেন তপসা ভাবিতাত্মনা।
কালজ্ঞানগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমঃ ॥১৫ উৎপাতা দারুণাশ্চৈব শুভাশ্চ জনমেজয়।
সরস্বত্যাঃ শুভে তীর্থে বিদিতা বৈ মহাত্মনা ॥১৬॥ তস্য নাম্না চ তত্তীর্থং গর্গস্রোত ইতি স্মৃতং।
তত্র গর্গং মহাভাগমৃষয়ঃ সুব্রতা নৃপ। উপাসাঞ্চক্রিরে নিত্যং কালজ্ঞানং প্রতি প্রভো ॥১৭॥"
—শল্যপর্ব, ৩৭ অধ্যায়।

৮৭। মহর্ষি গর্গ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, শিবের প্রসাদে তিনি কলাবিদ্যার ৬৪ অঙ্গে জ্ঞান লাভ করেন।

চতুঃষষ্ট্যঙ্গমদদৎ কলাজ্ঞানং মমাদ্ভুতম্।
সরস্বত্যাস্তটে তুষ্টো মনোযজ্ঞেন পাণ্ডব ॥"—অনুশাসনপর্ব, ১৮।৩৮

বৈদ্য লিখিয়াছেন, এখানে লক্ষিত গ্রন্থ 'বৃদ্ধগর্গসংহিতা' মনে হয়। পুনার ডেকান কালেজের পাণ্ডুলিপিসংগ্রহে 'বৃদ্ধগর্গসংহিতা'র একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। উহার প্রথম অধ্যায়ে ৬৪ অঙ্গের উল্লেখ আছে। মহাভারতোক্ত জ্যোতিষিক বহু বচনের ঐ গ্রন্থোক্ত বচনের সহিত মিল আছে। তাহাতে মনে হয়, মহাভারতকার উহার উপযোগ করিয়াছেন। [মহাভারত-মীমাংসা,' ৪৩৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা]

৮৮। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১১৮ পৃষ্ঠা।

৮৯। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ,' ৫৬-৮ পৃষ্ঠা।

শককালের প্রবর্ত্তক

প্রচলিত শকাব্দ সাধারণত শালিবাহনশকাব্দ নামে বিশেষ খ্যাত। কিন্তু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা সাতবাহন বা শালিবাহন সত্য সত্যই উহার প্রবর্ত্তক কি না, অনেকে সংশয় করেন। বস্তুত এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। প্রতীচ্য বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সম্প্রতি নিশ্চয় করিয়াছেন যে, কুশনবংশীয় কণিষ্কই ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অব্দের প্রবর্ত্তন করেন। পশ্চিম-

ভারতে শকরাজগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার ব্যবহার করেন। তাহা হইতে উহা 'শককাল' নামে সাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়াছে [২০]। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষিগণ এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদক স্বামী (৭৮৬ শক) লিখিয়াছেন,—

"শকা নাম ম্লেচ্ছা রাজানস্তে যস্মিন্ কালে বিক্রমাদিত্যেন ব্যাপাদিতা স কালোঽত্যর্থং প্রসিদ্ধঃ। তং কালং বর্ষসংখ্যাং বর্ষে জ্ঞাত্বা ততস্তস্মাৎ কালাৎ..."[২১]।

শঙ্করনারায়ণ (৭৯১ শক)—

"আসীৎ কিল তাবত্যতীতে কলিযুগে শকেন্দ্রো নাম নরেন্দ্রঃ সার্ব্বভৌমঃ। তেন কৃতা সমস্তভূমণ্ডলে স্বনামসম্বন্ধতা ততঃ প্রভৃতি কলিবর্ষাণামাত্মপ্রসিদ্ধ্যর্থম্। ততো জ্যোতির্জ্ঞান-পারগৈঃ শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমং পরম্পরয়া সা স্মর্য্যতে।"[২২]

ভট্টোৎপল (৮৮৮ শক)—

"শকা নাম ম্লেচ্ছজাতয়ো রাজানস্তে যস্মিন্ কালে বিক্রমাদিত্যদেবেন ব্যাপাদিতাঃ স কালো লোকে শক ইতি প্রসিদ্ধঃ। তস্মাচ্ছকেন্দ্রকালাৎ শকনৃপবধাদারভ্যাভীষ্টবর্ষং যাবৎ তানি বর্ষাণি...শকভূপকালং শকনৃপসময়ং।"[২৩]

আমরাজ (১২০১ শকপ্রায়)—

"শাকঃ শককালঃ। শকা নাম ম্লেচ্ছা রাজানস্তে যস্মিন্ কালে বিক্রমাদিত্যেন ব্যাপাদিতাঃ স শকসম্বন্ধী কালঃ শাক ইত্যুচ্যতে।"[২৪]

পরমেশ্বর (১৩৩১ শক)—

"পুরা জলনিধিবসনামিমামুর্ব্বীং শকেন্দ্রা ইতি বিখ্যাতাঃ নরেন্দ্রাঃ কিল শশাসুঃ। তদা তন্নামকীর্ত্তনায় তৎকৃতগৌরবৈর্জ্যোতির্জ্ঞানপারগৈরাচার্য্যৈস্তেষ্বিমাং শাসৎসু যেঽতীতাব্দাস্তে শকাব্দা ইত্যভিহিতাঃ। তৎপ্রভৃতি যেঽতীতাস্তেঽপি তৎসম্বন্ধিন ইতি তচ্ছিষ্যপ্রশিষ্য-সজ্জনপরম্পরয়া স্মর্য্যতে। তৎ প্রসিদ্ধ্যেদমুক্তং শকাব্দা ইতি।"

নৃসিংহ (১৫৪৩ শক)—

"শকনৃপস্তাস্তে। শকাশ্চ তে নরাশ্চ তান্ পাতীতি শকনৃপো বিক্রমাদিত্যঃ। যথা মৃগপ্রাণহরে সিংহে মৃগপতিপ্রয়োগস্তথা শকনৃপপ্রয়োগো বিক্রমাদিত্যে। 'শকনামানো ম্লেচ্ছাস্তে ব্যাপাদিতা যস্মিন্ কালে বিক্রমার্কেণ স কালো লোকে শকেন্দ্রকাল ইত্যুচ্যতে' ইতি ভট্টোৎপলোক্তেঃ। য এব বিক্রমাস্তাস্ত স এব শালিবাহনাদিরিত্যুচ্চাবচজনপ্রসিদ্ধম্।"[২৫]

মুনীশ্বর (১৫৫৩ শক)—

"শকাখ্যম্লেচ্ছনরান্ পিবতি মারয়তীতি শকনৃপো বিক্রমাদিত্যঃ। তস্যান্তে বিরামে

২০। *Cambridge History of India*, . Vol. I, Cambridge, 1922, pp. 583, 585.

২১। খণ্ড-খাদ্যক, ১।৩ (টীকা)

২২। লঘুভাস্করীয়, ১।৪ (টীকা)

২৩। বৃহৎসংহিতা, ৮।২০-১ (টীকা)

২৪। খণ্ডখাদ্যক, ১।৩-৫ (টীকা)

২৫। বাসনাবার্ত্তিক (৯১ পৃষ্ঠা)

শালিবাহনশকাদাবিত্যর্থঃ। 'যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ'—ইত্যাদি কলিযুগীয়ষট্‌শক-নৃপসংগ্রহশ্লোকে বিক্রমশকানন্তরং শালিবাহনশকারম্ভ উক্তঃ"[২৬]।

এক শঙ্করনারায়ণ ব্যতীত উপরি উক্ত অপর সকলেই বলিয়াছেন যে, 'বিক্রমাদিত্য', 'বিক্রমার্ক' বা 'বিক্রমাদিত্যদেব'ই শককালের প্রবর্ত্তক। তিনি শকনামক ম্লেচ্ছজাতীয় রাজাকে বধ করেন। তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রবর্ত্তিত অব্দের নাম 'শকাব্দ' রাখেন। নৃসিংহ ও মুনীশ্বর ইহাকে 'শালিবাহনশক'ও বলিয়াছেন। কিন্তু শালিবাহন যে বিক্রমাদিত্যেরই অপর নাম, তাহা বলেন নাই। তাঁহাদের লেখা হইতে বরং বিপরীতই বুঝা যায়। শঙ্করনারায়ণের মতে, শকেন্দ্র জনৈক স্বার্ব্বভৌম রাজার নাম। তিনি "আত্মপ্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে" কল্যব্দের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বসময় হইতে শকাব্দ নাম রাখেন। অলবিরুনি উভয় মতের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,[২৭] শক একজন রাজার নাম। কাহারও মতে তিনি শূদ্র, অপরের মতে প্রতীচ্য বিদেশী ছিলেন। তিনি বড় অত্যাচারী ছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মুলতান ও লুণীদুর্গের মধ্যবর্ত্তী করূর নামক স্থানে তাহাকে পরাজিত ও বধ করেন। ঐ অত্যাচারী রাজা নিহত হইলে লোকের বিশেষ আনন্দ হয়। শকবধের স্মৃতিরক্ষার্থ শকাব্দ প্রবর্ত্তন করেন।

প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষিগণ বিভিন্ন নামে ঐ অব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃদ্ধভাস্কর উহাকে 'শকাব্দ' ও 'শকেন্দ্রনামক মহারাজগণের বর্ষ' বলিয়াছেন। লল্ল "শকক্ষিতীশাব্দ," বরাহমিহির 'শকেন্দ্রকাল', 'শকভূপকাল' ও 'শককাল'; ব্রহ্মগুপ্ত 'শকান্তে অব্দ', 'শকনৃপান্তে অব্দ', শ্রীপতি 'শকান্তে' এবং ভাস্কর 'শকনৃপস্যান্তে বৎসর' বা শকাব্দ। ঐ সকল স্থানে 'অন্ত' শব্দ অবধিবাচক। মক্কিভট্ট তাহাই বলিয়াছেন,—"শকান্ত ইত্যত্রান্তশব্দোঽবধি-পর্য্যায়ঃ।...শকান্তে শকাবধৌ কালে শকবর্ষপ্রারম্ভাৎ পূর্ব্বং"। সুতরাং 'শকাব্দ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—শক হইতে প্রচলিত অব্দ। 'শককাল' শক হইতে কাল। ঐ 'শক', 'শকনৃপ', 'শকভূপ' বা 'শকক্ষিতীশ' কে? নৃসিংহ ও মুনীশ্বর 'শকনৃপ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'শকজাতির হত্যাকারী' অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য। 'শকভূপ' শব্দের না হয়, সেই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে—'শকভূমির ধ্বংসকারী'। 'শকক্ষিতীশ = শকের শাশনকর্ত্তা' অর্থাৎ শকধ্বংসকারী বিক্রমাদিত্যই শকারি বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুনীশ্বর 'অন্ত' শব্দের ভিন্নার্থ করিয়াছেন। অন্ত = বিরাম। শকারি বিক্রমাদিত্যের অন্তে বা বিরামে প্রচলিত অব্দ শকাব্দ। এই ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত। একটা প্রাচীন লেখে আছে,—"শকনৃপতিরাজ্যাভিষেক-সংবৎসরেষ্বতিক্রান্তেষু পঞ্চসু শতেষু।" ইহা দেখিয়া সমসাময়িক বৃদ্ধভাস্করের কথাই মনে পড়ে, 'শকেন্দ্রনাম্নাং মহীভুজাং গতবর্ষসংগ্রহঃ'। 'শক' বা 'শকেন্দ্র' রাজার রাজ্যাভিষেক হইতেই অব্দ প্রচলিত হইয়াছে। নৃসিংহ ও মুনীশ্বরের ব্যাখ্যা ঠিক নহে।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

২৬। 'মরীচি, (৯১ পৃষ্ঠা)

২৭। *Al Berunis India.* Vol. II, P. 6; *Canon Masudicus* of. Al Beruni, trans. by E. C. Sachau in the notes to the above, p. 339.

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

১৮৫৮—৬৭

গত তিন বৎসরের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় আমি ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭ সনের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্রগুলির বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই বিবরণ মোটেই পূর্ণাঙ্গ নহে। কারণ, সে-যুগের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই এখন অপ্রাপ্য। নূতন অনুসন্ধানের ফলে আমার প্রবন্ধগুলির ত্রুটি ক্রমশঃ নজরে পড়িতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকখানি নূতন পত্রিকার বিবরণ দেওয়া হইল, এবং পূর্বে যে-সকল পত্রিকার পরিচয় দিয়াছি, তাহাদেরও কোন-কোনটির বিবরণ নূতন করিয়া লিখিত হইল।

ভারতরঞ্জন

১৮৬২ সনের জানুয়ারি মাসে আজিমগঞ্জে ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় হইতে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র কিছু দিনের জন্য প্রকাশিত হয়। ওয়েঙ্গার লিখিয়াছেন, এই 'বিশ্বমনোরঞ্জন' ১৮৬৪ সনে 'ভারতরঞ্জন' নামে ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় হইতে বাহির হয়; 'বিশ্বমনোরঞ্জন' ও 'ভারতরঞ্জন'—উভয় পত্রেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন নবকিশোর সেন।*

অমাবস্যা

এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৬২ সনের জুন (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' ৭ জুলাই ১৮৬২ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

> বিবিধ সংবাদ।...২২এ আষাঢ় শনিবার।...আমরা অমাবস্যা নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মূল্য দুই পয়সা মাত্র। অমাবস্যা জগৎকে যেমন আলোকময় করে, ইহা কি সেইরূপ করিবে।

পরিদর্শন

যদুনাথ তর্কভূষণের সম্পাদকত্বে 'ভারত পরিদর্শন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৬৩ সনের ১৫ই জুন প্রকাশিত হয়।† এক বৎসর যাইতে না যাইতেই পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হইয়াছিল। ওয়েঙ্গার লিখিয়াছেন, সাপ্তাহিক 'ভারত পরিদর্শন' মাসিক আকারে 'পরিদর্শন' নামে ১৮৬৪ সনের শেষাশেষি চিৎপুর পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়।‡ ১৮৬৫ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রাপ্ত পুস্তক-পত্রিকার তালিকার মধ্যে 'পরিদর্শন' পত্রিকার এইরূপ উল্লেখ আছে :—

> *Acknowledgments*...Puridurshan, a Monthly Magazine in Bengalee, Calcutta.

---

* J. Wenger: *Catalogue of Sanskrit and Bengalee Publications printed in Bengal.* 1865. P. 58.

† ১৩৪২ সালের ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৯১ পৃষ্ঠায় আমি 'ভারত পরিদর্শক' পত্রের বিবরণ দিয়াছি। পত্রিকার নামটি 'ভারত পরিদর্শক' না হইয়া 'ভারত পরিদর্শন' হইবে।

‡ J. Wenger: *Catalogue*......p. 58.

শিক্ষা দর্পণ সংবাদসার

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে ১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে 'শিক্ষা দর্পণ। ও সংবাদসার' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানি ফুলস্কেপ আকারের, প্রতি সংখ্যায় আট পৃষ্ঠা থাকিত। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য দুই আনা এবং বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা ছিল। "এই পত্র হুগলী বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সেই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।" প্রত্যেক সংখ্যায় "সংবাদসার" নাম দিয়া দুই-তিন পাটি সংবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যা 'শিক্ষা দর্পণ। ও সংবাদসারে' প্রকাশিত ভূমিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশপাঠে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

> শিক্ষাদর্পণ। যে সকল দেশে বিদ্যাচর্চ্চার বাহুল্য এবং সুতরাং বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্ব্বত্রই শিক্ষা-প্রণালী-প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদ প্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল প্রচারিত হইয়া থাকে। যে ব্যাপারটী দেশের অবস্থা বিশেষ ঘটিলে স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থা-বিশেষই তাহার কারণ।
>
> বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদিগের মনে এই শিক্ষা দর্পণ প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় প্রথম উদিত হওয়ার, এবং কেহ২ ও কত ব্যক্তিই বা ইহার গ্রাহক হইবেন, তাহা নিশ্চয় রূপে না জানিয়াও ইহা লিখিতে, ছাপাইতে এবং নানা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু, দেশের উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদিগের মনের ভ্রম মাত্র, এই দুই বই আর কিছুই হইতে পারে না। ঐ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।
>
> যাহাদিগের নিকট এই পত্রিকা যাইবে যদি তাঁহারা সকলে অথবা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অগ্রিম দেয় মূল্য প্রেরণ করেন, তবে বুঝিব যে, দেশ মধ্যে যাহাতে এমত এক খানি কাগজ চলে, দেশের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে;— নচেৎ ইহা প্রস্তুত করিতে ও পাঠাইতে যে কএকটী টাকা লোকসান হইবে, তাহা—আমাদিগেরই আক্কেল সেলামী!
>
> এই পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে, এমত সময়ে কোন আত্মীয় ব্যক্তি আসিয়া কি লিখিতেছ যে বলিয়া কাগজ খানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন; আমরা, লেখাটা কেমন লাগিল বুঝিবার জন্য তাঁহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধু মহাশয় কাগজ খানি রাখিয়া দিয়া কহিলেন "বেস্ খোলা কথা লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন ও সকল কথা লেখা হয় নাই—কাগজটী কত দিন অন্তর বাহির হইবে?" বৎসরের প্রথম হইতে বাহির করিবার জন্য এইবারে যাহা করি; কিন্তু ইহার পর অবধি প্রতি মাসের শেষ দিবসে বাহির করিবার চেষ্টা করিব—অন্ততঃ পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বাহির হইবেই হইবে; মাসিক পত্রিকা সকল যেমন কখন২ ছয় মাস সাত মাস বিলম্বে বাহির হয়, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহার সেরূপ দশা হইবে না। "কাগজটী কত বড় হইবে?" সচরাচর চারি পেজী আট পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হইবে;—প্রথম সংখ্যার পত্রিকা দেখিলেই গ্রাহকেরা ইহার আকার প্রকার বুঝিতে পারিবেন। "দাম কত হইবে?" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা অর্থাৎ প্রতি কাগজ দুই আনা মাত্র; তাহার এক আনা ডাক ষ্টাম্প দিতে যাইবে অপর এক আনাই কাগজের

মূল্য। এত অল্প মূল্যে কাগজ করিয়া কোন রকমে বাজে খরচ করা পোষায় না, এই জন্যই এক বৎসরের দাম আগামী লইব এবং কাগজটী এক বৎসর চালাইতে প্রতিজ্ঞা করিব; যদি এক বৎসর না চালাই, যিনি যে মূল্য দিবেন সমুদায় ফেরৎ পাঠাইয়া দিব। "বেস্ বলিলে, কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদককে কে চিনে—ওরা একেলা একশ—লেখে এক জন বলে আমরা—সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের ঘর নাই দ্বার নাই—এমন কি, উহাদের নাম পর্য্যন্তও নাই—তুমি টাকা ফেরৎ দিবে বলিলে কে বিশ্বাস করিবে?" বন্ধু মহাশয়ের এই প্রশ্নের কি উত্তর করিব ভাবিতে ছিলাম, এমত সময়ে আমাদিগের যন্ত্রাধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধু মহাশয় যে বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া স্বয়ং গ্রাহক বর্গের টাকার জামিন হইতে স্বীকার করিলেন।

যন্ত্রাধ্যক্ষ বলিলেন টাকার জামিন হইব তাহাতে দুঃখ নাই—কিন্তু যেমন করিয়া এই সকল কাজ করিতে হয় তেমন করিয়া করিলে কাগজ খানির দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইতে পারিত। লোকে বলে নামে কি এসে যায়, কিন্তু নামে অনেক হয়। এই কাগজটীর নাম শিক্ষা দর্পণ না রাখিয়া "হিন্দু দর্পণ" অথবা—তার চেয়েও ভাল—'ব্রাহ্ম দর্পণ' রাখুন—আর শিক্ষা প্রণালী টুণালী লিখিব না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের দোষ লিখিব এই প্রতিজ্ঞা করুণ—আর—লোকে টাকার কথা বলিতে হইলে যেমন আস্তে২ কহে সেই রূপ স্বরে—প্রাচীন সংবাদপত্রের সম্পাদক দুই একটীর কিছু২ মর্য্যাদা রাখুন—তাহা হইলে আমিই প্রতিজ্ঞা করিতেছি দাম দুই আনা না হইয়া দুই টাকা করিয়া সব্‌সক্রিপ্‌সন্ তুলিয়া দিব।

বন্ধু মহাশয় ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন যন্ত্রাধ্যক্ষ মন্দ পরামর্শ দিতেছেন না। সেই পরিশ্রম করিতে হইবে—সেই ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে—তবে লাভটা ছাড় কেন? যেমন করে কাজ করিতে হয় তাহাই কেন কর না? আমরা উত্তর করিলাম, সকল কার্য্যেই অর্থলাভ আকাঙ্ক্ষা করিলে চলে না; কোন কর্ম্ম টাকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হয়, কোন কর্ম্ম বা অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া করিতেই অধিক প্রবৃত্তি জন্মে। ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া টাকা রোজকার করায় প্রবৃত্তি নাই—গবর্ণমেণ্টকে গালি দিলে গবর্ণমেণ্ট কিছুই বলেন না বিলক্ষণ জানা আছে, সুতরাং "পাইকের বঁড়াই" করিয়া বাহাদুরী দেখাইতে নিতান্ত ঘৃণা হয়—আর যন্ত্রাধ্যক্ষ যে ঘুস দিবার কথা বলিতেছেন, তাহার দিন আর নাই—এক্ষণকার সম্পাদকেরা আর টাকা খাইয়া মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ বলেন না। তাঁহারা অনেকেই দেশহিতৈষা গুণে বিভূষিত হইয়া আছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে সংবাদপত্র দেশে নাই ইহাই স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারা যে সুপ্রশস্ত পথের পথিক হইয়াছেন, যদি আমাদিগকেও তন্মধ্যে সমভিব্যাহারী পায়েন, তবে সরল হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশই করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বন্ধু মহাশয় কহিলেন, কার্য্যটী এমন গুরুতর নহে যে পরিশ্রম করিলে সুসিদ্ধ না হয়—তবে আমার ইচ্ছা এই যে, শিক্ষাদর্পণ নাম দিয়াছ বলিয়া যেন কেবল বালকদিগকে কেমন করিয়া ক, খ, আর শতিকা প্রভৃতি শিখাইতে হয় তাবন্মাত্র লিখিয়াই নিবৃত্ত না হও। পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পায়েন না—তাঁহাদের মধ্যে কেবল দলাদলীর আর নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে—অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষাজনক কতকগুলি কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে তাদৃশ লোকদিগের অনেক উপকার দর্শিতে পারে; সংবাদগুলি কি পুরাতন হইবে বটে—কিন্তু নিতান্ত উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্য্যুষিতান্ন প্রদান করিলেও পুণ্য আছে। আর দেখ, যে সকল আইন প্রচলিত আছে এবং মধ্যে২ প্রস্তাবিত ও প্রচলিত হইয়া

যাইতেছে, তাঁহার মর্ম্ম অনেকেই অবগত হয় না, অথচ আইন না জানায় লোকের যে দোষ হয়, আইন কিছু সেই দোষের দণ্ড দিতে ছাড়ে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্তের সারসংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার উপকারিতা এবং সুতরাং ইহার গৌরবেরও বৃদ্ধি হইতে পারিবে। ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষাদর্পণের মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই। জর্ম্মণ দেশীয় এক জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন যে, শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের এক মাত্র উদ্দেশ্য; মনুষ্য দেহ ধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।

যন্ত্রাধ্যক্ষ এই সকল কথাতেও বিশিষ্ট রূপে তুষ্ট হইলেন না, বোধ হয়। কাগজের নামটা তাঁহাকে ভাল লাগে নাই। তিনি কাপি চাহিলেন এবং উল্লিখিত কথোপকথনে সকল কথাই এক প্রকার বলা হইয়াছে দেখিয়া ও অন্য রূপে লিখিবার সময়াভাব প্রযুক্ত ইহাই লিখিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইহাই আমাদিগের প্রতিজ্ঞা পত্র।

১২৭৪ সালের পৌষ সংখ্যা (৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা) হইতে পত্রিকাখানির নামকরণ হয় 'শিক্ষা দর্পণ। ও মাসিক পত্রিকা'। এ-সম্বন্ধে ঐ পৌষ সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে:—

বিজ্ঞাপন। বর্ত্তমান মাস-হইতে শিক্ষাদর্পণ ও বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা সম্মিলিত হইল; এবং সেই জন্য শিক্ষাদর্পণেরও পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহাকে "শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা" নাম দেওয়া গেল। বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকার গ্রাহকগণ, তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য মূল্য হুগলি বুধোদয় যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। পৌষ মাস পর্য্যন্তই বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকার মূল্যই প্রাপ্য রহিল। পর মাস হইতে গ্রাহকগণকে ডাক মাসুল সমেত বার্ষিক ১।৹ টাকা দিতে হইবে।

বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকার গ্রাহকগণ, বোধ হয় শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকার প্রতি অনাস্থা করিবেন না।—শ্রীকেশবচন্দ্র মিত্র।

১৮৬৯ সনের ১৬ই এপ্রিল হইতে ভূদেব বাবু 'এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রয়োজন মিটিতেছিল; সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি পরের মাস হইতে 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রচার রহিত করেন।

'শিক্ষা দর্পণ' পত্রের ফাইল।—

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়:—১ম ভাগ হইতে ৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৭৫ সাল)।

হিন্দু ইণ্টারপ্রীটার

কলিকাতার গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে *Hindoo Interpreter* নামে একখানি দ্বিভাষিক—ইংরেজী-বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহা পাক্ষিক ("Bi-monthly") এবং "More a politico ethical magazine" ছিল বলিয়া জে. ওয়েঙ্গার উল্লেখ করিয়াছেন।* এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল:—

We have to acknowledge with thanks the first number of the *Hindoo Interpreter*, a diglot newspaper, started by the enterprising Booksellers, Messrs. Gupta and Brothers. The first number of a periodical

is no criterion to judge it by, but if its conductors will earnestly and perseveringly pursue the high and laudable object they have in view, they will deserve success, though they may not command it. Diglots unfortunately do not find much favor in Bengal.... .

প্রত্নকম্রনন্দিনী

১৮৬৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কাশী হইতে 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা "পৌর্ণমাসিকা"—অর্থাৎ প্রতি-পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী।

'প্রত্নকম্রনন্দিনী' একখানি ধর্ম্মমূলক মাসিক পত্রিকা। মুখ্যতঃ বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা ও প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ (এবং কোন কোন সংখ্যায় বঙ্গানুবাদ সহ) মূল বেদ এবং মীমাংসাদি দর্শন ইহাতে প্রকাশিত হইত। বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা বিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকিত। সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাও থাকিত, তবে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইত না।

'প্রত্নকম্রনন্দিনী' পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকমালা শোভা পাইত :—

ব্রহ্মাণ্ডকারং করণাত্মলিপ্তং কারুণ্যসিন্ধুং সমশক্তিমন্তম্।
বোধাক্ষিবেদ্যং মননেন মান্যং বন্দেহমীশং জগদেকবন্ধুম্॥
সংসটীকসাঙ্গবেদদর্শনাদিকাশিনী সাধুবোধবর্দ্ধিনী হ্যনেকশাস্ত্রশালিনী।
রাজতাদসৌ সুচিত্তচিৎপ্রফুল্লকারিণী প্রত্নকম্রনন্দিনী চিরংধরাবিহারিণী॥

'প্রত্ন কম্র নন্দিনী' পত্রিকার ফাইল।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—প্রথম তিন-চার বর্ষ (অসম্পূর্ণ)।
ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম-৪০শ সংখ্যা (১৮৬৭-৭০)

নব পত্রিকা

১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে, অর্থাৎ ১৮৬৭ সনের শেষাশেষি—'নব পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাখানি ২৬৮ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীটস্থ জ্ঞানদীপক যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া ১২-২০ নং কুমারটুলি ষ্ট্রীট হইতে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। 'নব পত্রিকা'য় ৬ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। †

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* J. Wenger : *Catalogue of Sanskrit and Bengalee Publications printed in Bengal.* 1865. P. 58.

† Appendix (No. III) to the *Calcutta Gazette* for Wednesday June 10, 1868, quarter ending March 31st 1868.

সংযোজন

সোমপ্রকাশ

১৮৫৮ সনের ১৫ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

১৮৬৫ সনের ২রা জানুয়ারি হইতে দ্বারকানাথ কিছু দিনের জন্য 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় আসন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' নিম্নোদ্ধৃত অংশটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।

আমি ক্রমে ক্রমে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি। তন্নিবন্ধন, সোমপ্রকাশে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি আজি অবধি ইহার সম্পাদকতা ভার অন্য হস্তে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ আমার প্রতিষ্ঠিত, ইহার প্রতি আমার সবিশেষ যত্ন আছে, অন্য অন্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অবিরোধে যতদূরসাধ্য সাহায্য দান দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টায় কখন পরাঙ্‌মুখ হইব না।......

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

দ্বারকানাথ যাঁহার হস্তে 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন, তিনি মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। ৫ জুন ১৮৬৫ তারিখে "সম্পাদককৃত বিজ্ঞাপন" প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নীচে "শ্রীমোহনলাল বিদ্যাবাগীশ সোমপ্রকাশ সম্পাদক" নাম পাইতেছি।

১৮৭৮ সনে ভার্ণাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট নামক আইন হইলে, "রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া" যায়। পরে ১৯ এপ্রিল ১৮৮০ (৮ বৈশাখ ১২৮৭) তারিখ হইতে "২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা" সোমপ্রকাশ "নব কলেবর ধারণ করিয়া···কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত" হয়। এই সংখ্যায় "সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম" প্রস্তাব হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা হইতে "সোম-প্রকাশ" কি কারণে বন্ধ হয় এবং কেনই বা পুনঃপ্রকাশিত হয়, তাহার বিবরণ পাওয়া যাইবে।

যে কারণে সোমপ্রকাশের মৃত্যু হয়, তদ্বৃত্তান্ত বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই। সোমপ্রকাশের লাহোরস্থ সংবাদদাতার পত্র প্রকাশ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিকটে হাজার টাকা ডিপজিট ও মুচলকা চান। আমরা তদ্দানে সমর্থ না হওয়াতে সোমপ্রকাশ প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।......

যেরূপে সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম লাভ হয় তদ্বৃত্তান্ত এই—

সোমপ্রকাশের হুগলীস্থ সংবাদদাতা বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ আমাদের অজ্ঞাতসারে বঙ্গদেশের মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আশলি ইডেন সাহেবের নিকটে মোচলকা ও ডিপজিট বিনা সোমপ্রকাশের পুনঃপ্রচারার্থ আবেদন করেন [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০]।......

কয়েক দিন অতীত হইলে পর ঐ দুর্গাপ্রসন্ন আমাদিগকে এক খানি পত্র লিখিলেন এবং সেই সঙ্গে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কৃত রেজোলিউসনের একটী নকল পাঠাইয়া দিলেন। তাহা এই—

Dated the 16th March 1880.

......Ordered that the petitioner be informed that no application such as this can be considered unless submitted by the Editor or publisher of the "Someprakash" and that if the Editor desires to make any representation on the subject of the publication of his Newspaper he can do so verbally to the Lieutenant Governor or to the Secretary to the Government.

......দুর্গাপ্রসন্নের পত্র পাইয়া আমাদের বিষম চিন্তা ও সঙ্কট উপস্থিত হইল।......আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা সোমপ্রকাশের প্রচারার্থ পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন।......

গত ২০এ চৈত্র হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক অনরেবল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পালকে সঙ্গে লইয়া মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমরা পূর্ব্বে যেরূপ স্বাধীনভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদন করিতাম, সেইরূপই করিব। তিনি একখানি লিখিত আবেদন করিতে কহিলেন।

আবেদন করা হইলে, ১০ই এপ্রিল ১৮৮০ তারিখে বাংলা-সরকার দ্বারকানাথকে 'সোমপ্রকাশ' পুনঃপ্রকাশ করিবার অনুমতি-পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

সোমপ্রকাশ প্রচারের শেষোক্ত অনুমতি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইলে পর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি শ্রীযুত হোরেস ককরেল সাহেব আমাদিগকে ডাকাইয়া লইয়া যান এবং এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, সোমপ্রকাশে অসঙ্গত বিষয় প্রকাশ না হয়, এবং আমরা স্বচক্ষে না দেখিয়া কোন বিষয় মুদ্রিত হইতে না দি।......

অতঃপর ইণ্ডিয়ান আসোসিএসন সভা ও বাবু লালমোহন ঘোষ মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একান্ত আবশ্যক। বাবু লালমোহন ঘোষ উক্ত সভার প্রেরিত হইয়া সোমপ্রকাশের নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সোমপ্রকাশের মৃত্যুনিবন্ধন তুমুল আন্দোলন করিয়াছেন।......

ভ্রম-সংশোধন

"কালীপ্রসন্ন সিংহ"

১৩৪৪।২য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত "কালীপ্রসন্ন সিংহ" প্রবন্ধে একটি ভুল আছে। "কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা"-বিভাগে (পৃ. ১০৩) যে পুস্তকখানিকে 'কলকেতার হাটহদ্দ' বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম, সেখানি প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত 'সমাজ কুচিত্র। মাতৃভূমির প্রতি বঙ্গীয় যুবকগণের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত এক নিশাচর প্রণীত।' ইহা 'হুতোম'কে উৎসর্গীকৃত। এই পুস্তকের দুইটি খণ্ড বিলাতে আছে।

পুস্তকখানি পাঠ করিলে কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা বলিয়াই ধারণা হয়। এ বিষয়ে আমরা আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান করিতেছি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান

সূচনা

অনেকের ধারণা, প্রাণিবিজ্ঞান একটা অতি আধুনিক শাস্ত্র ও প্রধানতঃ য়ুরোপীয়গণই ইহার উদ্যোক্তা। প্রাণিজগতের সম্যক্ ও ধারাবাহিক পর্য্যালোচনা মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাই অনেকের মত। কিন্তু ইহা ভুল। আমাদের দেশের মনীষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জীবগণের রীতি-নীতি, স্বভাব, গঠন, জননক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান পালন প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য করিয়া, নানা সংস্কৃত গ্রন্থে, নানা কথাচ্ছলে তৎসম্বন্ধে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, জীবদিগের বিভিন্নরূপ শ্রেণীবিভাগও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন; জীবগণের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে ভুলেন নাই। তাহার পর বীজ-বিজ্ঞান ও ভ্রূণশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহারা একটা নির্ভুল ধারণা রাখিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যেরূপ ধারাবাহিক ভাবে শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে সত্য সত্যই অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, পুরাণ, ভাগবত, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য প্রভৃতি বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থে আমরা বহু প্রাণিবিষয়ক শ্লোক পাইয়া থাকি। কথা ও উপমাচ্ছলে শ্লোকগুলির অবতারণা করা হইলেও উহা হইতে আমরা বহু মূল্যবান্ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পাই। এই বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি সঙ্কলন করিয়া একত্রিত করিলে উহাই একটি সুচিন্তিত প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থে পরিণত হইতে পারে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমাদের দেশে পূর্ব্বে শুধু প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া কোন পুস্তক ছিল কি না? কে বলিতে পারে যে, ছিল না? পূর্ব্বেকার কয়খানি পুস্তকই বা আমরা পাইয়া থাকি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবশতঃ অনেক প্রাচীন পুস্তকই গ্রন্থকীটের উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ছাড়া বৈদেশিক আক্রমণ ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতিতে কত পুরাতন হিন্দু ও বৌদ্ধ পুস্তকাগার যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা ছাড়া প্রয়োজনের সময় নিছক ধর্ম্ম ও দর্শনমূলক গ্রন্থাদি ছাড়া অন্যান্যবিষয়ক পুস্তকগুলির রক্ষাকল্পে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ তত সচেষ্ট হন নাই। ফলে দর্শন ও ধর্ম্মপুস্তকগুলির ন্যায় বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি, বিপর্য্যয়ের মধ্যে প্রায়ই রক্ষা পায় নাই। কয়েকখানি চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়া প্রায় সমুদয় ইতিহাস, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তক রক্ষা পায় নাই। যে দুই একখানি আমরা এখন পাইয়া থাকি, তাহাদের "বিষয়ের" সমধিক উৎকর্ষ হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, বহুকাল হইতেই ঐ বিষয়গুলি এদেশে আলোচিত হইয়া আসিতেছিল এবং এ সম্বন্ধে বহুবিধ পুস্তক সে যুগে প্রচলিত ছিল। কিরূপ প্রচেষ্টাদ্বারা চরক ও সুশ্রুত আদি পুস্তকগুলি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। সে যুগে বৃদ্ধ চিকিৎসকগণ মৃত্যুকালে "অমুক

বৃক্ষের তলদেশে তাম্রপেটিকায় আয়ুর্ব্বেদপুস্তকাদি প্রোথিত আছে" বলিয়া তাঁহাদের সন্ততিদিগকে নির্দ্দেশ দিয়া যাইতেন। রাজ্যবিপ্লবের পর সন্ততিগণ সেই নির্দ্দেশ বা উইল অনুযায়ী পিতা বা পিতামহের মৃত্যুর বহু বৎসর পর সেই সকল পুস্তক উদ্ধার করিতে সমর্থ হইত। এইরূপ প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় ধর্ম্ম, দর্শন ও চিকিৎসা-পুস্তকগুলিই রক্ষিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি ধর্ম্ম ও দর্শনপুস্তকাদির তুলনায় সে যুগে অল্প প্রয়োজন বিধায় এই ভাবে রক্ষিত হয় নাই।

অনেক তথ্য বা জ্ঞান আবার এদেশে শ্রুতি বা স্মৃতি দ্বারা শিষ্যপরম্পরায় রক্ষিত হইত। কদাচিৎ উহা লিপিবদ্ধ হইত। অধুনাপ্রাপ্ত যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে কথাচ্ছলে প্রাণিবিষয়ক তথ্যের উল্লেখ দেখা যায়, কে বলিতে পারে যে, তাহা কোনও একখানি সুলিখিত তৎকালীন প্রাণিবিজ্ঞানপুস্তক হইতে গৃহীত হয় নাই? বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, ঐ সকল শ্লোক কোনও একখানি অধুনালুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞানের পুস্তক হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ আমরা অনেক সময় একই প্রাণিবিষয়ক শ্লোক বিভিন্ন পুস্তকগুলির মধ্যে সমভাবেই পাইয়া থাকি। এমন কি, কোনও কোনও শ্লোকে উহাদের ভাষা ও শব্দের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। প্রমাণস্বরূপ মাত্র কয়েকটী তুলনামূলক শ্লোক বিভিন্ন পুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পরাশর উবাচ

তির্য্যক্স্রোতাস্তু যঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যগ্‌যোন্যঃ স উচ্যতে।
ঊর্দ্ধস্রোতাস্ততঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥
ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোতসঃ সর্গঃ সপ্তমঃ সতু মানুষঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ৫অঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তির্য্যক্স্রোতস্তু যঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্‌যোন্যঃ স পঞ্চমঃ।
ততোঽর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥
ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ॥—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৯ অধ্যায়।

উপরিউক্ত শ্লোক দুইটীতে যে সকল জীব চারিটী পায়ের উপর ভর দিয়া চলে ও তজ্জনিত তির্য্যক্‌গতিতে আহারাদি গ্রহণ করে, তাহাদের তির্য্যক্ জীব বলা হইয়াছে ও যে সকল জীব সোজা হইয়া চলে ও তাহার ফলে আহারাদি উপর হইতে নিম্নে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অর্ব্বাক্ জীব বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শব্দ দুইটী শ্রেণীবাচক ও বৈজ্ঞানিক শব্দ। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রথম শ্লোকটী বিষ্ণুপুরাণকার পরাশরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ও দ্বিতীয় শ্লোকটী মার্কণ্ডেয় তাঁহার মার্কণ্ডেয় পুরাণে নিজের নামে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, গ্রন্থকারদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তৎকালীন কোনও একখানি পুস্তকবিশেষ হইতে শ্লোক দুইটী

নিজ নিজ গ্রন্থে তুলিয়া লইয়াছেন মাত্র। আর দুইটী অনুরূপ শ্লোক উক্ত পুস্তক দুইখানি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

পরাশর উবাচ

গৌরজঃ পুরুষা মেষা অশ্বা অশ্বতরাঃ খরাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে॥
শ্বাপদো দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্ত্ত সরীসৃপাঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ৫অঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

গৌরজো মহিষো মেষঃ অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূনাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে॥
শ্বাপদং দ্বিখুরং হস্তী বানরাঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্ত্ত সরীসৃপাঃ॥—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৯ অধ্যায়।

উপরিউক্ত শ্লোক কয়টী ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকাদি হইতে এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ আরও চারিটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে শ্লোক কয়টী লিখিত। উহা পাঠে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার হিন্দুদিগের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। শ্লোক কয়টীতে জলজ জীব হইতে স্থলজ জীবের উৎপত্তি ও পরে স্থলজ জীব হইতে পর পর স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও সর্ব্বশেষে বানর ও মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। একটী জীব হইতে অপর একটী জীবের উৎপত্তি হইতে কত লক্ষ বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহারও একটা হিসাব দেওয়া আছে। শ্লোক কয়টীর রচনা বিভিন্নরূপ হইলেও বক্তব্য বিষয় একই। সময় নির্দ্দেশ ছাড়া প্রতিপাদ্য বিষয়ে শ্লোক-রচয়িতাগণ সম্পূর্ণরূপেই একমত। শ্লোক কয়টীতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে কথাচ্ছলে বিজ্ঞানের অবতারণা করা হইয়াছে।

চতুরশীতিলক্ষানি চতুর্ভেদাশ্চ জন্তবঃ। অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ॥
একবিংশতিলক্ষানি হ্যণ্ডজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। স্বেদজাশ্চ তথৈবোক্তা উদ্ভিজ্জাস্তৎ-প্রমাণতঃ॥

জরায়ুজাশ্চ তাবন্তো মনুষ্যাদ্যাশ্চ জন্তবঃ। সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং মানুষত্বং সুদুর্লভম্॥
—গরুড়পুরাণ, ২য় অধ্যায়।

জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ। কৃময়ো রুদ্রসংখ্যাকা পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥
ত্রিংশলক্ষানি পশবশ্চতুর্লক্ষানি মানুষাঃ। সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোহভ্যাগাৎ॥
—নিবন্ধধৃতবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ।

স্থাবরাস্ত্রিংশল্লক্ষাশ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ। কৃমিজা দশলক্ষাশ্চ রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ॥
পশবো বিংশলক্ষাশ্চ চতুর্লক্ষাশ্চ মানবাঃ। এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥
—কর্ম্মবিপাক।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্। কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ। ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
—বিষ্ণুপুরাণ।

এইরূপে পুরাণ ও তৎকালীন বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকাদি পাঠে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় আখ্যানভাগেই উক্তরূপ একার্থক শ্লোক পাওয়া যায়। এমন কি, তাঁহাদের ভাষার মধ্যেও প্রায় কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু ঐ পুস্তকগুলির দর্শনসম্বন্ধীয় আখ্যানভাগে ভাষা, অর্থ ও ভাবের প্রচুর প্রভেদ লক্ষিত হয়। দর্শনভাগে তাঁহারা ভিন্নমত হইলেও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোকে তাঁহারা এক মতই প্রকাশ করেন; শব্দগুলিও ব্যবহার করেন এক রকমের। তাহার পর ঐ শ্লোকগুলির লিখনভঙ্গি হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ শ্লোকগুলি অধুনালুপ্ত তৎকালীন কোনও বিজ্ঞানপুস্তকে প্রচলিত মতবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কতক বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে; কতকগুলি বা হুবহু নকল করিয়া লওয়া হইয়াছে। উপরের "পরিকীর্ত্তিতা" শব্দটী প্রণিধানযোগ্য। তাহার পর ধারাবাহিক ও সুলিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রমাত্রেই কতকগুলি পরিভাষামূলক বা Technical বৈজ্ঞানিক শব্দ থাকে। আমাদের তথাকথিত প্রাণিবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোক বা পুস্তকগুলিতেও ঐরূপ বহু শব্দ ব্যবহৃত হইত। জরায়ুজ, অণ্ডজ, রসজ, স্বেদজ, পোতজ, উদ্ভিজ্জ, স্থলজ, জলজ, উর্দ্ধক, অর্দ্ধক, অর্ব্বাক্, গন্ধবেদী, ঔদক, সরীসৃপ, একতোদত, উভয়তোদত, একশফ, দ্বিশফ, পঞ্চনখ, রূপবেদী, শফ, নখ, স্পর্শবেদী, শব্দবেদী, কর্ম্মবেদী, অনস্থিকা, অপাদা, কোশস্থ, চর্ম্মপক্ষ, নূপুরক, খড়্গী, শৃঙ্গী, জজ্ঞাল প্রভৃতি শ্রেণীবাচক শব্দগুলি যে প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষামূলক বা Technical শব্দ, তাহাতে কোন ভুল নাই। ঋগ্বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের গ্রন্থগুলির মধ্যে উক্ত শব্দগুলির সম অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ইহার সত্যতা প্রমাণ করে। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে মাত্র কয়েকটী শ্লোক প্রদত্ত হইল।

"যে কে **চোভয়তোদতঃ**"—ঋগ্‌বেদ, পুরুষসূক্ত।
"রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চো**ভয়তোদতঃ**"—শ্রীমদ্ভাগবত।
"পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চো**ভয়তোদতঃ**"।—মনুসংহিতা।
"ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাং**শ্চৈকতোদতঃ**"॥ মনুসংহিতা, ৫ অঃ।

উক্ত শ্লোক কয়টী যথাক্রমে ঋগ্‌বেদ, ভাগবত ও মনুসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। তিনখানি গ্রন্থই বিভিন্ন গ্রন্থকার দ্বারা বিভিন্ন যুগে লিখিত বা সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু

তিনখানি গ্রন্থেই আমরা এই "উভয়তোদত" ও "একতোদত" শব্দ দুইটী একই অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই। হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানে 'একতোদত' অর্থে যে সকল জীবের একবার করিয়া দাঁত উঠে, তাহাদের বুঝায় ও 'উভয়তোদত' অর্থে যে সকল জীবের দুইবার দাঁত উঠে অর্থাৎ দুধ-দাঁত পড়িয়া গিয়া তেলা-দাঁত উঠে, তাহাদিগকে বুঝায়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এখন এই শব্দ দুইটীর বিভিন্ন গ্রন্থে একই অর্থে উক্তরূপ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, এই দুইটী শব্দ পরিভাষামূলক বৈজ্ঞানিক শব্দরূপেই তৎকালে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। এইরূপ বহু বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রাচুর্য্য হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া একখানি পৃথক্ বিজ্ঞানশাস্ত্র হয় ত আমাদের দেশে পুরাকালে প্রচলিত ছিল। ইহা ছাড়া শাস্ত্রকারগণ নিজ শাস্ত্রে প্রাণিসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির উল্লেখ করিবার সময় প্রায়ই "ইতি কথিতঃ" বলিয়া তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করেন। ইহার কারণ, বোধ হয় পুরাকালে অপর কোনও গ্রন্থকার বা তাঁহার গ্রন্থের নাম নিজগ্রন্থে উল্লেখ করার প্রথা ছিল না। কিংবা হস্তলিখিত পুথিগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে ও কবিতাগুলির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই এই রীতির প্রচলন ছিল। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটী পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পংক্তি কয়টী দাল্‌ভ্য কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি রুরু, কারণ্ডব ও কঙ্কজীব সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, সেই বিবরণ যে, কোন একখানি অনুক্তনামা (Unnamed) পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা প্রকারান্তরে তিনি বলিয়াই দিয়াছেন। উপরিউক্ত পক্ষী ও হরিণ জীব সম্বন্ধে বিবরণসম্বলিত নিম্নে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টী অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। তবে কোন্ পুস্তক হইতে পঙ্‌ক্তি কয়টী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। পুস্তকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই।

"**কূলেচরগাহ**······রুরুঃ শরদি শৃঙ্গত্যাগী।
তল্লক্ষণং উচ্যতে—বিকটবহুবিষাণঃ শম্বরাকারদেহঃ, সলিলতটচরিত্বাৎ সঞ্চরেভ্যো বিচিত্রঃ। ত্যজতি শরদি শৃঙ্গং রৌতি"—ইত্যসৌ রুরুঃ স্যাৎ।
কারণ্ডবঃ শুক্লহংসভেদোঽল্পঃ **অন্যে করহরমাহুঃ।**
উক্তঞ্চ—'কারণ্ডবঃ কাকবক্ত্রো দীর্ঘাঙ্ঘ্রিঃ কৃষ্ণবর্ণভাক্" ইতি।
প্রসহানাহ···কঙ্কঃ দীর্ঘচঞ্চুর্মহাপ্রাণঃ।
উক্তঞ্চ—কঙ্কঃ স্যাৎ কঙ্কমল্লাখ্যো বাণপত্রার্হপক্ষকঃ।
লোহপৃষ্ঠো দীর্ঘপাদঃ পক্ষাধঃ পাণ্ডুবর্ণভাক্॥" ইতি।

দর্শনপুস্তকাদিতেই আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু প্রাণিবিষয়ক শ্লোক পাইয়া থাকি। ধরা যাউক, কোনও একজন দার্শনিক দর্শনসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। সহজেই বুঝা যায় যে, একজন দার্শনিকের পক্ষে ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বিশেষ করিয়া প্রাণিজগতের তথ্যসমুদয় স্বকীয় জীবনে সংগ্রহ করিয়া উঠা সম্ভব নয়। অথচ তাঁহার

সেই দর্শনশাস্ত্রে নানা কথা ও উপমাচ্ছলে তাঁহাকে শুধু প্রাণিবিষয়ক কেন, উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র সম্বন্ধেও অনেক বিষয় উল্লেখ করিতে দেখা গেল। এখন আমরা যদি বলি যে, পূর্ব্বে প্রাণি-বিজ্ঞান বলিয়া একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল এবং উহা হইতেই নানা সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ নানা প্রাণিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, বিশেষ অন্যায় হয় না।

বস্তুতঃ প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া একটী পৃথক্ বিদ্যা যে পুরাকালে এদেশে বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা নিম্নলিখিত উক্তিটীতে পাইয়া থাকি। শুধু প্রাণিবিজ্ঞান কেন, অন্যান্য বহুবিধ অধুনালুপ্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখ ইহার মধ্যে আমরা পাইয়া থাকি। উহাতে নারদ, শনৎকুমারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কি কি শাস্ত্র বা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে বলিতেছেন। অধীত বিষয়গুলির মধ্যে আমরা ঋগ্‌বেদ,, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, পিত্র্য বা পিতৃসম্বন্ধীয়, রাশি বা অঙ্কশাস্ত্র, দৈব বা আবহাওয়া, নিধি বা ধনবিদ্যা, বাকোবাক্য বা তর্কশাস্ত্র, একায়ন বা নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা বা ভূমিকম্পাদি উৎপাতসম্বন্ধীয় বিদ্যা, **ভূতবিদ্যা বা প্রাণিবিজ্ঞান**, ক্ষত্রবিদ্যা বা যুদ্ধশাস্ত্র, নক্ষত্রবিদ্যা, **সর্পবিদ্যা**, দেবজন বা সুগন্ধিবিদ্যার বা শাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং, পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং, দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং **ভূতবিদ্যাং** ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাম্ এতদ্ ভগবোঽধ্যেমি॥"—ছান্দোগ্য, ৭অ, ১ খণ্ড, ২।

ভূত অর্থে মনুষ্যেতর প্রাণীদিগকেই বুঝায়। দর্শনশাস্ত্রে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নামে মনুষ্যদিগের তিন প্রকার দুঃখের কথা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে আধিভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ যে দুঃখ হিংস্রজন্তু আদি দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূতবলি অর্থে পশু পক্ষী প্রভৃতিকে প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং ভূত অর্থে যে প্রাণিবর্গই বুঝাইয়া থাকে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বভূতে দয়া অর্থে সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া বুঝায়। এই জন্য "ভূতবিদ্যা" অর্থে আমরা প্রাণিবিদ্যাই বুঝিয়াছি। এই ভূতবিদ্যা ছাড়া 'ভূততন্ত্র' বলিয়া অপর একটী বিদ্যার উল্লেখ আমরা কোনও কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে পাই বটে, কিন্তু আমার মতে উহা একটী পৃথক্ শাস্ত্র। ভূতবিদ্যা বলিতে প্রাণিবিদ্যা ও ভূততন্ত্র বলিতে মানসিক রোগের চিকিৎসামূলক কোনও গ্রন্থ বুঝাইত বলিয়াই মনে হয়। উপরের অংশে ভূতবিদ্যা বা প্রাণিবিজ্ঞান ব্যতীত সর্পবিদ্যারূপ প্রাণিবিজ্ঞানের একটী বিভাগবিশেষেরও উল্লেখ দেখা যায়। তৎকালে সর্পের সংখ্যা-ধিক্যবশতঃ সর্পভীতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বোধ হয় বিশেষ করিয়া এই সর্পবিদ্যার প্রচলন হইয়াছিল। তাই আয়ুর্ব্বেদাদি পাঠে কৃমি কীটাদির ন্যায় সর্পাদি সম্বন্ধেও অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া প্রাণিবিষয়ক বহু বিজ্ঞান-শাস্ত্র যে পূর্ব্বে ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ আধুনিক সংস্কৃত

সাহিত্যাদিতে আমরা পাইয়া থাকি। প্রমাণস্বরূপ শালিহোত্র গ্রন্থের কথা বলা যাইতে পারে। শালিহোত্রই ইহার রচয়িতা ছিলেন। পঞ্চতন্ত্র উপাখ্যানে আমরা ইঁহার উল্লেখ পাই মাত্র। কতিপয় অশ্ব ও বানর পুড়িয়া গেলে, কোনও রাজা এই শালিহোত্রের সন্ধান লন। পঞ্চতন্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে। কিন্তু এই শালিহোত্র এখন একখানি অধুনা-লুপ্ত গ্রন্থ। ইহার কোনও খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া 'আগদ তন্ত্র' নামক এক প্রকার শাস্ত্রের উল্লেখ আমরা আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থে পাই। কীটবিদ্যা এই আগদ তন্ত্রের অন্তর্গত। কিন্তু এই তন্ত্রের একখানি পুস্তকও আমরা পাই নাই। তবে পালকপীয়-প্রণীত গজায়ুর্ব্বেদ এবং জয়দত্ত ও নকুল-প্রণীত অশ্ব-গবায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি কয়েকখানি চিকিৎসামূলক প্রাণিবিজ্ঞান এখনও পাওয়া যায়। সে যুগে অশ্ব, গজ ও গবাদির রক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার জন্য হিন্দুগণ ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষ ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণেই ইহাদের কয়েকখানি এখনও আমরা পাইয়া থাকি। এই চিকিৎসামূলক প্রাণিবিজ্ঞান ছাড়া কয়েকখানি সাধারণ প্রাণিবিজ্ঞানও আমরা পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে শৈনিকশাস্ত্রম্ (Hucking birds) ও মৃগপক্ষিশাস্ত্রম্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমখানি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে উদ্ধার করেন, দ্বিতীয়খানি স্বর্গীয় ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ বিহার হইতে প্রাপ্ত হন। দুইখানিই প্রাচীন হস্ত-লিখিত গ্রন্থ। পুস্তক দুইখানি যে সঙ্কলিত গ্রন্থ, তাহা উহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেই বুঝা যায়। ইহা ছাড়া আর একখানি সুলিখিত প্রাণিবিজ্ঞান পুস্তকও পাওয়া যায়; উহার নাম তত্ত্বার্থাধিগম। উমাস্বাতি নামক একজন জৈন কবি উহার রচয়িতা। ইহা ছাড়া দাল্‌ভ্য ও লাদায়নের প্রাণিসম্বন্ধীয় বিবরণও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা সবিশেষ বুঝিতে পারি যে, পুরাকালে হিন্দুস্থানে প্রাণি-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রচলন ছিল। চেষ্টা করিলে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থ উদ্ধার করা যাইতে পারে। আমি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া নিম্নলিখিত কয়খানি প্রাচীন প্রাণিবিজ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উহাদের একখানিও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। হয় ত সব কয়খানিই লুপ্ত হইয়া থাকিবে। নিম্নে উহাদের নামের একটী তালিকা দিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ করিলাম। পুস্তকগুলি সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

ক। সরীসৃপবিষয়ক।—১। লতাবিস্ফোটক। ২। উজ্জয়িনী গ্রন্থ। ৩। ভূসরীসৃপ-রাজভাষা। ৪। নাগার্জ্জুনতন্ত্র। ৫। মণিলতা গ্রন্থ। খ। পক্ষিবিষয়ক—১। খেচরীমালা। ২। বিহঙ্গমতন্ত্র। ৩। হিমাদ্রিশাখাতন্ত্র। ৪। ভূমালা গ্রন্থ। ৫। ভীমরী গ্রন্থ। গ। স্তন্যপায়িবিষয়ক।—১। পুষ্পমালা গ্রন্থ। ২। শকুন্ত লেখ। ৩। নিষাদতন্ত্র। ৪। নিষাদমহাভাষ্য। ৫। জীবধর্ম্ম। ৬। সংগোপন গ্রন্থ। ৭। শাখামৃগ গ্রন্থ। ঘ। প্রাপ্ত গ্রন্থাদি—১। মৃগপক্ষিশাস্ত্রম্। ২। তত্ত্বার্থাধিগম। ৩। শৈনিকশাস্ত্রম্। ৪। গজায়ুর্ব্বেদ। ৫। অশ্বায়ুর্ব্বেদ। ৬। দাল্‌ভ্যবিবরণ। ৭। লাদায়নবিবরণ।

এইবার কি ভাবে আমাদের নষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার লাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা জানি, পূর্ব্বকালে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া, তিব্বতের বৌদ্ধ মঠ প্রভৃতিতে রক্ষিত ছিল। বিদেশীয়দিগের আক্রমণের সময় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ নেপালে নীত হইয়াছিল। তাহাদের অনেকগুলি নেপাল দরবার-পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ঐ সকল দেশে শীতের প্রাধান্য হেতু গ্রন্থকীটের উপদ্রব নাই। পুস্তকগুলিও নষ্ট হয় নাই। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ঐ দুইটী দেশ হইতে হিন্দুর অধুনালুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞানের উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু উহা যদি নাও সম্ভব হয়, তাহা হইলেও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। নানা সংস্কৃত গ্রন্থ, কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রসমুদয়ে বিক্ষিপ্ত প্রাণিসম্বন্ধীয় তথ্যসকল একত্র সংগ্রহ করিলে উহাই একটী ধারাবাহিক প্রাণিবিজ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইতে পারিবে। লুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার লাভ করিবে সত্য, কিন্তু ঐ তথ্যসমুদয় এত সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত আছে যে, সাধারণের পক্ষে উহার প্রকৃত অর্থ সব সময় বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। কোন কোন শ্লোক আবার রূপকচ্ছলে লিখিত। সেই জন্য তাহার অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। দার্শনিক শ্লোকগুলির যথার্থ ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ প্রদান করিয়াছেন সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির তাঁহারা প্রায়ই ভুল অর্থ করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ, গত পাঁচ ছয় শতাব্দী যাবৎ চর্চ্চার অভাবে তাঁহারা বিজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অনেকে জোর করিয়া বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির আবার দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উহাদের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। এই শ্লোকগুলির বেশীর ভাগ দর্শনসম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে কথাচ্ছলে লিখিত হওয়ায় তাঁহারা ঐরূপ ভুল করিয়াছেন। এই রূপকাত্মক শ্লোকগুলির বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যথার্থ অর্থ নির্ণয় দ্বারাই এখন হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইতে পারে।

বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত প্রাণিসম্বন্ধীয় বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই আমি আমাদের দেশের নষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার করিতে মনস্থ করিয়াছি। কারণ, আমার বিশ্বাস, লুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞান হইতেই ঐ শ্লোকগুলি গৃহীত হইয়াছিল। কিরূপ প্রণালীতে উহা সম্ভব হইবে, তাহার একটী সহজ দৃষ্টান্ত দিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব আমি শেষ করিব।

ধরা যাউক, কোন একজন লোক ছোট ছোট কাঠের টুকরা দিয়া তৈয়ারী একটী খেলনার বাড়ী টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। কয় দিন পরে বাটী ফিরিয়া সে দেখিতে পাইল যে, সেই খেলনার বাড়ীখানি কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ও উহার টুকরাগুলা চারি দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি টুকরাগুলি কোনটী উঠান, কোনটী ছাদ, কোনটী রাস্তা, কোনটী বা রোয়াক হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় গৃহখানি তৈয়ারী করিতে সুরু করিয়া দিল। কিন্তু টুকরাগুলি সম্ভবমত স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করার পর দেখা গেল যে, একটী থাম, রোয়াকের কিছু অংশ ও একটী জানালা পাওয়া

যাইতেছে না। কিন্তু লোকটী হতাশ হইল না। সে জানালার ফাঁকের উপযুক্ত একটী জানালা গৃহের অপর একটী প্রাপ্ত জানালার অনুরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া লইল। তাহার পর রোয়াকের অপ্রাপ্ত অংশ ও থামটাও ঐরূপ ভাবে তৈয়ারী করিয়া, গৃহখানি পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

এইরূপ ভাবে নষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান আমরাও উদ্ধার করিতে পারি। কিরূপে উহা সম্ভব হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মাত্র একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। একশফ ও দ্বিশফ বলিয়া দুইটী বৈজ্ঞানিক শব্দ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির মধ্য হইতে আমি উদ্ধার করিলাম। একখুরবিশিষ্ট প্রাণীদিগের বৈজ্ঞানিক নাম "একশফ" ও দ্বিখুর-বিশিষ্ট প্রাণীদিগের বৈজ্ঞানিক নাম "দ্বিশফ"। কিন্তু হস্তী প্রভৃতি পঞ্চখুরবিশিষ্ট জীবও আমরা দেখিতে পাই। হস্তীর ন্যায় পাঁচ-খুরো জীবের সন্ধান হিন্দুগণ জানিতেন না, ইহা বলা হাস্যকর। সহজেই বুঝা যায় যে, যাঁহারা দ্বিশফ ও একশফ শব্দ বিভিন্ন গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা পঞ্চশফ শব্দটীও ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে তাহা আমরা এখন পাইতেছি না। এ স্থলে আমরা এই একশফ ও দ্বিশফ শব্দের অনুকরণে পঞ্চশফ শব্দটীও বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। এইরূপে অধুনা প্রাপ্ত কয়েকখানি প্রাণিবিজ্ঞান-গ্রন্থ ও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত প্রাণিবিষয়ক বিক্ষিপ্ত * শ্লোকগুলির যথার্থ অর্থ নির্ণয় করিয়া যে, একখানি ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, তাহা আমি পরে দেখাইব।

শ্রেণীবিভাগ

শ্রেণীবিভাগ প্রাণিবিজ্ঞানমাত্রেরই প্রথম অধ্যায়। য়ুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ জীবদিগের দৈহিক গঠন ও তাহার ক্রমোন্নতির বা devolpementএর বিষয় লক্ষ্য করিয়া জীবদিগের শ্রেণীবিভাগ করেন। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক গঠন অনুসারেই তাঁহারা জগতের যাবতীয় প্রাণিগণকে বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যেমন আমিবা প্রভৃতি এককোষ জীবগণকে এককোষ ও বহুকোষ উর্দ্ধতন জীবগণকে বহুকোষ জীব বলিয়াছেন। বহুকোষ জীবগণের মধ্যে যাহাদের অস্থি আছে, তাহাদিগকে অস্থিক বা দণ্ডী জীব ও যাহাদের অস্থি নাই, তাহাদিগকে নিরস্থিক জীব বলা হইয়াছে। এই অস্থিক বা

* তৎকালীন বিজ্ঞ সমাজে রূপক শ্লোক লেখা একটা বাহাদুরীর বিষয় ছিল। যে সকল শ্লোকে সহজ অর্থ দেওয়া হইত, তাহাও আবার অতি সংক্ষেপে লিখিত হইত। গুরুর আশ্রমে শিষ্যগণ এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির সহজ অর্থ বুঝিয়া লইয়া মাত্র স্মরণশক্তির সাহায্যের জন্য পঠিত শাস্ত্রগুলির সারস্বরূপ ঐ সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি লিখিয়া লইয়া তাহারা গৃহে ফিরিত। এইরূপ সংক্ষিপ্ত লিখনপদ্ধতির প্রচলন থাকায় এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগেও আমরা সংক্ষিপ্ত পুরাণ শ্লোকই পাইয়া থাকি। এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির যথার্থ অর্থ বুঝাইবার জন্য পরে পণ্ডিতগণ পরস্পরবিরোধী বহু টীকা লিখিতে বাধ্য হন। মধ্য যুগে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত পীঠগুলির লোপই ইহার কারণ।

দণ্ডী জীবগণও আবার তাহাদের দেহের গঠন অনুসারে চক্রতুণ্ডি, শ্বাসপটী, মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী, এই সাতটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত। অপর দিকে নিরস্থিক জীবগণকেও আবার এই একই নিয়ম অনুসারে পর্ব্ববদী, চিপিট জীব, বর্ত্তুল কৃমি প্রভৃতি "দেশে" ভাগ করা হয়। পূর্ব্বকথিত দণ্ডিদেশের ন্যায় এই সকল জীবদেশও বহু বিভাগে বিভক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ পর্ব্ববদীদেশের কথা বলা যাইতে পারে। এই পর্ব্ববদীদেশ বা phylum, খোলকী, লৌতেয়, সন্দংশমুখী, দ্বিযুগ্মপদী ও ষট্‌পদী, এই পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত। এই দৈহিক বিভাগ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ প্রাণীদিগের শ্রেণীবিভাগ করিবার চেষ্টা করেন নাই ! কিন্তু হিন্দু মনীষিগণের প্রাণীদিগের এই দৈহিক বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা প্রাণীদিগের মানসিক ও জননবিভাগরূপ আরও দুইটী শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ সে যুগে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উহাদিগকে যথাক্রমে মানসিক, জনন, দৈহিক ও স্বভাববিভাগ বলা হইত। শেষোক্ত বিভাগটী প্রাণীদিগের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও তজ্জনিত স্বভাবের উপর নির্ভর করে। এই চতুর্ব্বিধ শ্রেণীবিভাগই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, তাঁহারা প্রথম দুইটী বিভাগের উপর বেশী প্রাধান্য দিতেন। দার্শনিক মতগুলির ন্যায় এই কয় প্রকার বিভাগই বহুকাল হইতে শিষ্যপরম্পরায় (parallel school of thought) একই সঙ্গে পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে। একটীর পর অপর একটীর উদ্ভব হইয়াছে কি না, বলা বড় কঠিন। কারণ, প্রমাণপুস্তকগুলির সব কয়খানিই প্রাচীন পুস্তক। ঐ সকল গ্রন্থ সমসাময়িক মনীষিগণ দ্বারা প্রণীত হইয়াছিল। এইবার প্রাণীদিগের এই চতুর্ব্বিধ শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা যাউক।

মানসিক বিভাগ

প্রাণীদিগের আহার বিহার, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া এই মানসিক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে প্রাণীদিগের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমিক আবির্ভাব ও তাহার অনুশীলন প্রাণীদিগের দৈহিক উন্নতির একমাত্র কারণ। সৃষ্টিক্রম বুঝাইবার সময় আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। হিন্দুমতে এই বুদ্ধিবৃত্তিই প্রাণীদিগের মধ্যে নূতন অভ্যাসের সৃষ্টি করিত। আর সেই অভ্যাসজনিত কর্ম্ম তাহাদের দেহে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। তাঁহাদের মতে এই বুদ্ধিবৃত্তি কতকটা স্বাভাবিক ভাবে ও কতকটা স্বকীয় চেষ্টায় বংশানুক্রমে প্রাণিগণ লাভ করিয়াছে। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আর্য্য মনীষিগণ কেবল মাত্র মানসিক গঠনের উপর ভিত্তি করিয়াও প্রাণীদিগের একপ্রকার বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত আদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টী এই ভাগবত হইতেই লওয়া হইয়াছে। ভাগবতকার বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য শ্লোক কয়টীর অবতারণা করিলেও উহাতে এই মানসিক বিভাগ সম্বন্ধে আমরা একটা বিশেষ ধারণা পাই। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃক্ষাদিও

যে জীব, তাঁহাদেরও যে প্রাণ আছে, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাই মুক্তকণ্ঠে তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, পশু ও বৃক্ষাদির মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই; উভয়ের মধ্যেই প্রাণ আছে, উভয়ই জীব। ইহা ছাড়া এই শ্লোক হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, প্রথমে স্থাবর জীবের সৃষ্টি হয়, তাহার পর আবির্ভাব হয় জঙ্গম জীবের। পরিশেষে এই জঙ্গম জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সৃষ্টি হয়।

পশুবৃক্ষাদিভেদেন জীব এব স্বতঃ স্থিতঃ।
সংসৃতৌ ব্যত্যয়স্তেষাং মুক্তৌ তত্তৎস্বরূপতা॥
তত্র স্থাবরমুক্তেভ্যো বরা জঙ্গমমুক্তকাঃ।
তেভ্যো মানুষমুক্তশ্চ বিপ্রমুক্তাস্ততোঽধিকাঃ॥—ভাগবত।

জীব বলিতে পশ্বাদির সহিত বৃক্ষাদিকেও বুঝায়। মনুও তাঁহার সংহিতায় এই একই কথা বলিয়া গিয়াছেন।* ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণসত্তা দৈহিক উন্নতি লাভের পূর্ব্বেও জীবগণ অর্জ্জন করিতে পারে। সুগঠিত মস্তিষ্ক ব্যতিরেকেও প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির আবির্ভাব হইতে পারে, ইহাই ছিল হিন্দুদের বিশ্বাস। তাঁহাদের মতে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমাবির্ভাবের ফলেই মস্তিষ্ক ও স্নায়ুপিণ্ডাদির আবির্ভাব বা ক্রমোন্নতি হইয়াছে। তাই উদ্ভিদ্‌গণ ও বিশেষ করিয়া কীটভুক্ বা হিংস্র উদ্ভিদাদি এবং নিম্নশ্রেণীর নিরস্থিক জীবদিগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাই। বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ পরিচয়কে অনেকে Reflex action বা প্রতিঘাতপ্রসূত বলিয়া অভিহিত করেন। আমি বলিব, এই Reflex actionই প্রথম অবস্থার বুদ্ধিবৃত্তি। একই বুদ্ধিবৃত্তিকেই আমরা তাহাদের ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে এই Reflex action বা প্রতিঘাতী, instinctive বা আত্মিক, ও intelligence বা বুদ্ধি বলিয়া থাকি। স্নায়ুপিণ্ড বা মস্তিষ্ক এই সব বৃত্তিগুলির আধার মাত্র। হিন্দু মতে এই বৃত্তিগুলির ক্রমাবির্ভাবের ফলেই তাহাদের অতি প্রয়োজনীয় আবাসস্বরূপ এই মস্তিষ্ক ও স্নায়ুপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। তাই প্রাণিগণ যতই বুদ্ধিমান্ ও উন্নত হয়, তাহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। ১ সংখ্যক চিত্রটী দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। চিত্রটীতে বিভিন্ন জীবের মস্তিষ্কের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে দেখান হইয়াছে। "হিন্দু সৃষ্টিক্রম" শীর্ষক আলোচনায় এ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলিব। তাঁহাদের এই জ্ঞানের জন্যই, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিয়াছেন যে, বৃক্ষগণও জীব। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা পশু ও

* উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥—মনুসংহিতা।

বৃহৎকাণ্ডবিশিষ্ট, পুষ্পশোভিত, ফলবন্ত, ওষধি প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জীব, যাহারা কর্ম্মহেতু তমসাবৃত হইয়া রহিয়াছে, যাহাদের প্রজ্ঞা বাহির হইতে বুঝা যায় না, কিন্তু যাহারা ভিতরে ভিতরে সুখদুঃখ অনুভব করে, যাহাদের অন্তরে প্রাণ আছে, তাহাদের সকলকে উদ্ভিদ্ জীব বলা হয়।

বৃক্ষাদিকে সমভাবেই জীব নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই জীবজগৎকে তাঁহারা আবার স্থাবর ও জঙ্গম, এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। উদ্ভিদ্‌জগৎকে স্থাবর ও জীব-জগৎকে জঙ্গম নামে তাঁহারা অভিহিত করেন। স্থাবর অর্থে যাহারা স্থির থাকে, ইচ্ছামত চলাফিরা করে না, তাহাদের বুঝায়। জঙ্গম অর্থে যাহারা ইচ্ছামত চলাফিরা করে বা করিতে পারে, তাহাদের বুঝায়।

ইহা ছাড়া সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধেও হিন্দুদিগের কিরূপ নির্ভুল জ্ঞান ছিল, এই শ্লোকটী হইতে তাহার একটা সঠিক ধারণা আমরা পাই। যাহা হউক, স্থাবর জীব উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অন্তর্গত। হিন্দুগণ জঙ্গম জীব সম্বন্ধে (প্রাণিজগৎ) কি বলিয়াছেন, আমরা এখন তাহার আলোচনা করিব। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই, মানসিক পর্য্যায়ে যাবতীয় প্রাণিগণ যথাক্রমে স্পর্শবেদী, রসবেদী, গন্ধবেদী, শব্দবেদী, রূপবেদী ও কর্ম্মবেদি-রূপ ছয়টী ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। শ্লোক কয়টী মূল ভাগবত হইতে লইয়াছি।
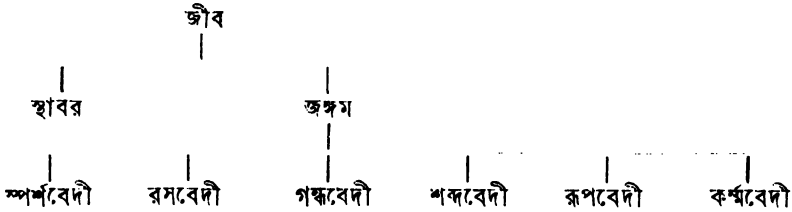
জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাঃ ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥
অত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাঃ চতুষ্পাদঃ ততো দ্বিপাৎ ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারঃ তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।—ভাগবত।

শ্লোকটীতে প্রথমে প্রস্তরাদি অজীব, তাহার পর উদ্ভিদাদি প্রাণবন্ত জীবদিগের কথা বলা হইয়াছে। এই প্রাণবন্ত জীবগণের মধ্যে যাহারা চিত্তবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ভাগবতের মতে সচিত্ত জীব। সচিত্ত জীব বলিতে ভাগবতকার জঙ্গম জীবকেই (Animal) বুঝাইয়াছেন। সচিত্ত জীবদিগের চিত্তাদি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই প্রকাশ পায়। সেই জন্য জীবদিগের মধ্যে এই ইন্দ্রিয়াদির ক্রমাবির্ভাব ও ক্রমোন্নতি, জীবদিগের বিভিন্নরূপ চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী সাধিত হইয়াছে বলিয়া আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের মতে এই চিত্তবৃত্তিসমূহের (আবির্ভাবের পর) প্রয়োজন অনুসারে প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি হয়। এই ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিই আর্য্যগণের মতে প্রাণীদিগের বিভিন্নরূপ ক্রমবিকাশের মূল ভিত্তি। আর্য্যগণের মতে স্পর্শ, রস,গন্ধ, শব্দ ও রূপ,

এই পাঁচটি চিত্তবৃত্তি আছে। পর পর (যথাক্রমে) জীবদিগের মনে ইহাদের বিকাশ হয়। ফলে পর পর স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয়ও ঐ সকল বৃত্তিসমূহের আধারস্বরূপ জীবদেহে স্থান পাইয়াছে। এই সব ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা চালিত অভ্যাস বা কার্য্যাদি দ্বারা জীবগণ নূতন নূতন দেহাকৃতি লাভ করে। এই ভাবে নূতন নূতন যোনি (Species) বা জীববিশেষের সৃষ্টি হয়। ফলে জীবদিগের এই মানসিক বিভাগ যে, জীবদিগের ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। এইবার এই মানসিক বিভাগ সম্বন্ধে বলা যাউক। উক্ত শ্লোকে প্রকারান্তরে মানসিক পর্য্যায়ে কোন্ জীবটী কোন্ জীবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রথমে স্পর্শবেদী জীব, তাহার পর রসবেদী জীব, তাহার পর শব্দবেদী জীব ও তৎপরে রূপবেদী জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে স্পর্শবেদী জীব সম্বন্ধেই বলিব।

স্পর্শবেদী

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, যে সকল জীব কেবলমাত্র স্পর্শ দ্বারা আহারাদি সংগ্রহ, চলা ফেরার কার্য্য ও জননক্রিয়া সমাধান করে, তাহাদিগকে আর্য্যগণ স্পর্শবেদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আহার সংগ্রহ (food procuring), চলা ফেরা (locomotion) ও জননক্রিয়া (propagation of generation), এই তিনটী ধর্ম্ম দ্বারা জীব বাঁচিয়া থাকে। স্পর্শশক্তি দ্বারা এই কার্য্যত্রয় যাহাদের সাধিত হয়, তাহাদিগকেই স্পর্শবেদী বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মতে কীট পতঙ্গ আদি ষট্‌পদী জীব (Insecta) ব্যতীত যাবতীয় নিরস্থিক জীব স্পর্শবেদী প্রাণী। এই জীবগণ তাহাদের দেহস্থিত শুঁয়া (cillia), শুঁড় (tentacle) বা অনুরূপ অঙ্গাদিদ্বারা আহারাদি স্পর্শ করে। ঐরূপ স্পর্শ দ্বারা দ্রব্যকণাকে আহারাদিরূপে বুঝিতে পারিয়া, উহা তৎক্ষণাৎ তাহারা উদরস্থ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ স্পর্শশক্তি দ্বারাই পরস্পরকে চিনিয়া লইয়া মিলিত হয়। আমিবা, সিলেন্ট্রেটা, স্পঞ্জিলা, ষ্টার ফিস্ (তারা মাছ), জোঁক, কেঁচ, কেন্নো, গলদা, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি নিরস্থিক জীব এই স্পর্শবেদী জীবের অন্তর্গত। কেবলমাত্র কীটপতঙ্গ (Insecta) ব্যতীত যাবতীয় নিরস্থিক জীব হিন্দুমতে এই স্পর্শবেদী জীবের মধ্যে পড়ে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও চক্ষু আছে, কিন্তু উহা বিশেষ সুগঠিত বা কার্য্যকারী নয়। কারণ, পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ঐ জীবগুলির চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলেও কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ না করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করে ইহারা জীবনধারণের জন্য কেবল মাত্র স্পর্শশক্তির (Touch sensation) উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

বিভিন্নরূপ পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আলোক নিক্ষেপ ও যন্ত্রশব্দের দ্বারা এই জীবদিগের গতির কোনও হ্রাস বা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়

নাই। তবে বন্দুকের ন্যায় কঠোর শব্দ বা জোরাল টর্চ্চের আলো দ্বারা ইহাদের গতির বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অন্যান্য কারণ আছে। ভীষণ শব্দে বায়ুর স্তর পরিবর্ত্তিত হয় ও সেই বায়ুর চাপ জীবদেহে পতিত হওয়ায় জীববিশেষের স্বাভাবিক গতি স্বভাবতই বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ জোরাল আলো জীবদেহে নিক্ষিপ্ত হইলে উত্তাপ সঞ্চারিত হয় এবং উত্তাপ ও শব্দে জীবগণের গতি বর্দ্ধিত হয়। উত্তাপ ও শব্দজনিত বায়ুসঞ্চালনও এই জীবগণ স্পর্শশক্তি দ্বারা অনুভব করে। তবে ইহা পরোক্ষ ভাবে ঘটিয়া থাকে। এইখানে স্পর্শশক্তি বুঝাইতে আমরা ইংরাজী touch, heat, cold ও pain (স্পর্শ, উষ্মা, শৈত্য ও কষ্টবোধ) এই চতুর্বিধ Sensation বা বোধ বুঝিব। আমি সাধারণতঃ একটী কাচের বাক্সের মধ্যে কেঁচ, জোঁক, কেন্নু, শুঁয়াপোকা প্রভৃতি জীব লইয়া স্বল্পশক্তি টর্চ্চের আলো ও ছোট ঘণ্টা দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষান্তে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মংকল্পিত স্পর্শবিদ্ যন্ত্রটী চিত্রে দেখুন। কোন সময়েই মৃদু আলোক বা স্বল্প শব্দ দ্বারা তাহাদের গতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম কেশ দ্বারা সামান্যরূপ স্পর্শে তাহারা দ্রুত ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছে। এইরূপ পরীক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদের গতি লক্ষ্য করিলেও উক্ত সত্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হই। তাহাদের অনেকেই সম্মুখস্থ শুয়া ও বোধিকা (feeler) প্রভৃতি অঙ্গাদি দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। জলমধ্যেও তাহারা এইরূপে অগ্রসর হয়। খাদ্যকণাও তাহারা প্রথমে স্পর্শ করিয়া খাদ্যরূপে বুঝিতে পারিলে তবে গ্রহণ করে। স্ত্রী-সন্নিধানও তাহারা এই স্পর্শ দ্বারা জানিতে পারে। ইহাদিগকে পুরাপুরি স্পর্শবেদী জীবই বলা যাইতে পারে। কোন কোন নিরস্থিক জীবকে কোনও বিশেষ রসের সংস্পর্শে আসিয়া বা আলোকসম্পাতের মধ্যে পড়িয়া দৈহিক হ্রাস বা বৃদ্ধিরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে দেখা যায়। আমিবা আদি এককোষ জীব ও কেঁচুয়া, শামুক, ঝিনুক, জোঁক আদি বহুকোষ জীবগণকে বিশেষ বিশেষ রসের মধ্যে ডুবাইয়া বা আলোকসম্পাতের মধ্যে ফেলিয়া অনেকে উক্তরূপ ফল পাইয়াছেন। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, তাহাদের দর্শন বা রসের অনুভূতি আছে। কিন্তু উহা ভুল। আমরা জানি, বহু ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র বীজকোষ দ্বারা জীবমাত্রেরই দেহ গঠিত হইয়া থাকে। নিরস্থিক জীবদিগের দেহে এই বীজকোষগুলি অস্থিক প্রাণীদিগের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। কোষগুলির গাত্রাচ্ছাদনও থাকে কিছু পাতলা। কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট না হওয়ায় ও সেই কোষগুলির গাত্রাচ্ছাদন পাতলা থাকায় উক্তরূপ রসসংযোগ বা আলোকপাত দ্বারা উহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ একপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয়। আর তজ্জন্যই জীব-দিগের ব্যবহারের মধ্যে এই তারতম্য লক্ষিত হয়। এইরূপ বোধকে আমরা স্পর্শবোধই বলিব। তবে ইহা পরোক্ষভাবে ঘটিয়া থাকে। এইবার অনেকে বলিবেন যে, তাহাই যদি হয়, তবে কোনও কোনও নিরস্থিক জীবের মধ্যে চক্ষু পরিলক্ষিত হয় কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই চক্ষু কখনই সুগঠিত হয় না। এই সম্বন্ধে শম্বুক, চিংড়ি ও তারামাছ আদি জীব লইয়া অধ্যাপক হেস সাহেব অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার

মতে নিরস্থিক জীবদিগের মধ্যে কোনরূপ বর্ণবোধ নাই। তাহা ছাড়া চিঙড়ি আদি জীব প্রায়ই আলো পছন্দ করে না। তবে যদি লোহিত (লাল কাচের মধ্য দিয়া) আলো উপর হইতে (Vertically) সরল ভাবে তাহাদের উপর ফেলা যায়, তবে অন্ধকার অপেক্ষা উহারা লোহিত আলোই বেশী পছন্দ করে। কিন্তু এই লোহিত আলোক পার্শ্ব হইতে (Horizontally) ফেলিলে উহা তাহারা পছন্দ করে না।* এই পরীক্ষাও হেস সাহেব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দুমতে চিত্তবৃত্তির আধারস্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি হয়। চিঙড়ি জীবের এই ব্যবহার ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহাদের মধ্যে দর্শনরূপ এই বিশেষ চিত্তবৃত্তির আবির্ভাব আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু উহার পরিশেষ হয় নাই। সেই জন্য উহার আধারস্বরূপ চক্ষু দুইটীরও গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই। সেকারণ উহাদের চক্ষু দুইটী বিশেষ কার্য্যকরও নয়। এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শ্বেত আলো তাহারা উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু শ্বেত আলোর অংশবিশেষ লোহিত আলোক তাহাদের উপভোগ্য।† অথচ লোহিত আলোর সংস্পর্শে আসা তাহাদের সাধারণ ভাবে ঘটিয়া উঠে না। এইরূপে বুঝা যায় যে, পূর্ণায়তন চক্ষু গঠনের একটী ধাপমাত্র আমরা চিঙড়ি প্রভৃতির চক্ষুর মধ্যে দেখিতে পাই। চিঙড়ির চক্ষুর গঠন সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইলে ইহার স্বাভাবিক ব্যবহারের তারতম্য ঘটিত এবং তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালীও ভিন্নরূপ হইত। আর এইরূপ হইলে চিঙড়ি অপর একটী জীবে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। তবে চিঙড়ির পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কাহারও কাহারও এই সৌভাগ্য হইয়াছিল। ফলে তাহারা উর্দ্ধতর কোন জীবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। চক্ষুহীন নিকৃষ্ট জীব হইতে চক্ষুষ্মান্ উন্নত জীবের সৃষ্টির মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে সকল মাঝামাঝি জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই চিঙড়ি আদি জীব ছিল তাহাদের একটী। সেই জন্যই এই চিঙড়ির চক্ষু সুগঠিত হয় নাই। দৃষ্টিবোধের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে ধীরে ধীরে চক্ষুরও গঠন সাধিত হয়। চক্ষুহীন জীব হইতে চক্ষুষ্মান্ জীব সৃষ্ট হয়। গঠন শেষ হইবার পর ইহার কার্য্যকারিতা ধরা পড়ে, অর্দ্ধগঠিত অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়াদিই কার্য্যকারী হয় না। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইন্দ্রিয়াদির বিকাশই ক্রমবিকাশের মূল ভিত্তি। প্রথম অবস্থায় সকল জীবই ছিল স্পর্শবেদী, তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল একই রকমের। পরে এই স্পর্শবেদী জীব হইতে রসনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির ক্রমাবির্ভাবের ফলে অন্যান্য জীবের সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, এই স্পর্শবোধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, এই দুই প্রকারে সাধিত হয়। শম্বুক, ঝিনুক প্রভৃতি জীবের সারা

* Bell, J.C. 1906, The reactions of the crayfish. Harvard, Psych. Studies, Vol. 2, P. 615.

1910. Neue Untersuchungen uber den Lichtsinn. bei wirbellosen Tieren. Ibid, Bd. 136, S. 282.

† লাল, নীল, হলদে, সবুজ প্রভৃতি সাতটী বিভিন্নরূপ আলোক দ্বারা শ্বেত আলোক গঠিত।

দেহব্যাপী স্পর্শকোষ বিস্তৃত থাকে। প্রত্যক্ষ ভাবে স্পর্শজ্ঞানের জন্য অন্যান্য জীবদের ন্যায় ইহাদের সকলের বোধিকা বা Feeler নাই। খাদ্যকণা ভাসিতে ভাসিতে ইহাদের গাত্র স্পর্শ করিলে, তবে ইহারা খাদ্যকে খাদ্যরূপে জানিয়া লয়। মাকড়সারও এই স্পর্শবোধ অনেক সময় পরোক্ষ ভাবে সাধিত হয়। তাহারা জাল বুনিয়া, সেই জালের উপর অবস্থান করে। সেই জালে সামান্যমাত্র কম্পনও তাহাদের স্পর্শবোধ জাগ্রত করে। জালে শিকার পড়িবামাত্র তাহাতে কম্পন আরম্ভ হয়। মাকড়সাও জানিতে পারে যে, তাহার জালে শিকার পড়িয়াছে। Negal সাহেবের মতে* মাকড়সার গন্ধবোধ একেবারেই নাই। ইহাদের চক্ষু আছে বটে, তবে বর্ণবোধ নাই। তাহারা সকলেই বর্ণবোধহীন বা colour blind, ফলে এই কম্পনের উপরই তাহারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। স্পর্শদ্বারাই তাহারা এই কম্পন অনুভব করে। তাই মাকড়সারও সারা দেহে এই স্পর্শকোষ বিস্তৃত আছে। শুধু মাকড়সা কেন, কীটপতঙ্গ (Insecta) ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পর্ববন্দী জীব সম্বন্ধেও এইরূপ বলা চলে। গলদা, কাঁকড়া আদি জীবের দেহ শক্ত খোলা দিয়া ঢাকা থাকে বটে, কিন্তু সেই জন্য তাহাদের দেহে, বোধিকাদ্বয়ে ও শুঁয়ার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার সূক্ষ্ম কেশ দেখা যায়। চিংড়িমাছের চিত্রটি দেখুন। এই সূক্ষ্ম কেশসকল স্পর্শকোষ দ্বারাই গঠিত। স্পর্শদ্বারাই ইহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কৃমি আদি জীবের দেহে বোধিকা বা অনুরূপ কোন অঙ্গাদি নাই। ইহাদের অনেকেই পরগাছারূপে অন্য জীবের দেহাভ্যন্তরে বাস করে। কিন্তু ইহাদের দেহেও অসংখ্য স্পর্শকোষ বিদ্যমান আছে। চিপিট কৃমিজাতীয় Planaria জীবের মাথার কাছ বরাবর দুইটী বিশেষ ক্ষুদ্র অপাঙ্গ আছে। বার্ডেন সাহেব বলেন, উহারা স্পর্শবোধক। এই অপাঙ্গদ্বয়ের স্পর্শবোধ এত বেশী যে, স্রোতের অনতিদূরে কোনও খাদ্যাদি থাকিলে, সেই খাদ্যকণাস্পৃষ্ট জলকণার স্পর্শ হইতেই তাহা তাহারা জানিয়া লয়। তারা মাছ অপর একটী নিরস্থিক জীব। ইহাদের স্পর্শজ্ঞানও ঠিক এই Planaria জীবের ন্যায়। পাদপার্শ্বস্থ Poda দ্বারাই সম্ভবত তাহাদের এত বেশী স্পর্শজ্ঞান জন্মে। তারামাছের ছবি দেখুন। একটী চিম্‌টা দ্বারা এক খণ্ড মাংস তাহাদের "পোডার" সম্মুখে ধরিলে তাহাদিগকে সেই মাংসের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু খাদ্য দূরে ধরিলে তাহারা বুঝিতে পারে না। সেই জন্য রসজ্ঞান অপেক্ষা স্পর্শজ্ঞান তাহাদের মধ্যে বেশী বলিয়া মনে হয়। তবে Podaর কোষগুলির মধ্যে কোনও প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যও এইরূপ হইতে পারে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই রাসায়নিক বোধকে আমরা

---

* Mc. Cook, H. C, 1889—1893. American spiders and their spinning work. 3 Vols.

Pritchett, A. H. 1904, Hearing and Smell in spiders. Am. Nat, Vol. 38, P. 859.

1894. Zur. Physiologie und Psychologie der Actinien, Ibid. Bd. 59, S, 415.

1892 Der. Caschmacksimm der Actinien. Zool. Any 2 B d. 15, S. 334.
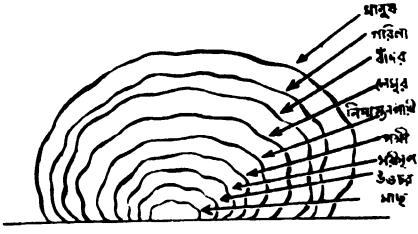
। জীবভেদে মস্তিষ্কের পরিমাণভেদ

৪। তারা মাছ
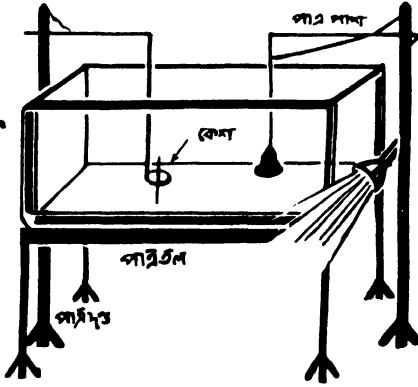
২। স্পর্শবিদ্‌যন্ত্র

(ক)। হাইড্রা, বহির্দৃশ্য
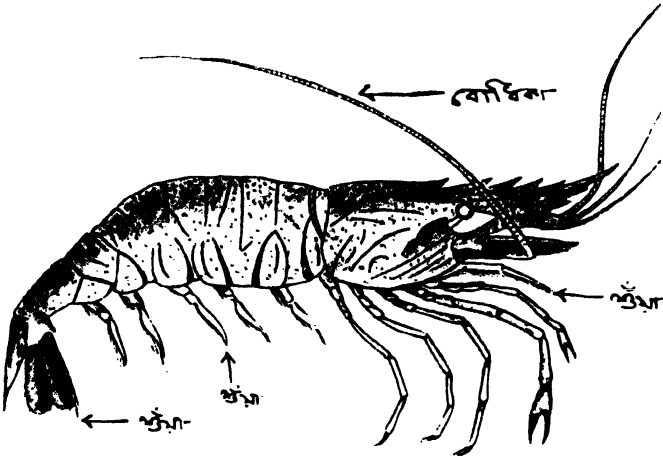
৩। চিঙড়ি মাছ

৫ (খ)। হাইড্রা, ভিতরের দৃশ্য

রসবিদযন্ত্র
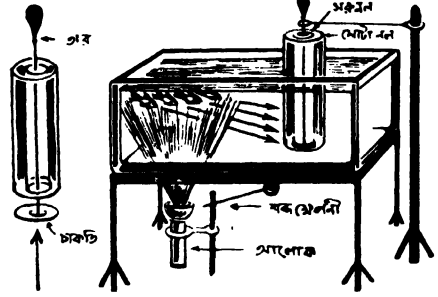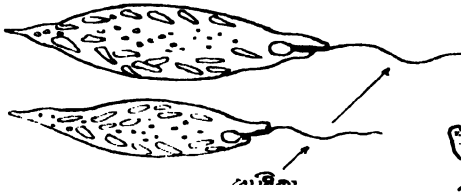
৬। এককোষ জীব, প্যারামিশিয়াম
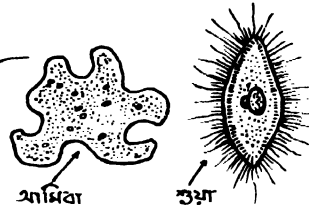
৭। আমিবা। ৮। এককোষ জীব, সিলিয়েটা

৯। কৈ মাছ সমস্ত দেহ দ্বারা রস আস্বাদন করিতেছে

১০। মাগুরজাতীয় মাছ— সমস্ত দেহ দ্বারা রস আস্বাদন করিতেছে

স্পর্শবোধই বলিব। হাইড্রা আদি জীবের স্পর্শবোধ * এত বেশী যে, এক খণ্ড মাংস তাহাদের শুঁড়গুলিতে ছোঁয়াইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়, কিন্তু মাংসের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহার করিলে উক্তরূপ ফল পাওয়া যায় না। তবে ঐ ক্ষেত্রেও তাহাদের স্পর্শবোধ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার (Chemical) দ্বারা সাধিত হয় বলিয়াই মনে হয়। হাইড্রা আদি জীবের দেহাভ্যন্তরের কোষগুলির সমাবেশ হইতেও তাহাদের স্পর্শবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ৫ (ক, খ) সংখ্যক চিত্রে দেখা যাইবে যে, এই জীবটীর স্পর্শবোধক (Tentacle) শুঁড় আছে। ইহার খাদ্যনলীর দুই পার্শ্বের কোষগুলির আবার শুয়া থাকে। এই শুয়া দ্বারা খাদ্যকণাগুলিকে খাদ্যরূপে বুঝিতে পারিয়া তবে তাহারা গ্রহণ করে। পুরাপুরি এককোষ জীবদিগের দেহেও এই স্পর্শবোধের জন্য একাধিক শুঁড় দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন Paramacium জীব। কালক্রমে তাহাদের দেহের চারি ধারে একটী পুরু আবরণের সৃষ্টি হওয়ায় কেবলমাত্র স্পর্শবোধের জন্যই তাহাদের এই শুয়া বা flagilaর আবির্ভাব হয়। ৬ সংখ্যক চিত্র দেখুন।

তবে প্রথম এককোষ জীব আমিবার শুঁড় নাই। ৭ সংখ্যক চিত্র দেখুন। তাই তাহারা সমস্ত দেহ দিয়াই স্পর্শবোধ করে। স্পর্শবোধ দ্বারাই তাহারা অখাদ্য পরিত্যাগ করে ও খাদ্য বাছিয়া লয়। পরীক্ষাদ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, Insecta ব্যতীত সমস্ত নিরস্থিক জীবই স্পর্শবেদী জীব। ইহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে রস, দৃষ্টি প্রভৃতি অন্যান্যবিষয়ক বোধ যে একেবারে নাই, তাহা নয়। বিশেষ করিয়া কোনও কোনও উচ্চতম নিরস্থিক সম্বন্ধে ত এ কথা একেবারেই বলা চলে না। তবে স্পর্শজ্ঞান অপেক্ষা অন্যান্যবিষয়ক বোধ তাহাদের যে অনেক কম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রস ও দৃষ্টি প্রভৃতির অভাবে তাহারা বাচিতে পারে, কিন্তু স্পর্শবোধের অভাব হইলে তাহাদের পক্ষে এক মুহূর্ত্তও বাচা অসম্ভব। কারণ, ইহারা সকলেই স্পর্শবেদী জীব।

স্পর্শবেদী জীবের উপবিভাগ থাকাও অসম্ভব নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্পর্শবোধ বলিতে শীতবোধ বা cold sensation, উষ্মাবোধ বা heat sensation, কষ্ট বোধ বা pain sensation বুঝায়। তাহার পর কঠিন বা মৃদু স্পর্শ (pressure) প্রভৃতিরও তারতম্য অছে। বহুপ্রকারের স্পর্শবেদী জীব যে নাই, তাহা কে বলিতে পারে? কোন কোন নিরস্থিক জীবে হয় ত উষ্মাকোষের আধিক্য আছে। ইহাদের উষ্মাবেদী বলা যাইতে পারে। কোন কোন জীবের দেহে হয় ত স্পর্শকোষের (touch spot) আধিক্য দেখা যাইবে। তবে এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। আমি যত দূর পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে জোঁকের মধ্যে শৈত্য-বোধ, কেঁচোর মধ্যে উষ্মাবোধ ও কেন্ন জীবের

1894. zur. Physiologie und Psychologie der Actiuien. Ibid. Bd. 59. S, 415.
1892. Der Geschmacksinn der Actiuien. zool. Auz. Bd. 15. S. 334.

মধ্যে স্পর্শবোধ বেশী দেখিয়াছি। ইহাদের ব্যবহার ও তদনুযায়ী দেহাকৃতি হয় ত তাহাদের এই বিভিন্নরূপ বোধাধিক্যের উপর নির্ভর করে। তবে উহা এখনও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ।

রসবেদী

স্পর্শবেদী জীবগণের পরই হিন্দু মনীষিগণ মৎস্যাদিকে মানসিক পর্য্যায়ে দ্বিতীয় স্থান দিয়া থাকেন। মৎস্যকে তাঁহারা রসবেদী জীব নামে অভিহিত করেন। ইহাদের গাত্র কঠিন আঁশ দ্বারা আবৃত থাকায় ইহাদের স্পর্শবোধ হয় না। তাহার পর জলের মধ্যে তাপের কোনও হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সেই জন্য শীত উষ্ণ প্রভৃতি বোধের তাহাদের প্রয়োজনও নাই। গভীর জলে বাস করায় ইহাদের দৃষ্টিশক্তিরও বিশেষ পরিচালনা সম্ভব হয় না। আমরা জানি, বেগুনি, নীল, সবুজ, পীত, কমলা প্রভৃতি সাতটী বর্ণদ্বারা শ্বেত আলোক গঠিত। জলমধ্যে লোহিত আলোক ১০০ মিটারের নিম্নে একেবারেই দৃষ্ট হয় না। সেইরূপ ৫০০ মিটারের নীচে জলমধ্যে সমস্ত সবুজ আলোক বিনষ্ট হইয়া যায়। একমাত্র বেগুনি রঙই ১০০০ মিটার নিম্ন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। ডুবুরিরা মাত্র ৩০ মিটার জলের মধ্যে নামিলে লোহিত বর্ণকে আর লোহিত বলিয়া বুঝিতে পারে না; তখন লাল তাহাদের কাছে কাল বলিয়া প্রতীত হয়। কেবলমাত্র চক্ষুদ্বারা জলমধ্যে জীবন নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। তাহার উপর ইহাদের চক্ষুও সবিশেষ সুগঠিত ও কার্য্যকর নয়। ইহাদের কর্ণযন্ত্র আছে বটে। কিন্তু মাছ তাহাদের কর্ণদ্বারা সমতা (balance) ও দেহভার রক্ষা করে মাত্র। আমরা জানি যে, এই কর্ণ দ্বারা জীবগণ শ্রবণ ও ভার রক্ষা, এই দুই প্রকারে উপকৃত হয়। কর্ণযন্ত্র অপসারিত করিলে আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি না। কর্ণের অংশবিশেষ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার নলীত্রয়ে একপ্রকার জলীয় পদার্থ থাকে। এই জলীয় পদার্থের উত্থান ও পতন হইতে জীবগণ তাহাদের দেহের সমতা বা ভার রক্ষা করে। কর্ণের শ্রবণাংশ বা কোচেলা ইহাদের নাই। তাই মৎস্যের কর্ণযন্ত্রও ভার রক্ষার (balance) সহায়ক হয় মাত্র। Kreidl এবং আরও অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে মাছ একেবারেই শুনিতে পায় না। * বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আর্য্য মনীষিগণের মতে মুখবিবরের চারি পার্শ্বস্থ পাতলা চামড়া দ্বারা ইহারা জল স্পর্শ করে; স্পর্শ বলিতে এখানে রসগ্রহণ বুঝিব। কারণ, রসকোষ দ্বারাই তাহারা উক্তরূপে জল স্পর্শ করিয়া থাকে। ঐ রসকোষ ইহাদের সমস্ত মুখবিবর, মস্তক ও দেহে ছড়াইয়া আছে। এইরূপ স্পর্শদ্বারা তাহারা জলমধ্যস্থিত খাদ্যাখাদ্য ও তাহার অবস্থান নিরূপিত করে। জলমধ্যস্থ খাদ্যাখাদ্য জলের স্বরূপ বদলাইয়া দিয়া থাকে।

* 1895. Vebes die. Schallper caption der Fische. Pflügers Arch, Bd. 61. S. 450.
1856. Ein. weiterer versuch uber der angebliche Horenlines Glockenzeichens durch die Fische. Ibid, Bd 63, S. 581.

মুখের ভিতরকার পাতলা চামড়া দ্বারা মৎস্য জলের গুণাগুণ (composition of water) বিচার করে। শত্রুসন্নিধানবশতঃ জলের চাঞ্চল্যও (wave length and wave circle) তাহারা এই ভাবে মুখবিবরে উপলব্ধি করিয়া সাবধান হয়। অনেক ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র জীব ও জলজ উদ্ভিদ্ মৎস্যগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে। জলের মধ্যে এই সকল উদ্ভিদ্ বা জীববিশেষ অবস্থান করিলে জলের আস্বাদ বদলাইয়া যায়। এই জন্য দূর হইতেই জলের আস্বাদন দ্বারা মৎস্য জীব তাহাদের খাদ্যাদির সঠিক অবস্থান জানিয়া লয়। তাহা ছাড়া জলের এই গুণাগুণ ও চাঞ্চল্য তাহাদের গতিও নির্দ্ধারিত করে। মৎস্য জীবের জলে বুজকুড়ি কাটার উদ্দেশ্য শুধু শ্বাসক্রিয়া নয়, উক্তরূপ রস উপলব্ধিও মৎস্যগণ এই ভাবে করিয়া থাকে। মৎস্য জীবের উভয় পার্শ্বে দুইটী পার্শ্বরেখা দেখা যায়। উহাদিগকে বাহির হইতে দুইটী সাদা রেখার মতন (lateral line) মনে হয়। বোধ হয়, এই পার্শ্বরেখা দুইটীও কতক পরিমাণে রসবোধ কার্য্যে মৎস্যের সহায়ক হয়। তাহার পর স্ত্রীমৎস্যের সন্নিধানও এই রসবোধ দ্বারা পুংমৎস্যেরা বুঝিতে পারে। ঋতুকালে স্ত্রী-মৎস্যদিগের দেহ হইতে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ (sceretion) নির্গত হয়। এই রাসায়নিক পদার্থ পুংমৎস্যের দেহ স্পর্শ করা মাত্র তাহারা বীজ ছাড়িতে থাকে। এই ভাবে পরস্পরের সন্নিধান পরস্পরে অবগত হইয়া তাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বীজ ছাড়ে। পরে ভাসিতে ভাসিতে অদূরস্থ স্ত্রীবীজের সহিত পুংবীজ মিলিত হইলে মৎস্যশিশুর উৎপত্তি হয়। মৎস্য জীব তাহাদের আহার সংগ্রহ, চলাফেরা, জননক্রিয়া প্রভৃতি কার্য্যে একান্ত ভাবে যে এই রসবোধের উপর নির্ভর করে, তাহাদের দেহে রসকোষের আধিক্যই তৎসম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অন্যান্য জীবে রসকোষ (Taste cell) মাত্র জিহ্বার মধ্যে অবস্থিত থাকে। কিন্তু মৎস্য জীবের শুধু মুখবিবরে নয়, সমস্ত গাত্রে এই রসকোষ প্রভূত সংখ্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত প্রাণিবিষয়ক গ্রন্থ Parker and Haswell, II volএর ১০৫ পৃষ্ঠায় বিশেষ উল্লেখ আছে। নিম্নের পাদটীকায় উহার কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।*

মৎস্য জীবের এই রসকোষের আধিক্য দেখিয়া তাহারা যে রসবেদী জীব, এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হই। কি ভাবে সমস্ত দেহ দিয়া তাহারা রস গ্রহণ করে, তাহা আমরা ৯ ও ১০ সংখ্যক চিত্রদ্বয় হইতে বুঝিতে পারিব। নিম্নোক্তরূপ কয়েকটী পরীক্ষা দ্বারাও আমি উক্তরূপ সত্যে উপনীত হইয়াছি। এই পরীক্ষা একপ্রকার যন্ত্রদ্বারা সমাধা হইয়া থাকে। যন্ত্রটী মৎকর্তৃক কল্পিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে। ১১ সংখ্যক রসবিদ্‌যন্ত্র দেখুন।

একটী চৌবাচ্চাকার কাচের পাত্র জলপূর্ণ করিয়া কয়েকটি লোহিত মৎস্য তাহাতে ছাড়িয়া দিলাম। তাহার পর পাত্রটীর এক পার্শ্ব বা তলদেশে আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু

* The sense of taste has for its special taste buds, similar in general character to the end buds in the skin and composed of narrow rod-shaped cells. In fishes these are widely distributed in the mouth, branchial cavities and on the outer surface of the head and in some fishes over almost the whole surface of the body.

মৎস্যগুলিকে উপর হইতে নিম্নে নামিতে দেখা গেল না। জলের উপরকার ভাসমান খাদ্যকণা ছাড়িয়া কেহই নীচে নামিল না। ইহার পর খাদ্যকণাগুলি উঠাইয়া লওয়া হইল, তত্রাচ কেহ আলোকরশ্মি দ্বারা আকৃষ্ট বা ভীত হইয়া স্থান পরিত্যাগ করিল না। জলের এক পার্শ্বে মৃদু আলোড়ন দ্বারা বা পাত্রের তলদেশে মৃদু আঘাত করিয়াও তাহাদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইল না। পরে মৎস্যশিশুগুলির চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া, সেই জলে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহার পর কাচের একটা মোটা নল সেই পাত্রের ভিতরকার জলমধ্যে কতকটা দূরে নামাইয়া দিলাম। তৎপরে অপেক্ষাকৃত একটী সরু নলের তলদেশ একটী টীনের গোল চাকৃতি দিয়া আবৃত করিয়া, ঐ নলটী পূর্ব্বোক্ত স্থূল নলের ভিতর দিয়া জলের তলদেশে নামাইয়া দেওয়া হইল। আর চাকতির সহিত একটী সরু শক্ত তার এমন ভাবে আটকাইয়া রাখা হইল যে, ইচ্ছামত উহা উপর হইতে টানিয়া বা ঠেলিয়া ঐ সরু নলটীর তলার মুখ বন্ধ করা বা খোলা যাইতে পারে। ইহার পর জলের উপর কিছু খাদ্যকণা দিয়া দেখা গেল যে, মাছ কয়টী উপরে আসিয়া আহার্য্যের চারি ধারে আপনা হইতেই একে একে মিলিত হইতেছে। তাহার পর সেই নলটীর মধ্যে distilled water ভর্ত্তি করিয়া, উহা সেই মোটা নলের মধ্য দিয়া জলের নীচে নামাইয়া দিয়া, উপর হইতে উক্তরূপে তারটী ঠেলিয়া দিয়া, উভয়বিধ জলের মিশ্রণ ঘটান হইল। কিন্তু উহাতে মৎস্যগণ উপর হইতে নিম্নে আকৃষ্ট হইল না। পরে এইরূপ পরীক্ষা চিনির জলের (sugar water) সাহায্যে করা হইলে দেখা গেল, মৎস্যগণ তৎক্ষণাৎ উপর হইতে নিম্নে নামিয়া আসিতেছে। চক্ষুষ্মান্ ও চক্ষুহীন (হৃতচক্ষু) উভয়বিধ মৎস্য দিয়াই উল্লিখিত পরীক্ষা মৎকর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে এবং উহাদ্বারা আমি একপ্রকারই ফল পাইয়াছি। osmetic pressure ও জলের আলোড়ন প্রভৃতি যাহাতে জলতলে উক্তরূপ মিশ্রণের বাধা ঘটাইতে না পারে, সেই জন্যই চাকতি ও স্থূল নলটী ব্যবহার করিয়াছি। চিত্র হইতে উহা বুঝা যাইবে।

মৎস্য যে রসবেদী জীব, সে সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ। কিন্তু কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন যে, মৎস্যের জীবন যাপনের জন্য দৃষ্টিশক্তিও তাহাদের বিশেষ সহায়ক হয়। তাঁহারা নাকি এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই পরীক্ষা অল্পায়তন কাচের চৌবাচ্চার মধ্যে করিয়াছেন। অগাধ জলরাশির মধ্যে তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখেন নাই। জলমধ্যে মাত্র ৩০ মিটার নিম্নে দৃষ্টিশক্তির কি রকম ব্যতিক্রম হয়, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি। ৩০ মিটার জলের নিম্নে যে লাল রঙ্‌কে লাল বলিয়া বুঝা যায় না, লাল রঙ্ কাল হইয়া যায়, তাহা সকলেই জানেন। জলের গভীরতা অনুযায়ী অন্যান্য বর্ণও অনুরূপভাবে লুপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহা ছাড়া বায়ুর ন্যায় জলেরও বিভিন্ন স্তর আছে। স্তরের বিভিন্নরূপ ঘনত্ব হেতু আলোর সরল গতি সব সময় অব্যাহত থাকে না। মরুভূমিতে মরীচিকা প্রভৃতির ন্যায় জলমধ্যেও বৈভ্রম (refraction) ঘটা অসম্ভব নয়। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে চক্ষু

মৎস্যের কোনওরূপ সাহায্যে ত আসেই না, বরং উহা তাহাদের বিশেষ বিপদের কারণ হইয়া উঠে। ধূসর কাচের (opaque glass) মধ্য দিয়া যেমন কেবলমাত্র প্রতিহত আলো (diffused light) ও অস্পষ্ট রূপ বা ছায়াদি দেখা যায়, মৎস্যের চক্ষু দিয়াও তেমনি মাত্র আলোর ঘনত্ব বুঝা যায়, কোনও বস্তুবিশেষ পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তবে অনেক বৈজ্ঞানিকই মৎস্যের দৃষ্টিহীনতা সম্বন্ধে সন্দিহান। হয় ত উহাদের দৃষ্টিশক্তি আছে; কিন্তু তাহা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কোনও স্থির বস্তুকে তাহারা বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারে না—অবশ্য যতক্ষণ না ঐ বস্তুবিশেষ নড়িয়া উঠে। তাহার পর মাত্র দুই এক ফুটের মধ্যে বস্তুবিশেষ থাকিলে তবে তাহারা উহা দেখিতে পায়—তাহাও আবার ছায়াকারে দেখে। তাহার উপর বস্তুবিশেষের পরিস্থিতি, আকার ও উহার দূরত্ব বুঝা মৎস্যের পক্ষে অসম্ভব। মানুষও কেবলমাত্র চক্ষুদ্বারা বস্তুবিশেষের দূরত্ব বুঝিতে পারে না। স্পর্শবোধ ও দৃষ্টিবোধ, এই উভয়বিধ বোধের সমন্বয় দ্বারাই দ্রব্যাদির দূরত্ব মানুষের বোধগম্য হয়। স্পর্শবোধের অভাবে বঙ্গদেশের লোকেরা পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া পর্ব্বতাদির দূরত্ব সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল মত প্রকাশ করে। কিন্তু ঐরূপ ভুল পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীরা করে না। কারণ, যাওয়া আসার ফলে তাহাদের দূরত্বসম্বন্ধীয় স্পর্শবোধ জন্মিয়াছে। মানুষেরই যখন এই ভুল হয়, তখন মৎস্য ত দূরের কথা। তবে স্পর্শবোধ যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তির সহায়ক হয়, রসবোধ কি মৎস্যাদির সেইরূপ দৃষ্টিশক্তির সহায়ক হয়? কিন্তু আমার মনে হয়, চক্ষু না থাকিলেও মৎস্য বাচিয়া থাকিতে পারে। জীবন যাপনের জন্য তাহাদের রসবোধই যথেষ্ট। তাহাই যদি হয়, তবে তাহাদের চক্ষু থাকার প্রয়োজন কি? অনেকে মনে করেন, শুধু দেখিবার জন্য চক্ষু ব্যবহৃত হয়; কিন্তু উহা ভুল। আরও অনেক বিষয়ে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। মৎস্যের কথাই ধরা যাউক। মৎস্য চক্ষু দ্বারা শুধু আলোক গ্রহণ করে না, আলোক শোষণও করিয়া থাকে। বিষয়টী একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। আমরা জানি, পারিপার্শ্বিক বর্ণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবগণের দেহে বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন মরুবাসী জীবগণ ধূসর বর্ণের হয়, আর মেরুবাসী জীবগণ হয় বরফের ন্যায়ই সাদা। কারণ, ইহাতে তাহাদের আত্মরক্ষার সুবিধা হয়। পারিপার্শ্বিক বর্ণের সহিত মিশিয়া থাকায় শত্রুগণ তাহাদের খুঁজিয়া পায় না। আমার মতে চক্ষু দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। মাছের চক্ষুর উপর লাল আলো ফেলিলে দেখ যায় যে, মাছের দেহটীও লাল হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে "The Animal Mind" নামক পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত ছত্র কয়টী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। * পরীক্ষার

* These fishes become strikingly bluish on blue ground, greenish on green ground and so forth, adapting themselves to blue, green, yellow, orange, pink and brown and less successfully to red. The colour-changes are brought about by certain pigment controlling mechanism in the skin which are connected with the sympathetic nervous system. But the colour stimulus acts through its effect on the eyes: the changes do not occur if the eyes are covered......if one eye is on the black ground and the other on the white ground, the skin becomes grey.

দ্বারা এই সব নিরূপিত হইয়াছে। এই পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক Mast সাহেব সুচারুরূপেই করিয়াছেন। লাল, নীল ও সবুজ আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া তিনি মৎস্যদিগকে যথাক্রমে লাল, নীল ও সবুজ হইতে দেখিয়াছেন। মৎস্যদিগের চক্ষু আবৃত করিয়া দিবার পর কিন্তু তাহাদের দেহের বর্ণপরিবর্ত্তন আর হয় নাই। তাহার পর ইহাদের একটী চক্ষুর উপর কালো ও অপর চক্ষুর উপর সাদা আলো ফেলিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, মৎস্যগণ ধূসর বর্ণের হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু মৎস্যের এই রূপ পরিবর্ত্তনের জন্য কেহ যেন মনে না করেন যে, মৎস্য একটী রঙ্ হইতে অপর একটী রঙ্ বাছিয়া লইবার ক্ষমতা রাখে। এরূপ ক্ষমতা মৎস্যের নাই। বৈজ্ঞানিক Watson সাহেবও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ মত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। "Animal Mind"এর ১৬৩ পৃষ্ঠায় তাঁহার মত সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ লিখিত আছে। নিম্নের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।* Watson সাহেবের এই মত হইতেও আমরা বলিতে পারি যে. দৃষ্টিশক্তি মৎস্যে বেশী কিছু কাজে আসে না। চক্ষু না থাকিলেও তাহারা অনায়াসে বাচিয়া থাকিতে পারে। এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির উপর মৎস্য বিশেষ নির্ভর করে না। তাহারা জীবনধারণার্থ রসবোধের উপরই সমধিক নির্ভর করে। এখন দেখিতে হইবে, মৎস্য ছাড়া আর কোনও জীব এই রসবেদী শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কি না? আমার মনে হয়, নিম্নতম উভচর জীবগণকে রসবেদী জীবদিগের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। তবে ভেকাদি উচ্চতম উভচর জীবগণকে শব্দবেদী জীবদিগের মধ্যেই ফেলা উচিত। ভেক, বেঙাচি অবস্থায় রসবেদী জীব হইলেও ভেক অবস্থায় শব্দবেদী জীব। রসবেদী জীব হইতে শব্দবেদী জীবের সৃষ্টি হইবার সময় যে সকল মাঝামাঝি জীব সৃষ্ট হইয়াছিল, ভেকাদি জীব ছিল তাহাদের একটী। তাই শৈশবে থাকে তাহারা রসবেদী, আর প্রাপ্তবয়সে হইয়া পড়ে শব্দবেদী। আমার মনে হয়, পৃথিবীর প্রথম উভচর জীব রসবেদীই ছিল। তাহাদের জীবন যাপনের প্রণালী ছিল—আজকালকার ফুসফুস মাছের (lungs fish) ন্যায়। বেশীর ভাগ সময় তাহারা জলেই থাকিত, যেমন ফুসফুস মাছেরা থাকে। যাহা হউক, মানসিক পর্য্যায়ে "রসবেদী" বলিতে প্রাণীদিগের একটী প্রাথমিক বিভাগ বুঝায়। এখন দেখিতে হইবে, মানসিক পর্য্যায়ে প্রাথমিক বিভাগের কোন উপবিভাগ ছিল কি না। সহজ বুদ্ধিতে আমরা দেখিতে পাই যে, সমুদয় রসবেদী জীব নিম্নলিখিত ভাবে দুইটী বিশিষ্ট উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজীতে

* Ordinarily we mean when we say that an animal is sensitive to difference in wave length that such stimuli play a role in the adjustment of the animal to food, sexual objects, shelter, escape from the enemies etc. i. e. that such stimuli initiate actively in arcs which end "in the striped muscles." Because the changes of colour are produced not by such arcs, but by the sympathetic nervous system, Weston thinks colour vision not produced·

ইহাদিগকে যথাক্রমে fresh water fish এবং salt water fish বলা হইয়া থাকে। হিন্দুগণও এই সম্বন্ধে ভাবিয়াছিলেন। নিম্নের শ্লোকটীতে ইহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

নাদেয়া মধুরা মৎস্যা গুরবো মারুতাপহাঃ।
সামুদ্রা গুরবঃ স্নিগ্ধা মধুরা নাতিপিত্তলাঃ॥—আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

বিভিন্নরূপ জলের বিভিন্নরূপ প্রকৃতি হইয়া থাকে। জলের প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে রসেরও তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। রসের তারতম্য অনুসারে ব্যবহারেরও তারতম্য ঘটে। জীবের ব্যবহার অনুযায়ী আবার তাহাদের দেহেরও পরিবর্ত্তন হয়। তাই আমরা নদী পুষ্করিণীর মিষ্ট ও সমুদ্রের নোনা, এই উভয়বিধ জলের অধিবাসিরূপে দুই জাতীয় মৎস্যের মধ্যে আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই। বস্তুতঃ জল মিষ্ট ও নোনা, দুই প্রকারেরই হয়। এই ভাবে উপবিভাগ সৃষ্টি বিজ্ঞানসম্মত হইবে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতে আমি অপারগ। তবে শ্লোকটী হইতে আমরা মৎস্যের ভৌগোলিক বিস্তার ও উপবিভাগ সম্বন্ধে একটা আভাস পাই। মৎস্যের বিস্তার (migration) জলের লবণাংশের পরিমাণের উপরই যে বিশেষ নির্ভর করে, তাহা সকল বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করেন। এই জন্য এইরূপ উপবিভাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায়।

গন্ধবেদী

রসবেদী জীবগণের পর মানসিক পর্য্যায়ে গন্ধবেদী জীবগণ তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ভ্রমর, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গকে আর্য্য মনীষিগণ গন্ধবেদী পর্য্যায়ভুক্ত করেন। কীটাদি জীব, মৎস্যাদি জীব অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব, তথাপি মানসিক পর্য্যায়ে আর্য্যগণ তাহাদের রসবেদী অর্থাৎ মৎস্যাদির উপরে স্থান দিলেন কেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। আমরা জানি যে, কোনও একটি অধুনাপ্রাপ্ত নিকৃষ্ট জীব হইতে কোনও একটি উৎকৃষ্ট জীবের জন্ম হয় নাই। তথাকথিত নিকৃষ্ট জীবগণ উৎকৃষ্ট জীবগণের দূর বা নিকটতম ভাই মাত্র। উভয়ের ক্রমবিকাশ একই কোন জীব হইতে, ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বা আবর্ত্তনের মধ্যে পড়ায় বিভিন্নরূপে হইয়াছে। উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ একই কোন জীব ছিল। বংশপরম্পরায় ক্রমিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহারা দুইটি ভ্রাতৃবংশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। একটি গন্ধবেদী ও অপরটি রসবেদী জীব। তাহা ছাড়া ইহাদের মানসিক গঠন মৎস্যাদি জীব হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহাদের সমাজ-গঠনরীতি অতি অদ্ভুত। ইহাদের রাজা, রাণী, সৈন্য, সেনাপতি, মজুর, ঘরবাড়ী, দুর্গ, প্রাসাদ, ভাণ্ডার, পালিত পশু, সবই আছে। ইহারা যুদ্ধবিগ্রহ করে, বন্দিশালায় বন্দী রাখে, শান্তি স্থাপনা করে, আহতদের শুশ্রূষা করে—পিপীলিকা, উই, মৌমাছি প্রভৃতির জীবনপদ্ধতি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝা যাইবে। ভূতাত্ত্বিকগণ জানেন যে, পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম Insecta বা গন্ধবেদী ব্যতীত সমুদয় নিরস্থিক জীবের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র স্পর্শবেদী জীবের সৃষ্টি হয়। তাহার পর স্পর্শবেদী জীবভুক্ত কোন জীব হইতে (অনেকের মতে স্পর্শবেদিভুক্ত পর্ব্ববদী জীবের

অন্তর্গত কোন ক্রমলুপ্ত জীব হইতে) একটী ধারায় গন্ধবেদী জীব ও অপর একটী ধারায় রসবেদী জীবের সৃষ্টি হয়। তাহার পর রসবেদী জীব হইতে আবার প্রথম উভচর জীবের বিকাশ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম উভচরগণও ছিল মৎস্যাদির ন্যায়ই রসবেদী। প্রথম উভচর সৃষ্টির অনেক পরে স্পর্শবেদী জীবের অন্তর্গত কোনও একটী ক্রমলুপ্ত পর্ব্ববদী জীব হইতে প্রথম ধারায় গন্ধবেদী জীবের সৃষ্টি হয়। গন্ধবেদী জীবের পর পৃথিবীতে প্রথম (স্পর্শবেদীর দ্বিতীয় ধারা হইতে) শব্দবেদী জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ভেকাদি উন্নত ধরণের উভচর জীবগণ ছিল পৃথিবীর এই প্রথম শব্দবেদী জীব। পূর্ব্বকথিত রসবেদী নিম্ন উভচর জীব হইতেই শব্দবেদী (ভেকাদি) উচ্চ উভচর জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চ উভচর জীব হইতে পরে পৃথিবীতে আবার সরীসৃপাদি অন্যান্য শব্দবেদী জীবের আবির্ভাব হয়। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পৃথিবীতে ষট্‌পদী (Insecta) ব্যতীত সমুদয় নিরস্থিক জীবের সৃষ্টি হয় সর্ব্বপ্রথম। ইহারা সকলেই ছিল স্পর্শবেদী জীব। স্পর্শবেদী জীবের সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইলে তবে মৎস্যাদি ও প্রথম উভচর জীবের সৃষ্টি হয়। এই উভয়বিধ জীব ছিল রসবেদী জীব। রসবেদী জীবের সৃষ্টির অনেক পরে সৃষ্ট হয় ষট্‌পদী জীব (Insecta)। ইহাদিগকেই আমরা গন্ধবেদী বলি। তবে স্পর্শবেদী হইতে বিভিন্ন ধারায় ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। গন্ধবেদী জীবের সৃষ্টির পর রসবেদী হইতে (স্পর্শবেদীর দ্বিতীয় ধারা) সৃষ্ট হয় ভেকাদি উচ্চ উভচর ও সরীসৃপাদি জীব। এই দুইটি জীবকে আমরা শব্দবেদী জীব বলি। নিম্নলিখিত ভূতত্ত্ববিষয়ক তালিকা দেখুন।

জুরাসিক ...	পক্ষী জীব	
ট্রিয়াসিক ...	ডাইনেসিরাম	
পার্মিয়ান ...	সরীসৃপ ও উভচর ভেকাদি	
কারবেনিফিরাস ...	ষট্‌পদী জীব (কীট পতঙ্গাদি)	
ডিভোনিয়ান	নিম্নোভচর (সালেমেণ্ডার)	রসবেদী
স্লেরিয়ান	ফুসফুস মাছ	
ওর্ডোভিসান	মৎস্যজীব	
ক্যামব্রিয়ান	যাবতীয় নিরস্থিক জীব— ষট্‌পদী ব্যতীত	
আরকিয়ান		

উদ্ধৃত তালিকাটিতে মানসিক পর্য্যায়ে কোন্ কোন্ জীব পর পর কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। স্পর্শবেদীর পর রসবেদী, রসবেদীর পর গন্ধবেদী, গন্ধবেদীর পর শব্দবেদী ও শব্দবেদীর পর যে রূপবেদী জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, উক্ত তালিকাটি তাহা সপ্রমাণ করে। ভূতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়িয়া এই প্রমাণ বাহির করিয়াছেন। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আর্য্যগণ রসবেদী জীবের পর গন্ধবেদী জীবের স্থান দিয়া কোনও অন্যায় করেন নাই।

ষট্‌পদী জীবকে (Insecta) আর্য্যগণ গন্ধবেদী জীব কেন বলিয়াছেন, এইবার সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যে সকল জীব কেবলমাত্র ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে আহারাদি সংগ্রহ ও চলাফিরার কার্য্য করে, তাহাদিগকে ইহারা গন্ধবেদী জীব বলিয়াছেন। অনেক অপরূপ ও সুন্দর পুষ্পাদি বস্ত্রাবৃত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পতঙ্গগণ সেই পুষ্পের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, রূপ অপেক্ষা গন্ধই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করে। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা আর্য্য মনীষিগণের সিদ্ধান্ত মৎকর্ত্তৃক নির্ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কোনও কোনও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ডারোইন সাহেবের যৌন মতটী (sexual selection) খণ্ডন করিবার জন্য উক্তরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। Lull সাহেবের Organic Evolution ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক পুস্তক। উক্ত পরীক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাই এই পুস্তকে বিশেষ ভাবে লিখিত আছে।

তাহার পর পুংপতঙ্গ সাধারণতঃ রূপবান্ হয়। কোনও কোনও স্ত্রীপতঙ্গ মোটেই রূপবান্ হয় না। ডারোইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে মনে করিতেন যে, পুং-পতঙ্গের রূপই স্ত্রীপতঙ্গদিগকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এ ক্ষেত্রেও রূপ অপেক্ষা গন্ধই স্ত্রীপতঙ্গগণকে পুংপতঙ্গের দিকে আকৃষ্ট করে। পুংপতঙ্গের রঙিন পক্ষের ছেদ ও দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র গন্ধ দ্বারা তাহারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া মিলিত হইতেছে। লাল সাহেবের উপরিউক্ত পুস্তক পাঠে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও যে এই পক্ষচ্ছেদ প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা উক্ত সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি। আমি নিজেও এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা সমান ফল পাইয়াছি। ইহাতে বুঝা যায় যে, গন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই স্ত্রী ও পুংপতঙ্গ পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, পতঙ্গ বা কীটাদি জীবের শুয়া বা Antennaeর মধ্যে গন্ধকোষ বর্ত্তমান আছে। কোন কোন পতঙ্গ পচা মাংসাদিতে ডিম্ব রক্ষা করে। কারণ, এই পচা মাংস হইতে তাপ সংগ্রহ দ্বারা তাহাদের ডিম্বগুলি স্ফুটিত হয়। কিন্তু এই বিশেষ পতঙ্গটীর Antennae (বোধিকা) ছেদন করিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহারা সেই পচা মাংসাদি খুঁজিয়া বাহির করিতে ত পারেই নাই; এমন কি, স্ত্রীপুরুষের সংযোগও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।* McIndoo সাহেবের মতে

* 1818. Sur les Sensations des insectes Recneil Zool. Suisse, T. 4, No 2.

শুধু Antennaeতে নয়, তাহাদের দেহের সর্ব্বত্রই এই গন্ধকোষ বর্ত্তমান আছে। তাঁহার মতে বিশেষ করিয়া উহাদের পক্ষমূলে ও পদমধ্যে এই গন্ধকোষগুলি বর্ত্তমান আছে।* McIndoo সাহেব গুবরে পোকা, পিঁপড়া, মৌমাছি ও ভীমরুল দ্বারা পরীক্ষান্তে উক্তরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। আমরা জানি, পিপীলিকা মৌমাছি আদি সামাজিক জীব। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এই সকল Insecta বা ষট্পদী জীবের অত্যদ্ভুত সামাজিক জীবন কেবলমাত্র গন্ধবোধের উপরই নির্ভর করে। পিপীলিকা আদি জীবগণ তাহাদের বাসভবন ও সঙ্গিগণকে গন্ধ দ্বারাই খুঁজিয়া বাহির করে। প্রায় দেখা যায়, পিপীলিকাগণ গমনাগমনের জন্য একই পথ ব্যবহার করে। গন্ধদ্বারাই তাহারা তাহাদের পথ চিনিয়া রাখে। এক মাইলেরও অধিক দূর হইতে পুংপতঙ্গগণ গন্ধদ্বারা স্ত্রীপতঙ্গগণকে খুঁজিয়া বাহির করে। তাহা ছাড়া খাদ্যাদির অবস্থানও তাহারা এইরূপে বহু দূর হইতেই নিরূপিত করে—পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানা গিয়াছে। এ বিষয়ে Animal Mind নামক পুস্তকের ৯১-১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সমুদয় কীট জীব (land insect) ও পতঙ্গাদি (flying insect) জীব, তাহাদের স্ত্রী পুরুষের মিলন, খাদ্য আহরণ, বাসভূমি নিরূপণ, আত্মরক্ষা, সন্তান পালন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য কেবলমাত্র গন্ধের উপরই নির্ভর করে। বিছা বাহির হইলেই তেলাপোকা জীবকে আত্মরক্ষার্থ আমরা ইতস্ততঃ উড়িতে দেখি। বিছার আবির্ভাব যে গন্ধ দ্বারাই তেলাপোকারা জানিতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কীট পতঙ্গাদি বা Insecta জীবমাত্রই হিন্দুমতে গন্ধবেদী জীবের অন্তর্গত। শব্দকণা যেমন বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া বহু দূরে নীত হয়, গন্ধকণাও তেমনি বায়ু দ্বারা বহু দূর পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। বেতার যন্ত্র যেমন বহু দূরের শব্দকণাগুলি যন্ত্রদ্বারা ধরিয়া লয়, Insecta জীবের দেহমধ্যস্থ গন্ধকোষগুলিও তেমনি গন্ধকণাগুলি ধরিয়া লয়। তাহাদের গন্ধকোষগুলির মধ্যে নিহিত রাসায়নিক পদার্থ হয় ত তাহাদের এই কার্য্যে সহায়ক হয়। বায়ুর গতির বিপরীত দিক্ হইতেও মক্ষিকাকে আমি ফুলের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়াছি। মক্ষিকাদিগকে উপবাস করাইয়া রাখিলে হয় ত এই গন্ধকোষের শক্তির হ্রাস হয়। বন্দী অবস্থাপন্ন মক্ষিকাদিগকে উপবাস করাইয়া রাখিয়া আমি তাহাদের ঘ্রাণশক্তির হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটিতে দেখিয়াছি। যাহা হউক, এই গন্ধবেদী জীবের কোন উপবিভাগ ছিল কি না, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। গন্ধবেদী জীবের উপবিভাগ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ এখনও সংগ্রহ করিয়া উঠা যায় নাই। তবে গন্ধ বহুপ্রকারের হইয়া

* McIndoo, N.E., 1914. The olfactory sense of the honey bee. Jour. Exper. Zool., vol. 16, p. 265.

1914. The olfactory sense of the hymenoptera. Proc. Nat. Acad. Sci., Philadelphia, April, 1914.

1914. The olfactory sense of insects. Smithsonian. Misc. Col., Vol. 63. p. 1.

থাকে। এক একপ্রকার গন্ধ দ্বারা এক একপ্রকার গন্ধবেদী জীব যে চালিত হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। Greber সাহেব এই সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন।* এক একজাতীয় ষট্‌পদী (insecta) এক একপ্রকার গন্ধ পছন্দ করে। বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য রক্ষা করিয়া আমিও এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছি। তাহাতে আমার মনে হয়, এক একজাতীয় ষট্‌পদী জীব এক একপ্রকার গন্ধ দ্বারা চালিত হয়। গন্ধের বিভিন্নতার জন্য একজাতীয় ষট্‌পদীর সহিত আর একজাতীয় ষট্‌পদীর যৌন মিলন সম্ভব হয় না। গন্ধের বিভিন্নতারূপ প্রাচীরের জন্যই একই স্থানের মধ্যে বহুজাতীয় ষট্‌পদী স্ব স্ব জাতিগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। এই জন্য নির্ব্বিচার যৌন মিলন দ্বারা তাহারা একজাতিতে পরিণত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে সঙ্কর জাতির উদ্ভবও এই জন্য হয় নাই। এই গন্ধরূপ প্রাচীরের জন্যই (পরিমিত স্থানের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও) তাহাদের মধ্যে নির্ব্বিচার যৌন মিলন সম্ভব হয় না। তাই আজ পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০০,০০০০ জাতীয় ষট্‌পদী জীব দেখিতে পাই। উত্তর আমেরিকার কথাই ধরা যাউক। উত্তর আমেরিকায় সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র এক হাজারজাতীয় পক্ষী আছে, কিন্তু ঐ দেশে একমাত্র মক্ষিকার জাতিই দশ হাজারের উপর। বিভিন্নজাতীয় ষট্‌পদীর বিভিন্নরূপ গন্ধই বোধ হয় ইহার কারণ। গন্ধরূপ স্বাতন্ত্র্য হইতেই তাহাদের মধ্যে এতগুলি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে কি? গন্ধের সূক্ষ্মতা একমাত্র গন্ধবেদীরাই ধরিতে পারে। ইহারা শব্দ করে বটে, কিন্তু সেই শব্দ তাহাদের মুখবিবর হইতে আসে না—পাখার সঙ্ঘর্ষের দ্বারা তাহারা শব্দ করে। তবে সেই শব্দ তাহাদের নিজেদের কোনও কাজে আসে না। কারণ, শব্দজ্ঞান তাহাদের একেবারেই নাই। Forel সাহেব তাহা প্রমাণ করিয়াছেন † তাহাদের কৃত এই শব্দ, শব্দবেদী সরীসৃপাদির পক্ষে (টিকটিকি আদি) তাহাদিগকে শিকাররূপে পাইবার সুযোগ দেয় মাত্র। দর্শনশক্তি যে তাহাদের কোনও কাজেই আসে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একমাত্র গন্ধই তাহাদের সম্বল। কারণ, তাহারা গন্ধবেদী।

শব্দবেদী

আর্য্যমতে মানসিক পর্য্যায়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে—এই শব্দবেদী জীবগণ। ভেকাদি উচ্চ উভচর জীব ও সর্পাদি সরীসৃপ জীবগণ হিন্দু শাস্ত্রকারগণের মতে শব্দবেদী জীব। প্রথমে সরীসৃপ জীবের কথাই বলা যাউক। মৎস্যাদির ন্যায় ইহাদের গাত্র আঁশদ্বারা আচ্ছাদিত। সুতরাং স্পর্শবোধ ইহাদের অল্পই জন্মে। সেই জন্য সর্পাদি জীব তাহাদের খাদ্যাদির উপর দিয়া চলিয়া গেলেও খাদ্যকে খাদ্য বলিয়া বুঝিতে পারে না। তাহার পর ইহাদের দৈহিক উচ্চতা কম। গর্ত্ত, আবর্জ্জনাস্তূপ ও গভীর জঙ্গলে বাস করায় ইহাদের

* 1889. Uber die Empfindlichkeit einiger. Meerthieregegen Riech—stoffe. Biol. Cent., Bd. 8, S. 743.

† 1818. Sur les Sensation des insect. Recneil Zool, Suisse,. T. 4, no. 2.

দৃষ্টিপথ অনেক সময় অবরুদ্ধ থাকে। সেই জন্য সাধারণতঃ শব্দদ্বারা ইহারা শিকারের অবস্থিতি-স্থান নিরূপিত করে। ইহারা শব্দ শুনিবামাত্র বুঝিতে পারে যে, তাহাদের খাদ্য বা শিকার কোথায় ও কিরূপ অবস্থায় আছে। সেই শব্দের গতি অনুধাবন করিয়া তাহারা শিকারের অনুসরণ করে। আমি স্বচক্ষে অনেক সর্পকে সোজা পথ অনুসরণ করিয়া, পরে হঠাৎ পিছন ফিরিয়া ভেক ধরিতে দেখিয়াছি। অভ্যাসবশতঃ সরীসৃপ জাতির শব্দ অনুধাবনশক্তি, ঘ্রাণ ও দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে। সাপ, কুম্ভীর, গোহাড়গিল, টিকটিকি প্রভৃতির ভঙ্গিগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, তাহারা সব সময় মস্তক কিছু উচ্চ করিয়া শব্দ অনুধাবনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। চলিতে চলিতে থামিয়া গিয়া, ঐরূপ ভাবে তাহারা শব্দ অনুধাবন করে ও তাহার পর আবার চলিতে সুরু করে। মাথাটি কিছু বামে বা দক্ষিণে কাত করিয়া তাহারা শব্দ শুনিবার চেষ্টা করে। বাগিচা ও জঙ্গলে গোধা প্রভৃতি সরীসৃপ জীবের এইরূপ আচরণ আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। অনেকে জানেন, সাপ বাঁশী শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসে। সংস্কৃত অভিধানে দেখা যায় যে, সর্পের একটি নাম "চক্ষুঃশ্রবাঃ"। চক্ষু দিয়াও যেন ইহারা শুনিতে পায়। ইহাদের চক্ষুঃশ্রবা বলা হইয়াছে কেন? আমাদের চক্ষুপত্র বায়ু বা বিপুল শব্দাভিঘাতে প্রায়ই মুদ্রিত হইয়া পড়ে। সর্পাদি জীবের চক্ষুপত্র নাই। শব্দজনিত বায়ুর আলোড়ন কি ইহাদের চক্ষুর পর্দ্দার উপর সরাসরি আঘাত করে? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সেই আঘাতজনিত শব্দবোধ কি অসম্ভব? আমার মনে হয়, আর্য্য মনীষিগণ সর্পের এই সব বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন। শব্দজনিত জলের আলোড়নও হয় ত কুম্ভীরাদির পত্রহীন চক্ষুর উপর এইরূপ কার্য্যকারী হয়। তাহার পর নৌকাপথে আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, অনেক কুম্ভীর নদীসৈকতে শুইয়া আছে ও অদূরে বসিয়া পক্ষিগণ তান ধরিয়াছে। কুম্ভীরগণ চুপ করিয়া তাহা শুনিতেছে। পক্ষিগণও উড়িয়া গেল, কুম্ভীরসকলও সেই স্থান ত্যাগ করিল। গভীর জলের অন্ধকার-মধ্যে শব্দই কুম্ভীরদিগের শিকার ধরিবার সহায়ক হয়। স্ত্রীপুরুষের সন্নিধানও এই শব্দ দ্বারাই তাহারা জানিতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ সর্পগণ শব্দ দ্বারাই পরস্পর পরস্পরের সন্নিধান অবগত হয়। ঋতুকালে (Breeding time) তাই তাহারা প্রচুর শব্দ করে। আমেরিকা দেশের Rattle Snake-এর লেজে ঝুনঝুনির ন্যায় এক রকম শব্দযন্ত্র আছে। টিকটিকিরাও বোধ হয়, এই একই কারণে লেজ দ্বারা শব্দ করিয়া থাকে। কাচের জারের মধ্যে জীবন্ত সাপ রাখিয়া আমি দেখিয়াছি যে, জারের বাহিরে ভেক রাখিলেও তাহারা বিচলিত হয় না। কিন্তু সূক্ষ্ম জাল দ্বারা আবৃত বাক্সের মধ্যে রাখিয়া সামান্য মাত্র শব্দদ্বারা সেই সাপকে আমি আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছি। একটী কাচের বাক্সে টিকটিকি রাখিয়া, উহাদিগকে যথাক্রমে রঙিন আলোক ও বিভিন্ন গন্ধদ্বারা আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে উহারা বিচলিত হয় নাই। কিন্তু সামান্যমাত্র শব্দেই তাহারা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছে। তাহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোন বস্তু স্থিরভাবে থাকিলে, সেই বস্তুবিশেষের

স্বরূপ তাহাদের উপলব্ধি হয় না। বস্তুর দূরত্বও তাহারা নিরূপিত করিতে পারে না। বস্তুর দূরত্ব ও স্বরূপ তাহারা শব্দ দ্বারাই নিরূপণ করে। তাহার পর চক্ষুর দ্বারা সমতল ভূমির দ্রব্যাদিই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহারা সমতল ভূমিতে খুব কমই বাস করে। অপরিসর গর্ত্ত, আবর্জ্জনাস্তূপ ও জঙ্গলই তাহাদের বাসভূমি। ফলে এই অনতিউচ্চ জীবদিগের দৃষ্টিশক্তি কাজে খুব কমই আসে। স্থলজ সরীসৃপের কথা বলা হইল। এইবার জলজ সরীসৃপের কথা বলিব। কুম্ভীর অধ্যুষিত কোন জলাশয়ে কেহ যদি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কুম্ভীর দ্বারা ধৃত হয় না। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়াইয়া শব্দ করিলে তৎক্ষণাৎ সে ধৃত হয়। জলের উপর মাথা তুলিয়া শিকারের অবস্থিতি তাহারা কোনও কোনও সময়ে দেখিয়া লয় বটে, কিন্তু কেবলমাত্র দৃষ্টির দ্বারা বস্তুবিশেষের স্বরূপ বা দূরত্ব তাহারাও নিরূপণ করিতে পারে না। ফলে অনেক সময় তাহারা আন্দাজের উপর নির্ভর করে ও প্রায়ই শিকার ধরিতে অকৃতকার্য্য হয়। কিন্তু তাহাদের শব্দবোধ তাহাদিগকে শিকারাদি সম্বন্ধে অব্যর্থসন্ধানী করিয়া তুলে। শব্দ করিবামাত্র কাহারও আর নিস্তার থাকে না। মৎস্যাদি বা অন্যান্য জলজ জীব ধরিবার সময় তাহারা কেবলমাত্র শব্দের উপরই নির্ভর করে। ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থানে পুষ্করিণীতে কূর্ম্ম জীব বাস করে। খাবার লইয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলে তাহারা তীরের নিকট আসে। পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে তাহাদের এইরূপ ব্যবহার অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাহিরের শব্দ জলের মধ্যে প্রবেশ করে কি না ও করিলে কত দূর পর্য্যন্ত করে, তাহা ভাবিবার বিষয়। কেহ কেহ বলেন, শব্দের বেগে জলে কম্পন উপস্থিত হয় ও সেই কম্পনদ্বারা কূর্ম্ম জীবের শব্দবোধ হয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মৎস্যগণ অনুরূপ কম্পন দ্বারা আকৃষ্ট হয় না কেন? তাহারা রসবেদী বলিয়া কি? পুরীর জগন্নাথধামে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণীতে বহু বৃহদাকার মৎস্য ও কূর্ম্ম আছে। তবে "আয় আয়" করিয়া ডাকিলে কেবলমাত্র কূর্ম্মগণই তীরে আসে। বাহিরের শব্দ জলমধ্যে কতক দূর পর্য্যন্ত যে শুনা যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জলমধ্যেও এক স্থানের শব্দ অপর এক স্থান হইতে শুনা যায়। জলমধ্যে মাত্র সরীসৃপ জীবই এই শব্দ অনুধাবন করিতে পারে। কারণ, আসলে তাহারা ডাঙ্গার জীব, মাত্র অভ্যাসবশতই তাহারা জলে বাস করে। তাহার পর জলের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি কিরূপে ব্যাহত হয়, তাহা আমি রসবেদী জীবের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বলিয়াছি। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, সরীসৃপ জাতির দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি অপেক্ষা শব্দবোধ অনেক বেশী, অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম শব্দও তাহারা ধরিতে পারে। অপর জীবদিগের অবোধ্য শব্দ তাহাদের অতি সহজে বোধগম্য হয়। শব্দবোধ অর্থে আমরা একটী শব্দ হইতে অপর একটী শব্দের বিভিন্নতা বুঝিবার ক্ষমতাবিশেষও বুঝিব। এই শব্দবোধ তাহাদের দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। আমি একটী টিকটিকির চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া দেখিয়াছি যে, সে অনায়াসে বাচিয়া আছে ও এক দেওয়াল হইতে অন্য দেওয়ালে গিয়া শিকার ধরিতেছে। সর্পাদি সরীসৃপ

ভেকের শব্দে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু অন্য কোন জীবকৃত শব্দে তাহারা আকৃষ্ট হয় না। মানুষের পদশব্দে তাহারা পলাইয়া যায়, কিন্তু গবাদির পদশব্দে তাহারা বিচলিত হয় না। অবশ্য তাহাদের এই আচরণ স্বভাবপ্রসূত বা instinctive, বুদ্ধিপ্রসূত নয়। এই সব কারণে সরীসৃপ জীবকে শব্দবেদী জীব বলিলে কোনও অন্যায় হয় না।

ইহাদের চক্ষুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও কিছু বলা উচিত। মৎস্য ও ভেকাদির ন্যায় ইহাদের চক্ষুও আলোক শোষণের কার্য্য করে। আমাদের মতে মৎস্য ও ভেকাদির ন্যায় চক্ষুর সাহায্যেই ইহাদের গাত্রবর্ণের বিকাশ হইয়াছে। এই জন্য যে সকল টিকটিকি পুরুষানুক্রমে গৃহাদির দেওয়ালে বাস করে, তাহাদের গাত্রবর্ণ সাদা হয়। মেটে ঘরের টিক-টিকিরা হয় মেটে রংবিশিষ্ট। বহু পুরুষ অতিবাহিত হওয়ায় ইহাদের গাত্রবর্ণ স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কৃকলাস জীব এখনও গাত্রবর্ণ পরিবর্ত্তন করে। শ্যামল বৃক্ষাদির অধিবাসী টিকটিকি জীব ভিন্নবর্ণের হইয়া থাকে। সর্পাদির গাত্রবর্ণও তাহাদের আবাসস্থল অনুযায়ী হইয়া থাকে। ক্রমবিকাশ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিব। যে বর্ণপরিবর্ত্তন মৎস্য ও উভচরে এক পুরুষে সাধিত হয়, সরীসৃপ জীবে তাহা সম্পন্ন হইতে বহু পুরুষের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ভেকাদি উচ্চোভচর জীবগণও যে শব্দবেদী জীব, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম ইহাদেরই শব্দবোধ জন্মে। ইহাদের কর্ণযন্ত্র বিশেষ সুগঠিত। তাহার পর শব্দ করিবার ক্ষমতাও ইহাদের আছে। আমার মনে হয়, শব্দদ্বারাই ইহারা স্ত্রীসন্নিধান লাভ করে। কারণ, জননক্রিয়ার জন্য ইহাদের পরস্পর পরস্পরের সন্নিকটে আসিবার প্রয়োজন হয়। তাহার পর জলমধ্যে যে দৃষ্টি ব্যাহত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্থলেও দৃষ্টিবোধ তাহাদের বিশেষ কাজে আসে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সরীসৃপ জীবের ন্যায়ই ইহারা দৃষ্টিদ্বারা দ্রব্যবিশেষের স্বরূপ ও দূরত্বাদি নিরূপণ করিতে অক্ষম হয়। দ্রব্যাদি স্থির থাকিলে উহার স্বরূপ তাহাদের বোধগম্য হয় না। মৎস্যের ন্যায় ভেকাদিরও গাত্রবর্ণ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের বর্ণানুযায়ী বদলাইয়া থাকে। এবং মৎস্যের ন্যায় ইহাদের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলে উক্তরূপ বর্ণপরিবর্ত্তন ইহাদেরও দেহে ঘটে না। রানা হেক্সাভ্যাকৃটাইলা নামক ভেক লইয়া আমি এই পরীক্ষা করিয়াছি। পুকুরের জলজ উদ্ভিদ্ যেখানে বেশী থাকে, সেইখানেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে। গাছের রঙের সহিত নিজেদের দেহের রং সমান বলিয়া ইহাদের অবস্থিতি শত্রুরা জানিতে পারে না। ইহাদের গাত্রবর্ণ ঠিক সবুজ পাতার ন্যায়। জলশূন্য স্থান বা পরিষ্কার জলে উহাদের রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যেই উহাদের গাত্রবর্ণ সীসার মত হয়। ইহাদিগকে চক্ষুহীন করিয়া সবুজ রঙের জলজ বৃক্ষাদির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াও দেখিয়াছি, ইহাদের গাত্রবর্ণ সীসার ন্যায়ই রহিয়া গিয়াছে। রূপদর্শন অপেক্ষা রূপ পরিবর্ত্তনের জন্যই ইহাদের চক্ষুর প্রয়োজন বেশী। এই জন্যই বোধ হয়, ইহাদের চক্ষু সুগঠিত দেখা যায়।

শিকার ধরিবার জন্য ভেকের শব্দবোধ কতটা কাজে লাগে, তাহা বলা বড় শক্ত।

আত্মরক্ষার্থেও যে এই শব্দবোধ কিরূপ পরিমাণে তাহাদের সহায়ক হয়, তাহাও বলা কঠিন। কারণ, ভেকভুক্ জীবগণ নিঃশব্দেই সমাগত হয়। আত্মরক্ষার এই অক্ষমতার জন্যই বোধ হয়, হাজার হাজার ভেকশিশু জন্মিলেও মাত্র কয়েকটী করিয়া ভেক পুষ্করিণী আদিতে আমরা জীবিত দেখিতে পাই। মৃত্যুর হার বেশী বলিয়া জন্মের হারও ইহাদের বেশী। বংশরক্ষাকল্পেই তাহাদের শব্দবোধের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই জন্য ঋতুকালে ভেককে ডাকিতে দেখা যায়। এই ভাবে তাহাদের সত্যকার জীবন-মরণ সমস্যা এই শব্দবোধের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে আবার কি জল, কি স্থল, উভয় ক্ষেত্রেই ভেক তাহাদের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শব্দবোধশক্তিদ্বারা আত্মরক্ষা ও আহার সংগ্রহাদি করিয়া থাকে। Yerke সাহেবের মতে ভেক বহুবিধ শব্দই শুনিতে পায় ও সেই অনুপাতে আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হয়। এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষাও তিনি করিয়াছিলেন।* তাঁহার মতে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শব্দ, যাহা অপরাপর জীবের বোধের অগম্য, তাহা ভেকাদি ও সরীসৃপ জীবগণ ধরিয়া লইতে পারে। অভ্যাস দ্বারাই তাহারা এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। দৈহিক অনুচ্চতা এবং অপরিসর ও অন্ধকারময় বাসস্থানের জন্য বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে এই অভ্যাস লাভ করিতে হইয়াছে।

শব্দবেদী জীবগণের মধ্যে কোন উপবিভাগ ছিল কি না, সেই সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিব। উপবিভাগ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। তবে শব্দবেদী জীবদিগকে শব্দগ্রহণের ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে উপবিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—হ্রস্ববেদী ও দীর্ঘবেদী। শব্দের আলোড়ন বা প্রবাহের তারতম্য অনুযায়ী এই দুই প্রকার বিভিন্নরূপ বোধের সৃষ্টি হয়। যে সকল শব্দ মনুষ্যগণও অতি সূক্ষ্মতা হেতু অনুধাবন করিতে পারে না, টিকটিকি আদি জীব সেই সকল শব্দ অনুধাবন করিতে পারে। সুতরাং ইহাদিগকে হ্রস্ববেদী বলা যাইতে পারে। কুম্ভীরাদি জীব জলমধ্যে বাস করায় হ্রস্ববেদী জীব। জলমধ্যে শব্দ সূক্ষ্মভাবেই অনুভূত হয়। কূর্ম্মাদিও ইহাদের মধ্যে পড়ে। অপর দিকে সর্পাদি জীব দীর্ঘবেদী। ইহাদের অনুধাবনের জন্য সুদীর্ঘ স্বরের প্রয়োজন হয়।
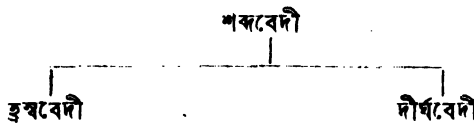
রূপবেদী

কাকাদি পক্ষিগণকে আর্য্য মনীষিগণ মানসিক পর্য্যায়ে পঞ্চম স্থান প্রদান করিয়াছেন। পক্ষিকুলকে তাঁহারা রূপবেদী জীব বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে পক্ষিকুলের

* 1903. The instincts, etc., III. Auditory Reactions of frog. Ibid., Vol. 1, p. 627.

সুদৃঢ় (Cartilaged) ও দীর্ঘ চঞ্চুর স্পর্শ দ্বারা আহারাদি সম্বন্ধীয় বোধ হয় না। তাহার পর চঞ্চুর অনুপাতে জিহ্বা অনেক সময় ক্ষুদ্র হওয়ায় জিহ্বা দ্বারা তাহারা খাদ্যাদি স্পর্শ করিতে অপারগ হয়। কোন্‌টী খাদ্য ও কোন্‌টী বা খাদ্য নয়, তাহা উহারা চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি সহযোগে বুঝিতে পারে, এ বিষয়ে তাহারা জিহ্বার সাহায্য লয় না। খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাহারা খাদ্যের বর্ণ দেখিয়া নিরূপিত করে। উন্মুক্ত প্রান্তরে একটী দূষিত জলপূর্ণ কলস ও একটী মিষ্ট জলপূর্ণ কলস রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, বায়সগণ কলসোপরি বসিয়া, নিম্নে কয়েকবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ও তাহার পর সেই মিষ্ট জল পান করে। কোন অবস্থাতেই তাহারা দূষিত জল পান করে না। আমি নিজে এই পরীক্ষা করিয়াছি। তাহার পর অরণ্যের মধ্যে বর্ণ ও আকার দেখিয়া ইহারা বিষাক্ত ও সুমিষ্ট ফল চিনিয়া লয়। অনেক মিষ্ট ফল বিষাক্ত ফলের অনুরূপ হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি দ্বারা ইহারা ঐ ফলের স্বরূপ বুঝিয়া লইতে পারে। যে ভুল মানুষে করিয়া থাকে, তীব্র বর্ণবোধ হেতু ইহারা সে ভুল কদাপি করে না। চিল প্রভৃতি পক্ষিগণ এক মাইল ঊর্দ্ধ হইতেও নিম্নের জিনিষ চিনিয়া লয়। বংশানুক্রমে চক্ষুর অতিব্যবহারে ইহাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণ ও কার্য্যকরী হইয়াছে। সেই জন্য পক্ষীদিগের চক্ষুদ্বয় বিশেষ সুগঠিত হইয়া থাকে। তাহার পর ইহাদের দেহ পালকে ঢাকা থাকায় স্পর্শবোধ ইহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ হয় না। রসবোধের প্রয়োজনীয়তাও কম। ইহারা গিলিয়াই আহার করিয়া থাকে। জিহ্বার স্বল্প ব্যবহার হেতু ইহাদের জিহ্বার তলদেশের রসকোষগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর শ্রবণযন্ত্র বা "কোচেলা"রূপ যে যন্ত্র কর্ণমধ্যে থাকায় স্তন্যপায়ী জীবগণের সুরবোধ জন্মে, সেই শ্রবণ বা কোচেলা যন্ত্র পক্ষীদিগের নাই। ইহাদের কেহ কেহ হুবহু কথা বা শব্দ নকল করে বটে, কিন্তু ইহাদের কদাপি সুরবোধ জন্মে না। স্বরবোধ ও সুরবোধ এক জিনিষ নয়। সুরের তারতম্যের জ্ঞান ইহাদের মধ্যে নাই। সর্পাদির ন্যায় মিষ্ট সুর ইহাদিগকে কখনও আকুল করে না। অতি সূক্ষ্ম স্বর ইহারা কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। অপর দিকে একটী সুর হইতে অপর একটী সুরের পার্থক্য ইহারা কখনও বুঝে না। ইহাদের সুরবোধ নাই বলিলেই চলে। বন্দুকের ন্যায় উৎকট শব্দ ব্যতিরেকে স্বল্প শব্দে পক্ষিকুল বিশেষ বিচলিতও হয় না। সেই জন্য কাকাদি তাড়াইবার সময় কেবলমাত্র চীৎকার করিলে বিশেষ ফল হয় না। কিন্তু চীৎকারের সঙ্গে হাত-পা নাড়িলে নীচে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র কাক পলায়ন করে। তাহার পর পক্ষিকুল দূরের শব্দ ভাল করিয়া শুনিতে পায় না। কিন্তু দূরের দ্রব্যাদি তাহারা ভাল করিয়াই দেখিতে পায়। দ্রব্যাদির স্বরূপও তাহারা বুঝিতে পারে। কারণ, তাহারা রূপবেদী জীব।

ডারোইন সাহেবের যৌন মতও (sexual selection) আর্য্য মনীষিগণের এই মত কিয়ৎপরিমাণে সমর্থন করে। ডারোইনের মতে পক্ষিকুলের রূপজ্ঞান তাহাদের যৌন মিলনের সহায়ক হয়। বিশেষ করিয়া পুংময়ূরের রূপচ্ছটা নাকি স্ত্রীময়ূরের

মন ভুলাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ডারোইনের মতের বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতগণ রূপবান্ পুংকীটাদির পক্ষচ্ছেদ ও তাহাদিগকে বস্ত্রাবৃত করিয়া, তাঁহার এই যৌন জনন-মতটীর খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান (জানিতেন না) যে, পতঙ্গ জীবগণ গন্ধবেদী জীব, রূপবেদী জীব নয়। পতঙ্গ জীব সম্বন্ধে যাহা সত্য, রূপবেদী পক্ষিকুল সম্বন্ধে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। স্ত্রীপক্ষী, পুংপক্ষীর রূপচ্ছটা দেখিয়া যে আকৃষ্ট হয়, তাহা খুবই সত্য। বিশেষ অবলোকন দ্বারা উহার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এমন কি, পুং ও স্ত্রীকোকিল, উভয়েই কৃষ্ণবর্ণের হইলেও তাহাদের দেহাবয়বের গঠন এবং বর্ণসামঞ্জস্যের প্রভেদ ও তারতম্য লক্ষিত হয়। পুংকোকিলের গাত্রবর্ণের জলুস কিছু অধিক হইয়া থাকে। পক্ষিকুলের দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতাহেতু, পুংকোকিলের দেহের এই জলুস স্ত্রীকোকিলের চোখে ধরা পড়ে। পক্ষিকুলের মধ্যে এই জননপ্রথা সম্বন্ধে ডারোইনের মতের কেহ প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু কোকিল সম্বন্ধে ডারোইন সাহেব তাহাদের বর্ণসামঞ্জস্য উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের গলার স্বরের কথা আনিয়াছেন। তাঁহার মতে পুংকোকিলের মিষ্ট গলা স্ত্রীকোকিলকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু উহা ভুল। পক্ষিকুল রূপবেদী জীব, শব্দবেদী নয়। পক্ষীর ন্যায় নিম্ন প্রাণীর মধ্যে একমাত্র দৃষ্টিবোধই সম্ভব হয়। মনুষ্য ব্যতীত সুরবোধ আর কোন জীবের থাকিতে পারে না। দৃষ্টিবোধ চক্ষুর উপর নির্ভর করে, আর সুরবোধ নির্ভর করে সুগঠিত মস্তিষ্কের উপর। সুরের ভাল মন্দ ও তারতম্য বিচার সভ্যতার উচ্চ শিখরে না উঠিলে মানুষের ভিতরও থাকে না। স্বরবোধ ও সুরবোধ বিভিন্ন জিনিষ। পক্ষীদিগের মধ্যে স্বরবোধ (অর্থাৎ একটী স্বর হইতে অপর একটী স্বরের প্রার্থক্য বোধ) নাই, সুরবোধ ত দূরের কথা। শব্দ বা স্বর কোন কোন পক্ষী নকল করে বটে, কিন্তু একটী স্বর হইতে অপর একটী স্বরের পার্থক্য তাহারা বুঝে না। স্বরবোধ সরীসৃপদের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু পক্ষীদিগের মধ্যে দেখা যায় না। তাহা ছাড়া মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবীর দশ হাজার প্রকার পক্ষীর মধ্যে মাত্র কাকাতুয়া, ময়না প্রভৃতি কয়টী মাত্র পক্ষী শব্দ নকল করিতে পারে। ইহাদের শব্দশিক্ষা অনেকটা মূকবধির বালকদের শিক্ষার অনুযায়ী হইয়া থাকে। শব্দশিক্ষকের মুখনির্গত শব্দের সহিত তাহার জিহ্বাও সমানে নড়িতে না দেখিলে পক্ষীরা সেই শব্দ নকল করিতে পারে না। তাই খাঁচা ঢাকা থাকিলে পক্ষীরা বাহিরের শব্দ নকল করে না। জিহ্বার সঞ্চালন দেখিয়াই তাহারা শব্দের নকল করিয়া থাকে।

পুংকোকিলের স্বর শুনিয়া, স্ত্রীকোকিল তাহার কাছে আসিতে পারে, কিন্তু তাহাকে পছন্দ করা বা না করা তাহার স্বরের উপর নির্ভর করে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটী পুংকোকিলের কাছে আসিয়াও স্ত্রীকোকিলটী যখন অপর একটী পুং-কোকিলের স্বর শুনে, তখন সে আবার তাহার কাছে উড়িয়া যায়। তবে এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুংকোকিলের দেহকান্তি (grace and built) দেখিয়াই স্ত্রীকোকিল তাহাকে পতিত্বে বরণ করে। দুইটী কোকিলের মধ্যে কাহার গলার স্বর অধিকতর মিষ্ট, তাহা উচ্চ-

শিক্ষিত মনুষ্যগণই বলিতে পারে না। তবে দুইটী কোকিলের মধ্যে কাহার দেহ অধিকতর কান্তিযুক্ত, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। রূপবেদী পক্ষিকুলের রূপবোধ সহজেই হইয়া থাকে। গলার স্বর পক্ষীদিগের পরস্পরের অবস্থানস্থান বুঝাইয়া দেয় বটে, কিন্তু যৌন মিলন সব সময়েই পুংপক্ষীদিগের রূপের উপর নির্ভর করে, তাহাদের গলার স্বরের উপর নয়।

এখানেও ডারোইন সাহেব আর একটী ভুল করিয়াছেন। সেই জন্য বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতগণ তাঁহার জননমতটী উক্তরূপ যুক্তি দেখাইয়া অত সহজে খণ্ডন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, পক্ষিকুল রূপবেদী জীব, শব্দবেদী নয়। অন্য দিকে বিশেষ করিয়া পুংপতঙ্গ, পুংমৎস্য (মৎস্যবিশেষ) ও পুংময়ূরের রূপচ্ছটার কারণস্বরূপ পণ্ডিতগণ বলেন যে, কি স্ত্রী বা কি পুরুষ, সমান তেজ লইয়া সকলেই জন্মগ্রহণ করে। তবে সেই তেজ স্ত্রীজীবগণের জননযন্ত্র ধারণ, সন্তান প্রসব ও পালনাদি কার্য্যে ব্যয়িত হয়। পুংজীবের এই সব বালাই নাই, সেই জন্য তাহাদের সেই অতিরিক্ত তেজ পুংময়ূরের, পুংমৎস্যের ও পুংপতঙ্গের রূপচ্ছটায়, পুংহরিণের শৃঙ্গের বাহুল্যে, পুংহস্তীর দন্তে, মনুষ্যের গুম্ফশ্মশ্রুতে ও পুংকোকিলের গলার স্বরে পর্য্যবসিত হয়। তবে আমার মতে গলার স্বর সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। কারণ, গলার স্বর একটা কার্য্যবিশেষ। অন্য দিকে বর্ণবিন্যাস বা শৃঙ্গ দন্তাদি জীবদিগের দেহের অংশবিশেষ। অতিরিক্ত তেজ দৈহিক বর্দ্ধনেই পর্য্যবসিত হইতে পারে মাত্র। তাহা ছাড়া শব্দ করার ক্ষমতা শুধু কোকিল কেন, সকল জীবের মধ্যেই আছে। তবে মানুষের কাছে কোনটী কর্কশ, কোনটী বা মিষ্ট বলিয়া মনে হয়। কারণ, মানুষ বুদ্ধিজীবী জীব। মানুষের সঙ্গে পক্ষীর তুলনা চলে না। *

যাহা হউক, দৃষ্টিবেদী জীবের মধ্যে এই যৌন বাহুল্য (secondary sexual character) পুংজীবের দেহের সাধারণ কান্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া যৌন জননের সহায়ক হয়। কিন্তু মৎস্যাদি রসবেদী ও পতঙ্গাদি গন্ধবেদী জীবের উহা কোনও কাজে আসে না।

এইবার রূপবেদী জীবের উপবিভাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। প্রধানতঃ দুইটী উপবিভাগে রূপবেদী জীবকে মানসিক পর্য্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। এইরূপ উপবিভাগের সূচনা নিম্নের শ্লোকটীতে পাওয়া যায়।

* স্বরের তারতম্য জীবদিগের স্বরযন্ত্র বা vocal cordএর গঠন অনুসারে হইয়া থাকে। হিন্দু মনীষিগণ জীবদিগের গলার বিভিন্নরূপ স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনার জন্য তাঁহারা জীবমাত্রেরই স্বর লক্ষ্য করিতেন। কোন্ কোন্ জীবের গলার স্বরে কোন্ কোন্ সুরের সৃষ্টি হয়, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া তাহা তাঁহারা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ময়ূরঃ ষড়্জমাখ্যাতি ঋষভং বক্তি চাতকঃ। ছাগো গান্ধারমাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমং॥
কোকিলঃ পঞ্চমং রূতে মেষো বদতি ধৈবতম্। নিষদং ভাষতে হস্তী হ্যেতদ্‌ব্রহ্মাদিসম্মতম্॥
ময়ূর-বৃষভ-মেষ-কাক-কোকিলবাজিনঃ। মাতঙ্গাশ্চ ক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্॥
আরোহী বৃষভো বক্তি চাবরোহী চ কেশরী। ব্যাহারস্ত্রিষু লোকেষু স্বারোহী ভগবান্ শুকম্॥—নারদসংহিতা।

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথাঽপরে।

কেচিদ্ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ।।—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, সপ্তশতী চণ্ডী।

এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি পাখীর দিবালোক বা সাদা আলো ভিন্ন উপায় নাই। অন্ধকার বা কৃষ্ণালোকে তাহাদের চক্ষু নিষ্ক্রিয় থাকে। আবার পেচকাদি কতকগুলি পক্ষীর পক্ষে অন্ধকার বা কৃষ্ণালোকই প্রয়োজনীয়। দিবালোকে তাহাদের চক্ষু সক্রিয় হয় না। এক দল আলো চায় না, অপর দল আলো চায়। ইহা ছাড়া ইউরোপীয় পণ্ডিত Hess ও Breed* পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পক্ষী জীব একটী বর্ণ অপেক্ষা অপর একটী বর্ণ বেশী পছন্দ করে। অর্থাৎ ইহাদের বর্ণবোধ বর্ত্তমান।† রাত্রিচর ও দিবাচর, উভয়বিধ পক্ষী সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

দেশবিদেশের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী প্রকৃতিরাণী এক এক প্রকার বর্ণবিন্যাস ধারণ করেন। ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই বর্ণবিন্যাসের পরিবর্ত্তন ঘটে। ফলে যে সকল পক্ষী পূর্ব্বতন বর্ণবিন্যাসের পক্ষপাতী, তাহারা এই নূতন বর্ণবিন্যাস সহ্য করিতে পারে না। তখন অভীষ্ট বর্ণবিন্যাসের লোভে তাহারা অপর প্রদেশে প্রস্থান করে। বসন্ত ঋতুতে যে বর্ণবিন্যাস প্রকৃতিরাণী ধারণ করেন, শীতের আগমনে তাহা তিনি পরিত্যাগ করেন। কোকিল জীবগণও তৎক্ষণাৎ যে দেশে বসন্ত তখনও আছে বা নূতন আসিতেছে, এইরূপ অপর কোনও দেশের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করে। পক্ষাবৃত ও উষ্ণশোণিত হইয়াও পক্ষিগণ যে শীতের সহিত যুঝিতে অক্ষম, এ কথা সত্য নয়। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইব, এক এক জাতীয় পক্ষী এক একপ্রকার বর্ণ বা বর্ণবিন্যাস পছন্দ করে। রাত্রিচর পক্ষী সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। রাত্রে বর্ণসমুদয় বিকৃতরূপে প্রতীত হয় বটে, কিন্তু রাত্রিচর পক্ষীর পক্ষে উহার স্বরূপ বাছিয়া লওয়া অসম্ভব নয়। ইহা ছাড়া দিবাচর পক্ষী আলোর তারতম্য (degree of light) ও রাত্রিচর পক্ষী অন্ধকারের তারতম্য অনুযায়ীও চালিত হয়। ইহা ছাড়া রাত্রিচর ও দিবাচর পক্ষীর মধ্যে স্বভাবের বিভিন্নতার সহিত আকৃতিগত পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। পেচক আদি রাত্রিচর পক্ষীর মুখ চেপ্টা হইয়া থাকে। রূপবোধের বিভিন্নতাই কি ইহার কারণ?

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

---

* 1908. Unter Suchungen über die Ausdehnung ues pupillomotorisch wirksamen Bezirkes der Netzhaut und über pupillomotorischen Aufnahmsorgane Ibid. Bd. 58, S 182.

Breed, F. S., 1911. The development of certain instincts and habits in Chicks. Behav. Monographs, Vol. 1. No. 1 Serial No. 1.

1912. Reactions of Chicks to Optical Stimuli. Jour. Animal Behav., Vol. 2. P. 280.

† (a) "Breed using coloured screens through which colour passed and offering a choice of passages differently illuminated obtained evidence of colour discrimination in the chick."

(b) For days, Hess found that the makinal effect was produced by the yellow rays, for the owls by the yellow-green.—Animal Mind.

বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স

বীরশ্রেষ্ঠ মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন কত বৎসর জীবিত ছিলেন, বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের সময়ে তাঁহার বয়স কত ছিল, সে বিষয়ে আধুনিক লেখকগণের নানা জনে নানা-প্রকার উক্তি করিয়াছেন। চিন্তামণি বিনায়ক বৈদ্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মহাভারতে লিখিত আছে, যুদ্ধের সময়ে অর্জ্জুনের বয়স ৬৫ বৎসর ছিল। হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণের মতে কৃষ্ণ অর্জ্জুন হইতে ১৮ বৎসরের বড়।"[১] শ্রীকেশবলক্ষ্মণ দপ্তরী অনুমান করেন, যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের বয়স ৫৪ কিম্বা ৫৮ বর্ষ ছিল, তাহার বেশী নহে[২]। অপর পক্ষে ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু মনে করেন, "যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ৪২ বৎসরের অধিক হইতে পারে না।...যুদ্ধকালে পরীক্ষিৎপিতা অভিমন্যুর বয়স ১৬র কম হইতে পারে না। অভিমন্যু অপেক্ষা অর্জ্জুন অন্ততঃ ২৫ বৎসরের বড়।...যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের বয়স ৪১এর কম হইতে পারে না। অর্জ্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণ ছয় মাসের বড়। অতএব ঠিক ৪২ বৎসর বয়সেই কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।...আর এক দিক্ দিয়াও এই গণনা সমর্থিত হইবে। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন অপেক্ষা তিন চারি বৎসরের বড়। অর্থাৎ যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স অন্ততঃ ৪৫। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অন্ততঃ ২০ বৎসর বড় ও ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা অন্ততঃ ২০ বৎসর বড়। যুদ্ধকালে ভীষ্মের বয়স আনুমানিক ৮৫। যুধিষ্ঠিরের বয়স আরও অধিক হইলে ভীষ্মের বয়সও বেশী ধরিতে হইত। ৮৫ বয়সের পরেও যুদ্ধ করা বিশেষ সম্ভব মনে হয় না[৩]।"

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন, ১৫০৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে কৃষ্ণের জন্ম এবং ১৪৫৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারতযুদ্ধ হয়[৪]। এই অনুমান সত্য হইলে বলিতে হয়, কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের সময়ে অর্জ্জুনের বয়স ৫৬ বৎসর প্রায় ছিল। কেন না, অর্জ্জুন কৃষ্ণের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন।

'মহাভারতে'র কোন কোন সংস্করণে দেখা যায়,[৫] মহারাজ জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলেন,—

১। 'কল্যাণ,' কৃষ্ণাঙ্ক, ৬৩১ পৃষ্ঠা। তৎপূর্ব্বে 'হিন্দী মহাভারত মীমাংসা'য় তিনি লিখিয়াছেন, "যুদ্ধের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ৮৩ বর্ষবয়স্ক ছিলেন এবং অর্জ্জুনের বয়স ৬৫ বা ততোধিক ছিল।" (১৬৮ পৃষ্ঠা)। যুদ্ধের সময়ে অর্জ্জুনের বয়স যে ৬৫ ছিল, 'মহাভারতে'র কোথায় তাহা পাইয়াছিলেন, তিনি লেখেন নাই।

২। শ্রীকেশবলক্ষ্মণ দপ্তরী, "কংসবধকালনির্ণয়," 'বিবিধবিজ্ঞানবিস্তার' (নাগপুর) ৬০ বর্ষ, ২০২ পৃষ্ঠা।

৩। শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত 'পুরাণপ্রবেশ", ৯২ পৃষ্ঠা।

৪। 'ভারতবর্ষ', ২১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

৫। মুম্বাইস্থ নির্ণয়সাগরযন্ত্রে মুদ্রিত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংস্কৃত 'মহাভারতে' এই প্রশ্নোত্তর আছে। কিন্তু বঙ্গবাসী এবং পুণা সংস্করণে উহা নাই।

"পাণ্ডবানামিহায়ুষ্যং শৃণু কৌরবনন্দন।
জগাম হাস্তিনপুরং ষোড়শাব্দো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১১॥
ভীমসেনঃ পঞ্চদশো বীভৎসুর্বৈ চতুর্দ্দশঃ।
ত্রয়োদশাব্দৌ চ যমৌ জগ্মতুর্নাগসাহ্বয়ম্॥ ১২॥
তত্র ত্রয়োদশাব্দানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতাঃ।
ষণ্মাসান্ জাতুষগৃহান্মুক্তা জাতো ঘটোৎকচঃ॥ ১৩॥
ষণ্মাসানেকচক্রায়াং বর্ষং পাঞ্চালকে গৃহে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি ভারত! ॥ ১৪॥
ইন্দ্রপ্রস্থে বসংস্তেস্ত্রীণি বর্ষাণি বিংশতিম্।
দ্বাদশাব্দানথৈকঞ্চ বভূবুর্দ্যূতনির্জিতাঃ॥ ১৫॥
ভুক্ত্বা ষট্‌ত্রিংশতং রাজন্! সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্।
মাসৈঃ ষড়্‌ভির্মহাত্মানঃ সর্বে কৃষ্ণপরায়ণাঃ॥ ১৬॥
রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্টাং গতিমবাপ্নুবন্।
এবং যুধিষ্ঠিরস্যাসীদায়ুরষ্টোত্তরং শতম্॥ ১৭॥"[৬]

এই বচনমূলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলেন, "কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বয়স যথাক্রমে ৭২, ৭১, ৭০ ও ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস ও দিন অতীত হইয়াছিল।"[৭]

আচার্য্য দ্রোণের উক্তি হইতে জানা যায়, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে অর্জ্জুন "তরুণ" ছিলেন।[৮] বীরবর কর্ণও সেইরূপ বলিয়াছেন, অর্জ্জুন তখন "যুবা"।[৯] ঐ যুদ্ধের কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে, উত্তরগোগৃহযুদ্ধের সময়ে, বৃহন্নলাছদ্মবেশী অর্জ্জুন "বজ্রসংহননো যুবা," "সিংহসংহননো যুবা" বলিয়া বিরাটরাজপুত্র উত্তর বর্ণনা করিয়াছেন।[১০] ৬৫ কিম্বা ৭০ বর্ষবয়স্ক ব্যক্তিকে 'তরুণ' বা 'যুবা" বলা যায় কি? মহাযুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ হইয়াছিল। 'মহাভারতে' অতি স্পষ্টবাক্যে তাহা উক্ত হইয়াছে। তাঁহাকে "আকর্ণ-পলিতশ্যাম…বৃদ্ধ" বলা হইয়াছে।[১১] সুতরাং ৭০ বছরের লোককে 'যুবা' বলা যাইতে পারে কি?

৬। সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ১২০ অধ্যায়। নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১৩৮ অধ্যায়।

৭। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ লিখিত "যুধিষ্ঠিরের সময়" 'ভারতবর্ষ,' ২৪শ বর্ষ, ২য় খণ্ড (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), ৮ পৃষ্ঠা। তৎসম্পাদিত 'মহাভারতে'র আদিপর্বের ১৭শ খণ্ডের শেষেও তিনি ঐ প্রকার উক্তি করিয়াছেন।

৮। 'মহাভারত' বঙ্গবাসী সংস্করণ, দ্রোণপর্ব, ১১।২২। অতঃপর 'মহাভারতে'র উল্লেখে যেখানে কোন বিশেষ সংস্করণের নাম স্পষ্টত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেখানে এই বঙ্গবাসী সংস্করণই বুঝিতে হইবে।

৯। ঐ, দ্রোণপর্ব্ব, ১৫০।১৬।

১০। ঐ, বিরাটপর্ব্ব, ৬৯।২ ও ১০; আরও দেখুন, "বৃহদ্বারণাভো যুবা" ঐ (৩৬।১৩) "যুবা বারণ-যূথপোপমঃ" (৭১।১৫) ইত্যাদি।

১১। আকর্ণপলিতশ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ। রণে পর্য্যচরদ্দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ।—দ্রোণপর্ব্ব, ১৯২।৪৩

"যে যুবান আসপ্ততেঃ" এবং

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে।
বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্ ॥"

এই দুইটী আধুনিক স্মৃতিবচনের আধারে শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন, ৭০ বছরের লোককে যুবা বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু তিনি বলেন, অর্জ্জুন ১০৬ বছর জীবিত ছিলেন; সুতরাং ৭০ বছর বয়সে তাঁহার যৌবন থাকা সম্ভব।[১২] কিন্তু তাঁহার এই যুক্তি সমীচীন কি না বিবেচ্য। ঐ হিসাব মতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ১+৫+২৩+১৩ অর্থাৎ ৪২ বৎসর পরে মহাযুদ্ধ বাধে, যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ ছিল। সুতরাং স্বয়ম্বরের সময় তাঁহার বয়স ৪৩ ছিল। অতএব উক্ত স্মৃতিবচন অনুসারে, তখন তাঁহাকে যুবা বলিতে হয়। কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে—বৎসরের অধিক নহে—বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহাকে "বৃদ্ধ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১৩]

পূর্বোক্ত 'মহাভারত'-বচনে অপর ত্রুটিও আছে। তন্মতে পাণ্ডবেরা জতুগৃহে ৬ মাস ছিলেন। অন্যত্র আছে, তাঁহারা সেখানে "পরিসংবৎসর" ছিলেন।[১৪] উহার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার্থ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় টীকা করিলেন, "পরিশব্দোঽত্র বর্জ্জনার্থঃ...তেন ষণ্মাসাবস্থিতানিত্যর্থঃ।" ইহা কষ্টকল্পনা মাত্র। 'পরি' যদি ঐ স্থলে বর্জ্জনার্থই হয়, তবে কি বর্জ্জন করিতে হইবে? 'সংবৎসর' শব্দের সঙ্গে যুক্ত থাকায় উহাকেই বর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না। ছয় মাস যে বাদ দিতে হইবে, তাহা তিনি কোথায় পাইলেন?

আরও বিশেষ কথা। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা সকলে এক এক বৎসরের বড় ছোট ছিলেন না।[১৫] অর্জ্জুন, ভীম অপেক্ষা অন্ততঃ দুই বৎসরের ছোট ছিলেন। তাহা অনায়াসে প্রমাণ করা যায়। 'মহাভারতে' স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে, ভীম ও দুর্যোধন

আকর্ণপলিতশ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ। ত্বৎকৃতে বাচরৎ সংখ্যে সতু ষোড়শবর্ষবৎ ॥—ঐ, ১৯১।৬৪

আরও দেখুন—আচার্যাস্ত বৃদ্ধস্ত—ঐ, ১৯৫।৪৯

১২। তৎসংস্কৃত মহাভারত, বিরাট পর্ব্ব, ৪৯।৫-৭ শ্লোকের তৎকৃত টীকা।

১৩। ভীষ্ম ও দ্রোণকে লক্ষ্য করিয়া বিদুর বলিয়াছিলেন,—

"ইমৌ হি বৃদ্ধৌ বয়সা প্রজ্ঞয়া চ শ্রুতেন চ"—আদি পর্ব্ব, ২০৫।৫

১৪। আদিপর্ব্ব, ১৪৮।১।

১৫। মহাভারতে আছে,—

"অনুসংবৎসরং জাতা অপি তে কুরুসত্তমাঃ।
পাণ্ডুপুত্রা ব্যরাজন্ত পঞ্চ সংবৎসরা ইব ॥"—আদিপর্ব্ব, ১২৪।১২

ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন, পাণ্ডবেরা সকলে এক এক বৎসরের বড় ছোট ছিলেন। কিন্তু উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, এক এক বছর বয়সে পাণ্ডবদিগকে পাঁচ পাঁচ বছরের মতন দেখাইত। টীকাকার নীলকণ্ঠ উভয় প্রকারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম ব্যাখ্যা যে সঙ্গত নহে, তাহা পরে প্রমাণিত হইবে।

একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।[১৬] যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের অপেক্ষা বৎসরাধিক বড় ছিলেন। কেন না, গান্ধারীর গর্ভ হওয়ার এক বছর পরে কুন্তী "গর্ভার্থে" ধর্ম্মরাজকে আহ্বান করেন।[১৭] দুই বৎসর পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ সত্ত্বেও গান্ধারীর কোন সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। তার পর কুন্তীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া মনোদুঃখে কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গান্ধারী আপন গর্ভ পাত করেন। তাহার এক বৎসর পরে, পরমর্ষি ব্যাসের তপঃপ্রভাবে, ঐ মাংসপিণ্ড হইতে প্রথমে দুর্য্যোধনের জন্ম হয়।[১৮] এই উপাখ্যান অলৌকিক হইলেও 'মহাভারতে' বিবৃত আছে। উহার সহজ মর্ম্ম এই লওয়া যাইতে পারে যে, ভীম যুধিষ্ঠির হইতে বৎসরাধিক ছোট। ভীমের জন্মের পর পাণ্ডুর আদেশে কুন্তী একবৎসরব্যাপী এক মাঙ্গলিক ব্রত অনুষ্ঠান করেন। পাণ্ডু নিজেও কঠোর তপস্যা করেন। দীর্ঘকাল পরে ('কালেন মহতা') তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র যথাভিলষিত সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র বর দেন। তৎপরে কুন্তী গর্ভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করেন।[১৯] সুতরাং উহার বৎসরেক পরে অর্জ্জুনের জন্ম হয়। এইরূপে দেখা যায়, অর্জ্জুন ভীম অপেক্ষা অন্ততঃ দুই বৎসরের ছোট। 'দীর্ঘকাল' যদি ২।৩ বছর হয়, তবে ৩।৪ বছরের ছোট। অথচ ঐ হিসাব মতে, অর্জ্জুন ভীম হইতে এক বছরের ছোট।

গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন নিহত হইলে, পুত্রশোকে বিলাপ করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন,—

"বালভাবমতিক্রান্তান্ যৌবনস্থাংশ্চ তানহম্।
মধ্যপ্রাপ্তাংস্তথা শ্রুত্বা হৃষ্ট আসন্ তদানঘ॥
তানদ্য নিহতান্ শ্রুত্বা হতৈশ্বর্য্যান্ হতৌজসঃ॥"[২০]

'হে অনঘ, তাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থায়, তথা (যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া) প্রৌঢ়াবস্থায় পড়িয়াছে শুনিয়া তখন আমি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ তাহাদিগকে হতৈশ্বর্য্য, হতবীর্য্য ও নিহত শ্রবণ করিয়া' ইত্যাদি। 'মধ্যপ্রাপ্ত' অর্থ, নীলকণ্ঠ বলেন, "প্রৌঢ়াবস্থায় পতিত"। মানুষের পূর্ণ আয়ু শত বৎসর; সুতরাং মধ্য বয়স ৫০ বৎসর। পঞ্চাশের পরেই মধ্যাবস্থা আরম্ভ। অতএব ঐ ধৃতরাষ্ট্রবাক্য হইতে বোঝা যায়, মৃত্যুসময়ে দুর্য্যোধন সবে ৫০ বৎসর পার হইয়াছিলেন মাত্র। যদি তাঁহার বয়স মোট ৫১ ধরা যায়—তদপেক্ষা বেশী অধিক হইতে পারে না,[২১]—যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের বয়স ৪৮।৪৯ বৎসর হয়।

১৬। আদিপর্ব্ব, ১১৫।২৬; ১২৩।১৯। ১৭। আদিপর্ব, ১২৩।১।
১৮। আদিপর্ব, ১১৫।৯। ১৯। আদিপর্ব, ১২৩।২৫। ২০। শল্যপর্ব, ২।৭।
২১। কেন না, ঐ বিলাপ প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে "বজ্রসংহননো যুবা" বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছিলেন। (সৌপ্তিকপর্ব, ১।৭)। তাহাতে অনুমান হয়, দুর্য্যোধন মৃত্যুসময়ে সবে মাত্র যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া মধ্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন। অন্যথা ধৃতরাষ্ট্রের এই উক্তিদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। বাল্য, যৌবন, মধ্য এবং জরা বা বৃদ্ধ, মানুষের এই চারি অবস্থার গণনা 'মহাভারতে'র একাধিক স্থলে পাওয়া যায়। যথা, সৌপ্তিকপর্ব, ৩।১১, স্ত্রীপর্ব, ৩।১৫।

উপরে প্রদর্শিত কারণে পাণ্ডবগণের বয়সবিষয়ক পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ হয়। সেই হেতু আমরা স্বতন্ত্রভাবে বীরবর অর্জ্জুনের বয়স নিরূপণ করিতে প্রয়াস করিব। তৎপূর্বে আর একটা বিষয়ে প্রণিধান করিতে বলি।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীম অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং নকুল ও সহদেব অপেক্ষা বড়। সেই হেতু তিনি যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম করিতেন; তাঁহাদের পাদস্পর্শ করিতেন। নকুল ও সহদেব তাঁহাকে প্রণাম করিতেন।[22] অর্জ্জুনের সখা হিসাবেই যে তিনি এরূপ করিতেন, তাঁহার গুরুজনকে গুরুবৎ মান্য করিতেন, তাহা নহে। কৃষ্ণ সত্যই অর্জ্জুনের সমবয়স্ক ছিলেন। এমন কি, তাঁহার বড় ভাই বলরামও যুধিষ্ঠিরের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিতেন।[23] যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন হইতে ৩।৪ বছরের বেশী বড় নহে। সুতরাং বৈদ্য মহাশয় যে মনে করেন, কৃষ্ণ অর্জ্জুন হইতে ১৮ বৎসর বড়, 'মহাভারতে'র মতে উহা সত্য নহে। কেন না, তাহাতে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির হইতে বড় হন। আরও দেখুন, মহাযুদ্ধকালে কৃষ্ণও অর্জ্জুনের ন্যায় "তরুণ" ছিলেন।[24] ৮৫ বৎসরের দ্রোণাচার্য্য যদি "বৃদ্ধ" হন, ৮৩ বৎসরবয়স্ক কৃষ্ণ "তরুণ" হইতে পারেন না।

কুরুক্ষেত্রমহাসমরের প্রাক্‌কালে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীরগণের শৌর্য্য বীর্য্য আলোচনা-প্রসঙ্গে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অর্জ্জুন সম্বন্ধে সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন,—

"একান্তবিজয়স্ত্বেব শ্রূয়তে ফাল্গুনস্য চ।
ত্রয়স্ত্রিংশৎসমাহূয় খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ॥"[25] ইত্যাদি।

'কিন্তু ফাল্গুনীর কেবল বিজয়েরই কথা শুনা যায়। ত্রয়স্ত্রিংশবর্ষবয়স্ক (ফাল্গুনী) খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন।' এখানে ত্রয়স্ত্রিংশৎসমাঃ+আহূয়= ত্রয়স্ত্রিংশৎসমাহূয়, এই সন্ধি আর্ষ প্রয়োগ। টীকাকার নীলকণ্ঠ তাহাই বলিয়াছেন।

কেহ কেহ উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন। যথা, "তিনি খাণ্ডবারণ্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর হুতাশনের তৃপ্তিসাধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।" কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এই প্রকারে উহার ভাষান্তর করিয়াছেন।[26] নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যার মর্ম্ম দুর্বোধ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমাঃ বর্ষাণি অতীতা ইত্যর্থঃ।" উহাকে তিন ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে;—(১) তেত্রিশ বৎসর অতীত হইলে ফাল্গুনী খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন; (২) 'ফাল্গুনী খাণ্ডবারণ্যে তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন; অথবা (৩) 'তেত্রিশ বৎসর অতীত হইল, ফাল্গুনী

২২ বনপর্ব, ২২।৪৫; আরও দেখুন, আদিপর্ব, ২২১।৪০; সভাপর্ব, ২।২১ ইত্যাদি।

২৩ আদিপর্ব, ১৯১।২০।

২৪ মহাযুদ্ধের উদ্যোগের সময়ে সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"শ্যামৌ বৃহন্তৌ তরুণৌ" ইত্যাদি। (উদ্যোগপর্ব, ৫৯।১০।)

২৫ 'মহাভারত', বঙ্গবাসী সংস্করণ, উদ্যোগপর্ব, ৫২।১০; সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ ৫২।৯।

২৬ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত 'মহাভারত', হিতবাদী সংস্করণ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, ৫১ম অধ্যায়, ৪৭০ পৃষ্ঠা।

খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন।' এই তৃতীয় ব্যাখ্যাই নীলকণ্ঠের অভিপ্রেত মনে হয়। বৈদ্য মহাশয়ও তাহাই বুঝিয়াছিলেন।[২৭]

'মহাভারতে' অতি স্পষ্ট বাক্যে বিবৃত হইয়াছে যে, খাণ্ডববনদাহ পনর দিন ধরিয়া হইয়াছিল।

"তদ্বনং পাবকো ধীমন্ দিনানি দশ পঞ্চ চ।
দদাহ কৃষ্ণপার্থাভ্যাং রক্ষিতঃ পাকশাসনাৎ॥"[২৮]

'হে ধীমান্, কৃষ্ণ এবং পার্থকর্ত্তৃক ইন্দ্র হইতে পরিরক্ষিত হইয়া অগ্নি পঞ্চদশ দিনে সেই বন দগ্ধ করিয়াছিল।' সুতরাং খাণ্ডববনদাহে হুতাশনের তেত্রিশ বৎসর লাগিয়াছিল, এ কথা সত্য নহে। যে সময়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে ঐ উক্তি করিয়াছিলেন, সে সময়ের—কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের উদ্যোগকালের—তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে খাণ্ডবদাহ হইয়াছিল, এ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। কিঞ্চিৎ পরে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইবে। ঐ সকল কারণে আমরা প্রথম ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে পাওয়া যায়, খাণ্ডবারণ্যদাহের সময়ে মহাবীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স ৩৩ বৎসর হইয়াছিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় "ত্রয়স্ত্রিংশৎসমাহূয়" বাক্যের ভিন্নার্থ করিয়াছেন।[২৯] নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যাকে তিনি "হেয়" বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তন্মতে, 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ'=তেত্রিশ দেবতা, 'সমাহূয়'=আহ্বান করিয়া। তেত্রিশ দেবতা বুঝাইতে তেত্রিশ সংখ্যার প্রয়োগ অসঙ্গত নহে। কিন্তু উহার দৃষ্টান্ত 'মহাভারতে'র অপর কুত্রাপি পাই নাই। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে খাণ্ডববন দাহের সময়ে অর্জ্জুনের বয়স ৫৫ বৎসর ছিল।

খাণ্ডববনদাহের প্রাক্কালে অগ্নির প্রার্থনায় বরুণ অর্জ্জুনকে সুদিব্য গাণ্ডীব ধনু, তথা অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং কপিধ্বজ রথ প্রদান করেন।[৩০] তদবধি গাণ্ডীব ধনু বরাবর তাঁহারই নিকটে ছিল। মহাপ্রস্থানের পরই উহা অগ্নিকে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল।[৩১] উত্তরগোগৃহের যুদ্ধের প্রারম্ভে বৃহন্নলাছদ্মবেশী অর্জ্জুন বিরাটরাজপুত্র উত্তরের নিকট গাণ্ডীব ধনুর পুরাতন কাহিনী বিবৃত করেন।

"এতদ্বর্ষসহস্রন্তু ব্রহ্মা পূর্ব্বমধারয়ৎ।
ততোহনন্তরমেবাথ প্রজাপতিরধারয়ৎ॥

২৭। 'হিন্দী মহাভারত মীমাংসা'।

২৮। 'মহাভারত', আদিপর্ব্ব, ২২৮।৪৬; আরও দেখুন, ২৩৪।১৫। এই বিষয়ে লেখকের "মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, ২৬১-২ পৃষ্ঠা)।

২৯। তিনি লিখিয়াছেন, "ত্রয়স্ত্রিশদিতি বিভক্তিলোপ আর্ষঃ। দ্বাদশাদিত্যাঃ, একাদশ রুদ্রাঃ, অষ্টৌ বসবঃ, ধাতা, ইন্দ্রশ্চেতি ত্রয়স্ত্রিংশতং সুরান্ খাণ্ডবে সমাহূয়" ইত্যাদি।

৩০। 'মহাভারত' আদিপর্ব্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২২৫।৪; সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ; ২১৮।৬।

৩১। ঐ, মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব, ১।৩৪।

ত্রীণি পঞ্চশতঞ্চৈব শক্রোঽশীতিঞ্চ পঞ্চ বৈ।
সোমঃ পঞ্চশতং রাজা তথৈব বরুণঃ শতম্ ॥
পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ ।।" [৩২]

'প্রথমে ব্রহ্মা উহা (গাণ্ডীব ধনু) সহস্র বর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রজাপতি ৫০৩ বর্ষ, ইন্দ্র ৮৫ বর্ষ, চন্দ্র ৫০০ বর্ষ,[৩৩] রাজা বরুণ ১০০ বর্ষ এবং শ্বেতবাহন অর্জ্জুন ৬৫ (?) বর্ষ উহা পর পর ধারণ করিয়াছিলেন।'

টীকাকার নীলকণ্ঠ মনে করেন যে, এইখানে ব্রহ্মাদির বেলায় "বর্ষ" শব্দে 'দৈব বর্ষ' বুঝিতে হইবে। হিন্দু জ্যোতিষের মতে, মানুষের এক সৌর সংবৎসরে দেবতাদিগের এক দিন; ৩৬০ সৌর সংবৎসরে এক দৈব বর্ষ। সুতরাং ব্রহ্মাদির বেলায় মূলের বর্ষ শব্দ ৩৬০ সৌর সংবৎসরাত্মক। কিন্তু পার্থের বেলায় "বর্ষ" শব্দ "বৃষ্টিপর," সুতরাং 'অর্দ্ধসংবৎসরাত্মক' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।[৩৪] বর্ষ শব্দ বৃষ্টিপর হইতে পারে। 'আশ্বলায়ন শ্রুতি', 'অমরকোষ' এবং 'মেদিনীকোষে'র প্রমাণ সাহায্যে নীলকণ্ঠ তাহা নিশ্চিতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার মতে, উত্তরগোগৃহ-যুদ্ধের পূর্বে ৩২½ বৎসর যাবৎ গাণ্ডীব ধনু অর্জ্জুনের নিকট ছিল।

নীলকণ্ঠ এ বিষয়ে জনৈক প্রাচীন টীকাকারের ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মতে গাণ্ডীব ধনু অর্জ্জুনের নিকট প্রকৃত পক্ষে ৬৫ সংবৎসর ছিল। কিন্তু ঐ কালের সমস্তটাই উত্তরগোগৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী নহে। কতকটা পরবর্ত্তীও। এই অতীত এবং অনাগত উভয় কাল একত্রে লইয়া মোট ৬৫ সংবৎসর পার্থ গাণ্ডীব ধনু ধারণ করিয়াছিলেন। "পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ" ইত্যাদি বাক্যে বৃহন্নলা তাহাই উত্তরকে বিবৃত করিয়াছিলেন। ইহাই ঐ প্রাচীন টীকাকারের অভিমত।

নীলকণ্ঠ ঐ প্রাচীন ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, উহা সত্য হইলে, মূলে "অধারয়ৎ" ('ধারণ করিয়াছিল') এই অতীত কাল প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয়তঃ বৃহন্নলা (অর্জ্জুন) পার্থের আয়ুষ্কাল জানিতেন, এ কথা কল্পনা করিয়া লইলেও ঐ প্রাচীন ব্যাখ্যাতা কি প্রকারে তাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। কার্য্যতঃ তাহা প্রতিপাদন করাও যায় না। সুতরাং নীলকণ্ঠ বলেন, তাঁহার ব্যাখ্যা সমাদরযোগ্য কি না বিচার্য্য। অপর পক্ষে তিনি বলেন, তৎকৃত ব্যাখ্যানু-

---

৩২। ঐ, বিরাট পর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪৩।৫-৬; সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ৩৯।৫—৬½।

৩৩। 'ষট্শতং"=১০৬, এই প্রকার বৈদিক প্রয়োগও 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। (বিরাট পর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২৩।৩৩)। সুতরাং "পঞ্চশতং" শব্দে ১০৫ও বুঝাইতে পারে। এই অর্থ গ্রহণ করিলে পাওয়া যায়, প্রজাপতি ১০৮ এবং সোম ১০৫ বৎসর গাণ্ডীবধনু ধারণ করিয়াছিলেন।

৩৪। "অত্র ব্রহ্মাদীনাং বর্ষাণি দেবমানেনৈব জ্ঞেয়ানি, যো হ্যস্মাকং সৌরঃ সংবৎসরঃ, স তেষামেকং দিনমিতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধম্। পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিং চেত্যত্র তু বর্ষশব্দো বৃষ্টিপরঃ তথা চ সংবৎসরে বর্ষদ্বয়ং জায়তে।"—(নীলকণ্ঠ)।

যায়ী ৩২½ বৎসরের হিসাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৩ বৎসর দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় হেতু বনবাসে ও অজ্ঞাতবাসে এবং ১২ বৎসর দ্রৌপদীবিষয়ক ব্রতভঙ্গাপরাধজনিত বনবাসে ব্যতীত হইয়াছিল। বাকী ৭½ বৎসর দিগ্বিজয়, রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতিতে কাটিয়াছিল।

যাহা হউক, "পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি" বাক্যের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া নীলকণ্ঠ "ত্রয়স্ত্রিংশৎসমাহ্বয়" বাক্যের তদ্গৃহীত ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উভয় বাক্যেরই তৎকৃত ব্যাখ্যার সার মর্ম্ম এই, যুদ্ধোদ্যোগের ৩৩ বৎসর পূর্বে খাণ্ডবদাহ হইয়াছিল। এই সামঞ্জস্য দেখিয়াই বৈদ্য মহাশয় নীলকণ্ঠের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু নীলকণ্ঠের অনুমান বিচারসহ নহে। আমরা ক্রমে তাহা দেখাইব।

একই বাক্যের প্রথম পাঁচ স্থলে 'বর্ষ' শব্দ একার্থক, শেষ এক স্থলে ভিন্নার্থক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে কেন, তাহার কোন যুক্তি নীলকণ্ঠ দেন নাই। যে হিসাব মিলাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ঐ প্রকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার লেখা হইতে বোধ হয়, সে হিসাব ভুল। দ্রৌপদী বিষয়ে পঞ্চ পাণ্ডবেরা নিজেদের মধ্যে যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, দৈবক্রমে মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুনকে উহা ভঙ্গ করিতে হয়। সেই অপরাধে তাঁহাকে ১২ বৎসর বনবাস করিতে হইয়াছিল। খাণ্ডবদাহের, সুতরাং গাণ্ডীব ধনু লাভের পূর্বেই ঐ ঘটনা ঘটে; পরে নহে। অতএব নীলকণ্ঠের প্রদত্ত হিসাব গ্রাহ্য নহে। সুতরাং প্রাচীন ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে নীলকণ্ঠ-কৃত দ্বিতীয় শঙ্কা তাঁহার বিরুদ্ধেও করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এই বিষয়ে নীলকণ্ঠের মত এবং তদুল্লিখিত প্রাচীন মত, উভয়ই ভ্রান্ত। কেন না, উত্তরগোগৃহযুদ্ধের পূর্বে গাণ্ডীব ধনু অর্জ্জুনের নিকট ১৫ বৎসরের বেশী থাকিতে পারে না। এবং তৎপরে তিনি ৩৬ বৎসর উহা ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা প্রমাণ করা যায়। যথা—

(ক) খাণ্ডববনদাহের পূর্বে অর্জ্জুন সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত পক্ষে দ্রৌপদীবিষয়ক ব্রতভঙ্গাপরাধজনিত বনবাসকালের শেষ ভাগে অর্জ্জুন দ্বারকায় গিয়া সুভদ্রাকে হরণ করত বিবাহ করেন। বিবাহের পর অর্জ্জুন কিছু কাল দ্বারকাতে এবং কিছু কাল পুষ্করে বাস করেন। তৎপরে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।[৩৫] ঐ সময়ে সুভদ্রা বরাবর তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। কেন না, বাড়ী ফিরিয়া তিনি যখন মাতা কুন্তী ও পত্নী দ্রৌপদীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখনও "লাল চেলী পরা" সুভদ্রা তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন, দেখা যায়।[৩৬] অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়াছেন শুনিয়া দ্বারকা হইতে বলরাম ও কৃষ্ণ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ এবং অন্যান্য লোকজন সমভিব্যাহারে নানাবিধ যৌতুক লইয়া তথায় আগমন করেন। "বহুদিন" আনন্দে ও উল্লাসে ব্যতীত করিয়া, বলরাম অপরাপর সকলকে লইয়া দ্বারকা যাত্রা করেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রিয়সখা অর্জ্জুনের

৩৫। 'মহাভারত,' আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২২১।১৩। সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ২১৪ অধ্যায়।

৩৬। ঐ, আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২২১।১৯।

নিকট থাকিয়া যান। তাঁহারা কখন কখন যমুনা নদীর তীরে মৃগয়া করিতে যাইতেন। অতি আমোদ আহ্লাদের মধ্যে তাঁহাদের দিন কাটিতেছিল। ঐ সময়ে বীর বালক অভিমন্যুর জন্ম হয়।[৩৭] তাহার কিছু দিন পরে গ্রীষ্মকালসমাগমে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, সুহৃদ্‌বর্গাদি সহ প্রতিদিন যমুনায় জলবিহার করিতে যাইতেন।

"ততঃ কতিপয়াহস্য বীভৎসুঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ।
উষ্ণানি কৃষ্ণ বর্ত্তন্তে গচ্ছাবো যমুনাং প্রতি॥" ইত্যাদি।[৩৮]

তথায় এক দিন একান্তে অগ্নি তাঁহাদের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া খাণ্ডববনদাহে সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনন্তর কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে উহা প্রকৃতই সম্পাদিত হয়। এইরূপে দেখা যায়, খাণ্ডবারণ্যদাহের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অভিমন্যুর জন্ম হয়।[৩৯] ঐ সময়টা উর্দ্ধতম পক্ষে কত হইতে পারে, তাহাও একপ্রকার অনুমান করা যায়। উহা আট মাসের বেশী হইতে পারে না। কেন না, বর্ষাকালে মৃগয়া সম্ভব নহে। সুতরাং কৃষ্ণার্জ্জুন বর্ষান্তে যমুনা নদীর তীরে মৃগয়ায় যাইতেন; তৎপূর্বে নহে ধরা যায়। বর্ষান্ত হইতে গ্রীষ্মসমাগম আট মাস মাত্র। অথবা বর্ষাকালে মৃগয়া করিতেন ধরিলে, ঐ সময়ের পরিমাণ ৯ কি ১০ মাস হয়। খাণ্ডবদাহের ঠিক আট, কি দশ মাস পূর্বে অভিমন্যুর জন্ম হইয়াছিল, এ কথা আমরা বলিতেছি না। যখন কুরুক্ষেত্র-মহাসমর হয়, তখন বীর বালক অভিমন্যু ১৬ বৎসরে পড়িয়াছে।

"তস্যায়ং ভবিতা পুত্রো বালো ভুবি মহারথঃ।
ততঃ ষোড়শবর্ষাণি স্থাস্যত্যমরসত্তমাঃ॥
অস্য ষোড়শবর্ষস্য স সংগ্রামো ভবিষ্যতি।"[৪০]

'ইনি তাঁহারই (অর্জ্জুনেরই) পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। বাল্যকালেই তিনি মহারথ বলিয়া জগতে প্রখ্যাত হইবেন। হে দেবগণ! তিনি ষোল বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। তিনি ষোল বৎসরে পড়িলে সেই যুদ্ধ (কুরুক্ষেত্র-মহাসমর) হইবে।' উত্তরগোগৃহযুদ্ধের কয়েক মাস পরেই মহাসমর আরম্ভ হয়। পূর্বোক্ত যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার পরিণয় হয়। বিবাহের পর সপ্তম মাসে অভিমন্যু নিহত হন। উত্তরা বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—

"এতাবানিহ সংবাসো বিহিতস্তে ময়া সহ।
ষণ্মাসান্ সপ্তমে মাসি ত্বং বীর নিধনং গতঃ॥"[৪১]

৩৭। ঐ, ২২১। ৬৫-৬। ৩৮। ঐ, ২২২।১৪।

৩৯। কৃষ্ণার্জ্জুনের জলবিহারে সুভদ্রাও যোগ দিতেন। (আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২২২।২৩, সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ২১৫।২৬), দ্রৌপদীবিষয়ক ব্রতভঙ্গের নিমিত্ত অর্জ্জুনের বনবাসকালের শেষ ভাগে অর্জ্জুন সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। সুতরাং ঐ বনবাস খাণ্ডবদাহের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। নীলকণ্ঠ অন্যথা বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

৪০। 'মহাভারত,' আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬৭।১১৭। সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ৬২।১১৮।

৪১। ঐ, স্ত্রীপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২০।২৮।

সুতরাং উত্তরগোগৃহযুদ্ধের ছয় মাস পরে মহাসমর হয়। অতএব খাণ্ডববনদাহের সময় হইতে উত্তরগোগৃহযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত পনর বৎসরের অধিক হইতে পারে না।

(খ) খাণ্ডববনদাহের অবসানে সুপ্রসিদ্ধ দানব শিল্পী ময়, কৃষ্ণকর্ত্তৃক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এক অপূর্ব সুন্দর সভা নির্ম্মাণ করিতে আদিষ্ট হন। তিনি সানন্দচিত্তে উহাতে সম্মত হন। চৌদ্দ মাসে ("মাসৈঃ পরিচতুর্দ্দশৈঃ")[৪২] তিনি ঐ মহৎ কার্য্য শেষ করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ঐ সভায় প্রবেশ করিবার পর দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে বলেন। পরমর্ষি দ্বৈপায়ন এবং কৃষ্ণ ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তখন যুধিষ্ঠির ঐ যজ্ঞ করিতে মনস্থ করেন। উহা সম্পন্ন করিতে কত সময় লাগিয়াছিল, তাহা বিবৃত হয় নাই। জরাসন্ধবধ, দিগ্বিজয় ও যজ্ঞক্রিয়া, সমস্ত ব্যাপারগুলিতে মোটামুটি বৎসরেক কাল লাগিয়াছিল ধরিলে বেশী হয় না, বরং অতি কমই হয়। ঐ যজ্ঞের তের বৎসরাধিক পরে উত্তরগোগৃহের যুদ্ধ হয়। এই প্রকারেও পাওয়া যায় যে, খাণ্ডবারণ্য দাহের পনর বৎসর পরে ঐ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটা শঙ্কা করা যাইতে পারে। 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে, রাজসূয় মহাযজ্ঞান্তে অভিমন্যু দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত পার্বতীয় রাজাদিগকে পৌঁছাইতে গিয়াছিলেন।

"দ্রৌপদেয়াঃ সসৌভদ্রাঃ পার্বতীয়ান্ মহীপতীন্ ॥

অন্বগচ্ছৎ..................।"[৪৩]

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত মতে ঐ সময়ে অভিমন্যুর বয়স আড়াই বৎসরের বেশী হইতে পারে না। আড়াই বৎসরের শিশুর পক্ষে রাজাদিগকে পৌঁছাইতে যাওয়া সম্ভব কি? ঐ সময়ে অভিমন্যু বড় হইয়াছিল অনুমান করিলে একটা সামঞ্জস্য হইতে পারে বটে। মৃত্যুসময়ে অভিমন্যু ষোল বৎসরে পড়িয়াছিল, এই বচনের সঙ্গে ঐ অনুমানের বিরোধ হয়। যুদ্ধকালে দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অভিমন্যু যে অপ্রাপ্তযৌবন শিশু বা "বালক"মাত্র ছিল, তাহার বহু প্রমাণ 'মহাভারতে' পাওয়া যায়।[৪৪]

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মনে করেন, "পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি"—পঞ্চানি বর্ষাণি চ ষষ্টিং বর্ষাণি চ। প্রথম 'বর্ষ' শব্দের অর্থ 'সংবৎসর'; দ্বিতীয় 'বর্ষ' শব্দের অর্থ 'ঋতু'। বৎসরে ছয় ঋতু। সুতরাং ৬০ ঋতুতে ১০ বৎসর। সুতরাং এইরূপে পাওয়া যায়, অর্জ্জুন পনর বৎসর গাণ্ডীব ধারণ করিয়াছিলেন।

'বর্ষ' শব্দ যে ছয় মাসাত্মক হইতে পারে, তাহার প্রমাণ নীলকণ্ঠ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু 'ঋতু' অর্থেও যে উহা প্রযুক্ত হইত, তাহার কোন প্রমাণ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় দেন নাই। তিনি মনে করেন যে, ঐ প্রকার উভয়পর অর্থই মহাভারতকারের অভিপ্রেত ছিল। "পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ" এই দ্বিপদ প্রয়োগ হইতেই তাহা বুঝা যায়। অন্যথা,

৪২। ঐ, সভাপর্ব, ৩।৩৭। ৪৩। সভাপর্ব, ৪৫।৪৯।

৪৪। আদিপর্ব, ১।১৯১; উদ্যোগপর্ব, ৪৮।২৭, ৩৩; ৫০।৪২। দ্রোণপর্ব, ৪৮।৩২, ৩২।২১-৩।

তিনি 'পঞ্চষষ্টিঞ্চ' বলিতেন। এই যুক্তি একেবারেই নিঃসার। ঐ বাক্যের কিঞ্চিৎ পূর্বেই ৮৫ বুঝাইতে মহাভারতকার 'পঞ্চাশীতি' না বলিয়া "অশীতিঞ্চ পঞ্চ চ" বলিয়াছেন। ছন্দের খাতিরেই তাঁহাকে পদ ভাগ করিতে হইয়াছে।

আমাদের মনে হয়, "পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ" উক্ত শ্লোকের শেষাংশের এই প্রচলিত পাঠ ভুল। প্রাচীন আচার্য্যগণ উহাকে বিনা সন্দেহে শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। সেই হেতু নানা প্রকারে কষ্টকল্পনা করিয়া এবং গোঁজামিল দিয়াও উহার অর্থসামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। আধুনিক টীকাকারের কল্পনা আরও উদ্ভট। সত্য বটে, ঐ পাঠ অনেক পুরাতন। টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি ১৫০০ শক-প্রায়কালে জীবিত ছিলেন। সুতরাং প্রায় চারি শত বৎসর ধরিয়া উহা প্রচলিত আছে। তথাপি অর্থসামঞ্জস্য হয় না বিধায় উহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। উহাকে দুই প্রকারে সংশোধন করা যায়। যথা,—

(১) "পার্থঃ পঞ্চদশৈঞ্চব বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ।"

(২) "পার্থঃ হি পঞ্চ চৈকঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ।"

ইহাদের যে-কোনটি দ্বারা অর্থসঙ্গতি হয়। "পঞ্চ চৈকঞ্চ"=১৫, এই প্রয়োগ 'মহাভারতে' আছে। আমরা ইতিপূর্বে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি।[৪৫] এই প্রকার সংশোধনে মূলের ছন্দোভঙ্গ হয় না।[৪৬] প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে, প্রচলিত পাঠ ও আমাদের সংশোধিত পাঠের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। লেখকের ভ্রমে "পঞ্চদশৈঞ্চব" বা "হি পঞ্চ চৈকঞ্চ" স্থলে "পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ" হওয়া অসম্ভব নহে। তাহাতে মনে হয়, সংশোধিত পাঠদ্বয়ের একটি আদিতে 'মহাভারতে'র প্রকৃত পাঠ ছিল। লেখকদোষে উহা প্রচলিত পাঠে পরিণত হইয়াছে।

রাজসূয় যজ্ঞ হইতে চৌদ্দ বৎসরে, সুতরাং উত্তরগোগৃহযুদ্ধের কয়েক মাস পরে মহাযুদ্ধ বাধে। তাহার ছত্রিশ বৎসর পরে মহাবীর অর্জ্জুন মহাপ্রস্থান করেন। 'মহাভারতে' উহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। নরসিংহ স্বামী লিখিয়াছেন, মহাযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির ১৫ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাধীন থাকিয়া এবং ৩৬ বৎসর স্বতন্ত্রভাবে, মোট ৫১ বৎসর রাজত্ব করেন।[৪৭] এ কথা সত্য নহে। মহাযুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরেই যুধিষ্ঠির রাজ্য ত্যাগ করত মহাপ্রস্থান করেন। কুরুক্ষেত্রমহাযুদ্ধের অবসানে পুত্র-শোকাতুরা গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে,—

"ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন।
হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ॥
কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি॥"[৪৮]

৪৫। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৪৪৩ বঙ্গাব্দ।

৪৬। প্রচলিত পাঠের ছন্দঃও নির্দোষ। প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণ যে উহাকে সন্দেহ করেন নাই, তাহার একটি কারণ ইহা হইতে পারে।

৪৭। S. P. L Narasimha Swami, "The Kaliyuga, Yudhisthira and Bharatayuddha Eras," *Indian Antiquary*, Vol. 40, pp. 16৭.

৪৮। স্ত্রীপর্ব্ব, ২৫।৪৪।

'হে মধুসূদন! ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর সমুপস্থিত হইলে তুমিও নিশ্চয়ই জ্ঞাতি, অমাত্য এবং পুত্রহারা হইয়া বনচারী হওত অতি কুৎসিত উপায়ে নিধন প্রাপ্ত হইবে।' ঐ অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। বস্তুতই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ হইতে ছত্রিশ বৎসরে বৃষ্ণি-বংশ মদের নেশায় উন্মত্ত হইয়া আত্মকলহে ধ্বংস হয়। তদ্দৃষ্টে নিবিণ্ণ হইয়া কৃষ্ণ তপস্যার্থ গহন বনে গমন করেন।[৪৯] তথায় ব্যাধশরে আহত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

"ষট্‌ত্রিংশেঽথ ততো বর্ষে বৃষ্ণীনামনয়ো মহান্।
অন্যোন্যং মুষলৈস্তে তু নিজঘ্নুঃ কালচোদিতাঃ॥"[৫০]
"বিমৃশন্নেব কালং তং পরিচিন্ত্য জনার্দনঃ।
মেনে প্রাপ্তং স ষট্‌ত্রিংশং বর্ষং বৈ কেশিসূদনঃ॥
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী হতবান্ধবা।
যদনুব্যাজহারার্ত্তা তদিদং সমুপাগমৎ॥"[৫১] ইত্যাদি।

ঐ ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরে হস্তিনাপুরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিবিধ দুর্নিমিত্ত দেখিয়া কোন মহাদুর্ঘটনার আশঙ্কা করিতেছিলেন।

"ষট্‌ত্রিংশে ত্বথ সম্প্রাপ্তে বর্ষে কৌরবনন্দনঃ।
দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠিরঃ॥"[৫২]

কিয়দ্দিন পরে তিনি ঐ ভীষণ সংবাদ অবগত হন।

ঐ সংবাদ শ্রবণে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সংসার পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ তিনি পত্নী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ধর্ম্ম কামনায় প্রব্রজ্যা করেন।[৫৩] তাহার কিছুকাল পরে মহাবীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন মেরুপর্ব্বতের সন্নিকটে বালুকাময় ভূমিতে দেহত্যাগ করেন।[৫৪]

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কত কাল পরে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন এবং তদনন্তর কত সময়ে অর্জ্জুন প্রাণত্যাগ করেন, এবার তাহা আলোচনা করা যাইবে। 'মহাভারত' হইতে ঐ বিষয়ে কি সন্ধান পাওয়া যায়, দেখিতে হইবে। কুরুপাণ্ডবের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে উহার প্রামাণ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক। সাক্ষাৎভাবে 'মহাভারতে' ঐ বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং পরোক্ষ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

'মহাভারতে' বিবৃত আছে, কৃষ্ণের দেহত্যাগের সপ্তম দিবসে ("সপ্তমে দিবসে প্রায়াৎ") অর্জ্জুন অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় বালকবালিকা এবং নারীগণকে লইয়া দ্বারকা হইতে যাত্রা

৪৯। বনযাত্রার পূর্ব্বে কৃষ্ণ বসুদেবকে বলেন,—"নাহং বিনা যদুভির্যাদবানাং পুরীমিমামশকং দ্রষ্টুমদ্য। তপশ্চরিষ্যামি নিবোধ তন্মে রামেন সার্দ্ধং বনমভ্যুপেত্য॥"—মৌষল পর্ব, ৪।৯

৫০। মৌষল পর্ব, ১।১৩।

৫১। ঐ, ২।২০—১।

৫২। ঐ, ১।১।

৫৩। মহাপ্রস্থানিকপর্ব, প্রথম অধ্যায়।

৫৪। ঐ, ২।১৮।

করেন।[৫৫] পঞ্চনদের পথে আসিতে দস্যুরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। কতিপয়কে হত্যা করে এবং কতিপয়কে ধনরত্ন সহ লুণ্ঠন করে। অবশিষ্ট লোকজন সমভিব্যাহারে তিনি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। এবং তথায় তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থরাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়।[৫৬] এ সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া বিষাদকাতর অর্জ্জুন মহর্ষি ব্যাসের দর্শনার্থ তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানের পর মহর্ষি বলেন, এখন তোমাদের সংসার হইতে যাওয়ার সময় আসিয়াছে।

"গমনং প্রাপ্তকালং ব ইদং শ্রেয়স্করং বিভো।" [৫৭]

অর্জ্জুন তৎপূর্বেই উহা বুঝিয়াছিলেন। দ্বারকা থাকিতেই তিনি বসুদেবের নিকট উহা প্রকাশ করেন।

"রাজ্ঞঃ সংক্রমণে চাপি কালোঽয়ং বর্ত্ততে ধ্রুবম্।
তমিমং বিদ্ধি সম্প্রাপ্তং কালং কালবিদাং বরঃ॥"[৫৮]

ব্যাসাশ্রম হইতে অর্জ্জুন হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার মুখে বৃষ্ণিবংশের আত্মকলহে নিধন ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প করেন। প্রথমে অর্জ্জুন, পরে অপর ভ্রাতৃগণের সমক্ষে তিনি উহা প্রকাশ করেন। তাঁহারা বিনা আপত্তিতে তাহাতে সম্মত হন। তখন পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসাইয়া পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ ধর্ম্মার্থে প্রব্রজ্যা করেন ("প্রব্রজন্ ধর্ম্মকাম্যয়া")।

অর্জ্জুনের দ্বারকা হইতে যাত্রার পর মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ কোন কাজে দীর্ঘসূত্রতা করিয়াছিলেন, মনে হয় না। সমস্ত কাজ তাঁহারা যথাসম্ভব সত্বর সম্পাদন করিয়াছিলেন। কেন না, কৃষ্ণবিরহে তাঁহারা সংসার শূন্য বোধ করিতেছিলেন। প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন।[৫৯] সেই হেতু সংসার ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ অবস্থায় কোন কাজে বৃথা সময়ক্ষেপ সম্ভব নহে। এ সকল বিচার করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণের দেহত্যাগ হইতে মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত ছয় মাস, না হয় বৎসরেক সময় লাগিয়াছিল, ততোধিক নহে। 'ভাগবতে' আছে, অর্জ্জুনের হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় গমন এবং পুনরায় হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত মোট সাত মাস লাগিয়াছিল।[৬০] এই উক্তি কতটা নির্ভরযোগ্য, বলা যায় না। কেন না, কাহিনী হিসাবে 'মহাভারত' এবং অপর পুরাণের সঙ্গে 'ভাগবতে'র এ সম্বন্ধে বহু পার্থক্য আছে।[৬১]

৫৫। মৌষলপর্ব, ৭।৩২। ৫৬। মৌষলপর্ব, ৭ম অধ্যায়। ৫৭। ঐ, ৮।৩২।
৫৮। ঐ, ৭।৪।
৫৯। অর্জ্জুন পরমর্ষি ব্যাসকে বলিয়াছিলেন,—
"ন চেহ স্থাতুমিচ্ছামি লোকে কৃষ্ণবিনাকৃতঃ।"—(মৌষলপর্ব, ৮।১৫)
৬০। 'ভাগবত', ১।১৪।৭।
৬১। যথা, 'ভাগবতে' বিবৃত হইয়াছে যে, বিদুর তীর্থযাত্রায় গমন করিয়া যদুকুলধ্বংস দেখিয়া আসিয়াছিলেন ("যথানুভূতং"), কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নিকট তাহা গোপন করেন (১।১৩।১২); যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পৌত্র

যাহা হউক, আলোচ্য স্থলে সাত মাস লাগা বেশী মনে হয় না। তৎপরে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি ব্যাপারে তিন চারি মাস অতীত হইয়াছিল ধরিলে, পাওয়া যায়, কৃষ্ণের দেহত্যাগের সাত আট মাস পরে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন।

বল্কলাদি ধারণ করতঃ সন্ন্যাসীর বেশে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন এবং যোগযুক্ত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে বহু দেশ, নদী ও সাগর পর্য্যটন করেন।

"যোগযুক্তা মহাত্মানস্ত্যাগধর্ম্মমুপেয়ুষঃ।
অভিজগ্মুর্বহূন্ দেশান্ সরিতঃ সাগরাংস্তথা॥" [৬২]

হস্তিনাপুর হইতে তাঁহারা পূর্বাভিমুখে যাত্রা করেন। ক্রমে "লৌহিত্যে সাগরে"র তীরে সমুপস্থিত হন। নীলকণ্ঠ মনে করেন, উদয়াচলপ্রান্তস্থ সাগরই লৌহিত্য সাগর। তাহা সত্য নহে। 'মহাভারতে'ই আছে, লৌহিত্য নদীবিশেষ। মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশে'ও লৌহিত্য নদীর উল্লেখ আছে।[৬৩] বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র নদেরই প্রাচীন নাম লৌহিত্য। সুতরাং পাণ্ডবগণ পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা দক্ষিণ মুখে চলিতে থাকেন। তদনন্তর লবণসমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া পাণ্ডবগণ ক্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন। অতঃপর আবার আবর্ত্তন করতঃ পশ্চিম দিকে গিয়া, সমুদ্র-পরিপ্লাবিত দ্বারকা নগরী সন্দর্শন করেন। তথা হইতে পুনরায় ঘুরিয়া তাঁহারা উত্তর দিকে গমন করিতে থাকেন। যোগধর্মী পাণ্ডবগণ এইরূপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ("প্রদক্ষিণাং চিকীর্ষন্তঃ পৃথিব্যা যোগধর্মিনঃ")। অতঃপর বরাবর উত্তর দিকে চলিতে চলিতে তাঁহারা হিমালয় পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহা অতিক্রম করিতে করিতে তাঁহারা "বালুকার্ণব" ও মেরুপর্বত দেখিতে পাইলেন।

"দদৃশুর্যোগযুক্তাশ্চ হিমবন্তং মহাগিরিং॥
তং চাপ্যতিক্রমন্তস্তে দদৃশুর্বালুকার্ণবম্।
অবৈক্ষন্ত মহাশৈলং মেরুং শিখরিণাং বরম্॥"[৬৪]

ঐ স্থলে তাঁহারা তাড়াতাড়ি চলিতেছিলেন। সেই সময়ে দ্রৌপদী ধরাতলে নিপতিত হন। ক্রমে যুধিষ্ঠির ব্যতীত অপর পাণ্ডবগণও পথভ্রষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করেন।[৬৫]

এই বর্ণনা পড়িয়া অনায়াসে প্রতীতি হয় যে, পাণ্ডবগণ সমগ্র উত্তরভারত প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। মূলে আছে, তাঁহারা "পৃথিবী' প্রদক্ষিণ করিতে মানস করিয়া-

বজ্রকে মথুরার রাজা করেন (১।১৫।৩৯)। কিন্তু 'মহাভারতে'র মতে, যদুকুলনাশের প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে বিদুর দেহত্যাগ করেন; বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হন। 'ভাগবতে'র অন্যত্র (১১।৩০।৪৮; ১১।৩১।২৫) আছে, বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যাভিষিক্ত করা হইয়াছিল। সুতরাং এ বিষয়ে 'ভাগবত' আত্মবিরোধ করিয়াছে। অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন।

৬২। মহাপ্রস্থানিকপর্ব, ১।৩০।

৬৩। রঘুবংশ, ৪।৮১।

৬৪। মহাপ্রস্থানিকপর্ব, ১।১-২।

৬৫। ঐ, ১-২ অধ্যায়।

ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তকেই পৃথিবী বলা হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে তাঁহারা যান নাই। দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া থাকিলে তাঁহাদিগকে পশ্চিম দিকে যাত্রার পর দ্বারকা পৌঁছিতে উত্তর-পশ্চিম দিকে বা প্রায় উত্তর অভিমুখে চলিতে হইত। কিন্তু বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বরাবর পশ্চিম দিকে চলিয়াই দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখান হইতেই উত্তরাভিমুখে আবর্ত্তন করেন। হিমালয় অতিক্রম করতঃ তাঁহারা মেরুপর্বতের সন্নিকটে "বালুকার্ণবে" গিয়াছিলেন। মধ্য এশিয়ার বালুকাময় মরুভূমি ব্যতীত ঐ বালুকাসমুদ্র আর কিছু নহে। মেরুপর্বত মধ্য এশিয়াতেই। তাঁহারা ঐ স্থলে শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতেছিলেন ("গচ্ছতাং শীঘ্রং") বলাতে ঐ অনুমান আরও দৃঢ় হয়। উত্তপ্ত মরুভূমিতে যাত্রীদিগকে তাড়াতাড়িই পথ অতিক্রম করিতে হয়। এইরূপে দেখা যায়, অর্জ্জুন মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে মেরুপর্বতের সন্নিকটে প্রাণত্যাগ করেন।

সমগ্র উত্তরভারত প্রদক্ষিণপূর্বক হিমালয় অতিক্রম করতঃ মধ্য এশিয়ায় গমন করিতে অবশ্যই দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। পদব্রজেই তাঁহারা পর্য্যটন করিতেছিলেন। কোথাও বিশ্রাম না করিয়া বরাবর চলিতেছিলেন, এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই। তাড়াতাড়ি করার কোন প্রয়োজনও ছিল না। কোন নির্দিষ্ট কালের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার লক্ষ্যও তাঁহাদের ছিল বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। ধর্ম্মার্জনের অভিপ্রায়েই তাঁহারা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন ("প্রব্রজন্ ধর্ম্মকাম্যয়া")। সুতরাং স্থানে স্থানে বিশ্রাম করতঃ সাধন ভজন করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন মনে করাই স্বাভাবিক। অধিকন্তু বালুকার্ণবে পৌঁছিয়া শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতেছিলেন বলাতেই বুঝা যায় যে, তৎপূর্বে তাঁহারা শীঘ্র গমন করেন নাই। সুতরাং মহাপ্রস্থানের পর অর্জ্জুন অন্ততঃ তিন চারি বৎসর জীবিত ছিলেন, বলা যাইতে পারে। ঐ সময়ের কমে সমগ্র উত্তরভারত পদব্রজে প্রদক্ষিণ করত মেরুপর্বত পর্য্যন্ত পৌঁছা যায় কি ?

এইরূপে অর্জ্জুনের জীবিতকালের নিম্ন হিসাব পাওয়া যায়,—

জন্ম	হইতে	খাণ্ডবদাহ	পর্য্যন্ত—৩৩ বৎসর
খাণ্ডবদাহ	"	উত্তরগোগৃহ যুদ্ধ	" —১৫ বৎসর (প্রায়)
উত্তরগোগৃহযুদ্ধ	"	কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ	" — ½ " "
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ	"	মহাপ্রস্থান	" —৩৬ " "
মহাপ্রস্থান	"	দেহত্যাগ	" — ৩ " "
জন্ম	হইতে	দেহত্যাগ	পর্য্যন্ত—৮৭½ বৎসর (প্রায়)

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল গত চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

সদস্য

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	১০	...	৮
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮৩৪	...	৮২৫
(চ)	সহায়ক-সদস্য	২১	...	১৬
		৮৮৮		৮৭২

(ক) আলোচ্য বর্ষে—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় পরলোকগমন করায় বিশিষ্ট-সদস্য-সংখ্যা ১০ স্থানে ৮ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৫। স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সন, ৬। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ৭। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৮। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

আলোচ্য বর্ষে তিন জন বিশিষ্ট-সদস্য প্রস্তাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ব্বাচন ফল অন্য বিজ্ঞাপিত হইবে।

(খ) আলোচ্য বর্ষে আজীবন সদস্য-সংখ্যার কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

১। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৫। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, ৬। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৭। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ৮। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, ৯। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ১০। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ১৩। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, ১৪। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। ইঁহারা অধ্যাপক-সদস্য আছেন—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮৩৪ ছিল। বর্ষ মধ্যে ১৩ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ৪১ সংখ্যক নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির-নির্দ্দেশ অনুসারে ৯২ জন সাধারণ-সদস্যের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। বর্ষ মধ্যে ৯৬ জন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮২৫ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ২১ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষশেষে এই বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৫ জনের স্থিতিকাল ফুরাইয়াছে। এই জন্য এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা এখন ১৬ জন।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—১। আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, ২। ডক্‌টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণ-সদস্য—১। রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, ২। অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, ৩। রায় সাহেব অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। রায় কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ৫। জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী, ৬। রায় বিপিনবিহারী বসু, ৭। রায় বিহারীলাল সরকার বাহাদুর, ৮। ব্রজমোহন বর্ম্মণ, ৯। ভূতনাথ দাস, ১০। ডাক্তার মণিভূষণ ঘোষ, ১১। রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ১২। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায়, ১৩। কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় পরিষদের প্রথম যুগে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বারাণসী শাখা-পরিষদের সভাপতিরূপে ও মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এবং কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র বাহাদুর রমেশ-ভবন সমিতির অন্যতম সম্পাদকরূপে এবং নানা অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

বর্ষমধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ পরলোকগমন করিয়াছেন—

১। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন, ২। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। জে. সি. ব্যানার্জি, ৪। বরদাদাস বসু, ৫। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ৬। রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, ৭। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮। ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

মৃত্যু পর্য্যন্ত ইঁহারা সকলেই পরিষদের সদস্য ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নানা দ্রব্য উপহার দিয়া এবং পরিষদ্‌গ্রন্থ 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়া ও নানাভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের প্রথম যুগে বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। জে. সি. ব্যানার্জ্জি (যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয় নিজব্যয়ে কয়েকজন সাহিত্যিকের তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও চিত্রশালার জন্য দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলোচ্য বর্ষে তাঁহার পিতা ৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক তৈলচিত্র দান করিয়াছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন ১০, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা ৪, (ঘ) বিশেষ অধিবেশন ৭ মোট ২২।

(ক) **ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৮ই শ্রাবণ শনিবার অন্যতম সহকারী সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দার্জিলিঙ্‌ হইতে যে 'নিবেদন' লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা পঠিত হইলে পর, মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রদত্ত ৺রাধানাথ সিকদার এবং ৺শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা হয়, তৎপরে ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ বিজ্ঞাপন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞাপন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—প্রথম মাসিক অধিবেশন—১৩ই আষাঢ় রবিবার, 'বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান,' শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৭এ আষাঢ়, রবিবার, 'দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার', শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, ২৫এ ভাদ্র, শুক্রবার, (ক) 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য' ও (খ) 'পীতাম্বর মিত্র', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন, ২২এ অগ্রহায়ণ, বুধবার, (ক) 'জেমস্ ষ্টুয়ার্ট', (খ) 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন, ৭ই পৌষ, বুধবার, 'বৌদ্ধ অপদান', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, ৫ই মাঘ বুধবার, 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন, ৪ঠা ফাল্গুন, বুধবার। (কোন প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই)

অষ্টম মাসিক অধিবেশন, ৯ই চৈত্র, বুধবার, 'দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবন', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

নবম মাসিক অধিবেশন, ১৯এ চৈত্র, শনিবার, 'হিন্দু জ্যোতিষে শককাল,' ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

দশম মাসিক অধিবেশন, ২৯এ চৈত্র, মঙ্গলবার, 'বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

এই সকল মাসিক অধিবেশনে উক্ত প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত পরিষদের কতিপয় সদস্য ও সাহিত্যিকের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হয়, কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারণ বিজ্ঞাপিত হয়, আলোচ্য বর্ষের সংশোধিত বাজেট বিজ্ঞাপিত হয় এবং একজন সাহিত্যিকের চিত্র-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত বিনোদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমিয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিশ্র ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হন।

(গ) **বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব**—(১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা হয়, (২) ১৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়—প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রার্থনা, কবিতা ও বাণী পাঠ এবং বক্তৃতা হয়; অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু ও শ্রীযুক্ত দিলীপ দাশগুপ্তের কবিতা, ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীযুক্ত মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের বক্তৃতা; শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়ের আবৃত্তি ও বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক গান ও 'মেঘনাদবধকাব্য' হইতে অংশবিশেষ অভিনীত হয়। (৩) ১৯এ চৈত্র শনিবার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় এবং (৪) ২৬এ চৈত্র শনিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ও পাইকপাড়ার রাজবাটীর সম্মিলিত আয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিম-উৎসব সম্পন্ন হয়। বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রীগণ 'বন্দে মাতরম্' গান করিলে পর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভার উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাণী পঠিত হয় এবং কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ বাহাদুর স্বাগত সম্ভাষণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের পর স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের 'বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ,' শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের 'বঙ্কিম-সাহিত্যের রস-বিচার', শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র', শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' এবং শ্রীযুক্তা সোফিয়া খাতুন মহাশয়ার 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাকচি ও শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসুর কবিতা পঠিত হয়। এই অধিবেশনের কার্য্যারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিম-প্রদর্শনী হয়। স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন।

(ঘ) **বিশেষ অধিবেশন**—(১) ২২এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবারের অধিবেশনে মহারাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'ধ্রুপদ সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা' পাঠ করেন এবং সঙ্গীত আলাপ করেন। (২) ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর সভাপতিত্বে ২০এ আষাঢ় রবিবারের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় "একই কথার বা একরূপ ধ্বন্যাত্মক কথার বিপরীতার্থ বিষয়ে মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (৩) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৭ই আশ্বিন রবিবারের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় "সিন্ধু সভ্যতা" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'র অন্তর্গত প্রথম বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন করিয়া বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন। (৪) ২১এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন হয়। শোক-প্রস্তাব এবং স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী বক্তৃতা করেন। (৫) মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুরের সভাপতিত্বে ৩রা পৌষ শনিবার স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহের চিত্র-প্রতিষ্ঠা সভা হয়। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বক্তৃতা করেন। (৬) ৮ই ফাল্গুন রবিবার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন হয়। শোকজ্ঞাপক প্রস্তার এবং স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব ব্যতীত স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু একটি কবিতা পাঠ করেন। (৭) ২০এ চৈত্র রবিবার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় "বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'র অন্তর্গত প্রথম বক্তৃতা করেন।

উৎসবাদি

(ক) **পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব**—প্রতিষ্ঠা-দিবস ৮ই শ্রাবণ, কিন্তু ঐ দিন বার্ষিক অধিবেশন হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে ৯ই শ্রাবণ রবিবার এই উৎসব হয়। সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমবেত সভামণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার চিত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত পুস্তক (আধুনিক ও দুষ্প্রাপ্য) প্রাচীন পুথি, পুস্তকাধার প্রভৃতি উপহারগুলি প্রদর্শিত হয়। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবৃত্তি, কুমারী দীপিকা দের মণিপুরী ও সাঁওতালী নৃত্য, বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রিগণের গান, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান এবং শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও কুমারী উমা বসুর গানের পর জলযোগান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়। এই উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা সঙ্গীতাদির দ্বারা সমবেত সজ্জনগণের মনোরঞ্জনে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে এবং উপহারদাতৃগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

(খ) ৯ই আশ্বিন শনিবার সন্ধ্যায় বঙ্গীয় রাজসরকারের মন্ত্রিগণকে এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণকে এক প্রীতি-সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। পরিষদের নানা বিষয়ের অভাবের বিষয় সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত হইলে মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় বলেন, বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে পরিষৎ সর্ব্বতোভাবে সাহায্যের দাবী করিতে পারেন এবং তাহা ন্যায়সঙ্গত এবং এ বিষয়ে সমবেত চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই উপলক্ষে জলি গার্লস্ এসোসিয়েশনের বালিকাগণ সঙ্গীতাদি করেন। জলযোগান্তে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

(গ) পরিষদের রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করায় ৩০এ ফাল্গুন সোমবার রমেশ-ভবন সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়াকে রমেশ-ভবন সমিতির সহিত একযোগে এক সান্ধ্য-সম্মিলনে সংবর্দ্ধনা করা হয়। পরিষদের পক্ষে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এবং রমেশ-ভবন সমিতির পক্ষে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়াকে অভিনন্দিত করেন। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এবং কার্য্য পরিদর্শনাদির জন্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার

মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সান্ধ্য-সম্মিলন উপলক্ষে ভারতী বিদ্যালয়ের ছাত্রিগণের নৃত্য ও গীত হইয়াছিল এবং জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

ভারত-গৌরব আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিয়োগ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে আলোচ্য বর্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি ১৩২৩।২৪।২৫ বঙ্গাব্দে পরিষদের সভাপতি ছিলেন, এবং ১৩০৭, ১৩২৬, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে সহকারী সভাপতিরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি যখন সভাপতি ছিলেন সেই সময় পরিষদের নানা বিষয়ে উন্নতি সাধনের মধ্যে পরিষদে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা লোকশিক্ষার্থ বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার প্রবর্ত্তন করেন। পরিষৎকে তিনি কি ভাবে দেখিতেন তাহা তিনি তাঁহার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে সেই অভিভাষণের একাংশ উদ্ধৃত হইল।—

"সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহারস্বরূপে দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যে শেষ উইল করিয়া গিয়াছেন, সে সময়ে পরিষৎকে ভুলেন নাই। পরিষদের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার সৌকর্য্যার্থে পরিভাষা প্রণয়নের জন্য তিনি পরিষৎকে তিন হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট বিশেষরূপ সাহায্য প্রাপ্তির ভরসা পাইয়াছেন। বহুদিন হতে পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা, পুস্তকাদির সংরক্ষণের উপযুক্ত আধারাদির অভাবের কথা এবং রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য অর্থাভাবের কথা কার্য্যবিবরণে বর্ষের পর বর্ষে উল্লেখ করা হইয়াছে। বঙ্গীয় রাজসরকারকে আলোচ্য বর্ষে এই সকল অভাবের বিষয় জানাইয়া তাহার জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া হইয়াছিল। অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গীয় রাজসরকার পরিষদের উক্ত আবেদনের ফলে (ক) রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য, (খ) পরিষদ্ মন্দির সংস্কার

করিবার জন্য, এবং (গ) আসবাব আদি প্রস্তুত করিবার জন্য ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা বাজেটভুক্ত করিয়াছেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষ মধ্যেই এই টাকা হস্তগত হইবে।

রাজসরকার পরিষৎকে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বহুদিন হইতে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা দান করিয়া আসিতেছিলেন। সরকারের বিগত ব্যয়-সঙ্কোচ-নীতির ফলে গত বর্ষ পর্য্যন্ত পরিষৎকে ঐ টাকার শত-করা ১০৲ হারে বাদ দিয়া ১০৮০৲ দেওয়া হইত। আলোচ্য বর্ষ হইতে রাজসরকার পরিষদের পক্ষে উক্ত ব্যয়-সঙ্কোচ-নীতি প্রত্যাহার করিয়া বার্ষিক ১২০০৲ দানের আদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গীয় রাজসরকার গ্রন্থপ্রকাশের জন্য তিন বছর (১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৯-৪০) পরিষৎকে উক্ত ১২০০৲ টাকার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার আদেশ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব স্থায়ী আদেশ, ১২০০৲ টাকার দ্বিগুণ ২৪০০৲ ব্যয় করিতে পরিষৎ বাধ্য।

পরিষৎ বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই সকল আদেশের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

১২৪৫ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হইল। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে ও বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসব করিবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল—

(১) আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিক-উৎসব পাইকপাড়া রাজবাটীর সহযোগিতায় উক্ত রাজবাটীতে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই উৎসবের জন্য যে বিপুল ব্যয় হইয়াছে তাহা পাইকপাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ স্বয়ং বহন করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

(২) বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে এবং বঙ্গের বাহিরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্য পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরে অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করা হয়। তাহার ফলে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বৈঠকখানাটি আছে—যেখানে বসিয়া তিনি তাঁহার যুগান্তরকারী সাহিত্যসাধনা করিতেন—তাহা অতি জীর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহার ½ অংশের মালিক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম দৌহিত্র এডভোকেট

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ¾ অংশের মালিক কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন। এই সম্মেলন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ত্রিচতুর্থাংশ, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য তিন জন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অংশ সম্প্রতি পরিষদ্‌কে দান করিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন তাঁহাদের সকল স্বত্ব পরিষদ্‌কে দান করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ অধিবেশনে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। অতি শীঘ্রই এই দানপত্রও রেজেষ্টারী করা হইবে। এই বৈঠকখানাটির বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়। প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিলে ইহার সংস্কারসাধন সম্ভব নহে। গত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিক সভায় এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া এডভোকেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় ১০০৲ টাকা সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং পরিষদ্‌কে এই বৈঠকখানাটি সংরক্ষণের জন্য ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই দানের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ও ২০৲ সাহায্য পাঠাইয়াছেন। দেশবাসী বাঙ্গালীর পুণ্যতীর্থ-সংস্কার করিবার জন্য মুক্তহস্ত হইবেন—ইহা আমরা সাগ্রহে আশা করি।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনের সময় বর্ত্তমান বর্ষের ১০।১১।১২ই আষাঢ়। পরিষৎ ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং ঐ দিবসত্রয় সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থের জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এই সঙ্কল্পের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই সংস্করণে থাকিবে (১) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলি, (২) তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং (৩) অপ্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধাদি ও চিঠিপত্র। গ্রন্থের সাধারণ ভূমিকা লিখিবেন—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিবেন—স্যর্ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। এই বিষয়ে বিস্তৃত অনুষ্ঠানপত্র সদস্যগণের নিকট পূর্ব্বেই বিতরিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রায় চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অন্য একখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং এক মাসের মধ্যে আরও দুইখানিও মুদ্রিত হইবে। অপর খণ্ডগুলি পর পর প্রকাশিত হইবে।

ঝাড়গ্রামরাজ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কে আর একটি আনন্দের সংবাদ জানাইতেছি। ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর পরিষদ্ কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া এবং পরিষৎ এ পর্য্যন্ত যে সকল মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ সম্যক্ আলোচনা করিয়া, ঊনবিংশ শতকের এবং

তৎপরবর্ত্তী যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশে পরিষদের হস্তে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দান করিয়া একটি ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করেন। আলোচ্য বর্ষে এই দান সম্পর্কে সর্ত্তাদির আলোচনার পর কুমার বাহাদুরের প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান বর্ষে গত ১১ই, মে তারিখে এই দান পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পত্র ও দানের সর্ত্ত পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। কুমার বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে প্রথমেই এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পরে এই তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইবে, ঝাড়গ্রামরাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের প্রস্তাবে তাহাই স্থির হইয়াছে। কুমার বাহাদুরের উক্ত পত্রে পরিষদের এই গ্রন্থ-প্রকাশের বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে। লালগোলার মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পরে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য পরিষৎকে এত টাকা কেহ দান করেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বঙ্গ-সাহিত্যামোদিগণ কুমার বাহাদুরের নিকট এই জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় জ্ঞাপন করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। মেদিনীপুরবাসিগণ কর্ত্তৃক বিদ্যাসগর-গ্রন্থাবলী প্রকাশের বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন আই. সি. এস. মহাশয়ের উদ্যম ও চেষ্টার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী প্রকাশ বিষয়ে তিনি তদনুরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া ঝাড়গ্রামরাজকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করেন। সৎসাহিত্য প্রকাশে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের এই আগ্রহ ও চেষ্টা দেশবাসী সকলেই এবং পরিষৎ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। পরিষৎ তাঁহাকে এই সূত্রে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

১০০০০৲ দানের জন্য পরিষদের নিয়মানুসারে ঝাড়্গ্রামরাজ পরিষদের "বান্ধব" শ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। অদ্য তাহা বিজ্ঞাপিত হইল।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ইনি সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায় ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ইনি পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, ইনি বর্ষশেষে পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত

জিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ইনি বর্ষারম্ভেই পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন—

(ক) মূল পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ৩। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়, ৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, ৫। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, ৬। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ইনি বর্ষারম্ভে গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ৮। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, ৯। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ. দোঁতেন, ১০। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, ১১। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ১২। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, ১৩। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, ১৪। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, ১৫। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, ১৬। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ১৭। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৮। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, ১৯। শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত,

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী,

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বারোটি সাধারণ ও দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা একবার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী-পদক সমিতিতে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালন-সমিতিতে সভ্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল,—(১) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, (২) শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, (৩) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, (৪) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, (৫) শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়।

৩। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) দিল্লীর মিউজিয়াম এসোসিয়েশন, (খ) প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন (পাটনা), (গ) বঙ্গীয়-

সাহিত্য-সম্মিলন—কৃষ্ণনগরে ২১শ অধিবেশন, (ঘ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের রজতজয়ন্তী উৎসব, (ঙ) রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক উৎসব ও সাহিত্য-সম্মিলন এবং বঙ্কিম ও দিব্যস্মৃতি-উৎসব, (চ) কাঁথি বঙ্কিম-উৎসব ও শাখা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা উৎসব।

৪। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানের প্রদর্শনীতে পরিষদের দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) বীরসিংহে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-উৎসব সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে, (খ) প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (গ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঘ) কাঁথিতে বঙ্কিম-উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঙ) বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণের সম্মিলনে, (চ) রয়েল এশিয়াটি সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশন সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে, (ছ) চন্দননগর বঙ্কিম-উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে।

৫। নিম্নলিখিত শাখা ও সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল, (ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয় সমিতি, (চ) পুস্তকালয়-সমিতি, (ছ) ছাপাখানা-সমিতি, (জ) চিত্রশালা-সমিতি, (ঝ) প্রচার-শাখা, (ঞ) পরিষদ্-মন্দির-সংরক্ষণ-সমিতি, (ট) নিয়মাবলী-সমিতি, (ঠ) বানান-সমিতি, (ড) হিসাব-পরিদর্শন-সমিতি, (ঢ) শাখা-পরিষৎ নির্ব্বাচন-সমিতি, (ণ) প্রাচীন মুদ্রা গণনা সমিতি, (ত) কর্ম্মচারিগণের ছুটী নির্দ্ধারণ সমিতি, (থ) পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী বিক্রয় সমিতি, (দ) পাইকপাড়া রাজবাড়ী বঙ্কিম-উৎসব সমিতি, (ধ) বঙ্কিম-উৎসব সমিতি, (ন) বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (প) বঙ্কিম শতবার্ষিক-সমিতি, (ফ) ঝাড়-গ্রামরাজ গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (ব) পরিষৎসম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ সমিতি, (ভ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

৬। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম বুধবারে পরিষদের মাসিক অধিবেশন হইবে।

৭। পরিষদের চিত্রশালা মিউজিয়াম এসোসিয়েশনের সভ্য হইবে।

৮। পরিষদের সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ভার অর্পিত হইয়াছে।

৯। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শত-বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

১০। "কুরল" গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, ঐ গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া অগ্রে তাঁহাকে উক্ত অর্থ দিতে হইবে।

১১। কলিকাতার ইটালি অঞ্চলের কোন এক অখ্যাত রাস্তার নাম বঙ্কিমচন্দ্রের নামে পরিবর্ত্তিত করিবার বিষয়ে কলিকাতা করপোরেশনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয় এবং কলেজ ষ্ট্রীটের নাম 'বঙ্কিমচন্দ্র রোড' করিবার প্রস্তাব করা হয়।

১২। ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থলে অন্য নাম প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয়।

১৩। বঙ্গভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত এবং এই ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের বিষয়ে মন্তব্য গৃহীত হয়।

রমেশ-ভবন

আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে যে, আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালা রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই দ্বিতল নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে উহার নিম্ন তলের আমূল সংস্কার সাধিত হইয়াছে। উহার দরজা জানালা লাগান এবং বৈদ্যুতিক আলো পাখার পয়েন্ট লাগান হইয়াছে এবং বৈদ্যুতিক কনেক্‌শন লওয়া হইয়াছে। প্রয়োজন মত সাময়িক ভাবে পাখা ও আলো ভাড়া করিয়া উহার দ্বিতলের হলে কয়েকটি উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়াছে। কিন্তু এখনও কণ্ট্রাক্‌টারের দেনা মিটাইতে পারা যায় নাই। নিম্ন তলে চিত্রশালার দ্রব্যাদি সংরক্ষণের ও সাজাইবার জন্য উপযুক্ত আধারের ব্যবস্থা করিতে ও দ্বিতলের জন্য আসবাব প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এবং পাখা ও আলো খরিদ করিতে কিঞ্চিদধিক ৫০০০৲ এখনও আবশ্যক। এই টাকার সম্বন্ধে 'বঙ্গীয় রাজ-সরকার' শিরোনামে অন্যত্র বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামানুসারে এই চিত্রশালার নামকরণ হয়। রমেশ-ভবন নির্ম্মিত হইবার পর অর্থাভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত উহার দ্বিতল নির্ম্মাণের কোন আয়োজনই করিতে পারা যায় নাই। এই অবস্থায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে পরিষদের প্রচার-শাখার কতিপয় সভ্যের অনুরোধে রমেশচন্দ্রের দৌহিত্রী শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়া নবগঠিত রমেশ-ভবন সমিতির সভানেত্রীরূপে উদ্যোগী হইয়া রমেশ-ভবনটি সম্পূর্ণ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া দ্বিতল নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। এই কার্য্যে সমিতির কোষাধ্যক্ষ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এবং ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার মহাশয় যথোচিত সাহায্য করেন, ইঁহারা সকলেই এবং রমেশ-ভবন সমিতি পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

রমেশ-ভবনে প্রদর্শনের ও সংরক্ষণের আধারগুলি প্রস্তুত হইলে সংগৃহীত দ্রব্যগুলি সাজাইতে পারা যাইবে। আলোচ্য বর্ষে নূতন দ্রব্য সংগ্রহের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই; তথাপি নিম্নলিখিত শ্রেণীর দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে—প্রাচীন দেবমন্দিরের ইষ্টক, প্রাচীন স্থানের ফটো, সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি, প্রাচীন সাহিত্যিকের চিত্র এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। তন্মধ্যে স্বর্গীয়া কবি তরু দত্তের ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইগুলি বিলাত হইতে শ্রীযুক্ত হরিহর দাস বি. লিট., মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ পরিষদের পুথিশালায় নিম্নলিখিত পুথিগুলি উপহার দিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় ২ খানি, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস ৪ খানি এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ২ খানি। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুথির মধ্য হইতে বাছিয়া উদ্ধার করা হয় ৪১ খানি। মোট ৪৯ খানি পুথির মধ্যে ৩ খানি মুদ্রিত পুথি বাদে অবশিষ্ট ৪৬ খানির মধ্যে বাঙ্গালা ৯ খানি এবং সংস্কৃত ৩৭ খানি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে—

বাঙ্গালা	...	৩১৯০
সংস্কৃত	...	২১৬৬
তিব্বতী	...	২৪৪
ফার্সী	...	১৩
অসমীয়া	...	৩
ওড়িয়া	...	৪
হিন্দী	...	২
		৫৬২২

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত বাঙ্গালা পুথির তালিকার মুদ্রণ কার্য্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

অর্থাভাববশতঃ আলোচ্য বর্ষেও পুথিগুলিতে পাটা ও খেরো লাগাইতে পারা যায় নাই। এ জন্য অনেক পুথির ক্ষতি হইবার আশঙ্কা ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে ৪০৮৬৪ খানি পুস্তক ও পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৮৫৮ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের হিতৈষিবর্গের নিকট হইতে ৬৪১ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ২১৭ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে পরিষদের পুস্তকসংখ্যা ৪১৭২২ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি উপহার অথবা বিনিময়ে গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য।—

১। Supdt., Government Printing, Bengal, ২। Manager of Publications, Delhi, ৩। Secretary, Simthsonian Institution, ৪। Registrar,

Calcutta University, ৫। Director, Geological Survey of India, ৬। Supdt., Government Museum, Egmore, Madras, ৭। Supdt., Central Museum, Lahore, ৮। Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৯। Librarian, Bengal Library, ১০। Royal Asiatic Society, China Branch, ১১। Director of Industries, Bengál ১২। School of Oriental Studies, London, ১৩। Secy. Gaudiya Math.

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য।—

প্রদাতা		পুস্তকাদি
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু	১	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
" জয়দেব ঘোষ	১	Institute of Hindu Law, 1794
" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১	Dictionary in English and Bengali By Ramcomal Sen Vol I, 1834
" সজনীকান্ত দাস	১।	শব্দকল্পদ্রুমঃ ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৭৪৯ শকাব্দ
" নারায়ণচন্দ্র মৈত্র	১।	Hitopadesa
" ভূপেন্দ্রকুমার বসু	১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১ম-৯ম অধ্যায়
	২।	ঐ ১০ম-১৮শ অধ্যায়
	৩।	Hitopadesa, 1847
	৪।	Johnson's Dictionary, 1856
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১।	কিঞ্চিৎ জলযোগ
	২।	হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন।
	৩।	ভারতবর্ষীয় সভা, ২৩শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, ১৮৭৫।
রাজেন্দ্রনাথ রায়	১	History of Serampore Mission Vol I
	২।	Do Vol II

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১১৮ খানি পুস্তক, ৺কামিনী রায়ের পুত্রগণ একটী আলমারী সমেত ১৩৭ খানি পুস্তক, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মহাকোষ' প্রত্যেক খণ্ড, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ ২য় সং' প্রত্যেক খণ্ড এবং রঞ্জন পাবলিশিং হাউস 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র প্রত্যেক খণ্ড দান করিয়া পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। রামরসায়ন ১ম—৫ম খণ্ড (রঘুনন্দন)

২। সংবাদ প্রভাকর—১৮৫৫

৩। History of Europe By Sir Archibald Alison in 12 vols (1840)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নোক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছিল,—১। দৈনিক—৬, ২। সাপ্তাহিক—২৮, ৩। পাক্ষিক—৩, ৪। মাসিক—৬৩, ৫। দ্বৈমাসিক—২৫, ৬। ত্রৈমাসিক—১০।

আলোচ্য বর্ষে তালিকা-মুদ্রণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। সাধারণ গ্রন্থাগারের ও দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকা একপ্রকার শেষ হইয়াছে। এই সকল তালিকা সত্বর প্রকাশ করা প্রয়োজন। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হইতেছে না।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পুস্তক ক্রয়ের জন্য ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

সঙ্কলিত গ্রন্থপ্রকাশের কার্য্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে :—

(ক) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বর্ষে জানান হইয়াছিল যে, এই গ্রন্থের ১ম সংস্করণ চারি বৎসর মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে বহু নূতন তথ্য ও টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করিয়া সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও তিনি গ্রন্থের সর্ব্ব-স্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং সম্পাদকীয় পারিশ্রমিক হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য ২৮৮৲ পরিষৎকে দান করিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ ২৪০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছিল, এই নব সংস্করণ ৫৮০ পৃষ্ঠায় শেষ হইল।

(খ) অনাদি-মঙ্গল বা শ্রীধর্ম্মপুরাণ কবি রামদাস আদক-বিরচিত। গ্রন্থসম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূল গ্রন্থ, ভূমিকা, শব্দসূচী ও সুভাষিতাবলী সমেত ৩০৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। এই গ্রন্থও লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইল।

এতদ্ব্যতীত (ক) ন্যায়দর্শন. ১ম খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার ২৩২ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় গ্রন্থখানিকে অধিকতর উপযোগী করিবার জন্য বহু নূতন বিষয় সংযোজন করিয়াছেন।

(খ) বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ গ্রন্থের মুদ্রণ ধীরে ধীরে চলিতেছে। মাত্র ১৬ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(গ) রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান গ্রন্থ মুদ্রণের কার্য্য উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে মহাশয়ের দীর্ঘকাল অসুস্থতার জন্য এবং ছাপাখানার বিশৃঙ্খলার জন্য আলোচ্য বর্ষে অগ্রসর হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে 'বঙ্কিমজীবনীর খসড়া' নামক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের কর্ম্মময় এবং বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের মূল উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থস্বত্ব সম্পাদকগণের থাকিবে। অতি সত্বর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকগণের গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে পরিষৎ হইতে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে অন্যত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রকাশ সম্বন্ধে সংবাদ "আচার্য্য জগদীশচন্দ্র" বসু শিরোনামে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট ১০৮০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের সুদ ৫৫৫৲ ও ঐ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত গ্রন্থ বিক্রয়দ্বারা ২২০৲ মোট ৭৭৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্য এবং কিছু চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চারি সংখ্যা—১ম ও ২য় সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এবং ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির শ্রেণীভেদ এইরূপ—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী, ২। কবি পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র, ৩। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৪। ক্যাপ্টেন জেম্স ষ্টুয়ার্ট, ৫। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য (প্রথম বাঙ্গালী সাংবাদিক), লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত বিদ্যাসুন্দর, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ৭। চণ্ডীদাস (আলোচনা), শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৮। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। বৌদ্ধ অপদান, ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ১০। সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ১১। সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) ইতিহাস—১। মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার, ২। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স, ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

(গ) বিজ্ঞান—১। হিন্দু জ্যোতিষে শককাল, ডাঃ শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ২। হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল।

অর্থাভাবে পত্রিকার সহিত পরিষদের কোন কার্য্যবিবরণই প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

সাহিত্য ইতিহাস দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১টি; দর্শন বিভাগে ১টি এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৩টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে মাসিক অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যতীর্থ এবং ডক্‌টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন।

শাখা-পরিষৎ

পরিষদের মফস্বলের শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর-শাখার পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রজত-জয়ন্তী উৎসবের যে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র মেদিনীপুরবাসী, কি সরকারী কি বেসরকারী, সকল শ্রেণীর নগরবাসী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয় শাখার কর্ম্মিবৃন্দের সহিত একযোগে যেরূপ উদ্যমের সহিত এই অনুষ্ঠানের সফলতা সম্পাদনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। এই উৎসব সপ্তাহ কাল ধরিয়া চলিয়াছিল। বিরাট্ প্রদর্শনী, লোকশিক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা, নানাস্থান হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের সমাবেশ এবং তাঁহাদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-পাঠের ব্যবস্থা এবং প্রচুর লোকরঞ্জক আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই জয়ন্তী-উৎসবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি-উৎসবও যথোচিত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে মেদিনীপুরবাসিগণ যে স্থায়ী এবং মহান্ কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। মেদিনীপুরের গৌরব এবং বঙ্গসাহিত্যের মহান্ মহীরূহ প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র

গ্রন্থাবলীর একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের এবং মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই সকল কার্য্যের উদ্দেশ্যে বহু সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল পরিষৎ মেদিনীপুর-শাখার এই কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় বিশেষ গৌবব অনুভব করিতেছেন। এই সম্পর্কে আর একটি শুভ সংবাদ এই যে, মেদিনীপুরের কাঁথি শহরে পরিষদের একটি নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সেখানেও কর্ম্মীর অভাব নাই। তাঁহারা শাখা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম-উৎসব সম্পন্ন করিবার যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূল পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলনে এবং বঙ্কিম-উৎসবে মূল পরিষদের সভাপতি, সভাপতি রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ত্রিপুরা-শাখা কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। বিভিন্ন শাখার কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ হইল। আলোচ্য বর্ষে শিলং ও শিলচরে পরিষদের শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। এই সকল প্রস্তাব এক্ষণে বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ২৯এ মাঘ, ১লা ও ৩রা ফাল্গুন কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর নাট-মন্দিরে সম্মিলনের অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বিংশ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী কথা-সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্তা অর্পণা দেবী পদাবলী-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য দর্শন-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনীতি-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ইতিহাস-শাখার, ডক্টর কুদরতি এ খোদা বিজ্ঞান-শাখার, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস কাব্য-সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সংবাদিক-সাহিত্য-শাখার, এবং শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় চারু-কলা-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত সম্মিলনের নিয়মাবলীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। মূল পরিষদের সম্পাদক, সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক এবং পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৫ জন সভ্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ২০শ অধিবেশনের কার্য্যবিববরণ চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মিলনের ২২শ অধিবেশন কুমিল্লায় আহূত হইয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষৎ কলিকাতা করপোরেশনের নিকট এই জন্য বিশেষ ঋণী। গত পূর্ব্ব বৎসরে করপোরেশনের শাখা-সমিতি পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণাদির জন্য ৬০০০৲ টাকা সাহায্য দানের বিষয় বজেটভুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা পাওয়া যায় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে ঐ টাকা পুনরায় করপোরেশনের বজেটে যেন ধরা হয়।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুইজন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল

এই অনুসন্ধান তহবিলের অর্থে গত বৎসরের বিজ্ঞাপন অনুসারে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় আলোচ্য বর্ষের ৯ই আশ্বিন 'সিন্ধু সভ্যতা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বক্তৃতার বিষয় পরিস্ফুট করেন। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় গত ২০এ চৈত্র তারিখে বঙ্গভাষার ঐতিহাসিকতা বিষয়ক 'বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি এই বিষয়ে আরও দুইটি বক্তৃতা দিবেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপালবাবু এবং শ্রীযুক্ত সজনীবাবু তাঁহাদের প্রত্যেকের দক্ষিণার ২০০ পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন

স্মৃতিরক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে,—

১। রাধানাথ সিকদার—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দান করিয়াছেন।

২। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়—পুত্র ৺শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার এক তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দান করিয়াছেন।

৩। ৺কামিনী রায়—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তৈলচিত্র দান করিয়াছেন।

৪। ৺ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়—'জন্মভূমি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইঁহার একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এক তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্র অদ্য বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষগণ ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এক চিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্রও অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই উভয় চিত্র ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের বিশেষ অনুরোধে ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের এক তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সত্বরেই এই চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের এবং (খ) ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার সঙ্কল্প আলোচ্য বর্ষে গৃহীত হইয়াছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-সমিতির নিকট ঐ সমিতির সম্পূর্ণ হিসাব না পাওয়ায় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারিগণের নাম প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারা যাইতেছে না। এই বিষয়ে স্মৃতি-সমিতির সম্পাদকের সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে যে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে মাসিক অর্থ সাহায্য করা হইত তন্মধ্যে এক জনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার চিকিৎসার জন্য অগ্রিম ৫ মাসের টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে এক জন দুঃস্থ সাহিত্যিকের দুঃস্থা কন্যাকে মাসিক সাহায্য করা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মাত্র তিন জনকে এই ভাণ্ডার হইতে সাহায্য করা হয়। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে ঢাকার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন অনুসারে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲) দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন পুরস্কারের বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা হয় নাই।

পরিষদ্ মন্দির

পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে করিতে পারা যায় নাই, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার যে অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। ১৩৪৫ সালে এ সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে—আশা করা যায়।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল,—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)।

২। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)।

৩। কলিকাতা করপোরেশনের দান—গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়ের জন্য।

৪। সাধারণ তহবিলে দান।

৫। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য দান।

৬। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান।

৭। প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ও সংবর্দ্ধনার জন্য দান।

৮। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান।

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু ও ৺ভূতনাথ দাস মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সম্যক্ জানা যাইবে। বৎসরের পর বৎসর পরিষদের নানা অভাব জ্ঞাপন ও তাহার প্রতিকারের জন্য সদস্যগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানান হইতেছে। কিন্তু আশানুরূপ এবং পরিষদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। তাহার ফলে পরিষদের অনেক অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন ও কোন নূতন প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইতেছে না। সুখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষের যে সকল অর্থপ্রাপ্তির ভরসা ও সূচনা হইয়াছে,

তাহা সফল হইলে পরিষৎ নূতন উদ্যমে কর্ত্তব্যপথে অধিকতর অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইবে। বঙ্গীয় রাজসরকারের দান, ঝাড়গ্রাম রাজের দান *, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের দান, এবং 'চিত্রা' বায়স্কোপ কোম্পানীর প্রস্তাবিত সাহায্য-রজনী হইতে সাহায্য-প্রাপ্তি সত্বরই ঘটিবে ইহা সাগ্রহে আশা করিতেছি। পরিষদের দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে শেষোক্ত স্থানে সাহায্য রজনীর ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন এবং চিত্রার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বি. এন. সরকার এ বিষয়ে বিশেষ ভরসা দিয়াছেন। পরিষদের সভাপতি মহাশয়, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বে পরিষদের দেনা মিটাইতে যে অর্থ ধার দিয়াছিলেন, আলোচ্য বর্ষে তাঁহারা তাঁহাদের সেই দাবী ত্যাগ করিয়া পরিষৎকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়গণ নগদ টাকা দান করিয়াও পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। অন্যতম আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত হিসাব পরীক্ষা করিয়া উহা নির্ভুল বলিয়াছেন।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা পরিষদের প্রত্যেক সহৃদয় সদস্য, অনুগ্রাহক ও মঙ্গলকামীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা পরিষদের প্রাণস্বরূপ—তাঁহাদের অনুকম্পাতেই পরিষৎ এতাবৎকাল যথাসম্ভব সুষ্ঠুরূপে নিজকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। পরিষৎ এ প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান—দেশবাসীর সহানুভূতির উপর অন্য কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইহা অপেক্ষা অধিক দাবী করিতে পারে না। ইহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিলে আমাদের জাতীয়তার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বৎসরের পর বৎসর ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং ইহার দায়িত্বও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদনুপাতে ইহার আয় বৃদ্ধি হয় নাই—এমন কি অনেক সদস্য সময়মত তাঁহাদের দেয় চাঁদা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে ইহা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যাঁহাদের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ইহার উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিতে কাতর নহেন। কিন্তু দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুখের বিষয়, কতিপয় দানশীল মহাত্মা এই সঙ্কটকালে ইহাকে অর্থাদি-দানে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের কথা কার্য্যবিবরণীমধ্যে যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

* কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে ঝাড়গ্রাম রাজের দান বর্ত্তমান বর্ষে পাওয়া গিয়াছে।

ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেক দেশবাসীরই এ বিষয়ে যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই বৎসর আমরা সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছি। স্মরণ রাখিতে হইবে, তাঁহারই 'বঙ্গদর্শনে' মহামতি বীম্‌স্ সাহেব কর্ত্তৃক এই পরিষদের প্রথম পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি সেই মহাপুরুষের স্মৃতি প্রকৃতরূপে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিমান করিয়া তুলুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৭ই শ্রাবণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—

(মূল্যতালিকা—পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

১। **চণ্ডীদাস-পদাবলী** ১ম খণ্ড, সম্পাদক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডক্‌টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়— ২॥০ ও ৩৲

২। **শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী**, নবসংস্করণ, সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ— ৩॥০ ৪॥০

৩। **শ্রীশ্রীপদকল্পতরু**, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত— ৫৲ ও ৬॥০

৪। **চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন** শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত—দ্বিতীয় সংস্করণ ৩৲ ও ৪৲

৫। **সংকীর্ত্তনামৃত**—দীনবন্ধু দাসের, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ॥৵০

৬। **কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর** অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত— ১৲ ও ১।০

৭। **রসকদম্ব**—কবিবল্লভ-রচিত, অধ্যাপক শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲ ও ১॥০

৮। **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস** শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত— ১।০ ও ১॥০

৯। **লেখমালানুক্রমণী** (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ॥০, ৸০

১০। **ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস** (Guizot) অনুবাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ১৲, ১॥০

১১। **নেপালে বাঙ্গালা নাটক** শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১।০

১২। **জ্যোতিষদর্পণ** শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১৲, ১।০

১৩। **মাথুর কথা** পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত ২৲, ২॥০

১৪। **সংবাদপত্রে সেকালের কথা** শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
প্রথম খণ্ড—(২য় সং) ৩॥০ ও ৪॥০
দ্বিতীয় খণ্ড— ৩৲ ও ৩॥০
তৃতীয় খণ্ড— ২॥০ ও ৩।০

১৫। **হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা**, ২খণ্ডে ডক্‌টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এবং ডক্‌টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲ ও ৫৲

১৬। **ন্যায়দর্শন**—বাৎস্যায়ন ভাষ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬॥০ ও ৮॥০

১৭। Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲ ও ৬৲

১৮। **সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম**, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত— ৫৲

১৯। **উদ্ভিদ্‌ জ্ঞান** ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু প্রণীত—১॥০ ও ২।০

২০। **কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন** শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত ৸০, ১৲

২১। **মহাভারত** (আদিপর্ব্ব) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

২২। **শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল** শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১॥০

২৩। **গোরক্ষ-বিজয়** শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত ॥০, ৸০

২৪। **সংস্কৃত পুথির বিবরণ** অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ৫৲, ৬।০

২৫। **দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস** প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩৯) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় —২৲

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির, কলিকাতা।

৯ নং শিবনারায়ণ দাস্ লেন, কলিকাতা।

নিউ আর্য্য মিশন প্রেস হইতে শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।